তাফসীর
ওসমানী

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা
শাব্বীর আহমদ ওস্‌মানী

২য় খণ্ড

AL QURAN ACADEMY PUBLICATIONS

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা

শাব্বির আহমদ ওসমানী

তাফসীরে ওসমানী

২য় খন্ড

সূরা আল মায়েদা থেকে

সূরা আত্ তাওবা

কোরআনের অনুবাদ

ও

তাফসীরে ওসমানীর অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

হাফেজ মাওলানা আবু নাঈম

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স

www.icsbook.info

তাফসীরে ওসমানী

(২য় খন্ড সূরা আল মায়েদা–সূরা আত্ তাওবা)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স
৬৫ হোয়াইটচ্যাপল রোড (৩য় তলা) লন্ডন ই১ ১ডি ইউ, ইউকে
ফোন : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪
মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৮৯৭ ৫৪১ ১৯৪, ৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫
বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭
প্রথম সংস্করণ
আগস্ট ২০১৩
কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার
সর্ব স্বত্ব ঃ প্রকাশক
বিনিময়: দুইশত আশি টাকা মাত্র

Bengali Translation of
'Tafsir-e-Osmani'

Author
Maulana Shabbir Ahmed Osmani
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
2nd Volume
(Sura Al Maida- Sura At Tawba)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy Publications
124 Whitechapel Unit (3rd Floor) London E1 1DU, UK
Phone : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164
Mob : 07539 224 925, 07897 541 194, 07956 466 955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition
August 2013
Price Tk. 280 .00
E-mail: info@alquranacademypublications.com.
ISBN-978-984-90572-0-8

www.icsbook.info

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে অসংখ্য শোকরগুযারী করছি, তিনি 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর মতো একটি নগন্য প্রতিষ্ঠানকে এ যুগের দুটো সেরা কোরআনের তাফসীরকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য ধন্য করেছেন। গত বছরের শুরুর দিকে শহীদ সাইয়েদ কুতুব এর কালজয়ী তাফসীর গ্রন্থ 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ হাতে নেয়ার পর এক বছর শেষ না হতেই– আমরা আপনাদের হাতে আমাদের দ্বিতীয় উপহার 'তাফসীরে ওসমানীর' বাংলা তরজমা তুলে দিতে সক্ষম হলাম, এই অস্বভাবিক সাফল্যের জন্যে হাজার বার মালিকের দুয়ারে কৃতজ্ঞতার মাথা নোয়ালেও তার যথাযথ 'হক' আদায় হবে না।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা সমস্যায় পড়লাম, কোরআনের বাংলা তরজমা নিয়ে। মূল তাফসীরে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান-এর যে তরজমা রয়েছে তার বাংলা রূপান্তর করতে গিয়ে দেখা গেলো তা কোরআনের ভাবকে আরো জটিল করে তুলছে। তাছাড়া শাব্দিক অনুবাদ উর্দূ ভাষায় চালু থাকলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার রীতি ও ভাষা বোঝানোর জন্যে এই পদ্ধতি এখন অনেকটা সেকেলে। অবশেষে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা কোরআনের ভিন্ন অনুবাদ ব্যবহার করলাম। এই অনুবাদের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণত আমার নিজস্ব, আল্লাহ তুমি আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করো।

এটা করতে গিয়ে আমরা পড়লাম আরেকটি সমস্যায়। মাওলানা ওসমানী তার ওস্তাদ হযরত মাহমুদুল হাসান এর তরজামাকে সামনে রেখে টিকা লিখেছেন, কিন্তু আমরা যখন কোরআনের ভিন্ন তরজমা ব্যবহার করেছি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে তরজমার সাথে টিকার কিছুটা অসংগতি দেখা দেয়। কারণ যে শব্দটির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সেই শব্দটি আদৌ হয়তো আমাদের অনুদিত তরজমায় আসেনি। আবার আসলেও বাংলা ভাষার বাক্য রীতিতে হয়তো তা স্থানান্তর হয়ে টিকার নম্বরের আগে পরে বসে গেছে। এই সব সমস্যা যে আমরা সর্বাংশে সমাধান করতে পেরেছি– সে কথা বলার সাহস আমার নেই, তবে আমরা আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি করিনি এটুকু বলার সাহস আমার আছে। টিকার নং বসাতে গিয়েও মাঝে মাঝে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি, তরজমা এবং তাফসীরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যে আমরা সর্বত্রই একটা স্বতন্ত্র রেখা টেনে দিয়েছি।

এই মূল্যবান তাফসীরটি প্রধানত অনুবাদ করেছেন, কোরআন মজীদের আলেম ও হাফেজ আমার একান্ত সুহৃদ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। তিনি এই অনুবাদের কাজটি শুরু করেছেন আজ থেকে ১৮-১৯ বছর আগে। বিগত দেড় যুগ ধরে এই তাফসীরটি প্রকাশনার জন্যে তিনি চকবাজার, বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররম-সহ দেশের বহু নামী দামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ধর্না দিয়েছেন বহুবার। বহু লোক তাকে ওয়াদা দিয়েছে; কিন্তু মূল পান্ডুলিপি যেই তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেলো।

হাফেজ সিদ্দিকী এই গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেছেন দেড় যুগ আগে। তাই বাংলা ভাষায় একে উপস্থাপনার সার্থে এর একটা সার্বিক সম্পাদনার প্রয়োজন ছিলো। আজ যে তরজমাটি আপনার হাতে আছে, তা মূলত এর সম্পাদিত অনুবাদ। অবশ্য হাফেজ সিদ্দিকী নিজেও আমার সম্পাদিত এই অনুবাদের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

www.icsbook.info

হাফেজ গোলাম সোবহান সিদ্দিকীর মরহুম পিতাও ছিলেন একজন উঁচুমানের আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি এই অমূল্য তাফসীরটি তার সুযোগ্য ছেলের হাতে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করার কথা বলেছিলেন। আজ এই মোবারক গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে আমরা তার মাগফেরাতের জন্যেও আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি।

আরেকটি কথা–

'কোরআনের ৭ মনযিল' এই বরকতপূর্ণ কথাটির সাথে সংগতি রেখে আমরা কোরআনের ৭ মনযিলকে ৭ খন্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনযিল হিসেবে কোনো তাফসীরের প্রকাশ সম্ভবত এই প্রথম। আল্লাহ পাক চাইলে এই সামান্য সাদৃশ্য টুকুকেও তো একদিন নেয়ামতের একটা মহিরূহ করে দিতে পারেন।

আরো যে অসংখ্য ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে তার কৈফিয়ত কিভাবে দেবো–

আমার নিজের কর্মস্থল এখান থেকে ৭ হাজার মাইল দূরে থাকার কারণে যাতোবারই তাফসীরের খন্ডগুলো ছাপার জন্যে আমি এখানে আসি, ততোবারই আমাকে একাজে তাড়াহুড়ো করতে হয়। এই সীমিত সময়ের ভেতর অনুবাদগুলোকে যথারীতি সম্পাদনা করতে হয়, আবার সম্পাদিত কটি অনুযায়ী প্রুফের সংশোধন ও তদারক করতে হয়। এছাড়াও রয়েছে এই বিশাল তাফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত আরো বহু ধরনের জটিলতা। ওদিকে আবার রাজনৈকি অশান্তি ও অস্থিরতা থেকেও তো আমরা মুক্ত নই। একথা স্বীকার করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, আমরা কোরআনের এই মহামূল্যান সম্পদের যথার্থ 'হক' আমায় করতে পারিনি। হে মালিক, তুমি আমাদের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাইরের এই অক্ষমতা গুলোকে ক্ষমা করে দিয়ো।

আমি গুনাহগারের জীবনে যদি আদৌ কোনো ভালো কাজ থাকে– তার সবটুকুর পেছনেই প্রেরণা ও উৎসাহ রয়েছে আমার দো-জাঁহানের সাথী– সুলেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ীর। 'আদ দা'ল্লো আ'লাল খায়রে কা কা'য়েলিহী' (যাকে যাকে যতোটুকু ভালো কাজের পথ দেখানে সেও তারই সমান বিনিময় পাবে)। প্রিয় নবীর হাদীস অনুযায়ী তার জন্যে আমার তো মুখ খুলে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। যার ভান্ডারে কোনো অভাব নেই তার কাছে চাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য দেখিয়ে কি লাভ? তাফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় অনেকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে একে তরান্বিত করেছেন– অনেক ক্ষেত্রেআ ছিলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের চাএত বেশী– আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

আগামীতে আল্লাহর এই কিতাবের উপস্থাপনাকে যথার্থ সুন্দর ও নিখুঁত করার জন্যে একাডেমীর কর্মপদ্ধতিকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ– এখন আল কোরআন একাডেমী লন্ডন– বাংলাদেশে তাফসীর প্রকল্পের জন্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করে তার নিজস্ব কার্যালয়ও স্থাপন করেছে।

এই উভয় তাফসীরে আগামী খণ্ডগুলো ইনশাআল্লাহ সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে, এই আশাবাদটুকু ব্যক্ত করে আমি আবারও আমাদের অসংখ্য ভুল ভ্রান্তির জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। 'ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।'

বিনীত–

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

www.icsbook.info

এই খন্ডে যা আছে–

সূরা আল মায়েদা
সূরা আল আনয়াম
সূরা আল আ'রাফ
সূরা আল আনফাল
সূরা আত্ তাওবা

www.icsbook.info

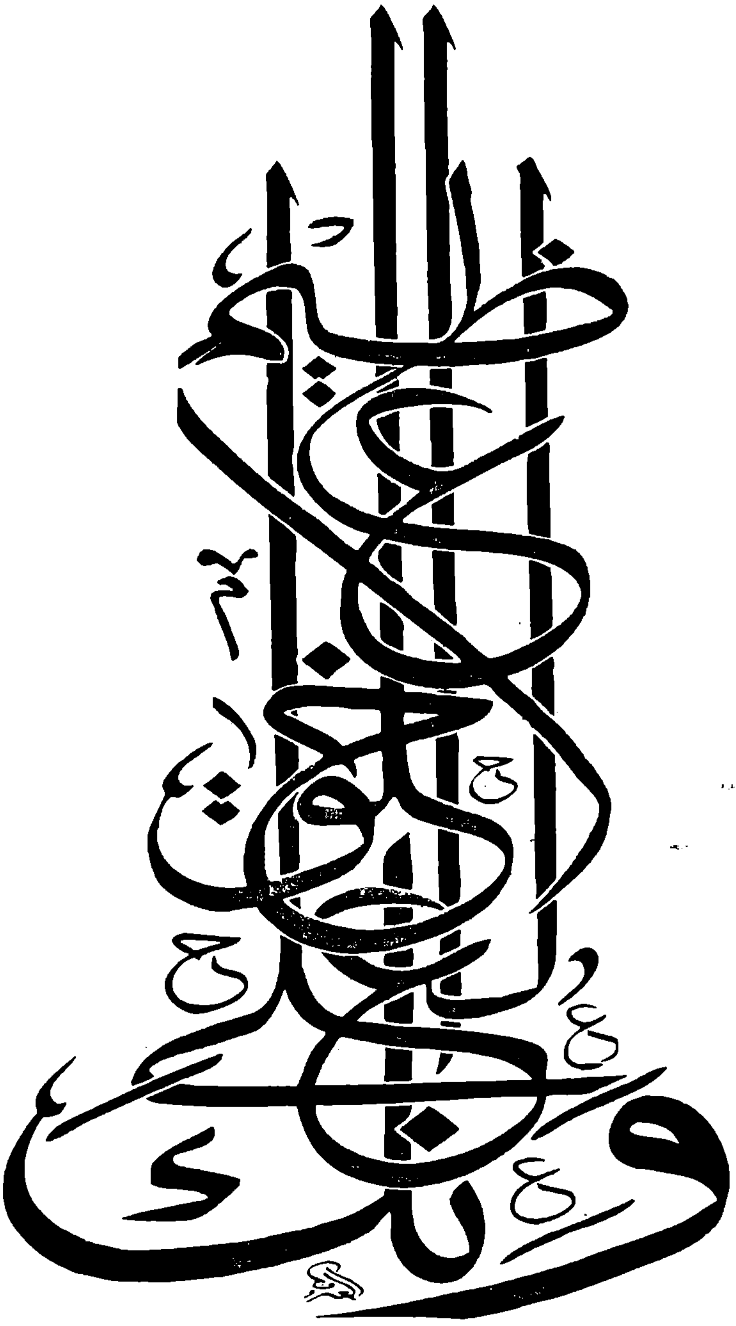

www.icsbook.info

সূরা আল মায়েদা

আয়াত ১২০ রুকু ১৬

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيْدُ ① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ

رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

রুকু ১

১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা ওয়াদাসমূহ[১] পূরণ করো (মনে রেখো); তোমাদের জন্যে চার পা'বিশিষ্ট পোষা জন্তু হালাল করা হয়েছে,[২] তবে সেসব জন্তু ছাড়া, যা (বিবরণসহ একটু পরেই) তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে,[৩] এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় (কিন্তু এসব হালাল জন্তু) শিকার করা বৈধ মনে করো না;[৪] (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা যা চান সে আদেশই তিনি জারি করেন।[৫] ২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না,[৬] সম্মানিত মাসগুলোকেও (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না,[৭] (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীকৃত জন্তুসমূহ ও যেসব জন্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে,[৮] যারা (আল্লাহর) অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (আল্লাহর) পবিত্র ঘর কা'বার দিকে রওনা দিয়েছে (তাদের তোমরা অসম্মান করো না),[৯] তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো,[১০]

১. শরয়ী ঈমান হচ্ছে দু'টি জিনিসের নাম–সহীহ মা'রেফাত এবং তসলিম ও ইনকিয়াদ অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের সমস্ত বাণীকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করে নিয়ে তার সামনে আত্মসমর্পণ করা, এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে তা কবুল করে নেয়া। এই স্বীকার করে নেয়ার অংশ হিসাবে ঈমান হচ্ছে মূলত খোদার সকল কানুন-বিধান মানা এবং সমস্ত হক আদায় করার একটা সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি, এক অটল অংগীকার। যেন 'আমি কি তোমাদের রব নই'–এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে যে পরিপূর্ণ অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো, যার স্পষ্ট ক্রিয়া মানুষের প্রকৃতিতে আজও কার্যকর রয়েছে, তারই নবায়ন ও ব্যাখ্যাই শরীয়ত সম্মত ঈমান। শরয়ী ঈমানে যে স্বাভাবিক ও সংক্ষিপ্ত অংগীকার-প্রতিশ্রুতি ছিলো, গোটা কোরআন ও সুন্নায় তারই

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ঈমানের দাবী করার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার সকল বিধানে এই অংগীকার করেছে, সকল ক্ষেত্রে সে মালিকের অনুগত থাকবে। আল্লাহ তায়ালার সে সব বিধানের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সাথে হোক বা বান্দাহর সাথে, দৈহিক লালন-পালনের সাথে হোক বা রূহানী এসলাহ-সংশোধনের সাথে, দুনিয়ার স্বার্থের সাথে হোক, বা আখেরাতের কল্যাণের সাথে, ব্যক্তিগত জীবনের সাথে হোক বা সামাজিক জীবনের সাথে, যুদ্ধের সাথে হোক, বা সন্ধির সাথে। নবী করীম (স.) সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে ইসলাম, জেহাদ, শুনা ও মেনে নেয়া এবং সৎ স্বভাব ও ভালো কাজে বায়আতের আকারে যে অংগীকার-প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন, তা ছিলো এই ঈমানী অংগীকারের একটা অনুভূত চিত্র। আর যেহেতু ঈমান প্রসঙ্গে বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার জালাল-জাবারুত-এর সত্যিকার জ্ঞান, তাঁর ইনসাফ-এনতিকামের পূর্ণ শান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতার পূর্ণ বিশ্বাস-আস্থাও অর্জিত হয়, তাই এর দাবী হচ্ছে এই যে, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও গাদ্দারীর ধ্বংসাত্মক পরিণতিকে ভয় করে আল্লাহর সাথে বা স্বয়ং নিজের সত্তার সাথে কৃত সকল অংগীকার এমনভাবে পূরণ করবে, যাতে আসল মালিকের ওফাদারীতে কোনো পার্থক্যই দেখা দিতে না পারে। আমাদের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'উকুদ' বা অংগীকার প্রসঙ্গে অতীত মনীষীদের নিকট থেকে যে সব উক্তি উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলোতেই সামঞ্জস্য বিধান হয় এবং আয়াতে 'হে ঈমানদাররা' বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য প্রতিভাত হয়ে যায়।

২. সূরা নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুলুম ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ ইহুদীদেরকে অনেক হালাল ও পবিত্র জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিলো (সূরা নিসা রুকু ২২)। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সূরা আনআম-এ। মহানবী (স.)-এর উম্মতকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার হেদায়াতের সাথে সাথে এ সব জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উট-গাভী-ভেড়া-বকরী এবং এই ধরনের সকল পালিত ও জঙ্গলী পশুপাখী, জন্তু যেমন হরিণ, নীল গাভী ইত্যাদি তোমাদের জন্য সকল অবস্থায়ই হালাল করা হয়েছে। অবশ্য সে সব জন্তু-জানোয়ার ছাড়া, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল করীমে বা নবী করীম (স.)-এর যবানীতে তোমাদের শারীরিক, আর্থিক বা নৈতিক প্রয়োজনে হারাম করা হয়েছে।

৩. সম্ভবত এর অর্থ সেই সব জিনিস–যার উল্লেখ এই রুকূর তৃতীয় আয়াতে করা হয়েছে। অর্থাৎ 'হুররেমাত আলাইকুমুল মাইতাতু যালেকুম ফেস্‌ক পর্যন্ত।

৪. মুহরেম বা এহরামকারীর জন্য ডাঙ্গার জানোয়ার শিকার করা জায়েয নেই। নদীর জন্তু শিকার করার অনুমতি আছে। যখন এহ্‌রাম অবস্থার মর্যাদা এতোটুকু যে, তাতে শিকার করা নিষিদ্ধ হয়েছে, তা হলে স্বয়ং হেরেম শরীফের হুরমত ও মর্যাদা–এর চাইতে অনেক বেশী হওয়া উচিত। অর্থাৎ হেরেম শরীফের জানোয়ার শিকার করা মুহরেম ও অ-মুহরেম সকলের জন্যই হারাম হবে, যেমন 'তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে হালাল করো না'– এই নির্দেশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়।

৫. অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন অতপর পরিপূর্ণ হেকমত-প্রজ্ঞার সাথে তাদের মধ্যে পরস্পরের মর্যাদায় পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিকুলের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ যোগ্যতা-প্রতিভা অনুপাতে পৃথক পৃথক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট ও শক্তি-সামর্থ গচ্ছিত রেখেছেন, জীবন-মৃত্যুর নানা রং-রূপ ব্যবস্থা করেছেন, পূর্ণ ইখতিয়ার, ব্যাপক

www.icsbook.info

জ্ঞান আর চরম প্রজ্ঞা বলে সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে কারো যে কোনো জিনিসকে যে কোনো অবস্থায় খুশী হালাল-হারাম করার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে-এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। 'তাঁর কাজ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, তারা নিজেরাই বরং জিজ্ঞাসিত হবে।'

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তিনিই যে একমাত্র মাবূদ, তা প্রতিপন্ন করার জন্য যেসব জিনিসকে প্রতীক-চিহ্ন নির্ণয় করা হয়েছে, তোমরা সেই সব জিনিস-এর মর্যাদা নষ্ট করবে না। হেরেম শরীফ, বায়তুল্লাহ শরীফ, জামরাত, সাফা-মারওয়াহ, কোরবানীর পশু, এহরাম, সমস্ত মসজিদ, সকল আসমানী কেতাব ইত্যাদি সব জিনিস আল্লাহ নির্ধারিত সকল সীমারেখা, সকল ফরয এবং দ্বীনের সকল বিধানই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব নিদর্শনের মধ্যে হজ্জের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এহরামকারীর কোনো কোনো বিধান বর্ণনা করা হয়েছিলো।

৭. হারাম মাস ৪টি (সূরা তাওবাঃ রুকু ৫)-যিলকূদ, যিলহজ্জ, মুহররম এবং রজব। এ মাসগুলোর তাযীম-সম্মান হচ্ছে এই যে, অন্য মাসগুলোর চেয়ে এ মাসগুলোতে বেশী নেকী করবে, তাকওয়া অবলম্বন করবে, অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে হাজীদেরকে উত্যক্ত করে বায়তুল্লাহর হজ্জ থেকে বারণ করবে না। যদিও বছরের বারটি মাসেই এই সব কাজ করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু এ সম্মানিত মাসগুলোতে এ সব কাজের গুরুত্ব আরও বেশী। অবশ্য ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওলামাদের সর্বসম্মত মতে এ মাসেও নিষিদ্ধ নয়। বরং ইবনে জারীর মোফাসের তো এ ব্যাপারে এজমা বা সকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে সূরা তাওবায় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৮. 'কালায়েদ কালাদার' বহুবচন। এটি দ্বারা সেই হার বা রশি বুঝানো হয়েছে, কোরবানী জন্তুর গলায় চিহ্ন হিসাবে যা পরানো হতো। এর উদ্দেশ্য ছিলো যাতে কোরবানী জন্তু মনে করে তাকে উত্যক্ত না করা হয় এবং দর্শকরাও এ ধরনের কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কোরআন মজীদ এ সব জিনিসের সম্মান-মর্যাদা বহাল রেখেছে এবং কোরবানী বা তার চিহ্নকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৯. বাহ্যত এই শান কেবল মুসলমানদের। অর্থাৎ যেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান হজ্জ ও ওমরার জন্যে গমন করে তাদের সম্মান করবে, তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। যেসব মোশরেক বায়তুল্লায় হজ্জ করার জন্য আসতো, তারাও কি এই আয়াতের সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত? কারণ, নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী তারাও তো আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য, অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই এসে থাকে। এর জবাবে বলা চলে যে, এ হুকুম এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগের, যাতে মোশরেকদেরকে নাপাক বলে আখ্যায়িত করে অতপর মসজিদে হারামের নিকটে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মোশরেকরা নাপাক তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটেও না আসে।' এ আয়াতটি নাযিল হলে মোশরেকদের মসজিদে হারাম-এর কাছে আসা নিষিদ্ধ করে ঘোষণা জারী করা হয়।

১০. অর্থাৎ এহ্রাম অবস্থায় শিকার করা যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, এহ্রাম খোলার পর তা অবশিষ্ট নেই।

www.icsbook.info

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۫ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

(বিশেষ) কোনো একটি সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ- (এমন বিদ্বেষ যার কারণে) তারা তোমাদের (আল্লাহ তায়ালার) পবিত্র মাসজিদে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো, যেন তোমাদের (কোনো রকম) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে।১১ তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো,১২ পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা (পাপের) দন্ডদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর!১৩ ৩. মৃত জন্তু,১৪ রক্ত,১৫ শুয়োরের গোশ্‌ত ও যে জন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা সবই) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়)। পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তুও হারাম,১৬

১১. আগের আয়াতে যেসব 'শাআয়েরকে' (নিদর্শন)-কে আল্লাহ তায়ালা সম্মানীত করেছিলেন, দশম হিজরীতে মক্কার মোশরেকরা সে সবের অপমান করেছে। নবী করীম (স.) এবং প্রায় দেড় হাজার সাহাবী যিলক্বদ মাসে কেবল ওমরার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হন। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মক্কার মোশরেকরা এই ধর্মীয় কাজে বাধা দেয়। তারা এহরাম অবস্থা, কা'বার হুরমত এবং মুহতারাম-সম্মানের মাস কোনো কিছুরই চিন্তা করে নাই, চিন্তা করে নাই 'হাদী ও কালায়েদের'। 'শাআয়েরুল্লাহ' বা আল্লাহর নিদর্শনের এই অবমাননা, ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধাদান এবং এই বর্বর যালেম জাতির বিরুদ্ধে যত রোষ-আক্রোশ-উষ্মা এবং যতো দুঃখ ও ক্ষোভই প্রকাশ করুক না কেন, তা মোটেই অন্যায় হতো না। প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত-উত্তেজিত হয়ে যে কোনো কার্যক্রম যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে অযৌক্তি ছিলো না। কিন্তু ইসলামে ভালোবাসা আর শত্রুতা কোনোটাই লাগামহীন নয়। কোরআন মজীদ এমন নিষ্ঠুর-বর্বর যালেম দুশমনদের বিরুদ্ধেও নিজেদের উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণত মানুষ বেশী ভালোবাসা বা বেশী শত্রুতার

www.icsbook.info

উত্তেজনায় সীমা অতিক্রম করে যায়। এজন্যই বলা হয়েছে যে, কঠোর শত্রুতাও যেন তোমাদের জন্য বাড়াবাড়ির কারণ না হয়। এ কারণে তোমরা ইনসাফ-সুবিচার ত্যাগ করবে না।

১২. প্রতিশোধ-স্পৃহার উত্তেজনায় কেউ যদি বাড়াবাড়ি করেই বসে, তবে তা রোধ করার উপায় এই যে, ইসলামী দল তার যুলুম-বাড়াবাড়িকে সমর্থন করবে না, এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে না। বরং সকলে মিলে নেকী-পরহেযগারী প্রকাশ করবে এবং ব্যক্তি বিশেষের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহর ভয় হচ্ছে সত্যপ্রীতি, ইনসাফপ্রিয়তা এবং সমস্ত সৎস্বভাবের মূল। আল্লাহকে ভয় করে ভালো কাজে সহযোগিতা এবং খারাব কাজে অসহযোগিতা না করা হলে সাধারণ আযাবের আশংকা রয়েছে।

১৪. এ আয়াত দ্বারা যেসব জিনিস খাওয়া হারাম করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে 'মাইতাহ' বা মৃত জন্তু-জানোয়ার। অর্থাৎ যেসব জানোয়ার যবাহ করা যরুরী, তা যদি যবাই ছাড়া আপনা-আপনিই মরে যায়, তার রক্ত ও আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা রক্তের ভেতরেই চাপা পড়ে যায়, তার বিষাক্ততা ও পংকিলতা দ্বারা কয়েক প্রকার দৈহিক ও দ্বীনী ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে (ইবনে কাসীর)। সম্ভবত এ কারণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার জন্যই মাইতার পর রক্ত হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এক বিশেষ ধরনের জন্তু অর্থাৎ শূকর হারামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্তুটির অঢেল নাজাসাত খাওয়া এবং অশ্লীলতা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। সম্ভবত সত্যনিষ্ঠ শরীয়ত একারণে রক্তের মতো একেও মৌলিকভাবে নাপাক বলে অভিহিত করেছে। এই তিনটি জিনিসের মূল সত্তার মধ্যেই রয়েছে মৌলিক পংকিলতা-অপবিত্রতা। তারপর আর এক রকম হারাম জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ এমন জানোয়ার, যা মূলগত বিচারে হালাল ও পবিত্র। কিন্তু সত্যিকার মালিক ছাড়া অন্য কারো নিয়ায হিসাবে উৎসর্গ করার ফলে নিয়তের অপবিত্রতা ও আকীদার পংকিলতার কারণে তা হারাম করা হয়েছে। কোনো প্রাণীর প্রাণ কেবল সেই মালিক ও স্রষ্টার হুকুমেই এবং তাঁর নামেই নেয়া যেতে পারে, যাঁর হুকুম এবং ইচ্ছায় তার জন্ম বা মৃত্যু হয়। মুনখাফিয বা গলা টিপে মারা জন্তু ইত্যাদি সবই মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মূর্তিপূজার বেদীতে যা যবাই করা হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যা যবাই করা হয়। জাহেলী যুগে এ সবই খাওয়ার প্রচলন ছিলো। একারণে এতোটা বিস্তারিতভাবে এ সবের উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত (সূরা আনআমঃ রুকু ১)।

১৬. একটু আগে 'হাদী'-এর সম্মান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই জানোয়ার, যা যবাই করা হয় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এক আল্লাহর সর্ব প্রথম এবাদাতগাহ্-এর নিয়ায হিসাবে। এর বিপরীতে সেই জানোয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে যবাই করা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা আল্লাহর ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরের সম্মানার্থে (মূ'যেহুল কোরআন)। এই দ্বিতীয় অবস্থাতেও মূলত গায়রুল্লাহ্র নযরই নিয়ত থাকে, যদিও যবাই করার সময় মুখে 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার' বলা হয়। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যা যবাহ করা হয় এবং মূর্তিপূজার বেদীতে যা যবাহ করা হয় এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় (ইবনে কাসীর)।

www.icsbook.info

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

(লটারি কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম),[১৭] এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন (নির্মূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো;[১৮] আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম,[১৯] আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম,[২০] তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম;[২১] (হারামের ব্যাপারে মনে রেখো,) যদি কোনো ব্যক্তিকে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারটা আলাদা), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[২২]
৪. তারা তোমার কাছ থেকে জানতে চায় কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে? তুমি (তাদের) বলো, সব ধরনের পাক-সাফ বস্তুই[২৩] (তোমাদের জন্যে) হালাল করা হয়েছে এবং সেসব শিকারী (জন্তু ও পাখীর) ধরে আনা (জন্তু এবং পাখী)-ও তোমরা খাও, যাদের তোমরা (শিকার করার নিয়ম) শিক্ষা দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন,

১৭. কোনো কোনো মোফাসসের 'আয্‌লাম'-এর অর্থ করেছেন জুয়ার তীর। জাহেলী যুগে যবাই করা পশুর গোশ্‌ত ইত্যাদি বন্টন করার জন্য এই তীর ব্যবহার করা হতো। এটিও ছিলো জুয়ার একটা রূপ। আমাদের দেশেও কোনো না কোনোভাবে এই প্রথার প্রচলন আছে। কিন্তু ইবনে কাসীর প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মতে এর অর্থ হচ্ছে সেই তীর, যা দ্বারা মক্কার মোশরেকরা কোনো কাজ করা না করার ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছা জেনে নিতো এবং তদনুযায়ী ফায়সালা করতো। এই তীর কা'বা শরীফে কোরায়শের সবচেয়ে বড়ো মূর্তি 'হোবল'-এর কাছে রাখা ছিলো। এ সব তীরের কোনোটার ওপর লেখা ছিলো 'আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন', আবার কোনোটার ওপর লেখা ছিলো 'আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করেছেন'। এমনিভাবে প্রতিটি তীরের ওপর কাল্পনিক কথা লেখা ছিলো। কোনো কাজে তাদের ইতস্তত হলে তক্ষুনি তীর বের করে দেখত। আমার রব আমাকে হুকুম করেছেন' এই কথাগুলো লেখা তীর বের হলে কাজ শুরু করত, আর তার বিপরীত তীর দেখা দিলে ঐ কাজ থেকে তারা বিরত থাকত। এমনিভাবে যেন এটি ছিলো মূর্তির কাছে এক ধরনের পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করা। যেহেতু এই প্রথার ভিত্তি ছিলো নিরেট অজ্ঞতা, শেরেক, ধারণা-কল্পনার অনুসরণ

www.icsbook.info

এবং আল্লাহর ওপর দোষারোপের ওপর প্রতিষ্ঠিত, একারণে কোরআন মজীদ বিভিন্নস্থানে অত্যন্ত কঠোরভাবে এটি হারাম বলে প্রকাশ করেছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উৎসর্গ বেদী বা 'নসব' প্রসঙ্গে 'আযলাম'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত পশু, রক্ত, শূকর ইত্যাদি অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তুগুলো হারাম করা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এর অভ্যন্তরীণ ও বিশ্বাসগত অশ্লীলতা এসব জিনিসের চেয়ে বাহ্যিক না পাকীর কোনো অংশে কম নয়। অন্য এক আয়াতে সাধারণ 'রেজসুন' বা নাপাকী শব্দটি ব্যবহার দ্বারাও এটি প্রকাশ পায়।

১৮. এ আয়াতটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছে, যখন জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য এবং হেদায়াতের জ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য নীতিমালা এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছিলো এবং খুঁটিনাটি বিষয়াদিও এমন বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছিলো, যার ফলে ইসলামের অনুসারীদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর আইন-বিধান ছাড়া অন্য কোনো আইন-বিধানের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও অবশিষ্ট ছিলো না। মহানবী (স.)-এর তরবিয়াতের ফলে হাজার হাজার খোদা-পোরস্ত নিষ্ঠাবান হাদী ও মোয়াল্লেমের এমন একটা বিরাট দল তৈয়ার হয়েছিলেন, যাদেরকে বলা যায় কোরআনের শিক্ষার বাস্তব নমুনা। তখন মক্কা বিজয় সাধিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পুরা করছিলেন। অন্যদিকে অত্যন্ত ঘৃণ্য খাদ্য ও মৃত জন্তুখোর জাতি বস্তুগত ও আত্মিক পবিত্র বস্তুসমূহের স্বাদ আস্বাদন করছিলো। আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান মর্যাদা মানব মনে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। ধারণা-কল্পনা এবং আনসাব-আযলামের তন্ত্রমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। শয়তান জাযিরাতুল আরবের পক্ষ হতে চিরতরে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো যে, সেখানে পুনরায় তার পূজা হবে। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর বাণী নাযিল হয়েছে–'কাফেররা আজ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে হতাশ, সুতরাং তাদেরকে নয়, আমাকেই ভয় কর।' অর্থাৎ শয়তান আজ নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদেরকে সত্য-সঠিক দ্বীন হতে বিচ্যুত করে পুনরায় 'আনসাব-আযলামের' দিকে নিয়ে যাবে, অথবা দ্বীন ইসলামকে পরাভূত করার আশা পোষণ করবে অথবা দ্বীনের বিধানের ব্যাপারে কোনো প্রকার রদ-বদল, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের আশা করবে। তোমরা আজ পরিপূর্ণ দ্বীন লাভ করেছ। আগামীতে তাতে কোনো প্রকার সংশোধন-সংযোজনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তোমাদের প্রতি আল্লাহর এনাম পূর্ণ হয়েছে। অতপর তোমাদের পক্ষ হতে এই এনাম নষ্ট করার কোনো আশংকা নেই। আল্লাহ তায়ালা চিরন্তনভাবে তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে পছন্দ করেছেন। এই কারণে কোনো রহিতকারীর আগমনেরও সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় কাফেরদেরকে তোমাদের ভয় করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। তারা তোমাদের কোনো ক্ষতিই সাধন করতে পারবে না। অবশ্য সেই মহান অনুগ্রহকারী এবং সত্যিকার নেয়ামতদাতার অসন্তুষ্টিকে সব সময় ভয় করে চলবে, যাঁর হাতে তোমাদের সকল মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমাদের সকল লাভ-ক্ষতি আর কল্যাণ-অকল্যাণও তারই হাতে নিবদ্ধ। 'তাদেরকে নয়, বরং আমাকেই ভয় কর।' এই কথা বলে যেন সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা যতদিন আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তাদের মধ্যে যতদিন তাকওয়া-খোদাভীতির শান বর্তমান থাকবে, ভবিষ্যতে ততোদিন মুসলমানদের জন্য কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো আশংকা থাকবে না।

১৯. অর্থাৎ এর কিসসা-কাহিনীতে রয়েছে পূর্ণ সত্যতা, বর্ণনাধারায় রয়েছে পরিপূর্ণ ক্রিয়া এবং কানুন-বিধানে রয়েছে পরিপূর্ণ মধ্যবর্তিতা ও ভারসাম্য। সাবেক কেতাবসমূহ ও অন্যান্য

www.icsbook.info

আসমানী ধর্মে যেসব তত্ত্ব-তথ্য সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ছিলো, 'দ্বীনে কাইয়েম' তথা একমাত্র ও পরিপূর্ণ দ্বীন দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন করা হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব নীতিগত বিধান দিয়েছে, তা প্রকাশ এবং প্রসারের কাজ তো সর্বদাই অব্যাহত থাকবে, কিন্তু তাতে সংযোজন বা সংশোধনের আদৌ কোনো অবকাশ রাখা হয়নি।

২০. সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহ তো এই যে, ইসলামের মতো পরিপূর্ণ ও চিরন্তন বিধান এবং শেষ নবীর মতো নবী তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন। উপরন্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন আনুগত্য ও দৃঢ়তার তাওফীক। রূহানী নেয়ামত এবং পার্থিব খাদ্যের দস্তরখান তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন। কোরআন মজীদের হেফাযত, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সারা বিশ্বের সংস্কার-সংশোধনের সকল ব্যবস্থা, সকল আয়োজন তিনি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য।

২১. অর্থাৎ এই বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীনের পর এখন আর কোনো দ্বীনের জন্য অপেক্ষায় থাকা, অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করা বোকামি মাত্র। ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের অপর নাম। ইসলাম ছাড়া নাজাত এবং আল্লাহর নিকট গ্রাহ্য হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই।

'আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি'– এ আয়াতটি নাযিল করাও আল্লাহর অন্যতম এক বিরাট নেয়ামত। একারণে কোনো কোনো ইহুদী হযরত ওমরের (রা.) নিকট আরয করেছিলো, আমীরুল মোমেনীন! এই আয়াতটি যদি আমাদের ওপর নাযিল হতো, তবে আমরা তার অবতরণের দিবস পালন করতাম, সেই দিন আনন্দ-উৎসব করতাম। হযরত ওমর (রা.) জবাবে উক্ত ইহুদীকে বললেন, তুমি জান না, যেদিন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো, সেদিন আমাদের দুটো ঈদ-উৎসব একত্রিত হয়েছিলো। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জ উপলক্ষে আরাফার দিন শুক্রবারে আসরের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়, যখন আরাফাতের ময়দানে নবী করীম (স.)-এর উষ্ট্রীর চতুর্দিকে চল্লিশ জন মুত্তাকী-পরহেযগারের এক বিশাল সমাবেশ ঘটেছিলো। তারপর মহানবী (স.) এই দুনিয়ায় মাত্র একাশি দিন বেঁচে ছিলেন।

২২. অর্থাৎ হালাল-হারামের বিধান সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আর এটিতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না। অবশ্য ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর-অস্থির হয়ে কেউ যদি হারাম বস্তু খেয়ে প্রাণ বাঁচায়-এই শর্তে যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের বেশী খাবে না এবং কেবল স্বাদ গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য হবে না তবে আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে এই হারাম খাওয়া মাফ করে দেবেন। বস্তুটা হারাম ঠিকই ছিলো, কিন্তু হারাম জিনিস খেয়ে যে ব্যক্তি প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে কিন্তু আল্লাহর কাছে অপরাধী গুনাহগার সাব্যস্ত হয়নি। আল্লাহর নেয়ামত পরিপূর্ণ করার এটিও ছিলো একটি।

২৩. ওপরের আয়াতগুলোতে অনেক হারাম জিনিসের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, হালাল জিনিস কি? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, হালালের বৃত্ত অনেক বিস্তৃত। কতিপয় জিনিস বাদ দিয়ে-যেগুলোতে কোনো দ্বীনী বা শারীরিক ক্ষতি রয়েছে–দুনিয়ার সমস্ত পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিসই হালাল। যেহেতু শিকারী জন্তু দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিলো, তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ
يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

(তবে) এর ওপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নাম নেবে,[২৪] তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[২৫]

রুকু ২

৫. আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হলো;[২৬] যাদের ওপর (আল্লাহর) কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের খাবারও তোমাদের জন্যে হালাল,[২৭] আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্যে হালাল,[২৮] (চরিত্রের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থানকারী মোমেন নারী[২৯] ও তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো, যখন তোমরা (তাদের) মোহরানা আদায় করে দেবে, সেসব (আহলে কিতাব) সতী সাধ্বী নারীরাও[৩০] (তখন তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে), তোমরা (থাকবে চরিত্রের রক্ষক হয়ে,[৩১] কামনা চরিতার্থকারী কিংবা গোপন অভিসারী (উপপত্নী) হয়ে নয়;[৩২] যে কেউই ঈমান অস্বীকার করবে, তার (জীবনের সব) কর্মইনিষ্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।[৩৩] ৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,[৩৪]

২৪. শিকারী কুকুর বা বাজ ইত্যাদি জন্তু দ্বারা শিকার করা জন্তু নিম্নোক্ত শর্তে হালাল (১) শিকারী জন্তুকে সত্যিকার অর্থে শিকারী হতে হবে। (২) তাকে শিকারের জন্যই ছাড়তে হবে। (৩) শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় তাকে তালীম দিতে হবে। অর্থাৎ কুকুরকে শিক্ষা দিতে হবে যে, শিকার করে সে নিজে খাবে না। আর বাজকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে, শিকার করার জন্য গমন করেছে এমন অবস্থায় তাকে ডাকলে তৎক্ষণাত সে চলে আসবে। কুকুর যদি নিজেই শিকার করা জন্তু খেতে শুরু করে বা বাজ যদি ডাকলে না আসে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কথায় যেহেতু আসেনি, সুতরাং শিকারও সে তার জন্য করেনি, বরং সে শিকার করেছে নিজের জন্য। হযরত শাহ সাহেব (র.) এ কথাই বলেছেন যে, সে যখন মানুষের স্বভাব আয়ত্ত করেছে, তখন যেন মানুষই তাকে যবাই করেছে। (৪) শিকারী জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে ছাড়বে অর্থাৎ ছাড়বার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে। এই চারটি শর্ত স্পষ্ট করে কোরআনেই উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পঞ্চম শর্ত এই যে, শিকারকে এমনভাবে আহত করতে হবে যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। 'জাওয়ারেহ' শব্দটির মূল ধাতু 'জরহ্' দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ শর্তগুলোর মধ্যে একটা শর্তও অনুপস্থিত থাকলে শিকারী জন্তুর শিকার হারাম হবে–হালাল হবে না। অবশ্য শিকার করার পর যদি জন্তু মারা না যায়

www.icsbook.info

এবং যবাই করা হয়, তবে 'হিংস্র জন্তু যা ভক্ষণ করেছে, কিন্তু তোমরা যা যবাহ করেছ তা ব্যতীত'-এর নিয়ম অনুযায়ী তা হালাল হবে।

২৫. অর্থাৎ সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলবে। পাক-পবিত্র জিনিস ভোগ-ব্যবহার এবং শিকার ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে যেন শরীয়তের সীমালংঘন না হয়ে যায়। মানুষ সাধারণত দুনিয়ার লোভ-লালসায় ডুবে এবং শিকার ইত্যাদি কাজে জড়িয়ে আখেরাতকে ভুলে যায়। তাই আল্লাহকে না ভুলার জন্য তাকে সতর্ক করার দরকার ছিলো। মনে রাখবে যে, হিসাবের দিন খুব একটা দূরে নয়। আল্লাহর অসংখ্য দানের সাথে তোমাদের শোকরিয়া জ্ঞাপনের তুলনা করা হবে এবং তোমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব নেয়া হবে।

২৬. অর্থাৎ আজ যেমন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন দেয়া হয়েছে, তেমনি দুনিয়ার সমস্ত পাক-পবিত্র নেয়ামতও তোমাদের জন্য চিরতরে হালাল করা হয়েছে। এটি কখনো বাতিল হবে না।

২৭. এখানে 'তাআম' বা খাদ্যের অর্থ যবাই করা জন্তু। অর্থাৎ কোনো ইহুদী-নাসারা যদি হালাল জানোয়ার যবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম না লয়-অবশ্য শর্ত এই যে, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদী-নাসারা হয়নি, তাহলে তা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল। মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগকারীর বিধান স্বতন্ত্র।

২৮. এখানে পরিণতি হিসাবে ভিন্ন অর্থে এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো কোনো হাদীসে যে উল্লিখিত হয়েছে, 'পরহেযগার ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়'। এর অর্থ এই নয় যে, পরহেযগার ছাড়া অন্যদের জন্য তোমার খাদ্য হারাম। মুসলমানের জন্য যখন কাফের কেতাবধারীর খাদ্য হালাল করা হয়েছে, এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, তখন একজন তাওহীদবাদী মুসলমানের খাদ্য-তার যবাই করা জন্তু কেন অন্যদের জন্য হারাম হবে।

২৯. সতীত্বের শর্ত সম্ভবত উৎসাহিত করার জন্য। অর্থাৎ বিয়ের সময় একজন মুসলমানের উচিত নারীর সতীত্বের প্রতি প্রথম দৃষ্টি দেয়া। এর অর্থ এই নয় যে, সতী ছাড়া অন্য নারীর সাথে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

৩০. আহলে কেতাবের একটা বিশেষ হুকুমের সাথে আর একটা বিশেষ হুকুমও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেতাবধারী নারীর সাথে বিয়ে জায়েয, কিন্তু মোশরেক নারীকে বিয়ে করার অনুমতি নেই। 'মোশরেক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়েকরবে না।' (সূরা বাকারা: রুকু ২৭)

অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের যামানার নাসারারা হচ্ছে মূলতী কেবল নামকা ওয়াস্তে নাসারা। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে, যারা কোনো আসমানী কেতাব, ধর্ম এবং আল্লাহতে বিশ্বাসই করে না। এদেরকে আহলে কেতাব বলা যায় না। সুতরাং তাদের যবাই করা পশু এবং তাদের মেয়েদের হুকুম আহলে কেতাবদের মত হবে না। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো জিনিস হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে মূলত হারাম হওয়ার কোনো কারণ নিহিত নেই। কিন্তু বাইরের অবস্থা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যদি এমন হয় যে, এই হালাল দ্বারা উপকৃত হতে গেলে অনেক হারাম কাজ করতে হয়, এমনকি কুফরীতে জড়িয়ে পড়ার

www.icsbook.info

আশংকাও থাকে, তা হলে এমন হালাল দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। বর্তমান যামানায় ইহুদীদের সাথে পানাহার এবং বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা, তাদের নারীদের ফাঁদে পড়া-এসব যে কি মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি করে, তা কারো কাছে গোপন নয়। সুতরাং খারাপ কাজ ও বদদ্বীনীর উপায়-উপকরণ থেকে বিরত থাকাই উচিত।

৩১. বিয়ে বন্ধনে আনার জন্য-এ দ্বারা বাহ্যত এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যত বিয়ে একটা বন্ধন। কিন্তু এই বন্ধন সেই আযাদী ও কামনা-বাসনা থেকে উত্তম, যার অন্বেষায় মানুষরূপী পশুরা বিয়ের ধারাটাই রহিত করে দিতে চায়।

৩২. আগে নারীর সতীত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিলো, এখন পুরুষের সতীত্ব সম্পর্কে হেদায়াত করা হচ্ছে-পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য আর পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীদের জন্য (সূরা নূর: রুকু ১৩)-এ আয়াত থেকে এটিও জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সতীত্বের মহামূল্য সম্পদ হেফাযত করা এবং বিয়ের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, নিছক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাও কেবল মনস্কামনা পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য নয়।

৩৩. যেসব কেতাবী নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার উপকারিতা তো এই হওয়া উচিত যাতে বিনয়ী মোমেনের সততা-সত্যতা নারীর অন্তরে স্থান করে নেয়। কেতাবী নারীদের জন্য পাগল হয়ে নিজের ঈমানের ধন হারিয়ে বসা নয়। 'দুনিয়া-আখেরাত দুটোই বরবাদ'-এ আয়াতের বাস্তব নিদর্শন হওয়া নয়। যেহেতু কাফেরা রমণীকে বিবাহ করায় এই ফেতনার সমূহ আশংকা ছিলো, তাই আর 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে, তার আমল নিশ্চিত বাতিল হয়ে যাবে'-এ হুমকি অত্যন্ত স্থান উপযোগী হয়েছে। এটা অবশ্য আমার ধারণা। অবশ্য হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, দুটো বিধানে আহলে কেতাবকে কাফের থেকে বিশিষ্ট মনে করা হয়েছে। এটা কেবল দুনিয়াতে। আখেরাতে সব কাফেরই খারাপ, নেক আমল করলেও কবুল হবে না।

৩৪. হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের প্রতি যেসব বড়ো বড়ো অনুগ্রহ করা হয়েছে, তার বর্ণনা শুনে একজন শরীফ ও সত্যের পূজারী মোমেন বান্দার অন্তর শোকরগোযারী এবং ওফাদারীর প্রেরণায় কানায় কানায় ভরে ওঠে। স্বভাবতই তার এই আকাংখা জাগে যে, এই সত্যিকার ইনামদাতার মহান দরবারে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আনুগত্যে মস্তক অবনত করবে, দাসসুলভ অনুগ্রহ স্বীকার করে নিজেকে ভৃত্য বলে কার্যত তার প্রমাণ পেশ করবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, যখন আমার দরবারে হাযির হওয়ার ইচ্ছা করবে অর্থাৎ নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন পাক-পবিত্র হয়ে আসবে। আগের আয়াতে দুনিয়ার যেসব রকমারি মজা ও মনের কাম্য বস্তুসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পাক-পবিত্র জিনিস এবং সতী-সাধ্বী রমণী, অনেকাংশে সেসব ছিলো মানুষকে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী থেকে দূরে সরিয়ে পাশবিকতার কাছে নিয়ে আসার মতো জিনিস। এসব বস্তু ব্যবহারের অপরিহার্য পরিণতি হিসাবেই দেখা দেয় সকল প্রকার নাপাকী-যাতে উযু-গোসল ফরয হয়ে যায়। সুতরাং মনের কাম্য বস্তু থেকে দূরে সরে যখন আমার কাছে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সর্বপ্রথম পাশবিকতার চিহ্ন মুছে ফেলবে, পানাহার ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট পংকিলতা হতে মুক্ত হবে, পাক-পবিত্র হবে। উযু-গোসল দ্বারা এ পবিত্রতা অর্জিত হয়। উযু দ্বারা কেবল মোমেনের দেহই পাক হয় না, বরং যথা নিয়মে উযু করলে পানির ফোঁটার সাথে তার গুনাহ্ও ঝরে পড়ে।

www.icsbook.info

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا

بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۭ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَإِنْ كُنْتُمْ

مَّرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ

مِّنْهُ ۭ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ ۙ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ

তোমরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে–৩৫ তোমরা তোমাদের (পুরো) মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে৩৬ এবং পা দুটো গোড়ালি পর্যন্ত (ধুয়ে নেবে,)৩৭ কখনো যদি (এমন বেশী) নাপাক হয়ে যাও (যাতে গোসল করা ফরয হয়ে যায়), তাহলে (গোসল করে ভালোভাবে) পবিত্র হয়ে নেবে,৩৮ যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো কিংবা তোমরা যদি সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা যদি নারী সম্ভোগ করে থাকো (তাহলে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো), আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও, (আর তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, সেই পবিত্র) মাটি দিয়ে তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে;৩৯ (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে) তোমাদের কষ্ট দিতে চান না,৪০ বরং তিনি চান তোমাদের পাক-সাফ করে দিতে৪১ এবং (এভাবেই) তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, আশা করা যায় তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।৪২ ৭. তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ তোমরা স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও ভুলে যেয়ো না), যখন তোমরা (তাঁর সাথে অংগীকার করে) বলেছিলে (হে আমাদের মালিক), আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম,৪৩ তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, অবশ্যই

৩৫. অর্থাৎ ঘুম থেকে ওঠলে অথবা দুনিয়ার কাজ-কারবার ত্যাগ করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হলে প্রথমে উযু করবে। কিন্তু এই উযু করা তখন জরুরী, যখন আগে থেকে উযু না থাকবে। আয়াতের শেষ দিকে 'কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান' বলে এসব বিধানের যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হাত-মুখ ধোয়া এজন্য ওয়াজেব যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করে তাঁর দরবারে স্থান দিতে চান। আগে থেকে যদি এই পবিত্রতা অর্জিত থাকে, উযু ভঙ্গ করার মতো কোনো কাজ না হয়ে

www.icsbook.info

থাকে, তবে নতুন করে পাক জিনিসকে পুনরায় পাক করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং একে জরুরী করা হলে উম্মত 'অসুবিধায়' পড়তে পারে। 'তিনি তোমাদের ওপর কোনো কষ্ট চাপাতে চান না' বলে এটি রহিত করা হয়েছে। অবশ্য আরো পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, নূরা-নিয়াত ও স্ফূর্তি লাভের জন্য তারা উযু করলে মুস্তাহাব হবে। সম্ভবত এ কারণেই 'তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন উযু করে নিবে'—এমন বর্ণনাধারা এখানে অবলম্বিত হয়েছে, যাতে প্রত্যেক দফা নামাযের জন্য যাওয়ার সময় তাজা উযুর প্রেরণা জাগে।

৩৬. অর্থাৎ ভিজা হাত মাথায় বুলাবে। নবী করীম (স.) থেকে সারা জীবনে কপাল পরিমাণের চেয়ে কম মসেহ্-এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। কপাল পরিমাণ মাথার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এই পরিমাণ মাথা মসেহ্ করা ফরয। অন্যান্য ইখতিলাফ ও দলীল-প্রমাণ পেশ করার স্থান এটা নয়।

৩৭. এই ভাবে অনুবাদ করে একটা সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, 'আরজুলিকুম'-এর আত্ফ্ করা হয়েছে 'ফাগসিলূ'-পরবর্তী শব্দগুলোর ওপর। অর্থাৎ যেমনিভাবে হাত-মুখ ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি গোড়ালি পর্যন্ত পা-ও ধুতে হবে। মাথার মতো পা-ও মসেহ্ করলে হবে না। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের এজমা বা ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। অনেক হাদীস থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, পায়ে মোজা না থাকলে পা ধোয়া ফরয। অবশ্য মোজার ওপরে মসেহ্ করা যায় ফেকার কেতাবে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী। মুকীম এক দিন এবং মোসাফের তিন দিন পর্যন্ত মসেহ্ করতে পারে।

৩৮. অর্থাৎ নাপাকী থেকে পাক হওয়ার জন্য কেবল চারটি অঙ্গ ধোয়া এবং মসেহ্ করাই যথেষ্ট নয়। কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া শরীরের যে অংশে পানি পৌঁছানো যায়, সেখানে পানি পৌঁছানো জরুরী। এ কারণে হানাফীদের মতে গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়াও জরুরী। অবশ্য উযুতে এটা ফরয বা জরুরী নয়—সুন্নাত।

৩৯. অর্থাৎ রোগের কারণে পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হয় বা সফরে প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া না গেলে, বা কেউ পায়খানা-পেশাব করার ফলে উযুর প্রয়োজন হয়েছে বা নাপাক হওয়ার ফলে গোসল ওয়াজেব হয়েছে, কিন্তু পানি পেতে বা তা ব্যবহার করতে কিছুতেই পারছে না—এই সকল অবস্থায় উযু বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। উযু বা গোসল উভয়টার পরিবর্তে তায়াম্মুমে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ তায়াম্মুম বিধিবদ্ধ করার যে উদ্দেশ্য, তা উভয় অবস্থায়ই সমানভাবে অর্জিত হয়, তায়াম্মুমের তত্ত্বকথা ও খুঁটিনাটি বিষয় এবং এই আয়াতের আরো কিছু ব্যাখ্যা সূরা নিসার ৭ম রুকুতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) 'লামাস্তুমুন নিসায়া'র তরজমা করেছেন—তোমরা নারীগমন করেছ। বাকধারা অনুযায়ী এটি নাপাকী বুঝায়। এ তরজমা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা.)-এর তাফসীরের অনুকূল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্উদও নীরব থেকে তাদের এই তাফসীর সমর্থন করেছেন (বোখারী)। তিনি 'ফাতায়াম্মামূ'-এর তরজমা করেছেন 'এবং ইচ্ছা কর'। এই তরজমা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, অভিধান অনুযায়ী তায়াম্মুমের অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। এই আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওলামায়ে কেরাম তায়াম্মুমে ইচ্ছা বা নিয়ত করাকে জরুরী বলে মতো প্রকাশ করেছেন।

www.icsbook.info

৪০. এ কারণে যেসব নাপাকী ঘনঘন ঘটে, তাতে গোটা দেহ ধোয়া জরুরী করা হয়নি। কেবল মুখ-হাত-পা ধোয়া এবং মাথা মসেহ করাকে জরুরী করা হয়েছে। অধিকাংশ সভ্য দেশের বাশিন্দারা দেহের এসব অঙ্গ অধিকাংশ সময় খোলা রাখায় কোনো দোষ মনে করে না। যাতে কোনো সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না হয়, এজন্য এই অঙ্গগুলো ধোয়া এবং মসেহ করা জরুরী করা হয়েছে। অবশ্য বড়ো নাপাকী সদা-সর্বদা ঘটে না-ঘটে মাঝে-মধ্যে। এ অবস্থায় নফসকে ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্টের দিকে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করার জন্য কোনো অস্বাভাবিক সতর্ক করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই বড়ো নাপাকী দূর করার জন্য গোটা শরীর ধোয়া ফরয করা হয়েছে। রোগ-ব্যাধি এবং সফর ইত্যাদির সময় এর কিছুটা সহজ করা হয়েছে। প্রথমত, পানির পরিবর্তে মাটিকে 'মুতাহ্হের' বা পাক-পবিত্রকারী করা হয়েছে। অন্যান্য অঙ্গ ধোয়ার ব্যাপারেও অর্ধেক শিথিল করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে আগে থেকেই শিথিলতা ছিলো, অর্থাৎ মাথা মসেহ করা, তা একেবারেই বাদ দেয়া হয়েছে। পা মসেহ করাও বাদ দেয়া হয়েছে। এটি করা হয়েছে সম্ভবত এ জন্য যে, অধিকাংশ সময় পা মাটিতে বা মাটির কাছাকাছি থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় পা-ই তো বেশীর ভাগ ধুলা-মলিন থাকে। সুতরাং পায়ের ওপর মাটির হাত বুলানো অনেকটা বেকার। অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র দুটি অঙ্গ–মুখ এবং হাত। এই দুটি অঙ্গের ওপর হাত বুলালে উযু এবং গোসল দুটোরই তায়াম্মুম হয়ে যায়।

৪১. কারণ, তিনি নিজেও পাক এবং পাকীকেই তিনি পছন্দ করেন।

৪২. আগের রুকূতে যেসব বড়ো বড়ো নেয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা শুনে আল্লাহর বন্দেগীর জন্য তৎপর হওয়ার প্রেরণা মনে উদয় হয়। তাই বলে দেয়া হয়েছে যে, আমার দিকে আসতে হলে কিভাবে আসবে। হাঁ, আসতে হবে পাক-সাফ হয়ে। এটা বলে দেয়াও একটা নেয়ামত। দেহের ওপরের অংশে পানি ঢালা বা মাটি লাগানোর ফলে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা দান করা এটা আর একটা নেয়ামত। বান্দা এখনো অতীত নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে সারেনি, কেবল মাত্র ইচ্ছা আর সংকল্পই করছিলো। ইতিমধ্যে নতুন নেয়ামত দান করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয়েছে, 'লায়াল্লাকুম তাশকুরূন' অর্থাৎ আগের নেয়ামতের কথা স্মরণ করার আগে উযু ইত্যাদি প্রসঙ্গে নতুন নতুন যেসব নেয়ামত দেয়া হয়েছে, তারও শোকর আদায় করা উচিত। সম্ভবত এজন্যই হযরত বেলাল (রা.) 'লায়াল্লাকুম তাশকুরূন' দ্বারা 'তাহিয়্যাতুল উযুর' সন্ধান পেয়েছিলেন। এই মধ্যবর্তী নেয়ামতের শুকরিয়া সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর পরবর্তী আয়াতে পূর্ণ নেয়ামতগুলোর কথা সংক্ষেপে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যার শোকরগোযারীর জন্য বান্দা আপন মালিকের দুয়ারে হাযির হতে চায়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত এবং তাঁর অংগীকারকে স্মরণ কর।

৪৩. সম্ভবত এটি সেই অংগীকার সূরা বাকারায় মোমেনদের যবানীতে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম........। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে যখন মহানবী (স.) বায়আত করতেন, তখনো তাঁরা এই অংগীকার করতেন যে, আমরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী আপনার সব কথা শুনবো এবং মেনে চলবো। তা আমাদের ইচ্ছা এবং মেযাজের অনুকূল হোক বা প্রতিকূল। এটি ছিলো সাধারণ অংগীকার। অতপর ইসলামের কোনো কোনো বিধান এবং অবস্থা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও বিশেষ অংগীকার গ্রহণ করা হতো।

www.icsbook.info

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।[৪৪] ৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো,[৪৫] (মনে রাখবে, বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে,[৪৬] (এর ফলে) তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না; তোমরা ইনসাফ করো। কারণ এ (কাজ)-টি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর;[৪৭] তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।[৪৮] ৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে), তাদের জন্যে (তাঁর কাছে বিশেষ) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।[৪৯] ১০. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা সবাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।[৫০] ১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাদের সে হাত তোমাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে সংযত করে দিলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, মোমেনদের তো আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।[৫১]

যেন সূরার শুরুতে যে আওফূ বিল উকূদ বলা হয়েছিলো মধ্যখানে অনেক দয়া-অনুগ্রহের উল্লেখ করে যা শুনে অংগীকার রক্ষা করার জন্য আরো উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হয়-সেই মূল শিক্ষাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪৪. একজন শরীফ এবং লজ্জাশীল মানুষের মাথা মহান আল্লাহর অনুগ্রহের সামনে নত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ভদ্রতা সভ্যতা এবং ভবিষ্যতেও আরো দয়া-অনুগ্রহের আকাংখার দাবী এই যে, বান্দা এই মহান অনুগ্রহদাতার সম্পূর্ণ অনুগত হবে, তাঁর ফরমান মেনে নিবে। বিশেষ করে মুখে যখন আনুগত্য-ওফাদারীর পাকাপোক্ত স্বীকৃতিও দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার

www.icsbook.info

সীমাহীন মেহেরবানী দেখে বান্দার গর্বিত ও বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা ছিলো। তাঁর নেয়ামতের কদর এবং নিজের অংগীকারের কোনো পরোওয়া না করে বসতে পারে। এজন্যই বলা হয়েছে সদা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলবে। তিনি এক লমহায় তোমাদের নিকট হতে সমস্ত নেয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। না-শোকরী এবং অংগীকার ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি কঠোরভাবে তোমাদের পাকড়াও করতে পারেন। যাই হোক, ভদ্রতা, আশা-নিরাশা ও ভয়ভীতি সব কিছুরই দাবী এই যে, আমরা তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য-ওফাদারীতে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি প্রদর্শন করবো, সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত থাকব। তিনি তো হচ্ছেন মহান অন্তর্যামী। আমাদের মনে যা কিছু আছে, সে সব সম্পর্কে তিনি খুব ভাল করেই জানেন। আমাদের নিষ্ঠা-আন্তরিকতা, মোনাফেকী-রিয়াকারী এবং অন্তরের বিনয়ভাব সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবগত আছেন। কেবল মুখে 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' বলে শোকরগোযারীর এই বাহ্যিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনী দ্বারা আমরা তাঁকে প্রতারিত করতে পারব না।

৪৫. এর আগের আয়াতে আল্লাহ তায়ালার দান-অনুগ্রহ এবং নিজেদের ওয়াদা-অংগীকার স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো মোমেনদেরকে। এখানে বলা হচ্ছে যে, কেবল মুখে স্মরণ করলেই চলবে না, বরং বাস্তব কর্মে তার প্রমাণ পেশ করাই মোমেনদের কাছে কাম্য। এ আয়াতে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য দয়া-অনুগ্রহ এবং নিজেদের ওয়াদা-অংগীকার ভুলে না গিয়ে থাকো, তবে তোমাদের উচিত, সেই সত্যিকার অনুগ্রহকারীর হক আদায় করা এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখাবার জন্য সর্বদা তৈরি থাকা। নেয়ামতদাতা প্রভুর পক্ষ হতে কোনো নির্দেশ আসলে তৎক্ষণাত তা মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। আর আল্লাহর হক-এর সাথে বান্দার হক আদায় করার জন্যও সম্পূর্ণ যত্নবান হবে, এরও গুরুত্ব দেবে। 'কাওয়ামীনা লিল্লাহ' দ্বারা আল্লাহর হক-এর দিকে এবং 'শোহাদায়া বিলকেস্‌ত্‌' দ্বারা বান্দার হক-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পারার-এর শেষের দিকেও এ ধরনের একটি আয়াত ছিলো। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, সেখানে লিল্লাহ-এর আগে বিলকিস্‌ত্‌-এর উল্লেখ করা হয়েছে। তা করা হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, সেখানে পূর্ব হতে হুকুকুল এবাদের আলোচনা চলে আসছিলো। আর এখানে আগে থেকে হুকুকুল্লাহ্ -এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে সেখানে বিলকেস্‌ত্‌-এর আর এখানে 'লিল্লাহ্'-এর আগে উল্লেখ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। উপরন্তু এখানে আগে থেকে ঘৃণ্য দুশমনের সাথে আচরণের উল্লেখ ছিলো, যার সাথে 'কেস্‌ত্‌' স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আর সূরা নিসায় আগে থেকে প্রিয় বস্তুর আলোচনা চলে আসছিলো। তাই সেখানে সবচেয়ে বড়ো প্রিয় বস্তু 'আল্লাহ'কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪৬. আদল-সুবিচারের তাৎপর্য এই যে, কারো সাথে হ্রাস-বৃদ্ধি না করে এমন আচরণ করা যা সত্যি সত্যিই সে পাওয়ার যোগ্য। আদল-ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা এমন সঠিক ও সমান হতে হবে, যাতে গভীর হতে গভীরতর ভালবাসা এবং কঠোর হতে কঠোরতম শত্রুতাও তার কোনো পাল্লাকেই ঝুঁকাতে না পারে।

৪৭. শরীয়ত মতে যেসব জিনিস বিপজ্জনক বা কোনো না কোনো পর্যায়ে ক্ষতিকর, সে সব জিনিস থেকে বিরত থাকার ফলে মানুষের মনে যে একটা বিশেষ নূরানী ভাবধারা প্রবল ও বদ্ধমূল হয়ে উঠে, তারই নাম তাক্‌ওয়া। তাক্‌ওয়া অর্জন করার কাছের এবং দূরের অনেক

www.icsbook.info

মাধ্যম আছে। সকল ভালো কাজ আর ভালো স্বভাবকে এর মাধ্যম ও সহায়ক গণ্য করা যায়। কিন্তু 'আদল ও কেস্‌ত্‌' অর্থাৎ দোস্ত-দুশমন সকলের সাথে সমান আচরণ করা এবং সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে শত্রুতা বা ভালবাসার ভাবধারা আদৌ প্রভাবিত না হওয়া–এ স্বভাবটাই হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করার সব চাইতে ক্রিয়াশীল, কার্যকর এবং নিকটতম মাধ্যম। এজন্য বলা হয়েছে, তা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। অর্থাৎ এই যে আদল-সুবিচারের হুকুম দেয়া হয়েছে, তা তাক্‌ওয়ার নিকটতর। কারণ, এতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাক্‌ওয়ার ভাবধারা অতিসত্বর অর্জিত হয়।

৪৮. অর্থাৎ এমন আদল-ইনসাফ–এমন সুবিচার-ন্যায়নীতি, কোনো বন্ধুতা-শত্রুতা যাকে প্রতিহত করতে পারে না। আর যা অবলম্বন করার পর মানুষের জন্য মুত্তাকী হওয়া সহজ হয়ে যায়। এটি অর্জন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের ভীতি। আর এই ভয় সৃষ্টি হয় 'তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন'–এই আয়াতের বিষয়বস্তু বারবার মোরাকাবা তথা ধ্যান করার ফলে। যখন কোনো মোমেনের অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস জাগরূক হবে যে, আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো কাজই আল্লাহ তায়ালার কাছে গোপন থাকে না, তখন আল্লাহর ভয়ে তার অন্তর কেঁপে ওঠবে। এর পরিণতি দাঁড়াবে এই যে, সে সকল ব্যাপারেই ইনসাফ-সুবিচারের পথ অবলম্বন করবে। খোদায়ী বিধান মেনে নেয়ার জন্য সে নিষ্ঠাবান একজন গোলামের মতোই প্রস্তুত থাকবে। এর যে ফল পাওয়া যাবে পরবর্তী আয়াতে সে সম্পর্কেই বলা হয়েছে–'যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা আর মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেন।'

৪৯. অর্থাৎ মানুষ হিসাবে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, কেবল তাই মাফ করা হবে না, বরং মহান প্রতিদান ও সাওয়াব দেয়া হবে।

৫০. প্রথম দলের বিপরীতে এখানে সেই দলের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কোরআন করীমের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও সত্যকে অস্বীকার করেছে অথবা সেই সব নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে, সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যা দেখানো হয়।

৫১. সাধারণ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানোর পর এখন কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ মক্কার কোরায়শ এবং তাদের দোসররা প্রিয় নবী (স.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে উৎপীড়িত করার জন্য এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কতইনা চেষ্টা চালিয়েছে! কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ ও রহমতে তাদের কোনো চক্রান্তই সফল হয়নি। সবই তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহর এ মহা অনুগ্রহের প্রভাব এই হওয়া উচিত যে, মুসলমানরা বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও সব রকম যুলুম-বাড়াবাড়ি থেকে দুশমনদেরকে হেফাযতে রাখবে। প্রতিশোধের স্পৃহায় ইনসাফ-ন্যায়নীতি ভুলে যাবে না। আগের আয়াতেও এ সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে। কারো মনে এই সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, এমন কট্টর দুশমনদের সম্পর্কে এ ধরনের উদারতার শিক্ষা কি রাজনীতির নিয়মনীতির বিরোধী হবে না? কারণ, এহেন কোমল আচরণ দেখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুষ্ট বদ-বাতেনদের দৌরাত্ম্য আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর ওপরই মোমেনদের ভরসা করা উচিত' বলে তাদের এই সন্দেহ দূর

www.icsbook.info

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

রুকু ৩

১২. আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের[৫২] (কাছ থেকে আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করলেন, অতপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার পাঠালাম;[৫৩] আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি,[৫৪] তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করো,[৫৫] (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে[৫৬] তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো,[৫৭] তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের (হিসাব) থেকে (তোমাদের) গুনাহসমূহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়,[৫৮] এরপর যদি কোনো ব্যক্তি (আল্লাহকে) অস্বীকার করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।[৫৯]

করা হয়েছে। অর্থাৎ মোমেনের সবচেয়ে বড়ো রাজনীতি হচ্ছে 'তাকওয়া এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'—আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং তাঁর ওপর নির্ভর করা। আল্লাহকে ভয় করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ভেতরে এবং বাইরে তাঁর সাথে মোয়ামালা পরিষ্কার রাখবে। যেসব ওয়াদা-অংগীকার করেছ, তা পুরাপুরি পালন করবে। তা করলে আল্লাহর মেহেরবানীতে কারো পক্ষ হতে কোনো আশংকা থাকবে না। আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পরবর্তী আয়াতে এমন এক জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অংগীকার ভঙ্গ করেছিলো, গাদ্দারী করেছিলো। সে জাতিকে কিভাবে লাঞ্ছিত-অপমানিত করা হয়েছে, তাও এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

৫২. অর্থাৎ এটা কেবল শেষ নবীর উম্মতের বৈশিষ্ট নয়। অতীত উম্মতের কাছ থেকেও এ ধরনের অংগীকার নেয়া হয়েছিলো।

৫৩. বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র থেকে হযরত মূসা (আ.) ১২ জন সরদার বাছাই করে নিয়েছিলেন। মোফাসসেররা তাওরাত থেকে এদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের দায়িত্ব ছিলো অংগীকার পূরণ করার জন্য লোকদেরকে তাকীদ করবে এবং তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। হিজরতের পূর্বে আনসাররা যখন আকাবার রাত্রে মহানবী (স.)-এর হাতে বায়াত করেন, তখন তাদের মধ্যেও ১২ জন নকীব নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে উভয় ঘটনার মধ্যে এক বিস্ময়কর মিল ঘটেছে। এই ১২ জন লোক নিজেদের জাতির পক্ষ হতে মহানবী

www.icsbook.info

((স.)-এর হাতে বায়াত করেন। হযরত জাবের ইবনে সামুরার এক হাদীসে মহানবী (স.) ১২ জন খলীফার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাদের সংখ্যাও বনী ইসরাঈলের নকীবদের সমান। মোফাসসেরা তাওরাত থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বলেছিলেন, 'আমি তোমার বংশধরদের মধ্যে ১২ জন সরদার বানাব। সম্ভবত হযরত জাবের ইবনে সামুরার হাদীসে সেই ১২ জনের নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৪. এই সম্বোধন যদি ১২ সরদারের উদ্দেশ্যে হয়। তখন তার অর্থ হবে এই যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন কর। আমার সাহায্য-সহায়তা তোমাদের সঙ্গী হবে। অথবা গোটা বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে এই সম্বোধন। তখন অর্থ হবে আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা কোনো সময়ই আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করবে না, তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা কিছু করবে, তা সর্বত্র সব সময় আমি দেখছি শুনছি। সুতরাং যা কিছু করবে, সতর্ক হয়ে করবে।

৫৫. অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর পর যেসব রসূল আগমন করবেন, তাদের সকলকে মেনে নেবে। অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান করবে। সত্যের দুশমনদের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করবে। জান-মাল দিয়ে তাদের সাহায্য-সহায়তা করবে।

৫৬. আল্লাহকে করয দেয়ার অর্থ আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর পয়গাম্বরদের সহায়তায় অর্থ ব্যয় করা। যেমনিভাবে টাকা করযদাতা এই আশায় করয দেয় যে, তার টাকা ফেরত দেয়া হবে আর করয গৃহীতাও এটি নিজের যিম্মায় বাধ্যতামূলক করে নেয়। তেমনিভাবে আল্লাহর দেয়া যেই জিনিস এখানে তাঁর রাস্তায় ব্যয় করা হবে, তা কখনো গুম-লা-পাত্তা হবে না, হ্রাস পাবে না। আল্লাহ্ তায়ালা কোনো কারণে বাধ্য হয়ে নয়, বরং নিছক আপন অনুগ্রহ ও রহমতে নিজের ওপর এটি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন যে, তোমাদের বিরাট লাভের আকারে সে জিনিসই তিনি তোমাদেরকে ফেরত দেন।

৫৭. করযে হাসানার অর্থ নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সাথে করয দেবে এবং তোমার প্রিয় ও পাক-সাফ মাল হতে করয দেবে।

৫৮. অর্থাৎ নেকী যখন অনেক হবে, তখন তা মন্দকে দাবিয়ে রাখবে। মানুষ যখন আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূরণ করার কাজে লেগে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা তার দুর্বলতা দূর করে আপন সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যের স্থানে তাকে আসন দান করেন।

৫৯. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট ও পাকাপোক্ত ওয়াদা-অংগীকারের পরও যে ব্যক্তি আল্লাহর ওফাদার প্রমাণিত হবে না, বরং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও খেয়ানতে কোমর বেঁধে নামবে, বুঝতে হবে যে, সে সাফল্য ও নাজাতের সোজা পথ হারিয়ে বসেছে। সে ধ্বংসের কোনো গর্তে গিয়ে পড়বে, তা বলা মুশকিল। বনী ইসরাঈলদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে নামায-যাকাত, পয়গাম্বরদের প্রতি ঈমান আনা, জান-মাল দিয়ে তাদের সাহায্য করা। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে দৈহিক এবাদাত, দ্বিতীয়টি আর্থিক এবাদাত, তৃতীয়টি অন্তরের তথা মুখের এবাদাত, আর চতুর্থটি মূলত তৃতীয়টির নৈতিক পরিপূর্ণতা। যেন এগুলোর উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান-মাল, অন্তর এবং বাহ্য আকার–সব কিছু দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার ওফাদারী প্রকাশ করবে। কিন্তু বনী ইসরাঈলরা

www.icsbook.info

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ

عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا

مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۙ

১৩. (অতপর) তাদের সেই অংগীকার ভংগ করার কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছি[৬০] এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি (তাদের চরিত্রই ছিলো), তারা (আল্লাহর) কালামসমূহকে তার নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো,[৬১] (হেদায়াতের) যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো;[৬২] প্রতিনিয়ত তুমি তাদের দেখতে পাবে,[৬৩] তাদের সামান্য একটি অংশ ছাড়া[৬৪] অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সাথে) বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, অতএব তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও,[৬৫] (যথাসম্ভব) তুমি তাদের (সংস্রব) এড়িয়ে চলো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকামী মানুষদের ভালোবাসেন। ১৪. আমি তো তাদের (কাছ থেকেও আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, যারা বলে আমরা খৃস্টান (সম্প্রদায়ের লোক),[৬৬] অতপর এরাও (সে অংগীকার সম্পর্কিত) অধিকাংশ কথা ভুলে গেলো, যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিলো,[৬৭]

এক এক করে প্রতিটি অংগীকার ভঙ্গ করেছে। কোনো প্রতিশ্রুতিতেই তারা অটল ছিলো না। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের যে পরিণতি দাঁড়িয়েছিলো, পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

৬০. 'লা'ন' অর্থ বিতাড়িত করা, দূরে ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং গাদ্দারীর কারণে আমি আমার রহমত থেকে তাদেরকে দূরে ফেলে দিয়েছি। আর তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। 'তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগের কারণে' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের অভিশপ্ত ও পাষাণহৃদয় হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং বেওফায়ী। এটি তাদের নিজেদেরই কাজ। কার্যকারণের ওপর আদি কারণ নির্ণয় করা যেহেতু আল্লাহরই কাজ, তাই এ বিচারে এখানে 'আমরা তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি'-এর সম্পর্ক করা হচ্ছে তাঁর দিকে অর্থাৎ একে তাঁর কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬১. অর্থাৎ আল্লাহর কালামে তাহরীফ করে, পরিবর্তন করে। কখনো তার শব্দে, আবার কখনো অর্থে পরিবর্তন করে। আবার কখনো করে তেলাওয়াতে। কোরআনে করীম এবং হাদীস গ্রন্থে তাহরীফের এ সব ধরনের উল্লেখ রয়েছে। অধুনা কোনো কোনো ইউরোপীয় খৃস্টানদেরকেও তার কিছুটা স্বীকার করতে হচ্ছে।

৬২. অর্থাৎ তাদের উচিত ছিলো এসব মূল্যবান উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়া, যেমন শেষ নবীর আগমন এবং অন্যান্য ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যা তাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ ছিলো। কিন্তু

www.icsbook.info

তারা অবজ্ঞা-অবহেলা এবং দুষ্টামিতে জড়িয়ে পড়ে এসব ভুলে বসেছিলো। বরং উপদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তারা গোপন করে ফেলেছিলো। এখনো নবী করীম (স.)-এর যবানীতে যেসব নসীহত এবং ভাল কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তারা এ সবের কোনো তোয়াক্কাই করে না। হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাদের মধ্যে দুটি জিনিস অনুপ্রবেশ করেছিলো–আল্লাহর অভিশাপে পতিত হওয়া এবং অন্তর পাষাণ হয়ে যাওয়া। এই দুটির পরিণতি দাঁড়ায় আল্লাহ তায়ালার কালামে পরিবর্তন সাধন এবং নসীহত দ্বারা উপকৃত না হওয়া। অর্থাৎ লা'নতের প্রতিক্রিয়ায় তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছিলো। এমন কি অত্যন্ত নির্ভীক এবং নির্লজ্জভাবে আসমানী কেতাবের রদ বদলে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। অপরদিকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে যখন অন্তর পাষাণ হয়ে যায়, তখন সত্যকে গ্রহণ করার এবং নসীহত দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট রইল না। এমনি করে তাদের জ্ঞান এবং কর্ম উভয় প্রকার শক্তিই হারিয়ে বসে।

৬৩. অর্থাৎ তাদের প্রতারণা-প্রবঞ্চনার ধারা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। একারণে তাদের প্রতারণা-প্রবঞ্চনা সম্পর্কে সবসময় আপনাকে অবহিত করা হয় কোনো না কোনোভাবে।

৬৪. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৬৫. অর্থাৎ এটাই যখন তাদের পুরাতন অভ্যাস, তখন খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের সাথে বিবাদে জড়াবার এবং তাদের প্রতারণার গোমর ফাঁক করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদেরকে বাদ দিন এবং ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা এবং দয়া দ্বারা তাদের খারাপ কাজের প্রতিদান দিন। হয়তো এর ফলে তারা কিছুটা প্রভাবিত হবে। কাতাদা প্রমুখ বলেছেন যে, এ আয়াতটি 'যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের সঙ্গে লড়াই কর' দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মতে আয়াতটিকে মানসুখ প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। 'কেতাল' আর 'জেহাদে'র বিধান নাযিল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কোনো সময় এবং কোনো উপলক্ষেই এদের মোকাবেলায় ক্ষমা-অনুকম্পা করা যাবে না, তাদের মন জয়ের চেষ্টা করা চলবে না।

৬৬. নাসর বা নাসেরা শব্দ হতে নাসারা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। নাসর অর্থ সাহায্য করা। আর নাসেরা সবিস্তার দেশের একটি জনপদের নাম, যেখানে হযরত মাসীহ (আ.) বাস করতেন। এজন্য তাঁকে মাসীহ নাসেরী বলা হয়। যারা নিজেদেরকে নাসারা বলতো, তারা যেন এই দাবীই করতো যে, আমরা আল্লাহর সত্য দ্বীন এবং পয়গাম্বরের সাহায্যকারী এবং হযরত মাসীহ নাসেরীর অনুসারী। মৌখিক এ দাবী এবং পদবীর এ বড়োই সত্ত্বেও দ্বীনের ব্যাপারে তাদের যে কর্মধারা ছিলো, পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে।

৬৭. অর্থাৎ ইহুদীদের মতো এদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং অকৃতজ্ঞতাতে এরাও তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। এসব মূল্যবান উপদেশ দ্বারা এরাও উপকৃত হয়নি। অথচ নাজাত ও চিরন্তন কল্যাণ এতেই নিহিত ছিলো। কেবল কি এখানেই শেষ? না, বরং উপদেশের যেসব অংশ ছিলো মূলতই ধর্মের নির্যাস, বাইবেলের সেসব অংশকেও তারা অবশিষ্ট রাখেনি।

www.icsbook.info

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ
بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۴﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ
وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۶﴾

অতপর আমিও তাদের (পরস্পরের) মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত৬৮ (এক স্থায়ী) শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিলাম;৬৯ অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু উদ্ভাবন করতো।৭০ ১৫. হে আহলে কেতাবরা, তোমাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) রসূল এসেছে, (আগের) কিতাবের যা কিছু তোমরা এতোদিন গোপন করে রেখেছিলে তার বহু কিছুই সে তোমাদের বলে দিচ্ছে,৭১ আবার অনেক কিছু সে এড়িয়েও যাচ্ছে; তোমাদের কাছে (এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাবও এসে হাযির হয়েছে। ১৬. যে আল্লাহর আনুগত্য করে তার সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বাতলে দেন, অতপর তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, আর (এভাবেই) তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন।৭২

৬৮. অর্থাৎ নাসারাদের মধ্যে পরস্পরে বা ইহুদী-নাসারাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিবাদ সব সময়ের জন্য লেগে রয়েছে। আসমানী শিক্ষা নষ্ট করার বা বিস্মৃত হওয়ার যে পরিণতি হওয়া উচিত ছিলো, তাই হয়েছে। অর্থাৎ খোদায়ী ওহীর আসল আলো যখন তাদের কাছে অবশিষ্ট রইল না, তখন নিজেদের কল্পিত ধারণা-বিশ্বাসের গোলকধাঁধায় একে অন্যের সাথে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়ে। ধর্ম বলতে কিছুই রইল না, অবশ্য রইল ধর্মের নামে বিবাদ। অসংখ্য দল-উপদল সৃষ্টি হয়ে অন্ধকারে একে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হল। এই ফেরকাবন্দীর সংঘাত শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে তীব্র শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের রূপ নেয়। সন্দেহ নেই যে, আজ মুসলমানদের মধ্যেও অনেক ফেরকাবন্দী এবং ধর্মীয় সংঘাত বর্তমান রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর ফযলে আমাদের কাছে আল্লাহর ওহী ও আসমানী বিধান অবিকল সংরক্ষিত রয়েছে, এ কারণে এখতেলাফ-মতভেদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের একটা বড়ো দল সত্য ও ন্যায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে অটল রয়েছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে ইহুদী-নাসারাদের মতবিরোধ বা উদাহরণ স্বরূপ প্রোটেস্ট্যান্ট এবং রোমান ক্যাথলিক ইত্যাদি ফেরকার নিজেদের মধ্যকার বিরোধিতায় কোনো একটি ফেরকাও আজ সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল নেই, কেয়ামত পর্যন্ত হতেও পারবে না। কারণ, খোদায়ী ওহীর আলো ছাড়া কোনো মানুষই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অথচ তারা

www.icsbook.info

নিজেদের অন্যায়-অনাচার এবং ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা খোদায়ী ওহীর আলো নষ্ট করে দিয়েছে। এখন যতদিন তারা এই বিকৃত বাইবেলের সাথে যুক্ত থাকবে, ততোদিন এসব অন্ধকারসুলভ এবং নীতিবহির্ভূত মতভেদ এবং ফেরকাবন্দীর বিদ্বেষ-বৈষম্যের অন্ধকার থেকে বের হয়ে সত্য পথের সন্ধান লাভ করা এবং চিরন্তন মুক্তির রাজপথে এসে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে কেয়ামত পর্যন্ত আর সম্ভব নয়। অবশ্য যারা নিছক ধর্ম বিশেষ করে খৃষ্টবাদ নিয়ে উপহাস করে এবং যারা খৃষ্টবাদ শব্দটিকে বা বর্তমান বাইবেলকে নিছক কিছু রাজনৈতিক প্রয়োজনের নিমিত্ত নির্ধারিত করে রেখেছে এ আয়াতে সেসব নাসারা প্রসঙ্গে বলা হয়নি। যদি ধরে ও নেয়া হয় যে, তারাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে তাদের পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ-শত্রুতা এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য সংঘাত সম্পর্কে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা আদৌ অজ্ঞ-অনবহিত নয়। তাদের কাছে ব্যাপারটি মোটেই গোপন নয়।

৬৯. অর্থাৎ যতদিন তারা থাকবে, ততোদিন এসব মতভেদ থাকবে, থাকবে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এখানে 'ইলা ইয়াওমিল কেয়ামাহ' বা কেয়ামত পর্যন্ত এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আমাদের ভাষায় বলা হয়ে থাকে যে, অমুক কেয়ামত পর্যন্ত একাজ হতে বিরত হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, সে ব্যক্তি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে আর কেয়ামত পর্যন্তই এই কাজ করে যাবে। বরং এর অর্থ এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও একাজ হতে বিরত হবে না। তেমনি আয়াতে 'ইলা ইয়াওমলি কেয়ামাহ' শব্দ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, ইহুদী-নাসারার অস্তিত্ব কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যদিও কোনো কোনো বাতেলপন্থী তাদের তাফসীরে এই অর্থ গ্রহণ করেছে।

৭০. অর্থাৎ আখেরাতে পরিপূর্ণভাবে এবং দুনিয়ায় কোনো কোনো কাজের মাধ্যমে তারা নিজেদের কর্মফল দেখতে পাবে।

৭১. এখানে সকল ইহুদী-নাসারাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এতোসব তাহরীফ-পরিবর্তন আর রদবদল সত্ত্বেও শেষ নবীর আগমনের বিষয় তোমাদের কেতাবে কোনো না কোনোভাবে বর্তমান রয়েছে এবং সেই শেষ নবীর আগমনও ঘটেছে। যাঁর যবানীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং হযরত মাসীহ (আ.) যেসব তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছেন, তা তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। তাওরাত-ইনজীলের যেসব কথা তোমরা গোপন করতে এবং অদল-বদল করে বিকৃত করতে, তার জরুরী বিষয়গুলো শেষ নবীই প্রকাশ করেছেন আর যেসব বিষয়ের এখন তেমন প্রয়োজন নেই, তা তিনি দৃষ্টিগোচরে আনেনি।

৭২. সম্ভবত এখানে 'নূর'-এর অর্থ স্বয়ং নবী করীম (স.) এবং 'কেতাবে মুবীন' অর্থ কোরআন মজীদ। অর্থাৎ ইহুদী-নাসারারা যে খোদায়ী ওহীর আলো ত্যাগ করে নিজেদের খেয়াল–খুশীর অন্ধকারে এবং পারস্পরিক মতভেদ আর বিদ্বেষের গর্তে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় কেয়ামত পর্যন্ত সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এসব ইহুদী-নাসারাকে আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো আলো এসে পৌঁছেছে। চিরন্তন মুক্তির সঠিক পথের দিশা পেতে চাইলে এই আলোতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পেছনে ধাবিত হও। শান্তির পথ উন্মুক্ত দেখতে পাবে। অন্ধকার হতে বের হয়ে নির্দ্বিধায় আলোর পথে চলতে পারবে। যাঁর সন্তুষ্টির অনুসারী হয়ে চলতে প্রস্তুত হয়েছ, তাঁর হাত ধরার ফলে অনায়াসে সেরাতে মুস্তাকীম পার হয়ে যেতে পারবে।

www.icsbook.info

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ

اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ;৭৩ (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি মারইয়াম পুত্র মাসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে সব কিছুও৭৪ ধ্বংস করে দিতে চান, এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের রক্ষা করতে পারে? এই আকাশমালা, ভূমন্ডল ও এর মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব (এককভাবে) আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন;৭৫ আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।৭৬
১৮. ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র;৭৭ তুমি (তাদের) বলো, তাহলে তিনি কেন তোমাদের গুনাহের জন্যে৭৮ তোমাদের দন্ড প্রদান করবেন;

৭৩. অর্থাৎ মাসীহ ছাড়া অন্য কিছু খোদা নয়। খৃস্টানদের মধ্যে ইয়াকুবী ফেরকার এই আকীদা রয়েছে। এদের মতে মাসীহ-এর দেহে খোদা স্থান নিয়েছেন (নাউযু বিল্লাহ)। অথবা এভাবে বলা যায় যে, খৃস্টানরা যখন হযরত মাসীহ সম্পর্কে খোদায়ীর ধারণা পোষণ করে আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে তাওহীদবাদী বলেও মুখে মুখে দাবী করে অর্থাৎ মুখে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে, তখন তাদের এই উভয় দাবীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, তাদের মতে মাসীহ ছাড়া অন্য কেউও খোদা নয়। যে অর্থ আর যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাদের এই আকীদা যে স্পষ্ট কুফরী আকীদা, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

৭৪. অর্থাৎ মনে কর সর্বশক্তিমান মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা যদি ইচ্ছা করেন যে, মাসীহ এবং মরিয়াম এবং পৃথিবীতে পূর্বাপর বসবাসকারী সকলকে একত্রিত করে এক নিমেষে ধ্বংস করে দেবেন, তবে তোমরাই বল, কে তাঁকে বাধা দিতে পারে? অর্থাৎ মনে কর, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে যদি একত্রিত করা হয় এবং আল্লাহ এক মুহূর্তে সকলকে ধ্বংস করতে চান, তবে সকলের সম্মিলিত শক্তিও আল্লাহর ইচ্ছাকে ক্ষণেকের জন্য মুলতবী করতে পারবে না। কারণ, সৃষ্টিকুলের ক্ষমতা অন্যের দেয়া এবং সীমিত। আল্লাহর নিজস্ব ও অসীম ক্ষমতার মোকাবেলায় সকলেই নিরুপায়। যাদের প্রতিবাদে একথা বলা হচ্ছে, তারা নিজেরাও তা স্বীকার করে। বরং স্বয়ং হযরত মাসীহ ইবনে মরিয়ামও এ কথা স্বীকার করেন, এরা যাঁকে খোদার আসনে দাঁড় করাচ্ছে। তাই তো মারকাস-এর ইনজীলে হযরত মাসীহ-এর এই উক্তি বর্তমান রয়েছে 'হে পিতা! সব কিছুই তোমার অসীম ক্ষমতার অধীন। তুমি আমার

www.icsbook.info

কাছ থেকে এই (মৃত্যুর) পেয়ালা সরিয়ে দাও, সেভাবে নয়, যেভাবে আমি আছি, বরং যেভাবে তোমার ইচ্ছা।' সুতরাং যে মাসীহ (আ.)-কে তোমরা খোদা বল আর তাঁর মাতা মরিয়াম যিনি তোমাদের ধারণা মতে খোদার মাতা তারা উভয়েও পৃথিবীর সব লোকের সাথে মিলে যখন আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের সামনে অক্ষম প্রমাণিত হন, তখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ যে, তাঁর বা তার মাতার বা অন্য কোনো সৃষ্টজীব সম্পর্কে খোদায়ীর দাবী করা কতটা ঔদ্ধত্যপরায়ণতা ও পরিহাস হতে পারে? আয়াতের এ ব্যাখ্যায় আমরা 'হালাক'-কে মৃত্যু অর্থে গ্রহণ করেছি। অবশ্য 'জামীআন' শব্দের সামান্য ব্যাখ্যা করেছি। আমরা এর যে ব্যাখ্যা করেছি, তা আরবী ভাষাবিদদের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুকূল। আয়াতে মৃত্যু ছাড়া 'হালাক'-এর অন্য অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম রাগেব ইসফাহানী লিখেছেন যে, কখনো কখনো 'হালাক' অর্থ হয় কোনো জিনিস একেবারে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। যেমন 'কুল্লু শাইয়িন হালেকুন ইল্লা ওয়াজহুহু' অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, একেবারেই বিলীন হয়ে যাবে। এই অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা যদি হযরত মাসীহ, তাঁর মাতা এবং পৃথিবীতে যতসব প্রাণী রয়েছে, সকলকে নিশ্চিতরূপে ধ্বংস ও একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এমন কে আছে, যে তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারে! হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার কি সুন্দরই না বলেছেন, 'উস্তে সুলতান হার চেহ্ খাহাদ আঁ কুনাদ আলমেরা দর দমে বীরান কুনাদ'।

অর্থাৎ তিনি তো সর্বময় কর্তা, যা ইচ্ছা তাই করেন। এক নিমেষে সারা বিশ্বকে ধ্বংস করতে পারেন।

হযরত শাহ সাহেব (রা.) লেখেন, আল্লাহ তায়ালা কোথাও নবীদের প্রসঙ্গে এমন কথা বলেন, যাতে তাঁদেরকে আল্লাহর বান্দা হওয়ার চেয়ে ঊর্ধে উঠিয়ে না দেন। অন্যথায় তাঁদের মহান মর্যাদা এবং আল্লাহর নিকট বিশেষ স্থানের বিষয় চিন্তা করলে নবী কি করে এমন সম্বোধনের যোগ্য হতে পারেন?

৭৫. যা চান এবং যেভাবে চান। যেমন হযরত মাসীহকে পিতা ছাড়া, হযরত হাওয়াকে মাতা ছাড়া এবং হযরত আদম (আ.)-কে পিতা-মাতা ছাড়া পয়দা করেছেন।

৭৬. তাঁর সম্মুখে কারো কোনো ক্ষমতা চলে না, চলতে পারে না। সকল পুণ্যাত্মাই সেখানে অক্ষম, অপারগ।

৭৭. সম্ভবত নিজেদেরকে পুত্র অর্থাৎ সন্তান এ জন্য বলে যে, তাদের বাইবেলে আল্লাহ তায়ালা ইসরাঈল (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-কে প্রথম পুত্র এবং নিজেকে তার পিতা বলেছেন। এদিকে খৃষ্টানরা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র মনে করে। সুতরাং ইসরাঈলের সন্তান এবং হযরত মাসীহ-এর উম্মত হিসাবে যেন 'আবনাউল্লাহ' শব্দটি নিজেদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। পুত্র বলার এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট এবং প্রিয়পাত্র হিসাবে যেন সন্তানেরই মতো। এই অর্থে 'আবনা' আর 'আহেব্বা'-এর সারকথা হবে একই।

৭৮. যেহেতু প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষের ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব, কিন্তু মানুষের পক্ষে আল্লাহর মাহবূব তথা প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব (ইউহেব্বুহুম ওয়া ইউহেব্বুনাহু), একারণে এ বাক্যে প্রথমেই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবী নাকচ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে জাতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং জঘন্য গুনাহের কারণে দুনিয়াতেও নানা ধরনের অপমান, লাঞ্ছনা এবং আযাবে আটকা পড়েছে আর আখেরাতেও নৈতিক, বুদ্ধি-বৃত্তিক এবং কোরআন-সুন্নাহর ভাষ্য অনুযায়ী চিরন্তন শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য, এমন পাপী-বিদ্রোহী জাতি সম্পর্কে কোনো অনুভূতিসম্পন্ন জাতি কি ক্ষণেকের তরেও এই ধারণা করতে পারে যে,

www.icsbook.info

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ
جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا
مِنْۢ بَشِيرٍ وَّلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

(মূলত) তোমরা (সবাই হচ্ছো তাদের মধ্য থেকে কতিপয়) মানুষ,[৭৯] যাদের তিনি (আল্লাহ তায়ালা) সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রদান করেন;[৮০] আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর একক মালিকানা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট), (সবকিছুকে) তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।[৮১] ১৯. হে আহলে কিতাবরা, রসূলদের (আগমন ধারার) দীর্ঘ বিরতির পর আমার (পক্ষ থেকে) তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে, সে তোমাদের জন্যে (আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে,[৮২] যাতে করে তোমরা (বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে) একথা বলতে না পারো যে, (কই) আমাদের কাছে (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী[৮৩] (হিসেবে) কেউ তো আগমন করেনি, (আজ তো সত্যি সত্যিই) তোমাদের কাছে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (একজন রসূল) এসে গেছে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান।[৮৪]

রুকু ৪

২০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন[৮৫] তা তোমরা স্মরণ করো, যখন

তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে? আল্লাহর সাথে কারো ঔরসজাত এবং বংশগত সম্পর্ক নেই। কেবল আনুগত্য এবং নেক আমল দ্বারাই তাঁর ভালোবাসা হাসিল করা যেতে পারে। এসব কট্টর পাপী-অপরাধী, যারা কঠোর দন্ডের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র'- এই দাবী করতে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র তো তাঁর নিজের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন। এতোদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তার আমল শুদ্ধ নয়, নেক নয়।

৭৯. অভিধানে 'বাশার' বলা হয় দেহের চামড়ার উপরিভাগকে। সামান্য সাদৃশ্যের কারণে মানুষকেও বাশার বলা হয়। সম্ভবত এখানে এ শব্দটি ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, তোমাদেরকে আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয়পাত্র তো দূরের কথা, ভদ্র-শরীফ এবং উল্লেখযোগ্য মানুষও বলা যায় না। গায়ের চামড়ার উপরিভাগ এবং ছবি-সুরতের বিবেচনায় আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মামুলী মানুষ বলা যেতে পারে। তাদের সৃষ্টি হয়েছে সেই স্বাভাবিক নিয়মে, যে নিয়মে অন্যান্য মানুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাতে আল্লাহ্‌র পুত্র হওয়ার ধারণা কি করে স্থান লাভ করতে পারে?

৮০. কারণ, তিনিই জানেন, কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য, আর কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

www.icsbook.info

৮১. সুতরাং নিজ রহমত এবং হেকমত দ্বারা তিনি যাকে ক্ষমা করতে চান অথবা সুবিচার আর ন্যায়নীতি দ্বারা যাকে তিনি শাস্তি দিতে চান, কে তাতে প্রতিবন্ধক হতে পারে? কোনো অপরাধীর পক্ষে তাঁর আসমান-যমীনের পরিধির বাইরে যাওয়ার অবকাশ নেই, অবকাশ নেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার।

৮২. অর্থাৎ আমাদের আহকাম-বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট করে খুলে খুলে তিনি ব্যক্ত করেন। এ রুকু'র শুরু থেকে বনী ইসরাঈল (ইহুদী-নাসারা)দের নানা রকম দুষ্টামি-বোকামি বর্ণনা করে এই বলে দেয়া হয়েছে যে, এখন তোমাদের কাছে আমার রসূল এসে পৌঁছেছেন। তিনি তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি-অপকর্ম স্পষ্ট করে ধরিয়ে দেন এবং তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যেতে চান। অতপর সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, এখন হেদায়াতের আলোর দিকে যাওয়া দুটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে। এক, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে। মাখলুক এবং খালেক অর্থাৎ সৃষ্ট ও স্রষ্টার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে না। দুই, সকল নবীদের নবীর প্রতি ঈমান আনবে। অতীতের সকল নবীর সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে, তিনি খোদায়ী শরীয়াতের সবচেয়ে বড়ো এবং সর্বশেষ ব্যাখ্যা।

৮৩. হযরত মাসীহ (আ.)-এর পর আনুমানিক ৬ শত বছর নবীদের আগমনের ধারা বন্ধ ছিলো। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় স্বল্প ব্যতিক্রম বাদে সারা দুনিয়া অজ্ঞতা, অবচেতনতা এবং নানা প্রকার ধ্যান-ধারণার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। হেদায়াতের বাতি নিভে গিয়েছিলো। যুলুম-সিতম, অত্যাচার-বাড়াবাড়ি, ফাসাদ-বিপর্যয় আর নাস্তিক্যবাদের ঘনঘটা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছিলো। এই সময় সমগ্র বিশ্বের হেদায়াত আর সংশোধনের জন্য আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড়ো হেদায়াতকারী এবং 'বাশীর ও নাযীর' অর্থাৎ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছেন। যিনি জাহেল-অজ্ঞ-মূর্খদেরকে দীন-দুনিয়ার কল্যাণের পথ বলে দেন, ভয়-ভীতি দ্বারা গাফেলদেরকে সজাগ-সচেতন করেন আর সাহসহারাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। এমনিভাবে কেউ মানুক আর না মানুক, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র প্রমাণ সুসম্পন্ন হয়েছে।

৮৪. অর্থাৎ তোমরা এই পয়গাম্বরের কথা না মানলে তোমাদের জায়গায় অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পয়গাম পুরাপুরি গ্রহণ করবে এবং পয়গাম্বরের সহযোগিতা করবে। আল্লাহর কাজ কেবল তোমাদের ওপরই নির্ভর করে না।

৮৫. 'মুযেহুল' কোরআনে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পৈতৃক ভূমি ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় বের হন এবং সিরিয়ায় এসে অবস্থান করেন। দীর্ঘদিন তাঁর কোনো সন্তানাদি হয় নি। তখন আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ দেন যে, আমি তোমার সন্তানদেরকে অনেক বিস্তার করবো। তাদেরকে সিরিয়ার ভূমি দান করবো। নবুয়ত, দ্বীন, কেতাব এবং সালতানাত-রাজত্ব তাদের মধ্যে স্থাপন করবো। অতপর হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে সেই ওয়াদা পূরা করেন। বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের যুলুম হতে নাজাত দিয়েছেন। ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন আর তাঁকে বলেছেন যে, 'আমালেকাদের' বিরুদ্ধে জেহাদ করো। সিরিয়া জয় করে নাও। অতপর সিরিয়া সবসময় তোমাদের। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্রের ১২ জনকে সরদার করেছেন এবং তাদেরকে পাঠিয়েছেন সেই দেশের খবর নিয়ে আসার জন্য। তারা খবর আনলো, সিরিয়ার অনেক সৌন্দর্য বর্ণনা করল। সেখানে যে আমালেকারা চেপে বসেছিলো, তাদের শক্তি-সামর্থের কথাও বয়ান করল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন যে, তোমরা জাতির সামনে সে দেশের সৌন্দর্য বয়ান কর, দুশমনের শক্তির কথা বল না।

www.icsbook.info

جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا

مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ

لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পয়দা করেছেন,[৮৬] তিনি তোমাদের (এ যমীনের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন,[৮৭] এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা তিনি (এ) সৃষ্টিকুলের আর কাউকে দান করেননি।[৮৮] ২১. হে আমার জাতি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূখন্ড লিখে রেখেছেন[৮৯] তোমরা তাতে প্রবেশ করো এবং (এ অগ্রাভিযানে) কখনো পশ্চাদপসরণ করো না; তারপরও তোমরা যদি ফিরে আসো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৯০]

এদের মধ্যে দু'জন এই হুকুম মেনে চললো আর দশজন এর খেলাফ করল। জাতির লোকেরা শুনে ভীরুতা, কাপুরুষতা দেখাতে শুরু করল। তারা পুনরায় মিসর ফিরে যেতে চাইল। এ ত্রুটির কারণে বিজয়ে চল্লিশ বছর বিলম্ব হয়েছে। এ সময় তারা উদ্ভ্রান্তের মতো মাঠে-ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছে। সে সময়ের লোকেরা মরে যায়। ঐ দু'জন লোক হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা হয়। তাদের হাতে পরে বিজয় সার্বিত হয়।

৮৬. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কত নবী পয়দা করেছি, যেমন হযরত ইস্‌মাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.) এবং স্বয়ং হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিসে সালাম। তাঁদের পরও দীর্ঘদিন তাঁদের মধ্যে এই সিলসিলা কায়েম ছিলো।

৮৭. অর্থাৎ ফেরাউনীদের নিকৃষ্ট গোলামী থেকে মুক্ত করে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক করেছি। ইতিপূর্বে তোমাদেরই মধ্য থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরের রাজভান্ডার এবং রাজত্বে বসিয়েছিলাম। অতপর ভবিষ্যতেও হযরত সোলায়মান প্রমুখকে নবী ও বাদশাহ বানিয়েছি। যেন দীন-দুনিয়ার সর্বোত্তম নেয়ামতে তোমাদেরকে ভূষিত করেছি। কারণ, দ্বীনী মর্যাদার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা হচ্ছে নবুয়ত এবং দুনিয়াবী মর্যাদার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে আযাদী ও বাদশাহী। এ হচ্ছে দুনিয়ার সৌভাগ্যের শেষ সীমা। এ উভয় বিষয়ই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

৮৮. অর্থাৎ মূসা (আ.)-কে যখন এই সম্বোধন করা হয়, তখন বনী ইসরাঈলের ওপর দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশী আল্লাহর দান-অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে।

৮৯. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পূর্বাহ্নে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তোমার সন্তানদেরকে এই রাজ্য দিবো। এই ওয়াদা অবশ্যই পূরা হবে। যাদের হাতে এই ওয়াদা পূরণ হবে, তারা সৌভাগ্যবান।

৯০. অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ভীরুতা-কাপুরুষতা প্রদর্শন করে গোলামী-পরাধীনতার জীবনের প্রতি ধাবিত হবে না।

www.icsbook.info

قَالُوۡا یٰمُوۡسٰۤی اِنَّ فِیۡهَا قَوۡمًا جَبَّارِیۡنَ ٭ۖ وَ اِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلَهَا حَتّٰی یَخۡرُجُوۡا مِنۡهَا ۚ فَاِنۡ
یَّخۡرُجُوۡا مِنۡهَا فَاِنَّا دٰخِلُوۡنَ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِیۡنَ یَخَافُوۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ
عَلَیۡهِمَا ادۡخُلُوۡا عَلَیۡهِمُ الۡبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلۡتُمُوۡهُ فَاِنَّکُمۡ غٰلِبُوۡنَ ۬ۚ وَ عَلَی
اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوۡۤا اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۳﴾ قَالُوۡا یٰمُوۡسٰۤی اِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلَهَاۤ اَبَدًا
مَّا دَامُوۡا فِیۡهَا فَاذۡهَبۡ اَنۡتَ وَ رَبُّکَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوۡنَ ﴿۲۴﴾

২২. তারা বললো, হে মূসা (আমরা কিভাবে সেই জনপদে প্রবেশ করবো), সেখানে (তো) এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে,[৯১] তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না এলে আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা (অবশ্যই) প্রবেশ করবো।[৯২] ২৩. তাদের (এমন) দুজন লোক,[৯৩] যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করছিলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা (এগিয়ে এসে) বললো, তোমরা (সদর) দরজা দিয়েই তাদের (জনপদে) প্রবেশ করো, আর (একবার) সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে,[৯৪] তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।[৯৫] ২৪. তারা (আরো) বললো, হে মূসা, সেই (শক্তিশালী) লোকেরা যতোক্ষণ (পর্যন্ত) সেখানে থাকবে, ততোক্ষণ আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না, (বরং) তুমিই যাও, তুমি ও তোমার মালিক উভয়ে মিলে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।[৯৬]

৯১. অর্থাৎ অনেক বিরাটকায়, স্বাস্থ্যবান ও ভীতিপ্রদ।

৯২. অর্থাৎ মোকাবেলার সাহস আমাদের নেই। অবশ্য হাত-পা সঞ্চালন ছাড়া পাকানো জিনিস খাবো। আপনি মু'জেযার জোরে তাদেরকে বের করুন।

৯৩. সেই দুই ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইউশ্ʼ ইবনে নূন এবং কালেব ইবনে ইউফে'না। এরা আল্লাহকে ভয় করতেন। তাই আমালেকা ইত্যাদির কোনো ভয় ছিলো না তাদের। জনৈক পারশ্য কবি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, মানুষ এবং জিন যে কেউ তাকে দেখে ভয় করে।

৯৪. অর্থাৎ হিম্মত করে শহরের ফটক পর্যন্ত যাও। অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন, যারা স্বয়ং নিজেদের সাহায্য করে।

৯৫. জানা যায় যে, শরীয়াতসম্মত কার্যকারণ ত্যাগ করা তাওয়াক্কুল নয়। তাওয়াক্কুল হচ্ছে কোনো সৎ উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা-সাধনা করা, সর্বাত্মক জেহাদ করা এবং সেই চেষ্টা ফলবতী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করা। নিজের চেষ্টার জন্য আনন্দিত ও উৎফুল্ল না হওয়া, দম্ভ না করা। অবশ্য শরীয়াতসম্মত কার্যক্রম ত্যাগ করে কেবল আশা করে বসে থাকা তাওয়াক্কুল নয়– এটি 'তাআত্তুল' বা অকর্মণ্যতা।

৯৬. এ সেই জাতির উক্তি, যাদের দাবী ছিলো–'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র।' কিন্তু তাদের অব্যাহত দুষ্টামি-অবাধ্যতার কারণে এহেন বেয়াদবীসুলভ উক্তি তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

www.icsbook.info

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ م

২৫. (তাদের কথা শুনে) মূসা বললো, হে (আমার) মালিক (তুমি তো জানো), আমার নিজের এবং আমার ভাই[৯৭] ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য চলে না, অতএব আমাদের মাঝে ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি একটা মীমাংসা করে দাও। ২৬. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন, (হাঁ, তাই হবে, আগামী) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে (জনপদ) তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, (এ সময়ে) তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই না-ফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না।[৯৮]

রুকু ৫

২৭. (হে মোহাম্মদ,) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের[৯৯] গল্প যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও! (গল্পটি ছিলো,)

৯৭. হযরত মূসা (আ.) তীব্রভাবে মনোক্ষুণ্ন হয়ে এই দোয়া করেছেন। যেহেতু তিনি গোটা জাতির আদেশ অমান্য করা ও কাপুরুষসুলভ নাফরমানী প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই দোয়াতেও নিজের এবং নিজের ভাই হারূন (আ.) ছাড়া অন্য কারো উল্লেখ করেননি। হারূন (আ.) ছিলেন মাসুম-নিষপাপ। ইউশ্‌' এবং কালেবও প্রসঙ্গত এই দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

৯৮. অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্নতার দোয়া কবুল হয়নি। অবশ্য অর্থের বিচারে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এভাবে যে, তারা সকলে আল্লাহর আযাবে পড়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে আর হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালাম পয়গাম্বরসুলভ প্রশান্তি ও পূর্ণ মানসিক স্বস্তি সহকারে আপন এরশাদ ও ইসলাহ তথা সৎপথ প্রদর্শন ও সংস্কার-সংশোধনের দায়িত্বে বহাল থাকেন। যেমন কোনো জনপদে ব্যাপক মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার রোগীর ভীড়ের মধ্যে দুই-চার জন্য সুস্থ -সবল এবং মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তি অসুস্থ রোগাক্রান্ত লোকদের চিকিৎসা-সেবা যত্ন ও দেখাশোনায় নিয়োজিত রয়েছে। 'ফারুক বাইনানা'– এ আয়াতাংশের তরজমা 'আমাদের মধ্যে পার্থক্য করে দাও'-এর পরিবর্তে 'আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দাও' করা হলে এ অর্থ আরও ভালোভাবে প্রকাশ পায়। হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন, 'এসব কাহিনী আহলে কেতাবকে শোনানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা শেষ যামানার পয়গাম্বরের সান্নিধ্য গ্রহণ করবে না, যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষরা হযরত মূসা (আ.)-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করেছিলো। তাছাড়া জেহাদ থেকে দূরে সরে ছিলো। তোমরা এরূপ করলে এই নেয়ামত অন্যদেরকে দেয়া হবে।' হয়েছেও তাই। এক মুহূর্তের জন্য এই গোটা রুকু' সামনে রেখে উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। তাদের ওপর এমন সব নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোনো উম্মতের ওপর বর্ষিত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তাদের জন্য খাতেমুল আম্বিয়া সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিরন্তন শরীয়াত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন সব আলেম-ইমামের আবির্ভাব হয়েছে, যারা নবী না হলেও নবীদের দায়িত্ব অতি সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। নবী করীম (স.)-এর পর এমন এমন খলীফারা উম্মতের নেতা হয়েছেন, যারা সারা বিশ্বকে নীতি-নৈতিকতা এবং শাসননীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। এ উম্মতকেও জেহাদের হুকুম দেয়া

www.icsbook.info

হয়েছে। আমালেকাদের মোকাবেলায় নয়, বরং সারা বিশ্বের সকল অত্যাচারীর মোকাবেলায়। কেবল সিরিয়ায় পুণ্যভূমি জয় করার জন্য নয়, বরং মাশরেক, মাগরেবে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করে সকল বিপর্যয়-অশান্তির মূলোৎপাটনের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন পবিত্র ভূমির। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার সাথে ওয়াদা করে বলেছেন– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় খেলাফত–প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন– সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি-নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করবেন।' (সূরা নূর: রুকু ৭)

হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে জেহাদে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতে বারণ করেছিলেন, ঠিক তেমনি উম্মতে মোহাম্মাদিয়াকেও লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফেরদের সম্মুখীন হলে তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না।' (আল আনফাল: রুকু ২)

পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গী-সাথীরা আমালেকাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এতোটুকু পর্যন্ত বলে দিয়েছিলো– 'তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকি।' কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীরা বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি যদি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, তবে তা করতেও আমরা কুণ্ঠিত হবো না। আমাদের একজন সদস্যও আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না। আশা করা যায় যে, আল্লাহ আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন কিছু দেখাবেন, যাতে আপনার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। আমরা আমাদের পয়গাম্বরের সঙ্গী হয়ে তাঁর ডানে-বামে, আগে-পশ্চাতে সবদিকে জেহাদ করবো। আল্লাহর ফযলে আমরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিলো, 'তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকি।' এর পরিণতি দেখা দিয়েছে এই যে, বনী ইসরাঈল যত সময় বিজয় হতে বঞ্চিত হয়ে 'তীহ' প্রান্তরে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করেছিলো, তার চাইতে কম সময়ের মধ্যে মোহাম্মদ (স.) –এর সাহাবীরা মাশরেক ও মাগরেবে অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে হেদায়াত তথা সত্য ও ন্যায়ের পতাকা স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আর তাঁরা সন্তুষ্ট হোন আল্লাহর প্রতি। যারা আল্লাহকে ভয় করে এই হয় তাদের প্রাপ্য।

৯৯. অর্থাৎ আদমের দুজন ঔরসজাত সন্তান কাবীল-হাবীলের কাহিনী তাদেরকে শুনাও। কারণ, এই কাহিনীতে এক ভাইয়ের ওপর অন্য ভাইয়ের গ্রাহ্যতা ও তাকওয়ার জন্য হিংসা করার এবং এই ক্রোধে তাকে অন্যায়ভাবে খুন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। অন্যায়ভাবে হত্যা করার পরিণতিও এই কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। আগের রুকুতে বলা হয়েছিলো যে, বনী ইসরাঈলকে যখন যালেম-অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তখন তারা ভয়ে পলায়ন করে। এখন হাবীল-কাবীলের কাহিনী শুনিয়ে একটা ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, মুত্তাকী এবং মাকবুল বান্দাহদেরকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। এ জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছিলো। অথচ পাপীদেরকে দেখা যায়, তারা অপরাধ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। এরা ইতিপূর্বে কতো নবীকে হত্যা করেছে আর বর্তমানেও আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে হিংসার বশবর্তী হয়ে কতো সব পরিকল্পনা আঁটছে। কতো ফন্দি-ফিকির করছে। যেন দুষ্ট যালেমদের মোকাবেলা হতে প্রাণ বাঁচানো এবং নিরপরাধ মাসুম বান্দাহদের বিরুদ্ধে হত্যা আর আটকের ষড়যন্ত্র করা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। অথচ এরা 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়পাত্র'– এই দাবীও করে।

www.icsbook.info

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ
لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ
يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

যখন তারা দুই জনই (আল্লাহর নামে) কোরবানী পেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে তা কিছুতেই কবুল করা হলো না,[১০০] (যার কোরবানী কবুল করা হয়নি) সে বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো,[১০১] (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো, আল্লাহ তায়ালা তো শুধু পরহেযগার লোকদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন।[১০২] ২৮. (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আজ আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তাহলে আমি (কিন্তু) তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি আমার হাত বাড়াবো না,[১০৩] কেননা আমি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহকে ভয় করি।[১০৪]

১০০. অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) নিয়ম অনুযায়ী যে কন্যাকে হাবীলের নিকট বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কাবীল তার জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে হযরত আদম (আ.)-এর ইঙ্গিতে উভয়ে আল্লাহর জন্য কিছু নিয়ায করে। যার নিয়ায কবুল হবে, কন্যা তাকে দেয়া হবে। সম্ভবত হযরত আদম (আ.) নিশ্চিত ছিলেন যে, হাবীলের নিয়ায কবুল হবে, তাই হয়েছে। আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের নিয়ায খেয়ে ফেলে। তখন আল্লাহর নিকট কারো নিয়ায কবুল হওয়ার এটাই ছিলো আলামত।

১০১. কাবীল এটা দেখে হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল। সে মাকবুল হওয়ার উপায় অবলম্বন করার পরিবর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে ভাইকে হত্যার হুমকি দিতে শুরু করলো।

১০২. অর্থাৎ হাবীল বললো, এতে আমার কি অপরাধ? আল্লাহর কাছে কারো জোর-জবরদস্তী চলে না, চলে একমাত্র তাকওয়া। তাকওয়া-ই হচ্ছে আমার নিয়ায মাকবুল হওয়ার কারণ। তুমিও তাকওয়া অবলম্বন করলে তোমার সাথে আল্লাহর কোনো শত্রুতা নেই।

১০৩. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, 'কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে উদ্যত হলে তার জন্য অনুমতি আছে যালেমকে মারার। অবশ্য ধৈর্য ধারণ করলে শাহাদাতের দরজা পাবে।' এ হুকুম মুসলমান ভাইয়ের মোকাবেলায়। অবশ্য যেখানে প্রতিশোধ-প্রতিরোধে শরীয়াতের প্রয়োজন এবং স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সেখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা জায়েয নয়। যেমন কাফের বা বিদ্রোহীর সাথে লড়াই করা, 'এবং যারা অত্যাচার-বিদ্রোহের শিকার হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।' (সূরা শূরা: রুকু ৪)

১০৪. অর্থাৎ আমি তোমার ভয়ে নয়, বরং আল্লাহর ভয়ে চাচ্ছি যে, যতদূর শরীয়াত মতো সম্ভব, ভাইয়ের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করতে চাই না। আয়্যুব সাখতিয়ানী বলেন, উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি এই আয়াতের ওপর আমল করে দেখিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ওসমান (রা.) (ইবনে কাসীর)। তিনি নিজের গলা কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় কোনো মুসলমানের আঙ্গুলও কাটতে দেননি।

www.icsbook.info

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ
جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٢٩ فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ
ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي
سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ

২৯. আমি (বরং) চাইবো, তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহের (বোঝা)[১০৫] একাই তোমার (মাথার) ওপর উঠিয়ে নাও এবং (এভাবেই) তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে পড়ো, (মূলত) এ হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) কর্মফল।[১০৬] ৩০. শেষ পর্যন্ত তার কুপ্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইয়ের হত্যার কাজে উস্কানি দিলো,[১০৭] একপর্যায়ে সে তাকে খুন করেই ফেললো এবং (এ কাজের ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।[১০৮] ৩১. অতপর আল্লাহ তায়ালা (সেখানে) একটি কাক পাঠালেন, কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে;[১০৯] (এটা দেখে) সে (নিজে নিজে) বলতে লাগলো, হায়! আমি তো এই কাকটির চাইতেও অক্ষম হয়ে পড়েছি,

১০৫. অর্থাৎ অন্যান্য গুনাহের সাথে আমাকে খুন করার গুনাহও অর্জন কর। ইবনে জারীর মোফাসসরদের এজমা' নকল করে বলেছেন যে, এটাই হচ্ছে 'বেইসমি' এর অর্থ। অবশ্য যারা এই অর্থ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন মযলুমের গুনাহ যালেমকে দেয়া হবে, এক হিসাবে তাও ঠিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে তা এ আয়াতের তাফসীর নয়। এখন হাবীলের উক্তির সারকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তুমি যদি সিদ্ধান্তই নিয়ে থাক যে, আমার হত্যার ভার আপন কাঁধে বহন করবে, তবে আমিও ঠিক করেছি যে, আমার পক্ষ হতে কোনো প্রতিরোধ করবো না। যাতে দৃঢ়তা ত্যাগের কোনো আঁচড়ই আমার গায়ে না লাগে।

১০৬. অর্থাৎ তোমার সারা জীবনের গুনাহ তোমার ওপরেই থাকুক আর আমাকে হত্যা করার গুনাহও তোমার ঘাড়েই পড় ক এবং মযলুম হওয়ার ফলে আমার গুনাহ অপসারিত হোক। (মূ'যেহুল কোরআন)

১০৭. সম্ভবত শুরুতে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো। ধীরে ধীরে নফসে আম্মারা অভিপ্রায় পাকাপোক্ত করে তোলে। পাপের শুরু সাধারণত এভাবেই হয়।

১০৮. পার্থিব ক্ষতি তো এই হয়েছে যে, একজন ভালো ভাই, যে তার বাহুবল হতে পারতো তাকে সে হারিয়েছে। অবশেষে নিজেকে পাগল হয়ে মরতে হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে যে, যুলুম এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এমন গুনাহ, যার শাস্তি আখেরাতের আগে এই দুনিয়ায়ও পাওয়া যায়। আর পরকালীন ক্ষতি এই যে, যুলুম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা এবং দুনিয়ায় অশান্তির দ্বার খুলে দেয়ার কারণে এসব গুনাহের শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দুনিয়ায় এ ধরনের যত গুনাহ হবে, সব গুনাহের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তার অংশ থাকবে। হাদীস শরীফে এটা স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে।

১০৯. যেহেতু ইতিপূর্বে কোনো মানুষ মারা যায়নি, তাই হত্যার পর লাশ কি করবে তা বুঝতে পারছিলো না। অবশেষে দেখতে পেলো, একটা কাক মাটি খুঁড়ছে, বা অপর একটি

www.icsbook.info

فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۛ
كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

আমি তো আমার ভাইয়ের লাশটাও গোপন করতে পারলাম না, অতপর সে সত্যি সত্যিই (নিজের কৃতকর্মের জন্যে) অনুতপ্ত হলো।১১০ ৩২. (পরবর্তীকালে) ওই (ঘটনার) কারণেই আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম,১১১ কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ১১২ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো;১১৩ এদের কাছে আমার রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো,১১৪ তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারী হিসেবেই থেকে গেলো।১১৫ ৩৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে,১১৬ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে,১১৭

মৃত কাককে মাটি ছেঁটে মাটিতে লুকাচ্ছে। এটা দেখে কিছুটা বুদ্ধি জাগলো। ভাবলো, আমিও কেন ভাইয়ের লাশ দাফন করবো না। দুঃখও হয়েছে এই ভেবে যে, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ভায়ের সহানুভূতিতে আমি এ কাকের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। সম্ভবত এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এক নিকৃষ্ট প্রাণী দ্বারা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে সে নিজের বর্বরতা, নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত হতে পারে। প্রাণীর মধ্যে কাকের এই বৈশিষ্ট যে, আপন ভাইয়ের লাশ প্রকাশ্যে ফেলে রাখা দেখে চেঁচামেচি করে উঠে।

১১০. অনুতাপ করা তখন ফলপ্রসূ হয়, যখন অনুতাপের সাথে থাকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকার ইচ্ছা, অনুনয়-বিনয় এবং চিন্তা ও তদারক। এখানে তার অনুতাপ করা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর জন্য নয়, বরং নিজের দুরবস্থার জন্য। হত্যার পর তার নিজেরই দুরবস্থা দেখা দিলো।

www.icsbook.info

১১১. অর্থাৎ অন্যায়ভাবে খুন করার যে পার্থিব ও পারলৌকিক ক্ষতি রয়েছে এবং এর যে খারাপ পরিণতি দাঁড়ায়, এমনকি কখনো কখনো হত্যাকারী নিজেও এ জন্য অনুতাপ করে, আক্ষেপ করে। এ কারণে আমরা বনী ইসরাঈলকে হেদায়াত করেছি .... ।

১১২. দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অনেক ধরন আছে। যেমন, সত্যপন্থীদেরকে সত্য দ্বীন থেকে বারণ করা, পয়গাম্বরদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, নিজে মোরতাদ হয়ে অন্যদেরকে এ জন্য উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি।

১১৩. অর্থাৎ কাবীল কর্তৃক হাবীলকে খুন করা ছিলো পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম বড়ো অপরাধ। এরপর তা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। একারণে তাওরাতে বলা হয়েছে– এক জনকে হত্যা করা, যেমন সকলকে হত্যা করা। অর্থাৎ একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে অন্যরাও এই অপরাধে সাহসী হয়ে ওঠে। এ হিসাবে যে ব্যক্তি একজনকে হত্যা করে অশান্তির ভিত গাড়ে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা এবং গণ-অশান্তির দ্বার খুলে দেয়। আর যে ব্যক্তি একজনের প্রাণ বাঁচায় অর্থাৎ কোনো যালেম হত্যাকারীর হাত হতে কাউকে রক্ষা করে, সে যেন তার কার্য দ্বারা সমস্ত মানুষকে রক্ষা করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের দাওয়াত দেয়।

১১৪. 'বাইয়েনাত'– স্পষ্ট নির্দেশ। এর অর্থ সেসব স্পষ্ট নিদর্শনও হতে পারে, যা দ্বারা কোনো পয়গাম্বরের আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১১৫. অর্থাৎ এসব স্পষ্ট নিদর্শন দেখে এবং স্পষ্ট বিধান শুনেও বনী ইসরাঈলের অনেকেই যুলুম, অবিচার এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ হতে বিরত হয়নি। নবীদেরকে হত্যা করা এবং নিজে দের মধ্যে অন্যায় খুন-খারাবী তাদের চিরন্তন স্বভাব। আজও খাতেমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা (নাইযু বিল্লাহ) উৎপীড়ন এবং মুসলমানদের অপমান-অপদস্থ করার জন্য যে কোনো রকম না-পাক ষড়যন্ত্র করছে। তারা এতোটুকু বুঝছে না যে, তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী কাউকে কোনোভাবে হত্যা করা যখন এতোবড়ো অপরাধ যে, এই হত্যাকারী যেন দুনিয়ার সকল মানুষের হত্যাকারী, তখন দুনিয়ার সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ এবং সবচেয়ে মাকবুল ও পবিত্র দলকে হত্যা-উৎপীড়নের পেছনে পড়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ-সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া আল্লাহর কাছে কত বড়ো অপরাধ হতে পারে? আল্লাহর দূতদের সাথে যুদ্ধ তো মূলত আল্লাহর সাথেই যুদ্ধ। সম্ভবত এ কারণে পরবর্তী আয়াতে সেসব লোকের পার্থিব এবং পারলৌকিক শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ এবং পয়গাম্বরের সাথে লড়াই করে বা দুনিয়ায় নানা রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত হয়।

১১৬. অধিকাংশ তাফসীরকার এখানে অশান্তি-বিপর্যয় সৃষ্টির অর্থ করেছেন ডাকাতি, রাহাযানী করা। কিন্তু শব্দটির সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলে বিষয়টি অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। সহীহ হাদীস শরীফে আয়াতটির যে শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে, তাও এই দাবীই করে যে, শব্দের সাধারণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে। 'আল্লাহ এবং রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' এবং 'দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা'– এই শব্দদ্বয়ে কাফেরদের হামলা, ইরতিদাদ বা ইসলাম ত্যাগের ফেতনা, ডাকাতি, রাহাযানী, অন্যায় হত্যা, খুন-খারাবী, লুটতরাজ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং বিভ্রান্তিকর প্রোপাগান্ডা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি পরে উল্লিখিত চারটি শাস্তির যে কোনো একটি পাওয়ার যোগ্য।

১১৭. অর্থাৎ ডান হাত এবং বাম পা।

www.icsbook.info

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ
يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾

কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে;[১১৮] এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের (জন্যে, তাছাড়া) পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।[১১৯] ৩৪. তবে (এটা তাদের জন্যে নয়,) যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার আগেই তারা তাওবা করেছে, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।[১২০]

রুকু ৫

৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে (ধাবিত হওয়ার জন্যে) উপায় খুঁজতে থাকো[১২১] (তার বিশেষ একটি উপায় হচ্ছে), তোমরা তাঁর পথে জেহাদ করো, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[১২২] ৩৬. আর যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, (কেয়ামতের দিন) পৃথিবীর সমুদয় ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত্ত থাকে-(তার সাথে আরো) যদি সমপরিমাণ সম্পদ তাদের কাছে থাকে, (এ সম্পদ) মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েও যদি তারা কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায় (তাও সম্ভব হবে না), তাদের কাছ থেকে (এর কিছুই সেদিন) গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যে (সেদিন) কঠোর আযাব নির্ধারিত থাকবে।[১২৩] ৩৭. তারা (সেদিন) দোযখের আযাব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু (কোনো অবস্থায়ই) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে।[১২৪]

১১৮. অন্য কোথাও নিয়ে যেয়ে তাদেরকে আটক করে রাখা। এটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত।

১১৯. ডাকাতদের অবস্থা চার রকম হতে পারে- (১) হত্যা করেছে কিন্তু মাল সরাতে পারেনি। (২) হত্যাও করেছে এবং মালও সরিয়েছে। (৩) মাল ছিনিয়ে নিয়েছে কিন্তু হত্যা করেনি। (৪) অর্থও ছিনিয়ে নিতে পারেনি, হত্যাও করতে পারেনি। ইচ্ছা এবং প্রস্তুতিপর্বেই ধরা পড়ে গিয়েছে। এ চার অবস্থার শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে ধারাবাহিক পর্যায়ে।

১২০. অর্থাৎ উপরোক্ত শাস্তিসমূহ ইসলাম নির্ধারিত দন্ড ও আল্লাহর হক। গ্রেফতারের আগে তাওবায় এসব শাস্তি মাফ হয়ে যায়। অবশ্য বান্দাহর হক মাফ হবে না। যেমন কারো

www.icsbook.info

অর্থ-সম্পদ নিলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কাউকে হত্যা করলে 'কেসাস' নেয়া হবে। এসব বিষয় মাফ করতে পারে অর্থ-সম্পদের মালিক এবং নিহত ব্যক্তির ওলী বা উত্তরাধিকারী। এ দন্ড ছাড়া অন্যান্য দন্ড যেমন যেনা -ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি এবং অপবাদ আরোপ ইত্যাদির শাস্তি তাওবা দ্বারা আদৌ বাতিল হয় না।

১২১. হযরত ইবনে আব্বাস, মোজাহেদ, আবু ওয়ায়েল, হাসান বসরী প্রমুখ অতীত মনীষী ওসীলার তাফসীর করেছেন 'নৈকট্য'। ওসীলা তালাশ করার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য তালাশ করা। কাতাদা বলেন, 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিল কর। জনৈক আরব কবি বলেন।' হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে যে, 'ওসীলা জান্নাতের একটা উঁচু মন্‌যিল, যা দেয়া হবে দুনিয়ার কোনো বান্দাহকে। প্রিয়নবী বলেছেন যে, তোমরা নামাযের পর আমার জন্য আল্লাহর কাছে এ স্থান তলব করবে। এ স্থানের নাম ওসীলা রাখা হয়েছে এজন্য যে, জান্নাতের সমস্ত মনযিলের মধ্যে এটা আল্লাহর আরশের সবচেয়ে কাছে। এটা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের স্থানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বুলন্দে অবস্থিত। যা হোক, আগে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কিন্তু এই ভয় সাপ-বিচ্ছু এবং বাঘ-ভালুকের মতো নয়। এসবকে ভয় করে মানুষ দূরে পালিয়ে যায়। বরং ভয় করবে এ অর্থে, যাতে তাঁর সন্তুষ্টি এবং রহমত হতে দূরে যেয়ে না পড়। এজন্য এত্তাকুল্লাহ'র পরে বলা হয়েছে 'ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াসীলা'। অর্থাৎ তাঁর অসন্তুষ্টি, দূরত্ব ও তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে ভয় করে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা কর। স্পষ্ট যে, কোনো বস্তুর কাছে যাওয়ার পথ অতিক্রম করেই আমরা সেই জিনিসের নিকটে পৌছতে পারি। মধ্যখানের পথ অতিক্রম না করে তার কাছে পৌছা যায় না। 'ওয়া জাহিদু ফী সাবীলিহী' বলে এটাই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তাঁর পথে জেহাদ কর। অর্থাৎ তাঁর পথে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যাতে তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভে সফল হতে পারো।

১২২. যারা আল্লাহ এবং রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি-বিপর্যয় সৃষ্টি করে, বিগত রুকুর শেষের দিকে তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রুকুতে মুসলমানদেরকে এ শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, দুষ্ট-দুরাচার-হতভাগা লোকেরা যখন আল্লাহ এবং রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তখন তোমরা আল্লাহ-রসূলের পক্ষ হয়ে জেহাদ করবে। তারা যখন দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখন তোমরা নিজেদের চেষ্টা-সাধনা এবং ভালো কাজ দ্বারা শান্তি-স্থিতি বিধানের চিন্তা করবে।

১২৩. আগের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করেই মানুষ কল্যাণ ও সাফল্য লাভের আশা করতে পারে। এ আয়াতে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলা বেশী ব্যয় করে ফেলে এবং ফিদিয়া দিয়ে আল্লাহর আযাবর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবু তা সম্ভব হবে না। মোট কথা, পরকালের সাফল্য অর্জিত হয় তাকওয়া, ওসীলা সন্ধান এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের মাধ্যমে। ঘুষ, রিশওয়াত আর ফিদিয়া দ্বারা এটা অর্জন করা যায় না।

১২৪. অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনেক গুনাহগার মোমেন দীর্ঘদিন জাহান্নামে কাটাবার পর সেখান থেকে বহির্গত হবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও অনুগ্রহে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ আয়াত সেসব হাদীসের বিরোধী নয়। এখানে শুরু থেকেই কেবল কাফেরদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মোমেনদের সম্পর্কে এখানে কোনো উল্লেখ নেই।

www.icsbook.info

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٣٨ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣٩ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤٠ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ

৩৮. পুরুষ ও নারী– এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলো,[১২৫] এটা তাদেরই কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দন্ড;[১২৬] আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।[১২৭] ৩৯. (হাঁ,) যে ব্যক্তি তার যুলুমের পর (আল্লাহ তায়ালার কাছে) তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করবেন; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে বড়ো ক্ষমাশীল, দয়াময়।[১২৮] ৪০. তুমি কি (একথা) জানো না, এই আকাশমন্ডলী ও যমীনের একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।[১২৯] ৪১. হে রসূল, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে ধাবিত হচ্ছে,[১৩০] তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়,

১২৫. অর্থাৎ প্রথম দফা চুরি করলে কবযীর ওপর থেকে ডান হাত কেটে ফেলবে। অন্যান্য বিস্তারিত বিষয় ফিক্হ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আগের রুকূ'তে ডাকাতি ইত্যাদির শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছিলো। মধ্যখানে কিছু সামঞ্জস্যের কারণে মোমেনদেরকে কতিপয় জরুরী উপদেশ দেয়া হয়েছে। এখন পুনরায় আগের বিষয়টি সমাপ্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে ডাকাতির শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছিলো আর এখানে চুরির শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে।

১২৬. অর্থাৎ চোরকে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তা চোরাই মালের বিনিময়ে নয়। বরং তা হচ্ছে তার চৌর্যবৃত্তির শাস্তি। এই শাস্তি দেখে চোর নিজে এবং অন্যরাও সতর্ক হবে। সন্দেহ নেই, যেখানে এই শাস্তি জারী হয়, দুই-চারজনের শাস্তি লাভের পর চুরির পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। অধুনা সভ্যতার দাবীদাররা একে বর্বর শাস্তি বলে অভিহিত করে। কিন্তু এসব সভ্যতাধন্য মহারথীদের কাছে চুরি করা যদি কোনো সভ্য কার্য না হয়ে থাকে, তবে এটা নিশ্চিত যে, আপনাদের সভ্য শাস্তি এই অসভ্য কার্যের মূলোৎপাটনে সফল হতে পারে না। সামান্য বর্বরতা মেনে নিয়ে যদি অনেক চোরকে সভ্য বানানো যায়, তবে সভ্যতার ধারক-বাহকদের তো আনন্দিত হওয়ারই কথা যে, তাদের 'সভ্যতার মিশন' এই বর্বরতা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। কোনো কোনো তথাকথিত তাফসীরকারও হাতকাটার দন্ডকে চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি প্রমাণ করে এর চেয়ে কম শাস্তির এখতিয়ার লাভের জন্য কোশেশ করছেন। কিন্তু মুশকিল দাঁড়িয়েছে এই যে, চুরির এর চেয়ে লঘুদন্ড কোরআন মজীদের কোথাও উল্লেখ নেই। মহানবী (স.) এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোনো নযীরও পাওয়া যায় না। কেউ কি এমন দাবী করতে পারে যে, এই দীর্ঘ সময়ে যতো চোরকে পাকড়াও করা হয়েছে, তাদের একজনও প্রাথমিক

www.icsbook.info

চোর ছিলো না, যাকে হাত কাটার চেয়ে লঘু কোনো শাস্তি দেয়া যেতে পারে? কোনো নাস্তিক-বেদ্বীন প্রাচীনকালে চুরির এই শাস্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে, শরীয়াত যখন এক হাতের রক্তপণ পাঁচশত দীনার নির্ধারণ করেছে, তখন পাঁচ-দশ টাকা চুরি করার অপরাধে এতো মূল্যবান হাত কেন কাটা হবে? জনৈক আলেম এর জবাবে চমৎকার কথা বলেছেন, 'এ হাত যতক্ষণ আমানতদার ছিলো ততোক্ষণ এ ছিলো মহামূল্যবান। কিন্তু এ যখন খেয়ানত করে (চুরি করে) তার মূল্য হারিয়েছে, তখন তা হীন-ঘৃণ্য-নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

১২৭. আল্লাহ যেহেতু পরম পরাক্রমশালী, তাই যে কোনো বিধান জারী করার অধিকার তাঁর রয়েছে। এ ব্যাপারে করার ক্ষমতা-এখতিয়ার কারো নেই। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু হাকীম বা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়ও, তাই আপন অসীম ক্ষমতা বলে কোনো অন্যায় আইন জারী করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। উপরন্তু তিনি তাঁর অক্ষম বান্দাহদের সম্পদ হেফাযতের কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন না– এটা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিরংকুশ অধিকারের পরিপন্থী। আর চোর-ডাকাতকে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন, এটা তাঁর হেকমত-প্রজ্ঞার বিরোধী।

১২৮. অর্থাৎ তাওবা যদি যথাযথভাবে করা হয়। এ জন্য এও জরুরী যে, চোরাই মাল মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটি নষ্ট হয়ে গেলে সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিবে। ক্ষতিপূরণ দিতে না পারলে মালিকের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। নিজের কাজের জন্য লজ্জিত-অনুতপ্ত হতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ হতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্পও করতে হবে। এমন ধরনের তাওবা করতে পারলে আশা করা যায় আল্লাহ পরকালের শাস্তি হতে তাকে অব্যাহতি দেবেন। পরকালের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তির আদৌ কোনো মূল্যই নেই, কোনো গুরুত্বও নেই।

১২৯. সত্যিকার রাজত্ব-কর্তৃত্ব যখন তাঁরই, তখন নিসন্দেহে তাঁর এই অধিকার থাকবে যে, তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন, মাফ করে দেবেন, আর তাঁর মহাজ্ঞান ও সুবিচার অনুযায়ী যাকে শাস্তি দিতে চান, শাস্তি দেবেন। তাঁর কেবল শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার সম্পূর্ণ এখতিয়ারই নেই, বরং এসব এখতিয়ার প্রয়োগে তাঁকে বাধা দেয়ারও কেউ নেই। কারণ, সবকিছুর ওপরই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

১৩০. আগের আয়াতে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এখন সে সব জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা আল্লাহর সীমারেখায় পরিবর্তন সাধন করে নিজেদেরকে মহা শাস্তির যোগ্য করে তুলেছে। ইমাম বাগাবী তাদের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খায়বরের ইহুদী নারী-পুরুষ একবার ব্যভিচার করে বসে। এরা কুমারী বা অবিবাহিত ছিলো না। তাওরাতে এ অপরাধের শাস্তি ছিলো প্রস্তর নিক্ষেপে প্রাণ বধ করা। কিন্তু এরা ছিলো বড়ো ঘরের সন্তান। তাই তাদের ক্ষেত্রে এই দন্ড কার্যকর করা হয়নি। তারা পরস্পরে পরামর্শ করে বলে যে, 'ইয়াসরিব'-এর এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কেতাবে ব্যভিচারীর জন্য রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে প্রাণ নাশের হুকুম নেই। বরং আছে চাবুক মারার নির্দেশ। বনু কোরায়যা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ কর। কারণ, এরা তাঁর প্রতিবেশী। তার সাথে এদের সন্ধি-চুক্তিও রয়েছে। এরা গিয়ে তাঁর মতামত জেনে আসবে। এই উদ্দেশ্যে একদল লোক প্রেরণ করা হয়। মহানবী (স.) বিবাহিত ব্যভিচারীর কি শাস্তি নির্দেশ করেন, তা জেনে নেয়াই এদের কাজ। তিনি রজম-এর শাস্তি নির্দেশ করলে তারা মানবে না। আর চাবুক মারার নির্দেশ করলে মেনে নেবে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে মহানবী (স.) জানতে চাইলেন, তোমরা কি আমার ফায়সলায় রাজী হবে? তারা বললো হাঁ এই সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) রজম-এর বিধান নিয়ে আসেন।

www.icsbook.info

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا
فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ

এরা সে দলের (লোক) যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু (সত্যিকার অর্থে) তাদের অন্তর কখনো ঈমান আনেনি, আর (তাদের ব্যাপারও নয়) যারা ইহুদী–১৩১ তারা মিথ্যা কথা শোনার জন্যে (সদা) কান খাড়া করে রাখে এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনো তোমার কাছে আসেনি,১৩২ এরা সে অপর সম্প্রদায়টির জন্যেই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে; তারা (আল্লাহর কিতাবের) কথাগুলো আপন জায়গায় (বিন্যস্ত) থাকার পরেও এরা তা বিকৃত করে বেড়ায়১৩৩ এবং (অন্যদের কাছে) এরা বলে, (হাঁ) যদি এ (ধরনের কোনো) বিধান তোমাদের দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো, আর সে ধরনের কিছু না দেয়া হলে তোমরা (তা থেকে) সতর্ক থেকো;১৩৪ (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার পথচ্যুতি চান, তাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি তো কিছুই করতে পারো না;১৩৫ এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) লোক, আল্লাহ তায়ালা কখনো যাদের অন্তরগুলোকে পাক-সাফ করার এরাদা পোষণ করেন না,১৩৬ তাদের জন্যে পৃথিবীতে (যেমনি) রয়েছে অপমান (লাঞ্ছনা), পরকালেও (তেমনি) তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ আযাব। ৪২. (ইহুদীদের চরিত্র হচ্ছে,) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, (তেমনি) এরা হারাম মাল খেতেও ওস্তাদ; অতএব এরা যদি কখনো (কোনো বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো,১৩৭ যদি তুমি তাদের উপেক্ষা

কিন্তু এখন তারা মানতে অস্বীকার করলো। অবশেষে মহানবী (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, ফাদাক-এর অধিবাসী ইবনে সূরিয়া তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা সকলে একবাক্যে বললো যে, আজ পৃথিবীতে হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়াত সম্পর্কে তাঁর চাইতে বড়ো জ্ঞানী আর কেউ নেই। তিনি তাকে খবর পাঠিয়ে ডেকে এনে কঠিন কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাওরাতে এই অপরাধের কি শাস্তি। অন্য ইহুদীরা এই বিধান গোপন করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করছিলো, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-এর মাধ্যমে এ গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ইবনে সূরিয়া কোনো না কোনোভাবে স্বীকার করে যে, তাওরাতে অবশ্য এ অপরাধের শাস্তি রজম। ইহুদীরা কিভাবে রজম-এর পরিবর্তে চাবুক মারা এর দন্ড নির্ধারণ

www.icsbook.info

করেছে, ইবনে সূরিয়া সে তথ্যও প্রকাশ করে। তারা ব্যভিচারীর মুখে চুনকালি লেপন করে তাকে গাধার পিঠে উলটা সওয়ার করার দণ্ডও নির্ধারণ করেছিলো।

ফলকথা, মহানবী (স.) উক্ত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের ওপর রজম-এর শাস্তি জারী করেন। তিনি বলেন, হে খোদা! আমি আজ প্রথম তোমার হুকুম দুনিয়ায় জীবিত করলাম। ইতিপূর্বে এটা মরে গিয়েছিলো।

১৩১. অর্থাৎ মোনাফেক এবং বনু কোরায়যার ইহুদীরা।

১৩২. 'সাম্মাউনা' অর্থ অনেক শ্রবণকারী, অনেক বেশী কর্ণপাতকারী। 'শ্রবণ করা' কখনো গোয়েন্দাবৃত্তি অর্থে ব্যবহার হয়, আবার কখনো এর অর্থ হয় গ্রহণ করা, কবুল করা। যেমন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বাক্যে শ্রবণ অর্থ কবুল করা। ইবনে জারীর প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরকার এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'সাম্মাউনা লিল-কাযেব' অর্থ হচ্ছে মিথ্যা এবং বাতিলকে অত্যধিক সাক্ষ্যকারী। আর 'সাম্মাউনা লেকাওমিন আখেরীনা' অর্থ যে দল নিজে তোমাদের কাছে না এসে অন্যদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছে, তাদের কথা বেশী মান্যকারী।

১৩৩. অর্থাৎ আল্লাহর বিধানে পরিবর্তনকারী, অথবা একস্থানের কথা আরেক স্থানে গিয়ে লাগায়।

১৩৪. অর্থাৎ চাবুক মারার হুকুম হলে মেনে নেবে, অন্যথায় মানবে না। যেন তারা আল্লাহর শরীয়তকে নিজেদের খাহেশের অনুগত করতে চায়।

১৩৫. হেদায়াত, গোমরাহী এবং ভালো-মন্দ কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হতে পারে না। এটা এমন এক মূলনীতি, যা অস্বীকার করা স্বীকার করার চেয়ে বেশী মুশকিল। ধরুন, এক ব্যক্তি চুরি করতে চায়, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে সে চুরি না করুক। এখন সে লোকটি নিজের ইচ্ছায় সফল হলে তার ইচ্ছার কাছে আল্লাহর ইচ্ছাকে হার মানতে হয় (নাউযু বিল্লাহ)। আর বান্দার ইচ্ছার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা বিজয়ী হলে দুনিয়ায় চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি কোনো খারাপ কাজের অস্তিত্ব থাকারই কথা নয়। আর ভালো-মন্দ ইত্যাদিতে আল্লাহর কোনো ইচ্ছাই না থাকলে তাতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে গাফেল-উদাসীন-অমনোযোগী, অপদার্থ-অকর্মণ্য এবং বোকা (নাউযু বিল্লাহ)। আল্লাহ সকল অন্যায়-অনাচার থেকে অনেক উর্ধ্বে, অনেক মুক্ত এবং পবিত্র। এ সব দিক চিন্তা করে দেখলে শেষ পর্যন্ত মানতেই হয়, আল্লাহর সৃষ্টি করার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কাজই হতে পারে না। বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘ। এসব বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র রচনা লিখে এ তাফসীরের সাথে সংযোজন করার ইচ্ছা পোষণ করি। বাকী আল্লাহ তাওফীক দানকারী।

১৩৬. ইতিপূর্বে মোনাফেক এবং ইহুদীদের কর্মধারা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের কর্মধারার মধ্যে বিশেষভাবে যে কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে সব সময় মিথ্যা বলা, বাতিলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তি করা, পাপী-দুরাচারী দলকে সাহায্য করা, হেদায়াত ও কল্যাণের বিষয়ে পরিবর্তন সাধন করা এবং নিজেদের মরযি ও খাহেশ বিরোধী কোনো সত্য কথা কবুল না করা। যে জাতির মধ্যে এসব স্বভাব-অভ্যাস পাওয়া যায়, তাদের অবস্থা সে রোগীর মতো মনে করো, যে না ওষুধ ব্যবহার করে, আর না ক্ষতিকর ধ্বংসকারী বিষয় ও বস্তু থেকেও বিরত থাকে, পরন্তু সে ডাক্তার-কবিরাজকে বিদ্রূপ-উপহাস করে, উপদেশদাতাকে গালি দেয়, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজের

www.icsbook.info

মরযি মতো তাতে পরিবর্তন সাধন করে। এমন প্রতিজ্ঞাও করে বসে, আমার মরযি এবং রুচির বিরুদ্ধ কোনো ওষুধই ব্যবহার করবো না। এ অবস্থায় কোনো ডাক্তার-কবিরাজ সে তার পিতাই হোক না কেন, যদি চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে এ প্রতিজ্ঞা করে বসে, এমন রোগীকে তার অবজ্ঞা-অবহেলা, খামখেয়ালীপনা, হঠকারিতা এবং ভ্রান্ত কর্মকান্ডের ফল ভোগ করতে দাও, তবে কি একে চিকিৎসকের অবহেলা-নিষ্ঠুরতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে? না একে স্বয়ং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আত্মহত্যা বলে অভিহিত করা হবে? এখন রোগী যদি এ রোগে মারা যায়, তবে এজন্য চিকিৎসককে দায়ী করা যাবে না। এমন কথা বলা যাবে না, চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করতে আগ্রহী ছিলো না। রোগীকে সারিয়ে তোলার কোনো ইচ্ছাই তার ছিলো না; বরং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। সে নিজেই তাকে নীরোগ করে তোলার সুযোগ দেয়নি চিকিৎসককে। ঠিক এমনিভাবে এখানে ইহুদীদের দুষ্টামি, খাহেশপূজা এবং হঠকারিতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে– 'এবং আল্লাহ যাকে ফেতনায় ফেলতে অর্থাৎ গোমরাহ করতে চেয়েছেন' এবং 'আর এরা হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করতে চান না।' এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের অপকর্ম ও অপযোগ্যতার কারণে তাদের ওপর থেকে দয়া-অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। অতপর তাদের পথে আসার এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করার কোনো আশা নেই। আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'যারা দ্রুত কুফরীর পথে ধাবিত হচ্ছে, আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না ....।' অবশ্য একটা সন্দেহ থেকে যায়, আল্লাহ তো তাদের সকল অপকর্ম আর দুষ্টামি জোর করে বন্ধ করে দিতে পারতেন, তারা যাতে কোনো হঠকারিতা করতে না পারে এ জন্য তাদের বাধ্যও করতে পারতেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি, আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সামনে এ কাজ তেমন কঠিন কিছু ছিলো না 'এবং আপনার পরওয়ারদেগার ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনতো (সূরা ইউনুস ঃ রুকু ১০)

কিন্তু এ বিশ্বের পুরো ব্যবস্থাই এমন রাখা হয়েছে যে, ভালো-মন্দ অবলম্বনের ব্যাপারে বান্দাদের মোটেই বাধ্য করে রাখা হয়নি। কেবল ভাল কিছু অবলম্বন করার জন্যই মানুষকে বাধ্য করে রাখা হলে এই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির রহস্য ও তাৎপর্য পূর্ণ হতো না। এমনটি করা হলে আল্লাহ তায়ালার অনেক গুণ বৈশিষ্ট্যই এমন থেকে যেতো, যা প্রকাশ করার কোনো সুযোগই ঘটতো না। যেমন, দয়ালু ক্ষমাশীল, পরম ধৈর্যশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শক্তভাবে পাকড়াওকারী, ইনসাফ-সুবিচার স্থাপনকারী, বিচার দিনের মালিক ইত্যাদি। অথচ গোটা বিশ্বলোক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর সকল পরিপূর্ণতাসূচক গুণাবলী প্রকাশ করা। কোনো ধর্ম বা কোনো মানুষ, যারা আল্লাহকে সবসময় স্রষ্টা বলে স্বীকার করে, তারা এ ছাড়া অপর কোনো পরিণতির কথা বলতে পারেনি– 'যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ করে (সূরা মুল্‌ক রুক ১)। এখানে এর বেশী বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই; বরং এতোটুকু আলোচনা করাও আমাদের মূল বিষয়ের চেয়ে বেশী।

১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মোজাহেদ, ইকরামা প্রমুখ মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স.)-কে শুরুতে এ এখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। পরে যখন ইসলাম প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে, তার প্রচার পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন এরশাদ হয়েছে– 'শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আপনি তাদের বিরোধের ফায়সালা করুন। এর অর্থ, এখন আর এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

www.icsbook.info

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ

التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ

بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

করো তাহলে (নিশ্চিত থাকো), এরা তোমার কোনোই অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফয়সালা করতে চাও তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন।[১৩৮] ৪৩. এসব লোক কিভাবে তোমার কাছে বিচারের ভার নিয়ে হাযির হবে, যখন তাদের নিজেদের কাছেই (আল্লাহর পাঠানো) তাওরাত মজুদ রয়েছে, তাতেও তো (বিচার-আচার সংক্রান্ত) আল্লাহর বিধান আছে, (তুমি যা কিছুই করো না কেন) একটু পরেই তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এরা আসলে (আল্লাহর কিতাবের ওপর) বিশ্বাসীই নয়।[১৩৯]

রুকু ৭

৪৪. নিসন্দেহে আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে (আমার) পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা ছিলো,[১৪০] আমার নবীরা– যারা আমার বিধানেরই অনুবর্তন করতো, ইহুদী জাতিকে এ (হেদায়াত) মোতাবেকই আইন-কানুন প্রদান করতো, (নবীদের পর তাদের) জ্ঞানসাধক এবং ধর্মীয় পন্ডিতরাও[১৪১]

---

১৩৮. কোরআন মজীদ বার বার জোর দিয়ে বলেছে, কেউ যতই বড়ো দুষ্ট, যালেম এবং বদমাশ হোক না কেন, তার সম্পর্কে আপনার সুবিচার যেন বেইনসাফীর ছিটায় পংকিল না হয়। এটা এমন এক গুণ, যার সাহায্যে দুনিয়ায় আসমানী বিধান কায়েম থাকতে পারে।

১৩৯. অর্থাৎ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তারা আপনাকে ফয়সালাকারী সাব্যস্ত করে, অথচ তারা যে তাওরাতকে আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করে, তার ফয়সালায় রাযি হয় না। এতে বোঝা যায়, আসলে কোনোটাতেই তাদের ঈমান নেই– কোরআনেও নেই, তাওরাতেও নেই। পরবর্তী রুকু'তে তাওরাত-ইনজীলের প্রশংসা করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তা কতো উত্তম কিতাব এবং হেদায়াতের কতো বড়ো উৎস ছিলো, কিন্তু এ অথর্ব অপদার্থরা তার কোনো কদর করেনি, বরং এমনভাবে তা নষ্ট করেছে, আজ আসল বিষয় খুঁজে বের করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরিপূর্ণ রহমতে এমন কিতাব পাঠিয়েছেন, যা এসব সাবেক কিতাবের মূল বিষয়বস্তুর সংরক্ষক ও সমর্থক। যার চিরন্তন হেফাযতের দায়িত্ব নাযিলকারী নিজেই গ্রহণ করেছেন।

১৪০. অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে আগ্রহী, তাদের জন্য এটা হেদায়াতের, আর যারা সন্দেহ-সংশয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের জন্য আলোর কাজ করে।

১৪১. অর্থাৎ তাওরাতে এমন মর্যাদাপূর্ণ কর্মধারা এবং হেদায়াতের বিধান ছিলো, বিপুল সংখ্যক রসূল এবং আলেম সবসময় তদনুযায়ী নির্দেশ দিতেন ও বিরোধ মীমাংসা করতেন।

www.icsbook.info

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ
بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

(এ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতো), কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এদেরই দেয়া হয়েছিলো, তারা (নিজেরাও) ছিলো এর (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী,[১৪২] সুতরাং তোমরা মানুষদের ভয় না করে একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়ো না;[১৪৩] যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, জতারাই (হচ্ছে) কাফের।[১৪৪] ৪৫. (তাওরাতের) সেখানে আমি তাদের জন্যে বিধান নাযিল করেছিলাম, (তাদের) জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, (শাস্তি প্রয়োগের সময় এই শারীরিক) যখমটাই কিন্তু আসল দন্ড (বলে বিবেচিত হয়);[১৪৫] অবশ্য (বাদী পক্ষের) কেউ যদি এই দন্ড মাফ করে দিতে চায়, তাহলে তা তার নিজের (গুনাহ-খাতার) জন্যে কাফফারা (হিসেবে গণ্য) হবে;[১৪৬] আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই যালেম।[১৪৭]

---

১৪২. অর্থাৎ তাদের তাওরাত হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। কোরআন মজীদের মতো 'এবং আমিই এর হেফাযতকারী' এ ওয়াদা দেয়া হয়নি। তাদের আলেম-আহবার তথা পাদ্রী-পুরোহিতরা যতক্ষণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলো, ততোক্ষণ তাওরাত হেফাযতে ছিলো এবং তদনুযায়ী আমল করা হতো। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াপূজারী অসৎ আলেমদের হাতে পড়ে তা বিকৃত, পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

১৪৩. অর্থাৎ মানুষের ভয় বা দুনিয়ার লোভ-লালসার কারণে আসমানী কিতাবে রদবদল, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করো না, এর বিধান গোপন করো না। আল্লাহর আযাব ও প্রতিশোধ গ্রহণকে ভয় করো। তাওরাতের বিরাট গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত করার পর কোরআন নাযিল হওয়ার সময় ইহুদীদের যেসব আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোক বিদ্যমান ছিলো, তাদের উদ্দেশ করে এ কথা বলা হচ্ছে। কারণ, তারা তাওরাতের বিধান– ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা অস্বীকার করেছিলো। তারা শেষ নবী সম্পর্কে তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী গোপন করতো এবং তার অর্থে নানা বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করতো। মধ্যখানে মুসলিম উম্মার উদ্দেশে উপদেশ দেয়া হয়েছে, অন্যান্য জাতির মতো তোমরাও কারো ভয়ে বা মাল-দওলত

ও মান-মর্যাদার মোহে পড়ে নিজেদের আসমানী কিতাবকে বিনষ্ট করো না। আল-হামদু লিল্লাহ হয়েছেও তাই। শেষ নবীর উম্মত নিজেদের কিতাবে এক শব্দ বরং এক অক্ষরও পরিবর্তন করেনি। আজ আজ পর্যন্ত বাতিলপন্থীদের পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে এ কিতাবের এর হেফাযতে তারা সফল রয়েছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও সবসময় সফল থাকবে।

১৪৪. 'মা আনযালাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করার অর্থ সম্ভবত তার মূল অস্তিত্বই অস্বীকার করা এবং তার পরিবর্তে নিজেদের খাহেশ অনুযায়ী অন্য বিধান রচনা করা, যেমন ইহুদীরা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান সম্পর্কে করেছিলো। এমন লোকরা যে কাফের, এ সম্পর্কে কি সন্দেহ থাকতে পারে? আর যদি এর অর্থ হয় আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী 'মা আনযালাল্লাহু'কে সত্য প্রমাণিত সত্য বলে স্বীকার করে কার্যত তার বিরুদ্ধে ফয়সালা করা, তখন কুফর অর্থ হবে কাজে কুফরী করা। অর্থাৎ যারা এরূপ কাজ করে, তাদের আমল কাফেরদের মতো।

১৪৫. কেসাস-এর এ বিধান হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে ছিলো। ইলমুল উসূল বা মূলনীতি শাস্ত্রজ্ঞ অনেক আলেম এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, কোরআন মজীদ বা আমাদের নবী (স.) অতীত শরীয়তের যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং তাতে কোন সংশোধন-সংযোজন করেননি, এ উম্মতের ক্ষেত্রেও তা মেনে নেয়া হবে। যেন অস্বীকৃতি-আপত্তি এবং রদবদল ছাড়া তা শোনানোই গ্রহণ করা এবং মেনে নেয়ার দলীল।

১৪৬. অর্থাৎ আঘাতের কেসাস মাফ করে দেয়া আহত ব্যক্তির গুনাহের কাফ্ফারা হয়। কোনো কোনো হাদীসে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো মোফাস্সের এ আয়াত আঘাতকারীর পক্ষে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ আহত ব্যক্তি আঘাতকারীকে মাফ করে দিলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে আমার মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

১৪৭. ইহুদীরা কেসাসের বিধানের বিরুদ্ধেও কর্মধারা স্থাপন করে নিয়েছিল। ইহুদীদের মধ্যে বনু নযীরকে অধিক সম্মানিত ও শক্তিশালী মনে করা হতো। এরা বনু কোরায়যার কাছ থেকে পূর্ণ দিয়াত বা রক্তপণ আদায় করতো। কিন্তু তাদের যখন রক্তপণ দেয়ার পালা আসতো, তখন অর্ধেক দিতো। বনু কোরায়যা নিজেদের দুর্বলতার কারণে বনু নযীরের সাথে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছিলো। ঘটনাক্রমে একবার বনু কোরায়যার হাতে বনু নযীরের জনৈক ব্যক্তি মারা যায়। তারা সাবেক নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ রক্তপণ দাবী করে। বনু কোরায়যা জবাবে বলেঃ যাও, সেই যামানা শেষ হয়েছে। যখন আমরা তোমাদের শক্তির সম্মুখে বাধ্য হয়ে এ অন্যায়কে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। এখন মদীনায় মোহাম্মদ (স.) উপস্থিত হয়েছেন। মদীনায় এখন তাঁরই কর্তৃত্ব। আমরা তোমাদের কাছ থেকে যে দিয়াত গ্রহণ করতাম, তার দ্বিগুণ পরিশোধ করা এখন আর সম্ভব নয়। তাদের এই জবাব দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো, জনাব মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে কোনো সবল-দুর্বলকে চিবিয়ে খাবে বা দাবিয়ে রাখবে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এ কথা সকলেই বিশ্বাস করতো যে, তিনি সবল-দুর্বল সকলের সাথে সমান ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেন। সবলদের যুলুমের মোকাবেলায় তিনি দুর্বলদের সাহায্য করেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নবী (স.)-এর আদালতে পেশ করা হয়। ইনসাফ-সুবিচারের মূর্ত প্রতীক রসূল সম্পর্কে বনু কোরায়যা যে ধারণা করেছিলো, তা যথার্থভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেসাসের বিধানের পর 'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না' বলে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু তারা রজম-এর মতো কেসাসকে শরীয়াতের বিধান হিসেবে স্পষ্ট অস্বীকার করেনি, বরং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে শরীয়াতের বিধানের বিপরীত একটা নিয়ম করে নিয়েছিলো, তাই এটা মূলত আদালতী আইনের বিশ্বাসগত বিরোধিতা নয়, বরং এটা হচ্ছে

www.icsbook.info

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ
الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে[১৪৮] পাঠিয়েছি, (সে সময়) আগে থেকে তাওরাতের যা কিছু (অবশিষ্ট) ছিলো, সে ছিলো তার সত্যতা স্বীকারকারী, আর আমি তাকে (নতুন কিতাব হিসেবে) ইনজীল দান করেছি, তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর; তখন তাওরাতের যা কিছু তার কাছে (বর্তমান) ছিলো– (তা ছিলো তার সত্যায়নকারী), (তদুপরি) তাতে মোত্তাকী লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও উপদেশ (মজুদ) ছিলো।[১৪৯] ৪৭. ইনজীলের অনুসারীদের উচিত ছিলো এর ভেতর আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করা; (কেননা) যারা আল্লাহর নাযিল করা আইনের ভিত্তিতে বিচার করে না তারাই হচ্ছে ফাসেক।[১৫০] ৪৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কিতাব নাযিল করেছি,

কাজের দিক থেকে বিরোধিতা করা। তাই এখানে 'কাফেরূন'- এর স্থানে 'যালেমূন' বলা হয়েছে। অর্থাৎ সবল-এর কাছ থেকে কম এবং দুর্বল-এর কাছ থেকে বেশী রক্তপণ গ্রহণ করা স্পষ্ট যুলুম।

১৪৮. অর্থাৎ এরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলতো।

১৪৯. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং নিজের যবানীতে তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্ন করতেন। তাঁকে যে ইনজীল কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তাও তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করতো। 'নূর ও হেদায়াত' হিসাবে বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে ইনজীলের ধরনও ছিলো তাওরাতেরই মতো। বিধান ও শরীয়াতের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে খুবই সামান্য পার্থক্য ছিলো। 'ওয়া লেউহিল্লা লাকুম বাযাল্লাযী হুররেমা আলাইকুম'–এ আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আর এ পার্থক্য তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার পরিপন্থী নয়। যেমন বর্তমানে আমরা কোরআনকে স্বীকার করা এবং কেবল তারই বিধান মেনে নেয়া সত্ত্বেও সকল আসমানী কেতাব যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত এ সত্যও স্বীকার করি।

১৫০. ইনজীল কেতাব নাযিল হওয়ার সময় যেসব ঈসায়ী বর্তমান ছিলো, তাদেরকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে। এখানে তাই নকল করা হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কোরআন নাযিলকালে যেসব ঈসায়ী ছিলো, তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, ইনজীলে যে বিধান আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী তারা হুকুম দিবে। অর্থাৎ ইনজীলে শেষ যামানার নবী সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং পবিত্র 'ফারকালিত' সম্পর্কে হযরত মাসীহ

www.icsbook.info

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا

اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً

(আগের) কিতাবের যা কিছু (অবিকৃত অবস্থায়) তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কিতাব তার সত্যতা স্বীকার করে, (শুধু তাই নয়), এ কিতাব (তার ওপর) হেফাযতকারীও বটে![১৫১] (সুতরাং) আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো,[১৫২] আর (এ বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যা সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না;[১৫৩] (কেননা) আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি;[১৫৪] আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; বরং তিনি

(আ.)-এর যবানীতে যে সব উক্তি করা হয়েছে, তা গোপন করবে না, বা আজে-বাজে ব্যাখ্যা দ্বারা তাতে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করবে না। যে মহান সংস্কারক সম্পর্কে হযরত মাসীহ (আ.) বলেছিলেন, সেই পবিত্র আত্মা আগমন করে তোমাদেরকে সত্যের সমুদয় পথ প্রদর্শন করবেন। তাঁকে অস্বীকার করার কাজে কোমর বেঁধে নিজেদের জন্যে চিরন্তন ক্ষতি স্বীকার করে নিলে এ হবে আল্লাহ তায়ালার বিরাট নাফরমানী। পবিত্র মাসীহ এবং তাঁর প্রতিপালকের আনুগত্যের অর্থ কি এটাই?

১৫১. 'মোহায়মেন'-এর কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে- প্রবল, শাসক, সংরক্ষণকারী ও নেগাহবান। সকল অর্থেই কোরআন করীম সকল সাবেক খোদায়ী কেতাবের জন্যে 'মুহায়মেন' হওয়া সত্য প্রতিপন্ন হয়। তাওরাত, ইনজীল ইত্যাদি আসমানী কেতাবে আল্লাহ্‌র যে আমানত রাখা হয়েছিলো, কিছুটা অতিরিক্ত বিষয়সহ তা সবই কোরআন করীমে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে কোনো খেয়ানত করা হয়নি। সে যুগ এবং সে বিশেষ লোকদের অবস্থা অনুযায়ী যেসব খুঁটিনাটি বিষয় সেসব কেতাবে ছিলো, কোরআন করীম তা মানসুখ করেছে। আর যেসব বিষয় তাতে অসম্পূর্ণ ছিলো, তা ভালোভাবে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আর যে অংশ বর্তমান সময়ের বিচারে গৌণ ছিলো, তা একেবারেই বাদ দিয়েছে।

১৫২. একবার ইহুদীদের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ দেখা দেয়। তাদের বড়ো বড়ো আলেম ও নেতার সমন্বয়ে একটা দল নবী (স.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বিরোধ নিষপত্তির আবেদন জানায়। তারা একথাও বলে যে, আপনি জানেন যে, সাধারণ ইহুদীরা আমাদের কর্তৃত্বাধীন। আপনি আমাদের পক্ষে ফায়সালা করলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। আর আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে অধিকাংশ ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করবে। নবী (স.) ইহুদীদের এই উৎকোচমূলক ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং তাদের খাহেশ মেনে নিতে স্পষ্ট অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

www.icsbook.info

১৫৩. আমরা এ আয়াতগুলোর যে শানে নুযুল উল্লেখ করেছি, তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী (স.) তাদের খুশী এবং খাহেশ অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করলে এটা নাযিল হয়। নবী (স.)-এর দৃঢ়তার সমর্থনে এবং ভবিষ্যতেও তাঁর ইসমত ও দৃঢ়তার অনুমোদন ও তাতে অটল-অবিচল থাকার জন্যে তাকীদ স্বরূপ এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। যারা এ আয়াতগুলোকে নবী (স.)-এর নিস্পাপ হওয়ার পরিপন্থী মনে করে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। প্রথমত, কোনো বস্তু সম্পর্কে বারণ করা এর প্রমাণ নয় যে, তিনি নিষিদ্ধ কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, আম্বিয়ায়ে কেরাম মাসূম- এর অর্থ তাঁদের দ্বারা আল্লাহর নাফরমানীর কাজ সাধিত হতে পারে না। অর্থাৎ কোনো কাজ আল্লাহ্র না-পছন্দ এটি জেনে-শুনেও তাঁরা সে কাজ কখনো করতে পারেন না। আর যদি কখনো ঘটনাক্রমে ভুল-ভ্রান্তি বা রায় ও ইজতিহাদের ভুলে উত্তমের পরিবর্তে অধম কাজ করে বসেন অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে সন্তুষ্টি মনে করে কোনো কাজ করে বসেন, থাকে আমরা পদস্খলন বলা পারি তবে এ ধরনের ঘটনা ইসমত বা মাসুম হওয়ার পরিপন্থী নয়। যেমন হযরত আদম (আ.) ও অন্য নবীদের ঘটনাবলী প্রমাণ করে। এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পর 'ওয়া লা তাত্তাবে আহ্ওয়াআহুম আম্মা জায়াকা মিনাল হাক্কে' এবং 'ওয়াহ্যারহুম আন ইয়াফতিনুকা আন বা'যেন মা আনযালাল্লাহু ইলায়কা' এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ, এতে কেবল এ সম্পর্কেই সতর্ক করা হয় যে, আপনি এ অভিশপ্তদের টিপ্পনী ও বাকচাতুর্য দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হবেন না। এমন কোনো মত স্থির করবেন না, যাতে ইচ্ছা-অভিপ্রায় ছাড়াই তাদের খাহেশের অনুসরণের মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এ আয়াতগুলোর শানে নুযুল সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইহুদীরা কতই না বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণাপূর্ণ বিষয় নবী (স.)-এর সামনে উপস্থাপন করেছিলো যে, তিনি তাদের খাহেশ অনুযায়ী ফায়সালা করে দিলে সমস্ত ইহুদীরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা জানতো যে, নবী (স.)-এর কাছে দুনিয়ায় ইসলামের চেয়ে প্রিয় কোনো জিনিসই নেই। এহেন পরিস্থিতিতে দুনিয়ার সবচেয়ে দৃঢ় ও স্থিরমতির লোকের পক্ষেও এই মত পোষণ করার সম্ভাবনা ছিলো যে, তাদের একটা ক্ষুদ্র খাহেশ মেনে নেয়ায় যখন এতো বড়ো দ্বীনী ফায়দা লাভের আশা রয়েছে, তখন তা মেনে নিলে ক্ষতিটা কি? এহেন ভয়ংকর ও পদস্খলনমূলক ঘটনা উপলক্ষে কোরআন করীম পয়গাম্বর আলাইহিস সালামকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, দেখুন, ভুলক্রমেও এমন কোনো মত স্থির করবেন না, যা আপনার মহান মর্যাদার পরিপন্থী। নবী (স.)-এর পরিপূর্ণ তাকওয়া ও অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক তো এ আয়াত নাযিলের পূর্বেই এদের প্রতারণা-প্রবঞ্চনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। মনে করুন এমন না হলেও আমরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে এ আয়াতের মূল বিষয় নবী (স.)-এর নিস্পাপ হওয়ার আদৌ পরিপন্থী নয়।

১৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উম্মতের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন আইন ও কর্মপন্থা নিধারণ করেছেন। সকল নবী এবং সকল আসমানী ধর্ম দ্বীনের মূলনীতি এবং সার্বিক লক্ষ্যে এক, অভিন্ন ও একে অপরের সহায়ক-পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রতিটি উম্মতকে তাদের অবস্থা ও বিশেষ যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিধান ও হেদায়াত দেয়া হয়েছে। অবশ্য দ্বীনের মূলনীতি ও মূল লক্ষ্যের ওপরই চিরন্তন মুক্তি নির্ভরশীল। এ আয়াতে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহীহ

www.icsbook.info

وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا

تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۭ

তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের যাচাই-বাছাই করে নিতে চেয়েছেন,[১৫৫] অতএব ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা করো;[১৫৬] (কেননা) আল্লাহ্ তায়ালার দিকেই হবে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, (এখানে) তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (ওখানে) তিনি অবশ্যই তা তোমাদের (স্পষ্ট করে) বলে দেবেন।[১৫৭] ৪৯. (অতএব, হে মোহাম্মদ,) তোমার ওপর আল্লাহ্ তায়ালা যে আইন-কানুন নাযিল করেছেন তুমি তা দিয়ে এদের মাঝে বিচার ফয়সালা করো এবং কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং তাদের থেকে সতর্ক থেকো,[১৫৮] যা কিছু আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ওপর নাযিল করেছেন তার কোনো কোনো বিষয়ে যেন তারা কখনো তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে;

বোখারী শরীফের একটি হাদীসে সমস্ত নবীকে সৎভাই–যাদের পিতা এক, মাতা ভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সকলের মূলনীতি এক, অবশ্য শাখা-প্রশাখা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ রয়েছে। শিশুর জন্মদানে যেহেতু পিতাই কর্তা ও মূল কার্যকারণ, আর মাতা হচ্ছে এর গ্রহীতা ও বীজাধার। এতে এদিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমকালীন মানুষের যোগ্যতা অনুপাতেই আসমানী শরীয়াতের মতভেদ হয়ে থাকে। তাদের যোগ্যতা এসব মতোভেদের ভিত্তি। অন্যথায় মহান দাতার মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, নেই কোনো অনৈক্য। একই সত্তা এবং তাঁর চিরন্তন জ্ঞানই সমস্ত আসমানী শরীয়াতের মূল উৎস।

১৫৫. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর নিরংকুশ মালিকানা, সর্বময় জ্ঞান আর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করে প্রতিটি নতুন নির্দেশকে সত্য ও যথার্থ মনে করে আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করে এবং একজন নিষ্ঠাবান সেবকের মতো প্রতিটি নতুন নির্দেশ মাথা পেতে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত, তিনি তা দেখতে চান।

১৫৬. অর্থাৎ নানা শরীয়াতের মধ্যকার এখতেলাফ দেখে নানা আজে-বাজে কথা ও ফালতু বাক্য বিনিময়ে পড়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে না। যারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে আগ্রহী, বাস্তব জীবনে তাদেরকে তৎপর হতে হবে। আসমানী শরীয়াত আকীদা-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা এবং আমল-আখলাকের সৌন্দর্যের যেসব নীতিমালা উপস্থাপন করে, তা গ্রহণ করায় স্বতস্ফূর্ততা প্রকাশ করতে হবে।

১৫৭. সুতরাং পরিণতির কথা চিন্তা করে নেকী ও কল্যাণ লাভে প্রস্তুত থাকবে। সেখানে গেলে এখতেলাফের সকল রহস্য উন্মোচিত হবে।

১৫৮. অর্থাৎ পরস্পরের এখতেলাফে দুনিয়া যতই তৎপর হোক না কেন, আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী হুকুম দেয়ার জন্যে। কে কি বললো, আপনি তার কোনো পরোয়াই করবেন না।

www.icsbook.info

فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

অতপর (তোমার ফয়সালায়) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদেরই কোনো গুনাহের জন্যে তাদের কোনোরকম মসিবতে ফেলতে চান;[১৫৯] অবশ্যই মানুষের মাঝে অধিকাংশই হচ্ছে অবাধ্য।[১৬০] ৫০. তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে,[১৬১] তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?

রুকু ৮

৫১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদী- খৃষ্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।[১৬২] (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের বন্ধু;[১৬৩] তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে;[১৬৪] আর আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।[১৬৫]

১৫৯. পূর্ণ শাস্তি তো পাওয়া যাবে কেয়ামতে, কিন্তু অপরাধী বা দর্শকদেরকে এ দুনিয়ায়ও সামান্য শাস্তি দিয়ে অনেকটা সতর্ক করা হয়।

১৬০. অর্থাৎ আপনি এসব লোকের অবজ্ঞা-অবহেলার ফলে বেশী চিন্তিত ও বিষণ্ন হবেন না। দুনিয়ায় অনুগত বান্দাসবসময় সামান্যই ছিলো। 'আপনি যতই আগ্রহ-আকাংখা করুন না কেন, অধিকাংশ লোক ঈমান আনবার নয়।' (ইউসুফ: ২)

১৬১. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ কর্তৃত্বে যাদের ঈমান আছে, যারা তাঁর পরিপূর্ণ রহমত ও সর্বময় জ্ঞানে বিশ্বাসী, তাদের মতে দুনিয়ায় আল্লাহর নির্দেশের সম্মুখে অন্য কারো নির্দেশ চলতে পারে না। এমন বিষয়কে তারা গ্রাহ্যই করে না। আল্লাহর বিধানের আলো আসার পর এমন লোকেরা কি নানাবিধ ধারণা-কল্পনা এবং কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে যাওয়া পছন্দ করতে পারে?

১৬২. 'আওলিয়া' শব্দটি ওলী'র বহুবচন। ওলী বন্ধুকেও বলা হয়, নিকটবর্তী, সাহায্য-সহায়তাকারী ব্যক্তিকেও। এখানে আওলিয়া বলে ইহুদী-নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরা নিসায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ মুসলমানরা ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এ উপলক্ষে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, বন্ধুত্ব-সহযোগিতা, ভদ্রতা-সদাচার, সমঝোতা-উদারতা এবং ইনসাফ-সুবিচার ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিষয়। মুসলমানরা ভালো মনে করলে যে কোনো কাফেরের সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করতে পারে শরীয়াত সম্মত

www.icsbook.info

পন্থায়। 'আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে।' (সূরা আনফাল ঃ রুকু ৮)

বিগত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, কাফের-মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে ইনসাফ-সুবিচারের নির্দেশ রয়েছে। ভদ্রতা, সদাচার বা উদারতার আচরণ করা যায় সে কাফেরদের সাথে, যারা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-শত্রুতা প্রদর্শন করে না। সূরা মুমতাহানায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য সৌহার্দপূর্ণ আচরণ এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ সমঝোতা-সহযোগিতা কোনো অমুসলিমের সাথে স্থাপন করার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই। অবশ্য ইল্লা আন তাত্তাকূ মিনহুম তুকাতান-এ আয়াতে যে বাহ্যিক সৌহার্দ-সহমর্মিতার উল্লেখ রয়েছে, আর সাধারণ সহযোগিতা যাতে ইসলাম আর মুসলমানের পজিশনে কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, এমন সৌহার্দের অনুমতি রয়েছে। কোনো কোনো খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে এ ব্যাপারে যে অস্বাভাবিক কঠোরতা ও সতর্কতা বর্ণিত হয়েছে তা কেবল উপায়-উপকরণ প্রতিরোধ এবং অতি সতর্কতার অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

১৬৩. অর্থাৎ ধর্মীয় ফেরকাবন্দী এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ-শত্রুতা সত্ত্বেও তারা পরস্পরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ। ইহুদীর বন্ধু হতে পারে ইহুদী, নাসারা হতে পারে নাসারার বন্ধু। ইসলামী শক্তির মোকাবেলায় তারা সকলে পরস্পরে বন্ধু ও সহযোগীতে পরিণত হয়ে যায়। সকল কাফের এক জাতি, এক শক্তি।

১৬৪. অর্থাৎ সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে মোনাফেকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রসঙ্গে। ইহুদীদের সাথে তার ছিলো গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তার ধারণা ছিলো, মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদ-দুর্যোগ যদি নেমে আসে নবী (স.)-এর দল যদি পরাজিত হয়, তবে ইহুদীদের সাথে আমাদের এই বন্ধুত্ব বিরাট কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত ইহুদীদের সাথে মোনাফেকদের সখ্যতার আসল লক্ষ্য ছিলো এই যে, ইহুদীরা ছিলো ইসলামী দলের প্রতিপক্ষ এবং ইসলাম ধর্মের নিকৃষ্ট শত্রু। স্পষ্ট যে, ইসলামের দুশমন এই বলে কেউ যদি ইহুদী-নাসারা বা কোনো কাফের দলের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে সে ব্যক্তি যে কাফের তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে। মোনাফেকদের এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা ওহুদ যুদ্ধে ভিন্ন পরিস্থিতি দেখে বলতে শুরু করে, এখন তো আমরা অমুক ইহুদী বা খৃষ্টানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবো। প্রয়োজন হলে তাদের ধর্মও গ্রহণ করবো। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে-এ আয়াতের বাহ্য অর্থ এদের সম্পর্কেও স্পষ্টত প্রযোজ্য। অবশ্য এ ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়াই যেসব মুসলমান ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, যেহেতু তাদের সম্পর্কেও প্রবল আশংকা রয়েছে যে, কাফেরদের সাথে সীমাহীন মেলামেশা, উঠা-বসার ফলে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারাও ধীরে ধীরে তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করবে, অথবা অন্ততপক্ষে কুফরী-শেরেকী রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে তাদের মনে ন্যূনতম কোনো ঘৃণাবোধও অবশিষ্ট থাকবে না-এ দিক বিবেচনায় 'ফাইন্নাহু মিনহুম' এই বাক্যাংশটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। হাদীস শরীফে 'মানুষ যাকে ভালোবাসে, তারই সংগী হবে' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৬৫. অর্থাৎ যারা ইসলামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব পেতে স্বয়ং নিজেদের এবং মুসলমানদের ওপর যুলুম করে এবং মুসলিম শক্তি পরাজিত-পরাভূত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, এমন হতভাগা দুশমন এবং প্রতারক লোকদের সম্পর্কে এমন আশা কখনো করা যায় না যে, তারাও কোনোকালে হেদায়াতের পথে আসতে পারে।

www.icsbook.info

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى

أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. অতপর যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা (বিশেষ) তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের মাঝে (গিয়ে) মিলিত হচ্ছে, 'আমাদের আশংকা হচ্ছে, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে';[১৬৬] পরে হয়তো আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (তা দেখে এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিলো, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে।[১৬৭]

১৬৬. এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যাদের অন্তরে রয়েছে মোনাফেকীর ব্যাধি। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার প্রতি এদের কোনো আস্থা নেই, নেই ইসলামের সত্যতায় তাদের কোনো ঈমান। এ কারণে এরা ছুটে গিয়ে কাফেরদের কোলে আশ্রয় নিতে চায়, যাতে তাদের কল্পিত বিজয়কালে বিজয়ের ফল লাভ করতে পারে। তাদের ধারণায় মুসলিম শক্তির ওপর যেসব বিপদাপদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক নেমে আসতে পারে, এ উপায়ে তারা সেসব হতেও রক্ষা পাবে। 'নাখশা আন তুসীবানা দায়েরাতুন'–এ আয়াতের এ অর্থই তাদের মনে গোপন রয়েছে। কিন্তু এ ব্যক্যটি যখন পয়গাম্বর আলাইহিস সালাম এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের সামনে উচ্চারণ করতো ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার যুক্তি হিসাবে, তখন তারা এর এ অর্থ প্রকাশ করতো যে, ইহুদীরা আমাদের মহাজন, আমরা তাদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে থাকি। কোনো দৈব দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দিলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তারা আমাদের কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে তাদের এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

১৬৭. অর্থাৎ সে সময় নিকটবর্তী, যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী (স.)-কে সিদ্ধান্তকর বিজয় ও কর্তৃত্ব দান করবেন এবং গোটা আরবের স্বীকৃত কেন্দ্রস্থল মক্কা মোয়াযযামায়ও তাঁকে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করাবেন। অথবা এছাড়াও তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে এবং হুকুমে এমন কিছু প্রকাশ করাবেন, যা দেখে এ সব মোনাফেকের সমস্ত ভ্রান্ত আশা-আকাংখার অবসান ঘটবে। তখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, ইসলামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্বের পরিণতি পার্থিব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অবমাননা এবং পারলৌকিক পীড়াদায়ক শাস্তি–আযাবে আলীম ছাড়া আর কিছুই নয়। লাঞ্ছনা-অবমাননা এবং ক্ষয়-ক্ষতির এসব পরিণতি যখন সম্মুখে দেখতে পাবে, তখন আক্ষেপ-অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। 'এখন তুমি অনুতপ্ত হয়েছ, কিন্তু এই অনুতাপে কোনোই ফায়দা হবে না।' বাস্তবে তাই হয়েছে। ইসলামের সার্বিক বিকাশ এবং মক্কা বিজয় ইত্যাদি দেখে ইসলামের দুশমনদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অনেক ইহুদী নিহত হয়। অনেকেই নির্বাসিত হয়। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। মোনাফেকদের সকল আশা-আকাংখা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের সম্মুখে স্পষ্টত মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে যেসব চেষ্টা চালিয়েছিলো, তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, দুনিয়ার ক্ষয়-ক্ষতি এবং চিরন্তন ধ্বংস ও বিনাশের বাঁধন গলায় পড়ে। পরবর্তী আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ۝٥٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ

৫৩. (তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি ছিলো সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালার নামে বড়ো (বড়ো বড়ো) শপথ করতো (যে), তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে; (এই আচরণের ফলে) তাদের কার্যকলাপ বিনষ্ট হয়ে গেলো, অতপর তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ৫৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (জেনে রেখো) তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে (মোরতাদ হয়ে) ফিরে আসে (তাতে আল্লাহ তায়ালার কোনো ক্ষতি নেই,) তবে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই (এখানে) এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার তারা ভয় করবে না;[১৬৮] (মূলত) এ (সাহসটুকু) হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন;

১৬৮. ইসলাম যে চিরকাল টিকে থাকবে, হেফাযতে থাকবে, এ আয়াতে সে সম্পর্কে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আগের আয়াতগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ফলে কোনো ব্যক্তি বা জাতির ইসলাম হতে সম্পূর্ণ সরে যাওয়ার আশংকা ছিলো। 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা ওদের অনুর্ভুক্ত হবে' বলে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কোরআন করীম অত্যন্ত জোর দিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এমন লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করতে পারে। ইসলামের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মোরতাদদের পরিবর্তে বা তাদের মোকাবেলায় এমন জাতির অভ্যুদয় ঘটাবেন, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসবে, আর আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ভালোবাসবেন। তারা মুসলমানদের ব্যাপারে হবে কোমলপ্রাণ ও দয়ালু আর ইসলামের দুশমনদের ব্যাপারে হবে বিজয়ী ও কঠোর। আল্লাহ তায়ালার শক্তি–সাহায্যে সবযুগেই এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়ে আসছে। এতেদাদ তথা ইসলাম ত্যাগের সবচেয়ে বড়ো ফেতনা দেখা দিয়েছিলো নবী (স.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর শাসনকালে। কয়েক ধরনের মোরতাদরা দাঁড়িয়েছিলো ইসলামের মোকাবেলায়। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঈমানী শক্তি, উন্নত বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ইসলামের ঐকান্তিক সেবা ও আত্মত্যাগ এই আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুনভাবে নিষ্ঠা ও ঈমানের পথে এনে দাঁড় করেছে। বর্তমানকালেও আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, যখনই কতিপয় অজ্ঞ ও লোভী লোক ইসলাম ত্যাগ করে, তখন তাদের চেয়ে

www.icsbook.info

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا
وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞার আধার।[১৬৯] ৫৫. অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সামনে যারা) সদা অবনমিত থাকে।[১৭০] ৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (তারা যেন জেনে রাখে), কেবল আল্লাহ তায়ালার দলটিই বিজয়ী হবে।[১৭১]

রুকু ৯

৫৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের আগে যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে, তাদের এবং কাফেরদের[১৭২] কখনো তোমরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ো না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকো[১৭৩] তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাঁকেই) ভয় করো। ৫৮. যখন তোমরা (মানুষদের) নামাযের জন্যে ডাকো, তখন এ ডাককে এরা হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়ে দেয়; এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (হক-বাতিলের) কিছুই বোঝে না।[১৭৪]

উত্তম ও উচ্চশিক্ষিত অমুসলিম পন্ডিত ব্যক্তিদের ইসলাম স্বাভাবিক আকর্ষণে নিজের দিকে টেনে আনে। মুরতাদদের মুন্ডপাত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এমন নিষ্ঠাবান ও জানবাজ মুসলমানদের উত্থিত করেন, যারা আল্লাহর পথে কারো তিরস্কার-ভর্ৎসনা এবং গাল-মন্দের কোনো পরোয়া-ই করে না।

১৬৯. মানুষের বড়ো সৌভাগ্য এবং তাদের ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহ এই যে, বিপর্যয়কালে সে নিজে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল–অবিচল থেকে অন্যদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ হতে রক্ষা করার কথা চিন্তা করে। আল্লাহ তায়ালা যেসব বান্দাহকে ইচ্ছা করেন, এ মহা সৌভাগ্য এবং বিরাট অনুগ্রহ থেকে বিপুল অংশ দান করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ অসীম-অশেষ। কোনো বান্দা এ অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য, তা তিনিই ভালো জানেন।

১৭০. আগের আয়াতগুলোতে ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব–সান্নিধ্য স্থাপন করতে মুসলমানদেরকে বারণ করা হয়েছে। একথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা জাগে যে,

www.icsbook.info

তবে মুসলমানরা কাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, কাদের সান্নিধ্যে আসবে, কাদের সাথে লেন-দেন, কাজ-কারবার করবে? এ আয়াতে এ স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নবী এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান। এছাড়া অন্য কেউ মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।

১৭১. কাফেরদের সংখ্যা বেশী এবং মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে কোনো দুর্বলচিত্ত ও বাহ্যদর্শী মুসলমান এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে পারে যে, সারা দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে কেবল কতিপয় মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব করার পর কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়া তো দূরের কথা, কাফেরদের হামলা থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এমন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের কম সংখ্যা এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণহীনতার প্রতি তাকাবে না। যেদিকে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানরা থাকবে, সেই পাল্লা ভারী হবে। এ আয়াতগুলো বিশেষ করে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর গুণ-বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। বনু কায়নুকার ইহুদীদের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু তিনি আল্লাহ এবং রসূলের বন্ধুত্ব ও মুসলমানদের সান্নিধ্যের সামনে এসকল সম্পর্কই ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

১৭২. এখানে কুফফার অর্থ মোশরেকীন। আত্ফ্ থেকেও এটি প্রকাশ পায়।

১৭৩. ওপরের আয়াতগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে মুসলমানদেরকে বারণ করা হয়েছিলো। এ আয়াতে এক বিশেষ কার্যকর ভঙ্গিতে এই বিরত থাকার ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে তার নিজের ধর্মের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। তাই মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, ইহুদী-নাসারা এবং মোশরেকরা তোমাদের ধর্মকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্র নিদর্শন আযান ইত্যাদি নিয়ে উপহাস করে। তাদের মধ্যে যারা চুপ থাকে, তারাও এসব জঘন্য কাজ দেখেও ঘৃণা প্রকাশ করে না বরং খুশীই হয়। কাফেরদের এসব হীন-ঘৃণ্য ও জঘন্য কার্যকলাপ দেখে কোনো মুসলমান যার অন্তরে আল্লাহ্র সামান্য ভয় এবং ঈমানী মর্যাদার সামান্যতম অংশও রয়েছে, সে কি ক্ষণেকের তরেও এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ-সম্পর্ক বজায় রাখাকে মেনে নিতে পারে? কি করে তা বরদাশত করতে পারে? তাদের কুফরী- অস্বীকৃতি এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কথা বাদ দিলেও সত্য-সুন্দর দ্বীনের প্রতি তাদের বিদ্রূপ-উপহাসই তো তাদের সাথে সম্পর্ক বর্জনের একটা স্বতন্ত্র কারণ হতে পারে।

১৭৪. অর্থাৎ তোমাদের আযান শুনে তারা জ্বলে উঠে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এটি তাদের চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আযানের বাক্যগুলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে, তাওহীদের ঘোষণা দেয়, অতীতের সমস্ত নবী-রসূল এবং সকল আসমানী কেতাবের সমর্থক মহানবী (স.)-এর রেসালাত স্বীকার করে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদাত নামাযের প্রতি আহ্বান জানায়। এই আযানের মাধ্যমেই দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ এবং সর্বোত্তম কামিয়াবী অর্জনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এসব ছাড়া আযানে আর কি থাকে? কি আছে এতে তাদের বিদ্রূপ করার মতো! যার মাথা জ্ঞান-বুদ্ধি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, ভালো-মন্দের মধ্যে তারতম্য করার ক্ষমতা যার লোপ পেয়েছে, সত্য-ন্যায়-কল্যাণের আহ্বানকে নিয়ে কেবল এমন ব্যক্তিই উপহাস করতে পারে।

বর্ণনায় দেখা যায়, আযানে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বাক্য শুনে মদীনার জনৈক খৃষ্টান বলতো মিথ্যাবাদী প্রজ্বলিত হোক'। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য তার যাই থাক না কেন, কিন্তু এগুলো ছিলো তার অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। কারণ, সে খবীছ বদ- বাতেন নিজেই

www.icsbook.info

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ
بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا
وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا
بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾

৫৯. (হে রসূল,) তুমি (এদের) বলো, হে আহলে কিতাব, তোমরা যে আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছো, তার কারণ তো এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং আমাদের ওপর আগে ও বর্তমানে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি! (আসলে) তোমাদের অধিকাংশ (মানুষই) হচ্ছো গুনাহগার।[১৭৫] ৬০. (হে রসূল,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেবো– আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট পুরস্কার কে পাবে? সে লোক (হচ্ছে,) যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, যার ওপর তাঁর ক্রোধ রয়েছে এবং যাদের কিছু লোককে তিনি বানর, (কিছু লোককে) শুয়োরে পরিণত করে দিয়েছেন, যারা মিথ্যা মাবুদের আনুগত্য স্বীকার করেছে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, (পরকালে) যাদের অবস্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং (দুনিয়াতেও) এরা সরল পথ থেকে (বহুদূরে) বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।[১৭৬] ৬১. তারা যখন তোমাদের সামনে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আসলে) তারা তোমার কাছে কুফরী নিয়েই প্রবেশ করছিলো এবং তা নিয়েই তোমার কাছ থেকে তারা বেরিয়ে গেছে; (তারা মনের ভেতর) যা কিছু লুকিয়ে রাখছিলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।[১৭৭]

ছিলো মিথ্যাবাদী। ইসলামের উন্নতি ও বিকাশ দেখে সে নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলে–পুড়ে মরতো। ঘটনাচক্রে একদা কোনোও একটি ছোট্ট মেয়ে তার ঘরে রাত্রি বেলা আগুন নিয়ে আসে। সে সহ ঘরের লোকজন সকলেই তখন ঘুমে ছিলো। আগুনের সামান্য স্ফুলিঙ্গ ছোট্ট মেয়েটির অসতর্কতার ফলে ঘরে ছিলো। দেখতে না দেখতে ঘরে আগুন ধরে যায়। সে সহ ঘরের সকলেই আগুনে পুড়ে মরে যায়।

মুসলমানদের প্রতি যারা বিদ্রূপ করে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আর একটি সত্য ঘটনা বর্ণিত আছে সহীহ রেওয়ায়াতে। ঘটনাটি এরকমঃ মক্কা বিজয়ের পর নবী (স.) একদা হোনায়ন থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল আযান দেন। কয়েকজন যুবক আযানের শব্দগুলো আওড়িয়ে উপহাস করে। এসব যুবকের মধ্যে হযরত আবু মাহ্যুরাও ছিলেন। নবী (স.) সকলকে পাকড়াও করে আনার নির্দেশ দেন। পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, হযরত আবু মাহযুরার অন্তর ইসলামের জন্যে বিগলিত হয়ে যায়। তিনি

www.icsbook.info

ইসলাম কবুল করেন। নবী (স.) তাঁকে মক্কার মোয়ায্যেন নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতাবলে নকল আসলে পরিণত হয়।

১৭৫. কোনো কাজে বিদ্রূপ-উপহাস করা দুটি কারণে হতে পারে। হয় সে কাজটাই হাস্যাস্পদ অথবা যে লোকটি সে কাজ করে, তার অবস্থাই হাস্যাস্পদ। আগের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযান এমন কোনো কাজ নয়, যাকে নিয়ে বিদ্রূপ করা যায়। নিকৃষ্টতম আহাম্মক এবং জ্ঞান-বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তিই কেবল এ জন্যে বিদ্রূপ করতে পারে। এ আয়াতে মোয়ায্যিনদের পবিত্র অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সুরে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আযান নিয়ে যারা উপহাস করে, তারা তো নিজেদেরকে আহলে কেতাব এবং শরীয়াতের আলেম বলেও দাবী করে থাকে। তারা একটুখানি চিন্তা করে ইনসাফের সাথে বলুক যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কেন এতো উষ্মা-আক্রোশ? কেন তারা মুসলমানদেরকে এতো বিদ্রূপ-উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে? এর কি কারণ থাকতে পারে? মুসলমানরা এক আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান রাখে, তাঁর নাযিলকৃত সকল কেতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রেরিত সকল নবীকেই সত্য বলে স্বীকার করে। এই কি তাদেরকে উপহাস করার একমাত্র কারণ নয়? পক্ষান্তরে বিদ্রূপকারীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহর সত্য-সঠিক তাওহীদে বিশ্বাস করে না, সকল নবী-রসূলকে সত্য বলেও স্বীকার করে না। এখন তোমরা নিজেরাই ইনসাফ করে বল, যারা নিকৃষ্ট নাফরমান, আল্লাহর বাধ্য অনুগত বান্দাহদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ-উপহাস করার কি অধিকার তাদের থাকতে পারে?

১৭৬. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে অটল-অবিচল থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যুগে যুগে নাযিলকৃত সব জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করাই যদি মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হয়ে থাকে, হয়ে থাকে সবচেয়ে বড়ো খারাপ কাজ-আর এ জন্যে তোমরা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাক, তবে আজ আমি তোমাদেরকে এমন এক জাতির সন্ধান বলে দেই, নিজেদের দুষ্টামি-পংকিলতার কারণে যারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। যাদের প্রতি আল্লাহ্র গযব-লা'নতের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট রয়েছে। নিজেদের প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, নির্লজ্জতা এবং দুনিয়ার লোভ-লালসার ফলে যাদের অনেককে বানর-শূকরে পরিণত করা হয়েছে আর এটা করা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ। এরা আল্লাহর বন্দেগী ত্যাগ করে শয়তানের বন্দেগী গ্রহণ করেছিলো। ইনসাফের সাথে দেখলে এসব নিকৃষ্ট প্রাণী এবং বিভ্রান্ত জাতিই তো সঠিক অর্থে তোমাদের বিদ্রূপ-উপহাসের যোগ্য। বলা বাহুল্য যে, তোমরা নিজেরাই হচ্ছো সেই জাতি।

১৭৭. এখানে বিদ্রূপকারীদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যারা দূরে থেকে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করতো, কিন্তু নবী (স.) এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের সাথে মিলিত হলে মোনাফেকী করে নিজেদেরকে মুসলমান বলে যাহির করতো। অথচ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এক মুহূর্তের তরেও ইসলামের সাথে কখনো তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। পয়গাম্বর আলাইহিস সালামের দ্বীনী ওয়ায-নসীহতের কোনো প্রভাবও তারা গ্রহণ করেনি। কেবল মুখে ঈমান-ইসলাম উচ্চারণ করেই কি তারা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দিতে পারবে (নাউযুবিল্লাহ)? দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে যিনি সম্যক অবগত, সকল গোপন তথ্য ও রহস্য যাঁর কাছে উদঘাটিত, সেই মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের যদি এই ধারণা হয়ে থাকে যে, মুখে মুখে ঈমান শব্দটি উচ্চারণ করেই তাঁকে খুশী করা যাবে, তবে এর চেয়ে বড়ো হাস্যাস্পদ উপহাসযোগ্য বিষয় আর কি হতে পারে? এ আয়াত থেকে যেন ইহুদী-নাসারাদের সেসব হাস্যাস্পদ ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার পর তাদের উচিত মুসলমানদের উপহাস না করে নিজেরা নিজেদের উপহাস করা। পরবর্তী আয়াতেও এ বিষয়ের উপসংহার টানা হয়েছে।

www.icsbook.info

وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٦٢ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝٦٣

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ

৬২. তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে– গুনাহ করা, (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে এরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে; এরা যা করে (মূলত) তা বড়োই নিকৃষ্ট কাজ![১৭৮] ৬৩. (কতো ভালো হতো এদের) ধর্মীয় নেতা ও পন্ডিত ব্যক্তিরা যদি এদের এসব পাপের কথা ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু (সংগ্রহ) করছে তা বড়োই জঘন্য![১৭৯] ৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে;[১৮০] (আসলে) তাদের নিজেদের হাতই বাঁধা পড়ে গেছে,[১৮১] আর তারা যা কিছু বলেছে সে কারণে তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে। (আসলে) তাঁর

১৭৮. 'ইছ্‌ম্‌' ও 'ওদওয়ান' দুটির অর্থই গুনাহ। তবে ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইছ্‌ম্‌ বলে সেসব গুনাহ বুঝানো হয়েছে, যার ক্ষতিকর ক্রিয়া নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। আর ওদওয়ান হচ্ছে সেসব গুনাহ, যার ক্রিয়া অন্যদের পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। অর্থাৎ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, অতি আগ্রহ–উৎসাহের সাথে সবরকম গুনাহের প্রতি ধাবিত হয়, তার ক্রিয়া নিজের সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকুক বা অন্যদের পর্যন্ত সংক্রমিত হোক। যাদের নৈতিক অবস্থা এতোটা নিকৃষ্ট, আর হারাম খাওয়া যাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তারা যে খারাপ, তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? এটা তো ছিলো তাদের সাধারণ লোকদের অবস্থা। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

১৭৯. আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তখন সেই জাতির সাধারণ লোকেরা পাপ ও নাফরমানীতে ডুবে যায়। আর সে জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থাৎ দরবেশ ও শিক্ষিত শ্রেণী তাদের শয়তানে পরিণত হয়। বনী ইসরাঈলের অবস্থাও এই দাঁড়িয়েছিলো যে, তাদের সাধারণ লোকেরা দুনিয়ার ভোগ–বিলাস আর লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব–মহত্ত্ব এবং তাঁর নির্দেশ–বিধানকে ভুলে বসেছিলো। আর যারা ওলামা-মাশায়েখ অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণী বলে পরিচিত ছিলো, তারা ভালো কাজের নির্দেশ ও খারাপ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বসেছিলো। কারণ, দুনিয়ার লোভ-লালসা আর প্রবৃত্তির দাসত্বে তারা সাধারণ মানুষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। মানুষের ভয় বা দুনিয়ার লোভ সত্যের আওয়ায বুলন্দ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতো। এটাই তাদেরকে বারণ করতো। এই নীরবতা– শৈথিল্যের কারণে অতীত জাতিগুলোও ধ্বংস হয়েছিলো। এ কারণে কোরআন–হাদীসে শেষ নবীর উম্মতকে বার বার কঠোর তাকীদ ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনো সময় এবং কোনো ব্যক্তির মোকাবেলায় সৎকাজের আদেশদানের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করবে না।

www.icsbook.info

১৮০. নবী করীম (স.)-কে যখন প্রেরণ করা হয়, তখন শারারত-দুষ্টামি, কুফরী-ঔদ্ধত্যপরায়ণতা, কুকর্ম-হারামখোরী ইত্যাকার পাপ-পংকিলতার ফলে আহলে কেতাবদের অন্তর এতোটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর দরবারে বেয়াদবী-ঔদ্ধত্য করতেও তাদের ভয় হতো না। তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব আজে-বাজে কথাবার্তা বলতো, যা শুনে শরীরে শিহরণ ধরতো, তারা কখনো বলতো, 'আল্লাহ তায়ালা ফকীর আর আমরা ধনী', কখনো বলতো, 'আল্লাহর হস্ত বন্দী হয়ে আছে'। তাদের কাছে এর অর্থ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা দরিদ্র হয়ে পড়েছে (নাউযুবিল্লাহ), তাঁর ভান্ডারে কিছুই নেই। অথবা তারা এর অর্থ করতো, আল্লাহ তায়ালা দরিদ্র নয় বটে, তবে ইদানীং কার্পণ্য শুরু করে দিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাদের এহেন কুফরী বাক্যের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তাদের ঔদ্ধত্য-অহমিকার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা যখন এসব অভিশপ্তদের ওপর লাঞ্ছনা, অবমাননা, জীবন-জীবিকার সংকীর্ণতা, দুরবস্থা ও অসহায়তা চাপিয়েছেন, তখন নিজেদের অপকর্মের জন্যে লজ্জিত, অনুতপ্ত না হয়ে বরং আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে উলটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করে। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিলো যে, আমরা তো একান্তভাবে নবীদের বংশধর বরং আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পুত্র। তবে আজ বিশ্বে বনী ইসমাঈল কেন এতো বিস্তার লাভ করছে। দিকে দিকে তাদের কেন এতো বিজয়, আসমান থেকে কেন তাদের ওপর এতো বরকতধারা নাযিল হচ্ছে! কেন তাদের জন্যে দিক-দিগন্ত এতো প্রসারিত? অথচ আমরা বনী ইসরাঈল, আল্লাহ তায়ালা তো ছিলেন কেবল আমাদের আর আমরা ছিলাম তাঁর। তবে আজ আমরা কেন লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে দিকে দিকে ঘুরে মরছি। আমরা তো বনু ইসরাঈল—ইসরাঈল নবী হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর। আমরা তো আবনাউল্লাহ, আহেব্বাউহু—আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র। আগেও ছিলাম, বর্তমানেও আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমরা যে আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়পাত্র ছিলাম (নাউযুবিল্লাহ), তার ভান্ডার শূন্য হয়ে আসছে, অথবা দারিদ্র ও কার্পণ্য তাঁর হাত সংকুচিত করে ফেলেছে। এসব আহাম্মক এতোটুকু বুঝছে না যে, আল্লাহ তায়ালার ভান্ডার তো অফুরন্ত, তার কোনো সীমা নেই, শেষ নেই। তাঁর পূর্ণতার কোনো বিকল্প নেই। নেই কোনো সীমা-পরিসীমা। (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর ভান্ডারে যদি কিছুই না থাকতো, অথবা সৃষ্টিকুলের লালন-পালন এবং সাহায্য-সহায়তা হতে তিনি যদি হাত গুটিয়ে নিতেন, তবে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা কি করে টিকে থাকতে পারে? পয়গাম্বর আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সংগী-সাথীদের এই যে শনৈ শনৈ তরক্কী-অগ্রগতি তোমরা নিজেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ—এটা কোথা থেকে কার ভান্ডার থেকে আসছে? এটা কার অনুগ্রহের দান? এরা এ জন্যে কার কাছে ঋণী? সুতরাং তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, তাঁর হাত বন্দী নয়। অবশ্য তোমাদের ধৃষ্টতা-শারারতের ফলে আল্লাহর যে লানত-অভিসম্পাত তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে, আল্লাহর বিশাল বিশ্ব বিস্তৃত-প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আগামীতে আরও সংকীর্ণ করে দেবেন। নিজেদের সংকীর্ণ দশাকে আল্লাহর অভাব-দারিদ্র্য বলে অভিহিত করা তোমাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

১৮১. এটি দোয়ার ভঙ্গিতে ভবিষ্যদ্বাণী অথবা এটা দ্বারা তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। মূলত কৃপণতা ও ভীরুতা তাদের হাত একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

www.icsbook.info

بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى
الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا
وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

(আল্লাহর) তো উভয় হাতই মুক্ত,[১৮২] যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন;[১৮৩] (প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকের সীমালংঘন ও কুফরী বাড়িয়ে দিয়েছে;[১৮৪] (ফলে) আমি তাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও পরস্পর বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি;[১৮৫] যখনি তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা (তখনি) তা নিভিয়ে দিয়েছেন, তারা (বার বার) এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোটেই ভালোবাসেন না।[১৮৬] ৬৫. যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহখাতা মুছে দিতাম এবং তাদের আমি অবশ্যই নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।[১৮৭]

১৮২. আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে যেখানে হাত-পা-চক্ষু ইত্যাদি নানা অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে, এসব দ্বারা ভুলক্রমেও যেন এ ধারণা না করা হয় যে, আল্লাহরও মানুষের মতো সত্য সত্যই এসব অঙ্গ রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তায়ালার সত্তা, অস্তিত্ব এবং জীবন, জ্ঞান ইত্যাদি সেফাত বা গুণাবলীর কোনো নযীর নেই, কোনো কিছুর সাথে এসবকে তুলনা করা যায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই বলা যায় না। কবির ভাষায় বলতে হয়,

'সেই মহান সত্তা আন্দাজ-অনুমান ধারণা-কল্পনার ঊর্ধে-
যা কিছু বলা হয়েছে, যা কিছু পড়েছি, শুনেছি-এসব কিছুরই ঊর্ধে তিনি।
এমনিভাবে দফতরের পর দফতর শেষ হয়েছে, জীবন এসে পৌঁছেছে শেষে
প্রান্তে। এখনও তাঁর একটা গুণ সম্পর্কে অবগত হতে অক্ষম।'

তাঁর সিফাত গুণাবলী সম্পর্কেও একই কথা। আল্লাহ তায়ালার সত্তার মতো তাঁর গুণাবলীও প্রশ্নাতীত। তাঁর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ইত্যাদির ব্যাখ্যাও আমাদের জ্ঞান ও আয়ত্তের বাইরে।

তাঁর অনুরূপ কোনো বস্তুই নেই। তিনি মহা শ্রোতা, মহা দ্রষ্টা (সূরা শূরা: রুকু' ২)।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (র.) এ আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তিনি দুই হাতের অর্থ করেছেন, 'মোহের' 'কহর'-এর হাত। অর্থাৎ আজকাল আল্লাহর মোহেরের

www.icsbook.info

হাত উম্মতে মোহাম্মদিয়ার ওপর এবং কহরের হাত বনী ইসরাঈলের ওপর উন্মুক্ত। এ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৩. অর্থাৎ কার জন্যে কখন কি পরিমাণ ব্যয় করতে হবে তা তিনিই ভালো জানেন। কখনো একজন অনুগত বান্দাহ্কে পরীক্ষা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংকীর্ণতা ও টানাটানিতে ফেলেন। আবার কখনো তাঁর ওফাযারীর বিনিময়ে আখেরাতের অফুরন্ত নেয়ামতের আগে পার্থিব বরকতের দরজাও খুলে দেন। পক্ষান্তরে একজন অকৃতজ্ঞ-অবাধ্য এবং অপরাধীর জন্যে আখেরাতের শাস্তির আগেই সংকীর্ণতা, জীবন-জীবিকার টানাটানি এবং পার্থিব বিপদাপদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। আবার কখনো প্রচুর পার্থিব ভোগ-বিলাস দ্বারা অবকাশ দিয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য আল্লাহর দান-অনুগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাপ-অনাচারে যাতে কিছুটা হলেও লজ্জিত, অনুতপ্ত হয় অথবা নিজের দুর্ভাগ্যের পাত্র কানায় কানায় ভরে তুলে চরম দন্ডের যোগ্য হয়ে উঠে। এসব নানাবিধ হাল-অবস্থা এবং নানা রকম হেকমত-রহস্যের উপস্থিতিতে কারো মাকবুল-মারদূদ অর্থাৎ গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য হওয়ার ফায়সালা আল্লাহর নোটিশ-বিজ্ঞপ্তি বা বাহ্য লক্ষণ এবং বাইরের অবস্থার ভিত্তিতে করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন চোরের হাত কাটা এবং চিকিৎসকের কোনো রোগীর হাত কাটা দুটো ঘটনা কিন্তু এক নয়। বাইরের অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একজনের হাত কাটা হয়েছে চুরির শাস্তি হিসাবে আর ডাক্তার রোগীর হাত কেটেছেন তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে–তারই মঙ্গলার্থে।

১৮৪. এটা তাদের ঔদ্ধত্য-ধৃষ্টতার জবাব। কিন্তু কোরআনের এ বিজ্ঞ জবাবে এ হঠকারী নির্বোধদের সান্ত্বনা হয় না। বরং কালামে ইলাহী শুনে তাদের দুষ্টামি-অস্বীকৃতি আরো বৃদ্ধি পাবে। ভালো খাদ্য যদি একজন অসুস্থ লোকের পেটে গিয়ে তার ব্যাধি বৃদ্ধি করে, তবে তাতে খাদ্যের কোনো দোষ আছে বলা যাবে না। দোষ হচ্ছে সেই অসুস্থ ব্যক্তির পেটের ত্রুটির।

১৮৫. বেশ কাছাকাছি স্থানে ইহুদীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'আলকাইনা বাইনাহুম'-এর অর্থ সম্ভবত ইহুদী এবং তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ লোকেরা। অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাসহ সকল আহলে কেতাবের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় আগেও তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতেও সকল আহলে কেতাবকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যতই তাদের দুষ্টামি অস্বীকৃতি বৃদ্ধি পাবে, তারা ততোই ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নানা পরিকল্পনা আঁটবে। যুদ্ধের আগুন জ্বালাবার জন্যে তৈরি হবে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এটা কখনো দূর হবে না। এ কারণে ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সফল হবে না।

১৮৬. এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যতদিন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় থাকবে, সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল-অবিচল থেকে ফেতনা-বিপর্যয় হতে বিরত থাকার আয়োজন যতদিন অব্যাহত থাকবে, যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) করেছিলেন, ততোদিন তাদের বিরুদ্ধে আহলে কেতাবদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

১৮৭. অর্থাৎ এতোসব জঘন্য অপরাধ আর মারাত্মক দুষ্টামি সত্ত্বেও আহলে কেতাবরা এখনও যদি তাদের আচরণ ত্যাগ করে নবী (স.) এবং কোরআনের প্রতি ঈমান এনে তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে তাওবার দরজা তাদের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়নি। আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া, অনুগ্রহে তাদেরকে দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামতে ভূষিত করবেন। বড়ো বড়ো অপরাধীও লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে তাঁর দরবারে হাযির হলে তাঁর রহমত এদেরকেও নিরাশ করে না।

www.icsbook.info

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ
لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ
مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৬. যদি তারা (আল্লাহর যমীনে) তাওরাত ও ইনজীল এবং যা তাদের ওপর তাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে[১৮৮] তা প্রতিষ্ঠা করতো, তাহলে তারা তাদের মাথার ওপরের (আসমান) থেকে ও তাদের পায়ের নীচের (যমীন) থেকে পাওয়া রেযেক ভোগ করতে পেতো;[১৮৯] তাদের মধ্যে অবশ্য একদল (ন্যায় ও) মধ্যপন্থী লোক রয়েছে,[১৯০] তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যাদের কর্মকান্ড খুবই নিকৃষ্ট!

রুকু ১০

৬৭. হে রসূল, যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা তুমি (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও, যদি তুমি (তা) না করো তাহলে তুমি তো (মানুষদের কাছে) তার বার্তা পৌঁছে দিলে না! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো অবাধ্য জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।[১৯১]

১৮৮. অর্থাৎ তাওরাত-ইনজীলের পর তাদের হেদায়াতের জন্যে যে কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, তারা যদি তা কায়েম করতো এবং তাতে অটল থাকতো। কারণ, কোরআন মজীদকে মেনে না নিলে সত্যিকার অর্থে তাওরাত-ইনজীলকেও কায়েম করা যায় না, বরং এখন তো তাওরাত-ইনজীলসহ সকল আসমানী কেতাব প্রতিষ্ঠা করার অর্থই এই হতে পারে যে, অতীত কেতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে কোরআন মজীদ এবং শেষ নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাকে মেনে নেয়া। যেন তাওরাত, ইনজীল প্রতিষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি কোরআন মজীদকে মেনে না নেয়, তবে এর অর্থ হবে তারা নিজেদের কেতাবকেও মেনে নিতে অস্বীকার করে।

১৮৯. অর্থাৎ আসমানী-যমীনী সমুদয় বরকতে তাদেরকে ধন্য করা হতো। তাদের নাফরমানী ঔদ্ধত্যের কারণে যিল্লতি, দুর্দশা এবং জীবন-জীবিকা সংকীর্ণ করে দেয়ার যে শাস্তি তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তা দূর করা হতো।

১৯০. এরা হচ্ছে সেসব গুটিকতেক লোক, যারা প্রকৃতিগত সৌভাগ্যবশত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং সত্যের আওয়াযে সাড়া দিয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী প্রমুখ। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

১৯১. আগের কয়েকটি আয়াতে আহলে কেতাবদের শারারত-দুষ্টামি, কুফরী-অপকর্ম ইত্যাদির উল্লেখ করে তাওরাত, ইনজীল, কোরআন এবং সকল আসমানী কেতাব প্রতিষ্ঠার

www.icsbook.info

জন্যে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। 'বলো, হে আহলে কেতাব, তোমরা কোনো জিনিসের ওপর নেই'-এ আয়াতে আহলে কেতাবদের সমাবেশকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া তোমাদের ধর্মীয় জীবন একেবারেই অর্থহীন। তার কোনো মূল্যই নেই। 'হে রসূল, তোমার কাছে তোমার রবের কাছ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে ....' -এ আয়াতে উক্ত ঘোষণার জন্যে নবী (স.)-কে প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থাৎ পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয় বিশেষ করে এ ধরনের সিদ্ধান্তকর ঘোষণা, আপনি নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে তা পৌঁছে দিতে থাকুন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো একটা বিষয়ের প্রচারেও আপনার দ্বারা কোনো ত্রুটি-আলস্য হয়ে যায়, তবে রসূল হিসাবে রেসালাতের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার যে বিরাট দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, ধরে নেয়া হবে যে, আপনি সেই দায়িত্ব কিছুই পালন করেননি। নবী (স.)-কে দায়িত্ব পালনে অটল-অবিচল রাখার জন্যে এর চেয়ে কার্যকর আর কোনো কথা হতে পারে না। তিনি দীর্ঘ ২০/২২ বছর ধরে যে নযীরবিহীন দৃঢ়তা সহকারে নিরলস চেষ্টা-সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন, যে ধৈর্য-স্থৈর্য ও সহনশীলতার সাথে রেসালাতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রেসালাতের দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ছিলো সবচেয়ে তীব্র। তাঁর কাছে এর গুরুত্ব ছিলো সবচেয়ে বেশী। নবী (স.)-এর এই তীব্র অনুভূতি এবং তাবলীগী জেহাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্বের কাজে আরও দৃঢ়তার তাকীদ করার জন্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর বিষয় হচ্ছে তাঁকে 'হে রসূল' বলে সম্বোধন করা। এই সম্বোধন করে কেবল এতোটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো যে, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, এই তাবলীগের কাজে আপনার দ্বারা সামান্যতম অবহেলাও হয়ে গেছে, তা হলে ধরে নেবেন যে, দায়িত্ব পালনে আপনি সফল হননি। স্পষ্ট যে, তাঁর সকল চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো এই যে, তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সাফল্য অর্জন করবেন। সুতরাং কোনো একটা পয়গাম পৌঁছানোর কাজে তিনি সামান্যতম অবহেলাও করবেন এটা কিছুতেই হতে পারে না। এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, কয়েকটি কারণে মানুষ দায়িত্ব পালনে অবহেলা-অলসতা করে থাকে। (১) দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অনুভূতি ও আগ্রহ না থাকা। (২) মানুষের নিজের ভীষণ ক্ষতির আশংকা অথবা কমপক্ষে সুযোগ-সুবিধা হারাবার ভয়। (৩) মানুষের সাধারণ অবাধ্যতা-বিরুদ্ধতা দেখে ফলাফল সম্পর্কে হতাশা। আগে-পরের আয়াতে আহলে কেতাব সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 'ইয়া আয়্যুহার রসূল' হতে ফামা বাল্লাগ্‌তা রেসালাতাকা' পর্যন্ত প্রথম কারণের জবাব দেয়া হয়েছে। 'আর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন' বলে দ্বিতীয় কারণের এবং 'আল্লাহ তায়ালা কাফের জাতিকে হেদায়াত করবেন না' বলে তৃতীয় কারণের জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান। আল্লাহ তায়ালা আপনার জান এবং ইযযত-আবরূ হেফাযত করবেন। তিনি সারা বিশ্বের সকল দুশমনকেও আপনার মোকাবেলায় সাফল্যের পথ দেখাবেন না। অবশ্য হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে। যে জাতি কুফ্‌রী-অস্বীকৃতির জন্যে কোমর বেঁধে নেমেছে, তারা যদি সোজা পথে না আসে, সেজন্যে আপনি দুঃখ করবেন না। নিরাশ হয়ে আপনার দায়িত্বও ত্যাগ করবেন না। আল্লাহরই এই হেদায়াত ও আসমানী আইন অনুযায়ী নবী করীম (স.) উম্মতের নিকট ছোটো-বড়ো সব কিছুরই তাবলীগ করেছেন, সবকিছুই পৌঁছে দিয়েছেন। মানব জাতির সাধারণ এবং বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে যে বিষয় যাদের উপযোগী ও যোগ্যতা অনুযায়ী ছিলো, তিনি সকল শ্রেণীর নিকট তাদের উপযোগী বিষয় নির্দ্বিধায় যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়ে বান্দাহদের জন্যে আল্লাহ্‌র প্রমাণ সম্পন্ন করেছেন। ওফাতের দুই-আড়াই মাস পূর্বে বিদায় হজ্জ উপলক্ষে চল্লিশ সহস্রাধিক ইসলামের

www.icsbook.info

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۸﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۹﴾
لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ

৬৮. তুমি (তাদের) বলো, হে আহলে কিতাবরা, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা (এ যমীনে) প্রতিষ্ঠিত না করবে,[১৯২] ততোক্ষণ পর্যন্ত (মনে করতে হবে,) তোমরাও কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নেই; তোমার মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা (হেদায়াতের বদলে) তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরী বাড়িয়ে দেবে, সুতরাং তুমি এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে মোটেই আফসোস করো না।[১৯৩] ৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ছিলো ইহুদী, সাবেয়ী, খৃস্টান- (এদের) যে কেউই এক আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের কোনো ভয় নেই, (পরকালেও) তারা কোনো দুশ্চিন্তা করবে না।[১৯৪] ৭০. আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে (আনুগত্যের) অংগীকার আদায় করে নিয়েছিলাম[১৯৫] এবং আমি তাদের কাছে রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম;

খাদেম ও তাবলীগের আশেকের সমাবেশে আল্লাহর নবী স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, 'হে খোদা! তুমি সাক্ষী থেকো। আমি তোমার আমানত পৌঁছে দিয়েছি।'

১৯২. অর্থাৎ সকল আসমানী কেতাব, কোরআন যাদের সংরক্ষক ও সর্বশেষ। আগের রুকূ'তে এ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে।

১৯৩. অর্থাৎ এই দুঃখ এবং আফসোসে পড়ে মনোক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ন হবেন না। বরং নিরাপদে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

১৯৪. অর্থাৎ যাদেরকে মুসলমান বলা হয়, অথবা ইহুদী, নাসারা, সাবী (অথবা অন্য কিছু। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় মশহুর দলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে) কেবল এসব নামের বদৌলতে কোনো ব্যক্তি বা কোনো বংশ সত্যিকার কল্যাণ ও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে পারবে না। সফল ও নিরাপদ হওয়ার কেবল একটা মাত্র মানদন্ড রয়েছে। আর তা হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। যে জাতি নিজেকে আল্লাহর নৈকট্যধন্য বা সফল বলে দাবী করে, সে নিজেকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখুক। এতে যদি নিখাদ উত্তীর্ণ হয়, তবে বুঝতে হবে নির্দ্বিধায় সে সফল-সার্থক হয়েছে। অন্যথায় সর্বদা নিজেকে আল্লাহর গযব ও কহর-এর নীচে মনে করবে। আগের আয়াতে বিশেষ করে আহলে কেতাবকে উদ্দেশ্য করে

www.icsbook.info

বলা হয়েছিলো। এ আয়াতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সামনে এমন বিস্ময়কর যুক্তিযুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ বিধান পেশ করা হয়েছে, যার পরে কোনো সুস্থ প্রকৃতির মানুষ ইসলামের সত্যতা-সর্বজনীনতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনে নেক আমল না করে (আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ তাঁর অস্তিত্ব, একত্ব, তাঁর যাবতীয় পূর্ণতার গুণাবলী, তাঁর অসীম কুদরতের নিশান, তাঁর সকল আইন-বিধান এবং তাঁর সকল দূত-প্রতিনিধির প্রতি ঈমান আনা) ততোক্ষণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির চিরন্তন নেয়ামত এবং চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি কি এমন কথা মেনে নিতে পারে? এসব কিছুই আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ধরে নিন, এক ব্যক্তি নবুয়তের স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনো নবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে (আর নবুয়তের দাবীতে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করাই তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্যে যথেষ্ট) তাহলে কোনো রাষ্ট্র-সরকারের দূত-প্রতিনিধিকে অপমান করা এবং তাঁর দৌত্য-প্রতিনিধিত্বের স্পষ্ট সনদ অস্বীকার করা কি সে রাষ্ট্র-সরকারের অবমাননা ও অস্বীকৃতি হবে না? তেমনিভাবে বুঝতে হবে যে, যে ব্যক্তি একজন নবীকেও অস্বীকার করে তাঁকে নবী বলে মেনে নেয় না, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবুয়তের সমর্থনে যেসব স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নাযিল করেছেন, মূলত সে ব্যক্তি সেসব দলীল-প্রমাণই অস্বীকার করে। 'তারা আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং যালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে' (আনআম, রুকু ৪)। আল্লাহ্র আয়াত এবং তার স্পষ্ট নিদর্শন অস্বীকার করার পরও কি আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী করা যায়? কোরআন করীম এখানে 'ঈমান বিল্লাহ ও আমলে সালেহ' বলে যে সব বিস্তারিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে, অন্যত্র বিস্তারিতভাবে তার উল্লেখ রয়েছে।

আমার মতে অধিক সত্য-সঠিক কথা এই যে, 'সাবেঈরা' ছিলো ইরাকের একটা ফেরকা। সাধারণত ইশ্‌রাকী বিজ্ঞানী এবং প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মূলনীতি থেকেই এদের ধর্মীয় মূলনীতি গৃহীত হয়েছিলো। এরা 'রূহানিয়্যাত সম্পর্কে অতি বাড়াবাড়ি করতো, বরং এদের পূজা করতো। এদের ধারণা মতে 'নিরেট আত্মা' এবং গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট শক্তি-সাহায্য কামনা করেই আমরা 'রব্বুল আরবাব' তথা বড়ো মাবুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। সুতরাং কঠোর সাধনা এবং মনের কামনা-বাসনা দমন করে আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করে' 'রূহানী জগতের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। এদের সন্তুষ্টি-সহযোগিতার বদৌলতেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছা যায়। এ জন্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের আনুগত্য-অনুসরণের কোনো প্রয়োজন নেই। এরা গ্রহ-নক্ষত্রের ক্রিয়াশীল আত্মাকে এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য রূহানিয়্যাতকে খুশী করার আকৃতি-অবয়ব সৃষ্টি করতো এবং এসব আত্মার নিমিত্তই নামায-রোযা এবং কোরবানী ইত্যাদি করতো। সার কথা এই যে, এরা ছিলো একনিষ্ঠের পরিপন্থী। নবুয়ত এবং তার বৈশিষ্টই ছিলো এদের হামলার বড়ো শিকার। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত লাভের সময়ের নমরূদ এবং তার জাতি ছিলো এই সাবী আকীদায় বিশ্বাসী। এদের প্রতিবাদে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ কঠোর সংগ্রাম করেন।

১৯৫. আগের আয়াতে আল্লাহর নিকট মাকবুল বা গ্রাহ্য হওয়ার যে মানদন্ড বর্ণীত হয়েছে অর্থাৎ ঈমান ও আমলে সালেহ, এখানে দেখানো হয়েছে ইহুদীরা এই মানদন্ডে কতটা উত্তীর্ণ হয়।

১৯৬. মন যে কাজ করতে চায় না, প্রভুর নির্দেশে সে কাজ করে যাওয়া এবং মনিবের

www.icsbook.info

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا
يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ

কিন্তু যখনি কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কিছু (বিধান) নিয়ে হাযির হয়েছে, যা তাদের মন পছন্দ করতো না, তখনি তারা (এই রসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে।[১৯৬] ৭১. তারা ধরে নিয়েছিলো, (এতো কিছু করা সত্ত্বেও) তাদের জন্যে কোনো বিপর্যয় থাকবে না, তাই তারা (সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে) অন্ধ ও বধির হয়ে থাকলো, তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অতপর তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো;[১৯৭] তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা পর্যবেক্ষণ করছেন।[১৯৮] ৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা (একথা) বলেছে, আল্লাহই হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ (নিজেই একথা) বলেছে, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো, যিনি আমারও মালিক, তোমাদেরও মালিক; অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে,

নির্দেশের কাছে নিজের মরযী-খেয়াল-খুশী বিসর্জন দেয়াতেই গোলামের পরীক্ষা হয়। অন্যথায় মরযী-খাহেশের অনুকূল বিষয় মেনে নেয়ার মধ্যে গোলামের কোনো কৃতিত্ব নেই।

১৯৭. অর্থাৎ তারা পাকাপোক্ত অংগীকার-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আল্লাহর সাথে গাদ্দারী করেছে। তাঁর দূতদের মধ্যে কাউকে অস্বীকার করেছে। কাউকে হত্যা করেছে। এই ছিলো তাদের 'ঈমান বিল্লাহ' এবং 'আমলে সালেহ'-এর অবস্থা। এহেন মারাত্মক যুলুম এবং বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করার পরও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতো। এ থেকেই তাদের 'ঈমান বিল ইয়াওমিল আখের' সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যেন এসব কাজের কোনো দন্ডই তাদেরকে ভোগ করতে হবে না। এ ধারণা করে আল্লাহর নিদর্শন এবং আল্লাহর কালাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে বসেছিলো। যেসব কাজ না করার কথা ছিলো, তাই করে বসতো। এমনকি কোনো নবীকে হত্যা এবং কোনো কোনো নবীকে বন্দী করেছিলো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর বুখ্‌ত নাসার বাদশাহকে চাপিয়ে দেন। দীর্ঘকাল পর কোনো এক পারস্য রাজা বুখ্‌ত নাসার বাদশাহের বন্দীদশার যিল্লতী থেকে বায়তুল মাকদেস উদ্ধার করেন। তখন তারা তাওবা করে এবং নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুকাল পর তারা পুনরায় সেসব দুষ্টামি শুরু করে দেয়। এবার একেবারে অন্ধ-বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতে উদ্যত হয়।

১৯৮. অর্থাৎ যদিও তারা আল্লাহর 'গযব'-'কহর' সম্পর্কে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু

فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷۴﴾

আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহান্নাম; এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না।[১৯৯] ৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, তিন জনের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ।[২০০] অথচ এক ইলাহ (মাবুদ) ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তারা যদি এখনো তাদের এসব (অলীক) কথাবার্তা থেকে ফিরে না আসে, তবে তাদের মাঝে যারা (একথা বলে) কুফরী করেছে, তাদের অবশ্যই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পেয়ে যাবে। ৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না? (কখনো কি) তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল, দয়াময়।[২০১]

আল্লাহ তাদের সকল কর্মকান্ড, সকল আচরণ সব সময় দেখেন। এখন তাদেরকে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার হাতে সেসব কর্মকান্ডের শাস্তি দিচ্ছেন।

১৯৯. এখান থেকে নাসারাদের 'ঈমান বিল্লাহর' অবস্থা দেখানো হয়েছে। সত্যতার সে মানদন্ডে তারা কতটা উত্তীর্ণ হয়েছে, এখানে তাই দেখানো হয়েছে। তাদের 'ঈমান বিল্লাহর' অবস্থা এই যে, তারা যুক্তি-বুদ্ধির বিরুদ্ধে, সুস্থ-সরল প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং স্বয়ং হযরত মাসীহ (আ.)-এর স্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে মাসীহ ইবনে মারিয়ামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে 'তিনের এক আর একের তিন'-এর সাদাসিধা ধারণা তো শুধু নামকা ওয়াস্তে। আসলে হযরত মাসীহকে 'খোদা' সাব্যস্ত করার জন্যেই সর্বশক্তি ব্যয় করা হয়েছে। অথচ হযরত মাসীহ (আ.) নিজেই আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করতেছেন, অন্যদের মতো নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলে স্বীকার করছেন। তাঁর উম্মত যে শেরেকে নিমজ্জিত তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে তার প্রতিবাদ জানান। এর পরও এই অন্ধদের চক্ষু খুলছে না। তারা শিক্ষা গ্রহণ করছে না।

২০০. অর্থাৎ হযরত মাসীহ, রূহুল কুদ্স এবং আল্লাহ তায়ালা অথবা মাসীহ, মারিয়াম এবং আল্লাহ তায়ালা তিনজনই খোদা (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তায়ালা এদের একজন অংশীদার। অতপর তারা তিনজনে একজন এবং সেই একজন তিনজন। এটাই খৃষ্টানদের সাধারণ আকীদা। জ্ঞানবুদ্ধির বিরোধী এই আকীদা প্রকাশ করে তারা নানা পেঁচালো ভাষায় গোলক-ধাঁধা সৃষ্টি করে। তাদের এসব পেঁচালো কথাবার্তা কেউ বুঝতে না পারলে একে এক দুর্বোধ্য আকীদা বলে অভিহিত করে। সত্য বটে, 'সময় যাকে বিগড়িয়ে দেয়, আতর বিক্রেতা তাকে সুস্থ-সুন্দর করতে পারে না।'

২০১. মহান গাফূরুর রাহীম-এর শান এই যে, এমন এক বিদ্রোহী এবং ঔদ্ধত্যপরায়ণ অপরাধীও যদি লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে সংশোধনের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হাযির হয়, তবে এক মিনিটে তিনি সারা জীবনের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

২০২. অর্থাৎ তিনিও সেই পবিত্র মাসূম দলের একজন সদস্য। তাঁকে খোদা বানিয়ে নেয়া তোমাদের নির্বুদ্ধিতা।

www.icsbook.info

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ
انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না, তার আগেও (তার মতো) অনেক রসূল গত হয়েছে;[২০২] তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ মহিলা;[২০৩] তারা (মা ও ছেলে) উভয়ই (আর দু'দশটি মানুষের মতো করেই) খাবার খেতো; তুমি লক্ষ্য করে দেখো, আমি কিভাবে (আমার) আয়াতগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করছি, তুমি দেখো, কিভাবে তাদের দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে।[২০৪] ৭৬. তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত করছো যা তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না; (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই) শোনেন এবং (সব কিছুই) জানেন।[২০৫]

২০৩. উম্মতের অধিকাংশ মনীষীর তাহকীক এই যে, নারীদের মধ্যে নবুয়ত আসেনি। নবুয়তের এই পদ-মর্যাদা পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট। 'আমরা আপনার পূর্বে গ্রামবাসীদের মধ্য হতে পুরুষ ছাড়া কাউকেও নবী করে পাঠাইনি, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করি।' (সূরা ইউসুফঃ রুকূ ১২)। হযরত মারিয়ামও একজন মহিলা ওলী ছিলেন, নবী ছিলেন না।

২০৪. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যার পানাহারের প্রয়োজন আছে, তার দুনিয়ার প্রায় সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। মাটি, পানি, সূর্য, বায়ু এমনকি ময়লা-আবর্জনা থেকেও সে মুক্ত নয়। খাদ্য পেটে পৌঁছে হযম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করলে দেখা যায়, সরাসরি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে তার কত জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। খাবারের যে প্রতিক্রিয়া-পরিণতি দেখা দেয়, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছে। প্রয়োজনের এই দীর্ঘ ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা হযরত মাসীহ ও মারিয়ামের উলুহিয়্যাত বাতিলের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে পারি। এরা কেউই পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত ছিলেন না। এটা তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত সত্য। আর যে পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়, সে দুনিয়ার জিনিস অন্যান্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। তবে তোমরাই বল, যে সত্তা সকল মানুষের মতো নিজে বেঁচে থাকার জন্যে কার্যকারণ পরম্পরার উর্ধে নয়, সে কি করে খোদা হতে পারে? এটা এমন শক্তিশালী ও স্পষ্ট দলীল যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই এটা বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার উলুহিয়্যাতের পরিপন্থী। যদিও পানাহার না করাই উলুহিয়্যাতের দলীল নয়। এটাই যদি হতো, তবে সকল ফেরেশতাই তো ইলাহ হয়ে যেতেন।

২০৫. অর্থাৎ মাসীহকে যখন খোদা বলছো, তখন মাবুদ বলাও উচিত। কিন্তু মাবুদ হওয়া তো কেবল সেই সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট-নির্ধারিত, যিনি সব রকম কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক এবং যাঁর সব রকম ক্ষমতা-এখতিয়ার রয়েছে। কারণ, এবাদাত হচ্ছে চরম বিনয়ের নাম। আর এই চরম বিনয় তাঁর সম্মুখেই করা যায়, যাঁর রয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। যিনি সব

www.icsbook.info

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ
قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾
لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ
عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ

৭৭. তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কখনো নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না,[২০৬] তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককেই গোমরাহ করে দিয়েছে, আর তারা নিজেরাও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।[২০৭]

রুকু ১১

৭৮. বনী ইসরাঈলদের আরো যারা (মাসীহের ব্যাপারে আল্লাহর এ ঘোষণা) অস্বীকার করেছে, তাদের ওপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কেননা, তারা (আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।[২০৮] ৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না,[২০৯] তারা যা করতো নিসন্দেহে তা ছিলো নিকৃষ্ট। ৮০. তুমি তাদের মাঝে এমন বহু লোককে দেখতে পাবে, যারা (ঈমানদারদের বদলে) কাফেরদের

সময় সকলের কথা শুনেন। সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণভাবে খবর রাখেন। এতে ত্রিত্ববাদের সকল শেরেকী আকীদাসহ সমস্ত মোশরেকের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

২০৬. আকীদায় বাড়াবাড়ি এই যে, মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণকারী একজনকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে। আর আমলে বাড়াবাড়ি যাকে বলা হয় রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যবাদ। 'বৈরাগ্যবাদ তারা গড়ে নিয়েছে। আমি তাদের ওপর তা অবধারিত করিনি।' (সূরা হাদীদ: রুকু ৪)

ইহুদীদের যেসব দোষ-ত্রুটি বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে প্রকাশ পায় যে, দুনিয়াপূজায় ডুবে যাওয়ার ফলে তাদের কাছে দ্বীন আর দ্বীনদারদের কোনো মর্যাদাই অবশিষ্ট ছিলো না। এমনকি আম্বিয়া (আ.)-কে হত্যা ও অপমান করা তাদের বিশেষ পেশায় পরিণত হয়েছিলো। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা নবীদের সম্মান-মর্যাদায় এতোটা বাড়াবাড়ি করেছিলো যে, কাউকে খোদা বা খোদার পুত্র বানিয়ে বসেছিলো। এরাই দুনিয়া ত্যাগ করে রুহবানিয়্যাত তথা বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করেছিলো।

২০৭. অর্থাৎ মূল ইনজীল ইত্যাদি আসমানী কেতাবে এই শেরেকী আকীদার কোনো নামগন্ধও ছিলো না। পরবর্তীতে গ্রীক মূর্তিপূজকদের অনুকরণে সেন্টপলস এটা উদ্ভাবন করে। আর সকলেই তার অনুসরণ করে। তারা এটাই পালন করতে থাকে। এমন অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্তির আশা করা মনে হয় কোনো জ্ঞানীর শোভা পায় না।

www.icsbook.info

২০৮. এমনিতে সকল আসমানী কেতাবেই কাফেরদের প্রতি লানত করা হয়েছে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের কাফেররা নাফরমানী ও ধৃষ্টতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। অপরাধমূলক কার্যক্রম অবলম্বন করা থেকে কোনোভাবেই তারা বিরত থাকতো না আর নিরপরাধরা অপরাধীদেরকে বাধাও দিতো না, বরং সকলে একাকার হয়ে অপরাধের কাজে একে অন্যের সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অপরাধ ও দুষ্কর্মে যারা জড়িত ছিলো, তাদের ব্যাপারে কেউ মনে মনে খারাপ ধারণাও পোষণ করতো না, প্রকাশ করতো না কোনো প্রকার অস্থিরতা। বনী ইসরাঈলের অবস্থা যখন এই দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত দাঊদ (আ.) ও হযরত মাসীহ (আ.)-এর যবানীতে তাদের ওপর লানত করেন। পাপে তাদের ধৃষ্টতা যেমন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, তেমনি মহান নবীদের মাধ্যমে করা এই লানতও তাদের জন্যে অস্বাভাবিক ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। সম্ভবত এই লা'নতের পরিণতি স্বরূপ তাদের অনেককে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বানর, শূকর ইত্যাদিতে পরিণত করা হয়। তাদের অভ্যন্তরীণ রূপ পরিবর্তনের বৃত্ত তো এতোটা বিস্তৃত ছিলো যে, তাদের অনেকেই মুসলমানদেরকে ত্যাগ করে মক্কার মূর্তিপূজারী মোশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গাটছড়া বেঁধেছে। অথচ মুসলমানরা সকল আসমানী কেতাবে বিশ্বাস করে এবং সকল নবী-রসূলকে স্বীকার করে এবং তাঁদেরকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানায়। এসব আহলে কেতাব সত্যি সত্যিই আল্লাহ-রসূল এবং ওহীর প্রতি ঈমান ও আস্থা পোষণ করলে তারা এসব বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে বাদ দিয়ে তাদের পরিপন্থী মূর্তিপূজারীদের সাথে হাত মিলাতে পারতো না, এটা কিছুতেই তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। খোদাপোরস্তদের ত্যাগ করে মূর্তি-পূজারীদের সাথে যোগসাজশ করা এই লা'নতেরই ফল। এতে বোঝা যায় যে, রুচি-অনুভূতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে তারা আল্লাহর রহমত থেকে শত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে তাদের অতীত কুফরী কর্মকান্ড এবং অপরাধমূলক আচরণের উল্লেখ করে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং গোমরাহ-বিভ্রান্তদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বারণ করা হয়েছে। যাতে তারা অভিশপ্ত কর্মকান্ড হতে বিরত হয়ে তাওবা করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার চেষ্টা করতে পারে। এ রুকুতে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত দাঊদ (আ.) ও মাসীহ (আ.)-এর যবানীতে যে লা'নত করা হয়েছে, যতদিন তার চিহ্ন বর্তমান থাকবে, এতোদিন আল্লাহ তায়ালা এবং আরেফীনদের সাথে বিদ্বেষ-শত্রুতা এবং জাহেল-মোশরেকদের সাথে ভালোবাসা স্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ করবে যে, আল্লাহর লানতে তাদের অন্তর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখনও যদি তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তারা এমন এক কঠোর লা'নতে পতিত হবে, যা আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রেরণ করবেন খাতেমুল আম্বিয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবানীতে।

২০৯. লা ইয়াতানাহাওনা- এর দুটো অর্থ হতে পারে-(১) তারা নিজেরা বিরত থাকে না (রূহুল মা'আনী)। (২) তারা একে অন্যকে বিরত রাখে না। এই অর্থই মশহুর। কোনো জাতির মধ্যে যখন খারাপ কাজ বিস্তার লাভ করে এবং বাধা দেয়ার কেউ থাকে না, তখন ব্যাপক ও গণ-আযাবের আশংকা দেখা দেয়।

www.icsbook.info

يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ

اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ

فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ

وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ

সাথে বন্ধুত্ব করতেই বেশী আগ্রহী,[২১০] অবশ্য তারা নিজেরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অর্জন করে সামনে পাঠিয়েছে তাও অতি নিকৃষ্ট, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন, এ লোকেরা অনন্তকাল ধরে আযাবেই নিমজ্জিত থাকবে।[২১১] ৮১. তারা যদি সত্যিই আল্লাহ তায়ালা, (তাঁর) নবী ও তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনতো, তাহলে এরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না,[২১২] কিন্তু তাদের তো অধিকাংশ লোকই হচ্ছে গুনাহগার।[২১৩] ৮২. অবশ্যই তোমরা মানুষদের মাঝে ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মোশরেকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) মোমেনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা

২১০. এখানে কাফের অর্থ মোশরেক। আয়াতটি মদীনার ইহুদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরা মক্কার মোশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলো।

২১১. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে পরকালের জন্যে আমলের যে পুঁজি সঞ্চয় করছে, তা খোদার গযব এবং স্থায়ী আযাবের যোগ্য করে তোলার মতো।

২১২. কোনো মুফাস্সের 'আন্নাবী'র অর্থ করেছেন হযরত মূসা (আ.)। আর কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন শেষনবী হযরত মোহাম্মদ (স.)। তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা এবং শিক্ষায় যদি সত্য সত্যই এ ইহুদীদের বিশ্বাস থাকতো, তবে হযরত মূসা (আ.) যে শেষনবীর সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর মোকাবেলায় মোশরেকদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করতো না। অথবা তারা যদি আন্তরিকভাবে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনতো, তবে ইসলামের দুশমনদের সাথে যোগসাজশ করার মতো কাজ তাদের দ্বারা হতো না। দ্বিতীয় অর্থে আয়াতটি মোনাফেকদের প্রসঙ্গে হবে।

২১৩. আল্লাহ তায়ালার এবং স্বয়ং নিজেদের মেনে নেয়া পয়গাম্বরের নাফরমানী করতে করতে তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, এখন তারা তাওহীদবাদীদের ওপর মোশরেকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। দুঃখের বিষয়, আজ আমরা অনেক নামকাওয়াস্তে মুসলমানের অবস্থাও এমন দেখতে পাই যে, মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে মোকাবেলার সময় এরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। তাদেরই সহায়তা-সহযোগিতা করে এবং তাদের পক্ষে ওকালতী করে। 'হে খোদা! আমাদেরকে নফসের শারারত-দুষ্টামি এবং মন্দ কাজ হতে হেফাযত কর।'

www.icsbook.info

قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ
تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ
يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

বলেছে আমরা খৃস্টান; এটা এই কারণে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশরা মজুদ ছিলো এবং তারা (বেশী) অহংকারও করে না। ৮৩. রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যখন এরা শোনে, তখন সত্য চেনার কারণে তুমি এদের অনেকের চোখকেই দেখতে পাবে অশ্রুসজল, (নিবেদিত হয়ে) তারা বলে, হে আমাদের মালিক, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের (নাম) সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে নাও। ৮৪. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আমাদের কাছে যা কিছু সত্য এসেছে তার ওপর আমরা ঈমান আনবো না কেন? আমরা তো এই প্রত্যাশা করি, আমাদের মালিক আমাদের সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত করে দেবেন, ৮৫. অতপর তারা যা বললো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের এমন এক জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে (অমীয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী; আর এটা হচ্ছে নেককার লোকদের (যথার্থ) পুরস্কার। ৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলোকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী।[২১৪]

২১৪. এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা কেবল মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে মোশরেকদের সাথে বন্ধুত্ব করে। নবী করীম (স.)-কে যেসব জাতির মুখোমুখি হতে হতো, তাদের মধ্যে এই দুটি জাতি–ইহুদী এবং মোশরেকরা ছিলো ইসলাম এবং মুসলমানদের কঠোর শত্রু। মক্কার মোশরেকদের পীড়াদান-উৎপীড়ন তো খ্যাত। কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদীরাও কোনো ঘৃণ্য কাজ বাদ দেয়নি। এরা নবী (স.)-কে অসতর্ক মুহূর্তে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করতে চেয়েছিলো। তাঁর খাদ্যে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। যাদু-টোনা করার চেষ্টা করে। মোট কথা, এরা গযবের পর গযব এবং লা'নতের পর লা'নত হাসিল করে। পক্ষান্তরে নাসারারাও কুফরীতে লিপ্ত ছিলো। ইসলাম তাদের গায়ে জ্বালা ধরাতো। মুসলমানদের উন্নতি তাদের চোখে সইতো না। এতোদসত্ত্বেও এদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ

www.icsbook.info

করার যোগ্যতা ছিলো ইহুদী এবং মোশরেকদের চেয়ে বেশী। ইসলাম এবং মুসলমানদের ভালোবাসার জন্যে তাদের অন্তর তুলনামূলকভাবে আকৃষ্ট হতো। এর কারণ ছিলো এই যে, তখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে দ্বীনী জ্ঞানের চর্চা ছিলো অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশী। নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী দুনিয়া ত্যাগ এবং দরবেশসুলভ জীবন যাপন করার মতো তাদের মধ্যে অনেকে লোক ছিলো। কোমলহৃদয় এবং বিনয় ছিলো তাদের বিশেষ গুণ। যে জাতির মধ্যে এ সকল স্বভাব বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হওয়া উচিত যে, সৎপথে চলা এবং সত্যকে গ্রহণ করে নেয়। কারণ, সাধারণত তিনটি জিনিস সত্যকে মেনে নিতে বাধা দেয়। জাহালত বা অজ্ঞতা, দুনিয়া-প্রীতি এবং হিংসা-গর্ব। নাসারাদের মধ্যে 'কিসসীসীনদের' অস্তিত্ব অজ্ঞতা হ্রাস করে, রোহবান-দুনিয়াত্যাগীর আধিক্য দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা কমায় এবং কোমলহৃদয়তা ও বিনয়ের গুণ গর্ব-অহংকার হ্রাস করে। রোম সম্রাট কায়সার, মিসর সম্রাট মুকাওকিস এবং হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশী মহানবী (স.)-এর রেসালাতের পয়গামের সাথে যে ব্যবহার করেছে, তা প্রমাণ করে যে, তখন নাসারাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার এবং মুসলমানদেরকে ভালোবাসার যোগ্যতা অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশী ছিলো। মক্কার মোশরেকদের যুলুম-সিতমে অসহ্য হয়ে সাহাবায়ে কেরামের একটা দল যখন হাবশায় হিজরত করেন, আর মোশরেকরা হাবশার বাদশাহের দরবার পর্যন্ত তাদের প্রোপাগান্ডা অব্যাহত রাখে, তখন বাদশাহ একদিন মুসলমানদেরকে ডেকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কেও তাদের আকীদা জানতে চাইলেন। হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মায়েদার কয়েকটি আয়াত পাঠ করে নিজেদের আকীদা স্পষ্ট ব্যক্ত করলেন। বাদশাহ সীমাহীন প্রভাবিত হলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কোরআন যে আকীদা প্রকাশ করেছে তা যথার্থই ঠিক। তিনি অতীত কেতাবের সুসংবাদ অনুযায়ী মহানবী (স.)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করলেন। কাহিনী অনেক দীর্ঘ। অবশেষে হিজরতের কয়েক বছর পর সত্তর জন খৃস্টান নওমুসলিম-এর সমন্বয়ে একটা প্রতিনিধি দল নবী করীম (স.)-এর পবিত্র খেদমতে প্রেরণ করেন। এরা মদীনায় পৌঁছে কোরআন করীম শ্রবণ করার স্বাদ আস্বাদন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাদের চক্ষু থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আর মুখে উচ্চারিত হয় 'রাব্বানা আমান্না'– পরওয়ারদেগার! আমরা ঈমান এনেছি– এই বাক্য। এ আয়াতগুলোতে সেই প্রতিনিধিদলের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে খৃস্টান-ইহুদী-মোশরেক ইত্যাদির সম্পর্কের ধরন সবসময় এরূপ থাকবে–এমন কোনো খবর দেয়া হয়নি। আজ যারা ইহুদী বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে কতজন আছে কিসসীস-রুহ্বান-বিনয়ী এবং কোমল মেযাজের? আজ কতোজন আছে, আল্লাহ্‌র কালাম শুনে যাদের চক্ষু থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে? 'তাদের মধ্যে ভালোবাসার দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী' এই বাক্যাংশের ইল্লত বা কারণ হচ্ছে, 'এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে কিস্‌সীস ও রোহবান' .... যখন মূল বা কারণই অনুপস্থিত, তখন কারণের ফলাফল অর্থাৎ নিকটবর্তী ভালোবাসা কি করে বর্তমান থাকবে। যা হোক, নবী করীম (স.)-এর যুগের খৃস্টান-ইহুদী-মোশরেকদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা যখন যেখানে যে পরিমাণে পাওয়া যাবে, সে পরিমাণ অনুপাতে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা বা শত্রুতা ধারণা করে নিতে হবে।

www.icsbook.info

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

রুকু ১২

৮৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলো (নিজেদের জন্যে) হারাম করে নিয়ো না, আর কখনো সীমা লংঘন করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের অপছন্দ করেন। ৮৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রেযেক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং (এ ব্যাপারে) সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।[২১৫] ৮৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না,[২১৬] কিন্তু যে শপথ তোমরা জেনে-বুঝে করো তার ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালা) অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন, অতপর তার কাফফারা হচ্ছে দশ জন গরীব মেসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা (সচরাচর) নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাকো,[২১৭] কিংবা

২১৫. সূরার শুরুতে অংগীকার-প্রতিশ্রুতি পূরণ করার তাকীদের পর হালাল-হারামের বর্ণনা শুরু হয়েছিলো। এ প্রসংগে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যথাস্থানে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। নানা কল্যাণকর বিষয়ের সিলসিলা শুরু হয়। আরবী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, 'কথার পিঠে কথা আসে'। সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা শেষ করে বর্তমান পারার প্রথম রুকু থেকে পুনরায় মূল বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, এ রুকুর পূর্ববর্তী রুকুর বিষয়বস্তুর সাথে এ রুকুর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত। কারণ, বিগত রুকুতে ইহুদী-নাসারাদের যেসব দোষ-ত্রুটি বর্ণিত হয়েছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে তার সারকথা হচ্ছে মাত্র দুটি বিষয়। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা এবং হারাম খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ। এটাই হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ির কারণ। আর দ্বীনের ব্যাপারে নাসারাদের বাড়াবাড়ির সমাপ্তি ঘটেছে রুহবানিয়্যাতে। সন্দেহ নেই যে, রুহবানিয়্যাত-যাকে দ্বীনদারী বা রূহানিয়্যাতের মহামারী বলতে হয়, মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিচারে এটা মোটামুটি প্রশংসিত হতে পারে। এ কারণে 'যালেকা বেআন্না মিনহুম কিসসীসীনা ওয়া রুহবানা' কে একদিক থেকে প্রশংসার স্থলে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এরকম দুনিয়া ত্যাগ করে নির্লিপ্ত-নির্বিচার জীবন যাপন বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির আদিতে যে মহান লক্ষ্য সামনে রেখেছিলেন, সে মহান লক্ষ্য ও কুদরতের বিধানের পথে অন্তরায়। এ কারণে সমগ্র বিশ্ব-মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক চিরন্তন মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে যে বিশ্বজনীন

ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে, মানুষের ইহলৌকিক জীবন-জীবিকা এবং পারলৌকিক সুখ-শান্তির যামিন যে বিশ্বজনীন ধর্ম, তা এহেন জীবনধারাকে কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে না দেখে পারে না। কোরআন করীম এ দুটি আয়াতে মানুষের উন্নতির সকল বিভাগ সম্পর্কে যে ব্যাপক ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বাভাবিক শিক্ষা উপস্থাপন করেছে, আজ পর্যন্ত কোনো আসমানী কেতাব তা উপস্থাপন করতে পারেনি। এ দুটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে বারণ করেছেন যে, কোনো সুস্বাদু, হালাল এবং পবিত্র বস্তুকে নিজেদের জন্যে বিশ্বাসগত বা কার্যত হারাম করে নেবে না। কেবল এতোটুকুই নয়, বরং তিনি আল্লাহর সৃষ্ট হালাল-তাইয়েব নেয়ামত উপভোগ করার জন্যে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ-উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু এটা করেছেন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি শর্তসাপেক্ষে। নেতিবাচক শর্ত–সীমা লংঘন করবে না। ইতিবাচক শর্ত–তাকওয়া অবলম্বন করবে অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলবে। সীমালংঘনের দুটি অর্থ হতে পারে–(১) হালাল বস্তুর সাথে হারাম বস্তুর মতো আচরণ করা এবং নাসারাদের মতো রুহবানিয়্যাত তথা বৈরাগ্যবাদে লিপ্ত হওয়া। (২) সুস্বাদু ও তাইয়েব বস্তু উপভোগ করায় সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। এমনকি শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার মোহে পড়ে ইহুদীদের মতো পার্থিব জীবনকেই লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে নেয়া। মোট কথা, যুলুম-বাড়াবাড়ি এবং হ্রাস-বৃদ্ধির মাঝামাঝি মধ্যবর্তী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদে ডুবে যাওয়ার অনুমতিও নেই, রুহ্বানিয়্যাতের পথ ধরে তাইয়েব ও মোবাহ বস্তু ত্যাগ করারও অনুমতি নেই। 'রুহ্বানিয়্যাতের পথ ধরে কথাটি আমরা যুক্ত করেছি এ জন্যে যে, কোনো কোনো সময় শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কোনো মোবাহ বস্তু ব্যবহার থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকা যাতে নিষিদ্ধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত না হয়। উপরন্তু মুসলমানদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, কখনো কখনো কোনো মোবাহ বস্তুর ব্যবহার কোনো হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা, কসম বা নৈকট্য লাভ হিসেবে নয়, বরং সতর্কতামূলকভাবে যদি কেউ কখনো এমন মোবাহ কাজকে মোবাহ বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ত্যাগ করে, তবে এটা রুহ্বানিয়্যাত হবে না, বরং তখন এটা হবে তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে আছে, যাতে কোনো ক্ষতি নেই, তা দ্বারা ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত বান্দা মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাছে পৌঁছতে পারে না (তিরমিযী)। সারকথা এই যে, সীমা লংঘন ত্যাগ করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করার শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব ধরনের তাইয়েব-পবিত্র বস্তু দ্বারা ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে জীবনে সকল বিভাগেই তরক্কীর দরযা খোলা রয়েছে।

২১৬. অর্থাৎ এসব কসমের জন্যে দুনিয়ায় কাফ্ফারা দিতে হবে না, যেমন দিতে হয় 'মুন্আকাদা' কসমের জন্যে। লাগ্ব বা অযথা কসম সম্পর্কে দ্বিতীয় পারার-এর শেষের দিকে আলোচনা করা হয়েছে। ওপরে তাইয়েবাত বা পবিত্র জিনিসকে হারাম করে নেয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কসমও এক ধরনের তাহরীম। এ কারণে এখানে এর বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

২১৭. অর্থাৎ কসম ভাঙ্গার পর এই কাফ্ফারা দিতে হবে। খাবার দেয়ায় এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে দশজন মিসকীনকে ঘরে এনে খাওয়াতে পারে অথবা সদকা-ফিত্র-এর পরিমাণ খাদ্য আসলে তার মূল্য দিতে পারে প্রতিটি মিসকীনকে।

www.icsbook.info

اَوۡ کِسۡوَتُهُمۡ اَوۡ تَحۡرِیۡرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنۡ لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلٰثَةِ اَیَّامٍ ؕ ذٰلِکَ کَفَّارَةُ
اَیۡمَانِکُمۡ اِذَا حَلَفۡتُمۡ ؕ وَ احۡفَظُوۡۤا اَیۡمَانَکُمۡ ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمۡ اٰیٰتِهٖ
لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۸۹﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَ الۡمَیۡسِرُ وَ الۡاَنۡصَابُ
وَ الۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّیۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۹۰﴾
اِنَّمَا یُرِیۡدُ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یُّوۡقِعَ بَیۡنَکُمُ الۡعَدَاوَةَ وَ الۡبَغۡضَآءَ فِی الۡخَمۡرِ وَ الۡمَیۡسِرِ
وَ یَصُدَّکُمۡ عَنۡ ذِکۡرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّنۡتَهُوۡنَ ﴿۹۱﴾

তাদের পোশাক পরানো,[২১৮] অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া;[২১৯] যে ব্যক্তি (এর কোনোটাই) পাবে না, তার জন্যে (কাফফারা হচ্ছে) তিন দিন রোযা (রাখা);[২২০] শপথ ভাঙলে তোমাদের (শপথ ভাংগার) এই হচ্ছে কাফফারা; (অতএব) তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো;[২২১] আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো।[২২২] ৯০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো), মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর[২২৩] হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো,[২২৪] আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। ৯১. শয়তান এই মদ ও জুয়ার মধ্যে (ফেলে) তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে চায় এবং এভাবে সে তোমাদের দূরে সরিয়ে রাখে– আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও নামায থেকে, তোমরা কি (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে না?[২২৫]

২১৮. কাপড়ের পরিমাণ এমন হতে হবে, যাতে শরীরের বেশীর ভাগ অংশ আচ্ছাদন করা যায়। যেমন, জামা ও চাদর অথবা লুঙ্গি ও চাদর।

২১৯. অর্থাৎ একজন দাসমুক্ত করা, সে দাসকে মোমেন হতে হবে– এটি শর্ত নয়।

২২০. অর্থাৎ একটানা তিনদিন রোযা রাখবে। 'লাম ইয়াযিদ' অর্থ নেসাব পরিমাণ অর্থের মালিক না হওয়া। –রূহুল মা'আনী।

২২১. কসমের হেফাযত এই যে, বিনা প্রয়োজনে কথায় কথায় কসম না খাওয়া। এটা কোনো ভালো অভ্যাস নয়। আর কসম খেলে যথাসাধ্য তা পূরা করবে। আর কোনো কারণে কসম ভাঙ্গলে কাফ্‌ফারা দেবে। এসব বিষয় কসম হেফাযতের অন্তর্ভুক্ত।

২২২. এটা তাঁর কতোবড়ো এহসান যে, আমরা তাইয়েবাত ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা করতে বারণ করেছেন। আর কেউ যদি ভুলে তাইয়েবাতকে নিজের জন্যে হারামই করে নেয়, তবে কসম হেফাযত করার সঙ্গে সঙ্গে তাইয়েবাত হালাল করার পন্থাও তাকে বলে দিয়েছেন।

www.icsbook.info

২২৩. এ সূরার শুরুতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আনসাব ও আযলাম-এর তাফসীর করা হয়েছে।

২২৪. এ আয়াতের আগেও খাম্‌র বা মদ সম্পর্কে কোনো কোনো আয়াত নাযিল হয়েছিলো। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম এ আয়াতটি নাযিল হয় তারা আপনাকে মদ-জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন যে, তাতে রয়েছে বিরাট গুনাহ আর (কিছু) লোকের জন্যে (কিছু) কল্যাণও আছে। তবে তাদের কল্যাণের চেয়ে গুনাহ্ বা অকল্যাণই বড়ো। মদ যে হারাম, এতে অতি স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ছিলো। কিন্তু তা ত্যাগ করার স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো না। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) শুনে বলেন, পরওয়ারদেগার! আমাদের জন্যে সান্ত্বনাদায়ক বর্ণনা দিন। এরপর আর একটি আয়াত নাযিল হয়, হে ঈমানদাররা! তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না, যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাক। (সূরা নেসা: রুকু ৬) এটিতেও স্পষ্টভাবে মদকে হারাম করা হয়নি। যদিও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এতে আলামত পাওয়া যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে মদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হবে। কিন্তু যেহেতু আরবে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিলো, হঠাৎ তা ত্যাগ করা তেমন সহজ কাজ ছিলো না, তাই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পর্যায়ক্রমে ওটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমে মানুষের মনে ওটার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা হয় এবং ধীরে ধীরে এ জন্যে তাদের মন-মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় আয়াতটি শুনেও হযরত ওমর (রা.) সেই একই কথা বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে সান্ত্বনাদায়ক বর্ণনা দিন। অবশেষে সূরা মায়েদার 'ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসেরু ফাহাল আনতুম মুনতাহূনা' পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মূর্তিপূজার মতো এ পংকিল জিনিস ত্যাগ করার জন্যেও স্পষ্ট হেদায়াত দেয়া হয়। 'তোমরা কি নিবৃত্ত হবে' শুনেই হযরত ওমর (রা.) চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, আমরা নিবৃত্ত হয়েছি, আমরা বিরত হয়েছি। মুসলমানরা পানপাত্র ছুঁড়ে ফেলে। মদ তৈরীর কারখানা ধ্বংস করা হয়। মদীনার অলি-গলি, নালা-নর্দমায় মদের বন্যা বয়ে যায়। গোটা আরব পংকিল শরাব ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র মা'রেফাত এবং নবী (স.)-এর মহব্বত ও আনুগত্যের পাক শরাবে অবগাহন করে ধন্য ও পুলকিত হয়। উম্মুল খাবায়েছ-এর প্রতিরোধে নবী (স.)-এর এই জেহাদ এতোটা কামিয়াব হয়েছিলো, ইতিহাসে যার নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। কোরআন মজীদ যে জিনিসকে অনেক পূর্বে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে, আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মদ্যপায়ী দেশ আমেরিকা ইত্যাদি মদ্যপানের কুফল বুঝতে পেরে তা বন্ধ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

২২৫. মদ্যপানের ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। কোনো কোনো সময় মদ্যপায়ী ব্যক্তি পাগল হয়ে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এমনকি মদের নেশা দূর হওয়ার পরও কোনো কোনো সংঘর্ষের প্রভাব বর্তমান থাকে। ফলে স্থায়ী হয় পারস্পরিক শত্রুতা-বিদ্বেষ। জুয়ার অবস্থাও এরকম, বরং এর চেয়েও মারাত্মক। জুয়ায় হার-জিত নিয়ে তীব্র বিরোধ এমনকি সংঘাত সৃষ্টি হয়। এতে শয়তান হট্টগোল করার সুযোগ পায়। এসব হচ্ছে মদ-জুয়ার বাহ্যিক ক্ষতি। এর অভ্যন্তরীণ ক্ষতি এই যে, এসবে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর এবাদাত থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। দাবাড়ুদেরকেই দেখুন। নামায তো দূরের কথা, খানা-পিনা এমনকি ঘর-সংসারেরও খবর থাকে না। এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতি যখন এতোই বেশী, তখন এটা জানতে পেরেও কি কোনো মুসলমান নিবৃত্ত হবে না?

www.icsbook.info

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯২. তোমরা (সর্ববিষয়ে) আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (মদ ও জুয়ার ধ্বংসকারিতা থেকে) সতর্ক থেকো, আর তোমরা যদি (রসূলের নির্দেশনা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে (আমার কথাগুলো) পৌছে দেয়া।২২৬ ৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে তার জন্যে তাদের ওপর কোনোই গুনাহ নেই, (হাঁ, ভবিষ্যতে) যদি তারা সাবধান থাকে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার নিষেধ থেকে) তারা সতর্ক থাকে, (একইভাবে যতোক্ষণ পর্যন্ত) তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, অতপর (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে ও সততার নীতি অবলম্বন করতে থাকবে (আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা); আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল মানুষদের ভালোবাসেন।২২৭

২২৬. লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার যদি তোমরা বুঝতেও না পার, তবে অন্তত আল্লাহ এবং রসূলের হুকুম মেনে চল এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাক। তোমরা বিরত না থাকলে তার পরিণতির কথা চিন্তা করে দেখ। নবী (স.) তো আল্লাহর পয়গাম এবং ইসলামের বিধান তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

২২৭. সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মদ নিষিদ্ধ করে আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যেসব মুসলমান মদ হারাম হওয়ার আগে তা পান করেছে এবং সে অবস্থায় ইনতেকাল করেছে, যেমন কোনো কোনো সাহাবী মদপান করে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা যখন শাহাদাত লাভ করেন, তখনও তাঁদের পেটে মদ ছিলো, তাঁদের কি হবে? সাহাবায়ে কেরামের এ জিজ্ঞাসার জবাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। আয়াতের সাধারণ শব্দমালা এবং অন্যান্য রেওয়ায়াতের আলোকে আয়াতগুলোর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ জীবিত হোক বা মৃত, যাদের ঈমান এবং আমলে সালেহ বা নেক আমল আছে, তারা যদি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে কোনো মোবাহ জিনিস খায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বিশেষ করে সাধারণ অবস্থায় তারা যদি তাকওয়া ও ঈমানের স্বভাবে রঞ্জিত হয়। অতপর এই স্বভাবে নিয়মিত তরক্কীও করতে থাকে। এমনকি ঈমানের পর্যায়ে তরক্কী করতে করতে ইহসানের পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। এহসানের পর্যায় হচ্ছে একজন মোমেনের জন্যে রূহানী তরক্কীর সর্বোচ্চ পর্যায়। এ পর্যায়ে পৌছার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে বিশেষভাবে ভালোবাসেন। (হাদীসে জিবরাঈল ইহসান সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইহসান

www.icsbook.info

হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদাত করছো, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। সুতরাং যেসব পাকবাজ সাহাবী ঈমান ও তাকওয়ায় জীবন কাটিয়ে ইহ্সানের পর্যায় অর্জন করে আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার আদৌ কোনো অবকাশ নেই যে, তাঁরা এমন একটা জিনিস ব্যবহার করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, যা তখন পর্যন্ত হারাম করা হয়নি। তাত্ত্বিক পন্ডিতরা লিখেছেন যে, তাক্ওয়ার (দ্বীনের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকা) কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। তেমনি ঈমান-একীনের পর্যায়েও পরিবর্তন হয়, কখনো দুর্বল, আবার কখনো শক্তিশালী। অভিজ্ঞতা এবং শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যেমনি যিকির-ফিকির, আমলে সালেহ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় তরক্কী করে, ঠিক সে পরিমাণই তার অন্তর পরিপুষ্ট হয় আল্লাহর ভয় ও তাঁর আযমাত-জালালের ধারণায়। এমনিভাবে তার অন্তর ঈমান ও একীনে সুদৃঢ়-শক্তিশালী হয়। এ আয়াতে তাকওয়া ও ঈমান শব্দটি বারবার উল্লেখ করে আল্লাহর প্রতি অভিযাত্রার পর্যায়ের এই তরক্কী- উর্ধগতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুলুক-এর সর্বশেষ মাকাম ইহ্সান এবং তার ফলাফল সম্পর্কেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, একটা পরিপূর্ণ ও সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করে এমন ধারায় তার জবাব দেয়া হয়েছে, যাতে সেসব মরহুমের ফযীলত-মর্যাদার দিকেও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হসে গেছে।

হাদীস শরীফের বিপুল ভান্ডারে দুটি উপলক্ষ এমন আছে, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। সে দুটোর একটি হচ্ছে মদ হারাম করা সম্পর্কে আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে। এই শেষ উপলক্ষে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বেই ইনতেকাল করেছেন এবং কা'বার দিকে মুখ করে এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের সুযোগও যাঁদের হয়নি, তাঁদের নামাযের কি অবস্থ হবে? এ প্রশ্নের জবাবে এ আয়াতটি নাযিল হয়। 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমান নষ্ট করার জন্যে নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি অবশ্যই অতি দয়াময় মেহেরবান। (আল বাকারা: রুকু ১৬) ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলে জানা যায় যে, এ দুটো বিষয় এমন ছিলো, যে সম্পর্কে স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিধান নাযিল হওয়ার আগেই এমন স্পষ্ট লক্ষণ বর্তমান ছিলো, যা লক্ষ্য করে সাহাবায়ে কেরাম সর্বক্ষণ স্পষ্ট বিধান নাযিলের অপেক্ষায় ছিলেন। মদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যেসব রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছি, তাতে আমাদের এই দাবীর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে কাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহেকা......এ আয়াতই বলে দিচ্ছে যে, কখন কেবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয়, এ জন্যে নবী করীম (স.) সব সময় অপেক্ষায় থাকতেন। এ ধরনের স্পষ্ট অবস্থা সাহাবায়ে কেরামের কাছে ও উহ্য থাকতে পারে না। একারণেই এ খবর জনৈক সাহাবী কোনো একটা মহল্লার মসজিদে গিয়ে বললেন সকল নামাযীই খবরে ওয়াহেদ বা এক ব্যক্তির মুখের কথায় বায়তুল মাকদেস থেকে কা'বার দিকে মুখ করেন। অথচ বায়তুল মাকদেস যে কেবলা করা হয়েছে, তা তখনো নিশ্চিত ছিলো না তাদের কাছে। হাদীস শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী দুর্বল খবরে ওয়াহেদ নিশ্চিত বিধানকে রহিত করতে পারে না। এ কারণে উসূল বা মূলনীতি শাস্ত্রে বিশেষ পন্ডিত ব্যক্তিরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট হওয়ার কারণে এই 'খবরে ওয়াহেদকে' নিশ্চিত মনে করা হয়েছে। সুতরাং যেসব লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, মদ নিষিদ্ধ বা কেবলা পরিবর্তনের বিধান আজ-কালকের মধ্যে আসছে, তা যেন সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর হুকুম নাযিল হওয়ার আগেই তাঁর মরযী সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিতভাবেই তাৎক্ষণিক অবহিত

www.icsbook.info

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ

وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ

রুকু ১৩

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (এহরাম বাঁধা অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কিছু শিকারের বস্তু দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেবেন, যেগুলো তোমরা সহজেই নিজেদের হাত ও বর্শা দ্বারা ধরতে পারো,[২২৮] যেন আল্লাহ তায়ালা এ কথা ভালো করে জেনে নিতে পারেন, কে তাঁকে গায়ব সত্ত্বেও ভয় করে,[২২৯] সুতরাং এর পরও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। ৯৫. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় কখনো শিকার হত্যা করো না,[২৩০]

করিয়েছিলো। এ কারণে এ দুটি বিষয়ে হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারে না। বিশেষ করে মদ সম্পর্কে, তা যে নিষিদ্ধ হবে, 'ওয়া ইছ্‌মুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা'-এই শব্দমালায়ই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

২২৮. বিগত রুকুতে হালাল-পবিত্র জিনিসকে হারাম করা এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করা থেকে বারণ করে কিছু জিনিস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা স্থায়ীভাবে হারাম। আর এ রুকুতে এমন কিছু জিনিস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা স্থায়ীভাবে হারাম নয়। কোনো বিশেষ অবস্থার কারণে এসব জিনিস হারাম হয়েছে। অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগত বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার যখন তাদের সামনে থাকে এবং অতি সহজে তাকে মারতে বা ধরতেও পারে, এমতাবস্থায় কে আছে, যে আল্লাহ তায়ালাকে না দেখে তাঁকে ভয় করে তাঁর হুকুম মেনে চলে এবং তাঁর বিধানের সীমা লংঘনের শাস্তিকে ভয় করে। সূরা বাকারায় 'আসহাবুস সাব্‌ত্‌' বা শনিবারওয়ালাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। দেয়া হয়েছিলো কঠোর শাস্তি। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে সামান্য পরীক্ষা করেছেন ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার না করার ব্যাপারে। হোদায়বিয়া উপলক্ষে যখন এ হুকুম নাযিল করা হয়, তখন শিকার এতো বিপুল পরিমাণে এবং এতো কাছে ছিলো যে, হাত দিয়ে তা ধরতে বা অস্ত্র দ্বারা শিকার করতে পারতো। কিন্তু রসূলুল্লাহর সাহাবীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় দুনিয়ার কোনো জাতি তাঁদের মতো উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

২২৯. লেইয়ালামাল্লাহু শব্দ দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান চিরন্তন নয় বলে যে ধারণা জন্মে, তা দূর করার জন্যে পারা সায়াকূল-এর শুরুতে ইল্লা লেনা'লামা মান ইয়ানবিউর-রসূলা-এ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য.।

২৩০. ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের কিছু বিধান সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ
عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ
عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

যদি তোমাদের কেউ (এ অবস্থায়) জেনে-বুঝে শিকার হত্যা করে[২৩১] (তার জন্যে এর বিনিময় হচ্ছে), সে যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি গৃহপালিত জন্তু কোরবানী হিসেবে কাবায় পৌঁছে দেবে, (যার) ফয়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান বিচারক ব্যক্তি, কিংবা (তার জন্যে) কাফফারা হবে (কয়েকজন) গরীব-মেসকীনকে খাওয়ানো অথবা সমপরিমাণ রোযা রাখা, যাতে করে সে আপন কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়,[২৩২] (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন;[২৩৩] কিন্তু (এর পর) যদি কেউ (এর) পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান।[২৩৪]

২৩১. ইচ্ছা করে জেনে-শুনে মারার অর্থ এই যে, নিজে যে এহ্রাম অবস্থায় আছে তা জানে এবং একথাও মনে আছে যে, এ অবস্থায় শিকার করা জায়েয নেই। এখানে কেবল এহ্রাম অবস্থায় ইচ্ছা করে শিকার করার হুকুম ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে প্রতিশোধ নেবেন তাতো আলাদা। আর যে ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করবে, আল্লাহ তায়ালা তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবেন বলে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর ভুল করে শিকার করলে তার শাস্তি হবে মিসকীনদের খাবার দেয়া অথবা রোযা রাখা। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তার থেকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি তুলে নেবেন।

২৩২. হানাফী মাযহাব মতে মাসআলা এই যে, ইহ্রাম অবস্থায় শিকার ধরলে ছেড়ে দেয়া ফরয। কিন্তু ওকে মেরে ফেললে দুজন বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা উক্ত প্রাণীর মূল্য নিরূপণ করাবে। সেই পরিমাণ মূল্যের একটা জন্তু (যেমন, গাভী-বকরী-উট ইত্যাদি) কাবার কাছে অর্থাৎ হেরেম শরীফের সীমায় নিয়ে যবাই করবে। কিন্তু এর গোশ্ত খাবে না। অথবা সেই পরিমাণ খাদ্যশস্য গরীবদের মধ্যে 'সদকাতুল ফিত্র' পরিমাণে বন্টন করবে অথবা যত জন গরীবকে দেয়া যেতো, ততো দিনের রোযা রাখবে।

২৩৩. অর্থাৎ হুকুম নাযিল হওয়ার আগে অথবা ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগে কেউ যদি এ কাজ করে থাকে, তবে সেজন্য এখন আল্লাহ তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন না। অবশ্য ইসলাম-পূর্ব যুগেই আরবরা এহ্রাম অবস্থায় শিকার করাকে অত্যন্ত খারাপ কাজ মনে করতো। এ কারণে এ জন্যে পাকড়াও করলে তেমন একটা অন্যায় হতো না। কারণ, তোমাদের ধারণায়ও যে কাজ অপরাধ ছিলো, কেন তা করতে গেলে!

২৩৪. অর্থাৎ কেউ তাঁর হাত হতে পালিয়ে যেতে পারে না। আর যেসব অপরাধ সুবিচার ও ন্যায়নীতির দাবী অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য, আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করেন না।

www.icsbook.info

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার হচ্ছে তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, (মনে রাখবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধু) স্থলভাগের শিকারই তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।[২৩৫] ৯৭. আল্লাহ তায়ালা খানায়ে কাবাকে সম্মানিত করেছেন, মানব জাতির জন্যে (তার) ভিত্তি হিসেবে (তিনি একে প্রতিষ্ঠা করেছেন), একইভাবে তিনি সম্মানিত করেছেন (হজ্জের) পবিত্র মাসকে, কোরবানীর জন্তুকে এবং (এ উদ্দেশে বিশেষ) পট্টি বাঁধা জন্তুগুলোকে,[২৩৬] এটা এ জন্যে, যাতে করে তোমরা (এ কথা) জেনে নিতে পারো, আকাশমালা ও পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[২৩৭]

২৩৫. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেছে, এহ্‌রাম অবস্থায় নদীর শিকার অর্থাৎ মাছ শিকার করা হালাল। আর নদীর খাদ্য অর্থাৎ যে মাছ পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা গেছে, সে নিজে ধরেনি, তাও হালাল। তোমাদের ফায়দার জন্যে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতপর কেউ যেন মনে না করে যে, হজ্জের বদৌলতে এটি হালাল হয়েছে। মাছ পুকুরে থাকলে সেটিও নদীর শিকার। শিকারের এই বিধান এহ্‌রাম অবস্থার জন্যে। এহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা শহরে এবং আশপাশে শিকার করা সবসময় হারাম। বরং শিকারকে ভয় দেখানো এবং তাড়ানোও হারাম।

২৩৬. কা'বা শরীফ দ্বীনী এবং দুনিয়াবী উভয় দিক থেকে মানুষের দাঁড়াবার অবলম্বন। হজ্জ ও ওমরা তো এমন এবাদাত, যা আদায় করা সবসময়ই কা'বার সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু নামাযের জন্যেও কা'বার দিকে মুখ করা শর্ত। এমনিভাবে কা'বা মানুষের দ্বীনী এবাদাত কায়েম করার কারণ হয়েছে। অতপর হজ্জ ইত্যাদি উপলক্ষে সকল মুসলিম রাষ্ট্র হতে যখন লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে সমবেত হয়, তখন অসংখ্য বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও রূহানী ফায়দা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এই স্থানকে 'হারামে আ'মেন' করেছেন। এ কারণে মানুষ তো দূরের কথা এমনকি অনেক জন্তু-জানোয়ারও সেখানে থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। জাহেলী যুগে যুলুম-রক্তপাত এবং ফেতনা-ফাসাদ যখন মামুলী ব্যাপার ছিলো, তখনও কোনো লোক তার পিতার হত্যাকারীকেও পর্যন্ত সেখানে উত্ত্যক্ত করতো না। বস্তুগত দিক হতে মানুষ এটা দেখে অবাক হয়ে যেতো যে, এই 'শস্যহীন প্রান্তরে'

www.icsbook.info

এতো বিপুল পরিমাণে পানাহারের উপকরণ এবং এতো চমৎকার ফলমূল কোথা থেকে আসে? এসবই তো 'কেয়ামান লিন্নাস'-এর উপযোগী। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, আল্লাহর ইলমে পূর্ব থেকেই এটি নির্দিষ্ট ছিলো যে, এ স্থান থেকেই মানব জাতির জন্যে বিশ্বজনীন ও চিরন্তন হেদায়াতের ফোয়ারা ফুটে উঠবে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, সাইয়েদে কায়েনাত মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্ম ও লালনভূমি হবে এ স্থানই। সারা বিশ্বের মধ্যে এ পবিত্র মাটিই তাঁর জন্মস্থান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এসব কারণে কা'বাকে 'কেয়ামান লিন্নাস' বলা যায়। কারণ, কা'বা সারা বিশ্বের মানুষের চরিত্র সংশোধন, রূহানিয়্যাতের পরিপূর্ণতা বিধান এবং হেদায়াতের জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। আর কেন্দ্র ছাড়া কোনো কিছুই টিকতে পারে না। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে 'কেয়ামান লিন্নাস'-এর তাৎপর্য এই যে, কা'বা শরীফের মোবারক অস্তিত্বই সারা বিশ্বের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের কারণ। যতদিন কাবো শরীফ এবং তার সম্মানকারী লোক বর্তমান থাকবে, এতোদিন বিশ্বের মানুষ থাকবে। যখন বিশ্ব জাহানের এই কারখানা শেষ করে দিতে আল্লাহর ইচ্ছা হবে, তখন সর্বপ্রথম এ মোবারক স্থানটিকে আল্লাহ তা'আলা তুলে নেবেন–যা 'বায়তুল্লাহ শরীফ' নামে পরিচিত। এ বিশ্ব সৃষ্টিকালেও সর্বপ্রথম এ ঘরটি সৃষ্টি করা হয়েছিলো। 'মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম সে ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে, যা মক্কায় অবস্থিত.........।' বোখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, একজন কৃষ্ণকায় হাবশী (যার নাম দেয়া হয়েছে যুস্-সাবিকাতাইন) কা'বার ইমারতের এক একটা পাথর খুলে ফেলবে। যতদিন আল্লাহ্ তায়ালা এই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা টিকিয়ে রাখা মনযুর করেন, ততোদিন কোনো শক্তিশালী জাতি কা'বা শরীফকে ধ্বংস করার নাপাক ইচ্ছায় সফল হতে পারবে না। আসহাবে ফীল-এর কাহিনী তো সকলেরই জানা। কিন্তু এদের পরও সব যুগেই কতো ব্যক্তি কতো জাতি এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এখনো করছে। এটা কেবল খোদায়ী হেফাযত এবং ইসলামের সত্যতার বিরাট নিদর্শন যে, উপায়-উপকরণ এবং বাহ্য কারণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি এই ইবলীসী কাজে সফল হতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। যখন কা'বা শরীফের ইমারত ধ্বংসে আল্লাহর পক্ষ হতে বাধা থাকবে না, তখন বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বকে ধ্বংস করার ফরমান এসে গেছে। বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের রাজধানী এবং রাজ-প্রাসাদের হেফাযতের জন্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের গলা কাটিয়ে দেয়, কিন্তু তারা নিজেরাই যদি কোনো কারণে রাজ-প্রাসাদ পরিবর্তন বা তার সংস্কার সাধন করতে চায়, তখন স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করে। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম বোখারী (র.) একটি অধ্যায়ে এ ভাবে যুস-সাবিকাতাইন-এর হাদীস উল্লেখ করে 'কেয়ামান লিন্নাস'-এর সেই তাৎপর্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছ। (আমাদের ওস্তাদ হযরত শেখ মাহমূদুল হাসান (র.) বোখারী শরীফের দরসকালে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন)

যা হোক, আলোচ্য আয়াতে মুহরেম বা এহরামকারীর বিধান বর্ণনা করার পর কা'বা শরীফের আযমত-হুরমত বর্ণনা করাই ছিলো উদ্দেশ্য। অতপর কা'বা ও এহ্রাম প্রসঙ্গে 'মাহে হারাম' এবং 'হাদ্ই' ও 'কালায়েদ'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ সূরার শুরুতে এহরাম অবস্থায় শিকারের সঙ্গে 'লা তাহেল্লু শাআয়েরাল্লাহ্'কেও যুক্ত করা হয়েছিলো।

২৩৭. অর্থাৎ কা'বা ইত্যাদিকে কেয়ামান লিন্নাস করায় দ্বীনী এবং দুনিয়াবী যেসব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে একেবারেই ধারণা-কল্পনার বাইরে যেসব মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা একথা প্রমাণ করে যে, আসমান-যমীনের কোনো বস্তুই আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে যেতে পারে না।

www.icsbook.info

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى

الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ

لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا

اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

৯৮. তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে (যেমনি) কঠোর, (তেমনি পুরস্কারের বেলায়) আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [২৩৮] ৯৯. রসূলের দায়িত্ব (হেদায়াতের বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো এবং যা কিছু গোপন রাখো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন। [২৩৯] ১০০. (হে রসূল,) তুমি বলো, পাক এবং নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতএব হে জ্ঞানবান মানুষরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, (আশা করা যায়) তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[২৪০]

২৩৮. অর্থাৎ ইহ্রাম অবস্থায় এবং কা'বার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইচ্ছা করে সেসবের বিরুদ্ধাচরণ করলে জেনে রাখবে যে, আল্লাহর আযাব অতি কঠোর। আর ভুলক্রমে কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে কাফ্ফারা ইত্যাদি দ্বারা যদি তা পূরণ কর, তবে নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বড়ো মেহেরবান, অতিশয় দয়ালুও।

২৩৯. পয়গাম্বর (স.) আল্লাহ্র পয়গাম-বিধান পৌঁছে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বান্দাদের ওপর আল্লাহর দলীল সম্পন্ন করেছেন। এখন যাহেরে-বাতেনে যেমন কাজ করবে, তা সবই আল্লাহর সম্মুখে রয়েছে। হিসাব এবং বিনিময়ের সময় পুংখানুপুংখ তোমাদের সম্মুখে রাখা হবে।

২৪০. এ রুকুর আগের রুকু'তে বলা হয়েছিলো যে, তাইয়েবাতকে হারাম করবে না, বরং ভারসাম্য রক্ষা করে সেগুলো উপভোগ কর। এ বিষয়টি সমাপ্ত করার পর মদ ইত্যাদি কতিপয় নাপাক এবং খবীছ জিনিসকে হারাম করা হয়। এ প্রসঙ্গে এহ্রামকারীর জন্যে শিকারকে হারাম করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহ্রেম ব্যক্তির জন্যে শিকার করাকে মদ, মৃত জন্তু ইত্যাদির মতো হারাম ও খবীছ কাজ মনে করবে। মুহ্রেম প্রসঙ্গে কতিপয় আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণনা করার পর এখন সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাইয়েব আর খবীছ অর্থাৎ পাক ও নাপাক এক জিনিস নয়, হতে পারে না। সামান্য জিনিসও যদি তাইয়েব ও হালাল হয়, তবে তা অনেক হারাম ও খবীছ জিনিসের চেয়ে উত্তম। জ্ঞানী-বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হচ্ছে সব সময় হালাল ও তাইয়েব জিনিস গ্রহণ করা এবং হারাম ও পংকিল জিনিস দেখতে যতই ভালো লাগুক না কেন, তার দিকে চোখ তুলেও না দেখা।

www.icsbook.info

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡ اَشۡيَآءَ اِنۡ تُبۡدَ لَـكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ ۚ
وَاِنۡ تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡهَا حِيۡنَ يُنَزَّلُ الۡقُرۡاٰنُ تُبۡدَ لَـكُمۡ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنۡهَا ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدۡ سَاَلَهَا قَوۡمٌ مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ اَصۡبَحُوۡا بِهَا كٰفِرِيۡنَ ﴿۱۰۲﴾
مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَحِيۡرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيۡلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰـكِنَّ
الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ وَاَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

রুকু ১৪

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, (আল্লাহর নবীর কাছে) এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, তোমাদের জন্যে যার জবাব প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে, (অবশ্য) কোরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে;[২৪১] (এ বিধান জারির) আগে যা কিছু হয়ে গেছে তা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন;[২৪২] আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল। ১০২. তোমাদের আগেও কিছু সম্প্রদায় (তাদের নবীকে এ ধরনের) প্রশ্ন করতো, কিন্তু এর পরক্ষণেই তারা তা অমান্য করতে শুরু করলো।[২৪৩] ১০৩. দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত (কান ছেঁড়া) 'বহীরা', (দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত) 'সায়েবা', (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) 'ওয়াসীলা' ও (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া দশ বাচ্চা প্রসবকারিণী উষ্ট্রী) 'হাম'– এর কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বানিয়ে দেননি, বরং কাফেররাই (এসব কুসংস্কার দিয়ে) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আর এদের অধিকাংশ লোক তো (সত্য-মিথ্যার ত ফাৎটুকুও) উপলব্ধি করে না।[২৪৪]

২৪১. বিগত দুটো রুকুর সার কথা হচ্ছে দ্বীনী বিধানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং অলসতা-অবহেলা থেকে বারণ করা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যেসব তাইয়েবাতকে হালাল করেছেন, নিজেদের জন্যে তা হারাম করবে না। আর যেসব জিনিস খবীছ ও হারাম, তা চিরতরে হোক বা বিশেষ অবস্থা ও সময়ের জন্যে হোক, সেসব হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবে।

এ আয়াতগুলোতে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, শরীয়ত প্রণেতা যেসব বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলে দেননি, সে সব বিষয়ে ফালতু ও অহেতুক প্রশ্ন করবে না। হালাল-হারামের ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার বর্ণনা যেমন হেদায়াত ও দূর দৃষ্টির কারণ, তেমনি তাঁর নীরবতাও রহমত এবং সহজ-সরল হওয়ার কারণ। আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ হেকমত-সুবিচারে যে জিনিস হালাল বা হারাম করেছেন, তা হালাল বা হারাম হয়ে গেছে। আর যে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে ক্ষেত্রে অবকাশ এবং প্রশস্ততা রয়েছে। মোজতাহেদদের জন্যে এজতেহাদের সুযোগ হয়েছে। আর আমলকারীরা তা করা-না করার ব্যাপারে আযাদ। এখন যদি এসব বিষয় সম্পর্কে শুধু শুধু খোঁচানো হয়, শুধু শুধু সুয়াল-বাহছের দরযা খোলা হয়–আর এসব করা হয় এমন সময়, যখন কোরআন নাযিল অব্যাহত রয়েছে আর শরীয়াতের দরযা যখন উন্মুক্ত রয়েছে। তখন প্রশ্নের জবাবে এমন বিধান নাযিল হওয়ার আশংকা রয়েছে, যার পর তোমাদের এ আযাদী এবং এজতেহাদের অবকাশ নাও থাকতে পারে। অতপর যে জিনিসটি নিজেরা চেয়ে নিয়ে পালন করতে পারবে না, এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হবে। আল্লাহর সুন্নাত

www.icsbook.info

এটাই মনে হয় যে, কোনো ব্যাপারে যখন বেশী সুয়াল ও খোঁচাখুঁচি হয় আর শুধু শুধুই সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হয়, তখন ওদিক থেকেও কড়াকড়ি, কঠোরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ, এ ধরনের প্রশ্ন প্রকাশ করে যে, প্রশ্নকর্তারা যেন নিজেদের নফসের ওপরই ভরসা করছে। আর যে হুকুম পাওয়া যাবে, সে জন্যে তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত। অথচ বান্দার দুর্বলতা ও তাকওয়ার বিবেচনায় এ ধরনের দাবী তার জন্যে শোভা পায় না। এতে তাকে হুকুমে কড়াকড়ি আরোপের যোগ্য করে তোলে আর সে নিজেকে যতটা যোগ্য যাহের করে অতটা কঠিন পরীক্ষারও সম্মুখীন করে দেয়। বনী ইসরাঈলের গাভী যবাহ-এর কাহিনীতে এটাই হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (স.) এরশাদ করেছেন, লোক সকল! তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! প্রত্যেক বছর? রসূলুল্লাহ বললেন, আমি হাঁ বললে প্রতি বছর হজ্জ ওয়াজেব হয়ে যেতো। কিন্তু তখন তোমরা আদায় করতে পারতে না। যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আযাদ ছেড়ে দিই, তোমরাও সে ব্যাপারে আমাকে আযাদ ছেড়ে দেবে। অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সে ব্যক্তি বড়ো অপরাধী, যার প্রশ্নের কারণে এমন জিনিস হারাম করা হয়েছে, যা হারাম ছিলো না।

যা হোক, এ আয়াতটি শরীয়াতের বিধানের ব্যাপারে অহেতুক প্রশ্নের দরযা বন্ধ করে। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, কিছু লোক নবী করীম (স.)-কে খুঁটিনাটি বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন করতো। তিনি তাদেরকে বারণ করেননি। এ হাদীসটি আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কারণ আমাদের মতে 'লা তাসআলূ আন আশইয়াআ'–এ আয়াতে 'আশইয়া' বলে সাধারণত হুকুম বা বিধান এবং ঘটনা উভয়ই বোঝানো হয়েছে আর ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ অর্থেই। আয়াতের সারকথা দাঁড়ায় এই যে, বিধান এবং ঘটনা– কোনো ক্ষেত্রেই ফযুল সুয়াল করো না। কারণ, যে জবাব আসবে, তা তোমাদের খারাপ লাগতে পারে। যেমন কোনো কঠোর হুকুম আসলো বা কোনো শর্ত বেড়ে গেলো বা এমন ঘটনা প্রকাশ পেলো, যাতে তোমরা লজ্জা পেলে বা অহেতুক প্রশ্নের জন্যে তোমাদেরকে শাসানো হল। 'তাসুকুম' শব্দে এসব সম্ভাবনা-ই রয়েছে। অবশ্য জরুরী বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করায় বা দলীল হতে উদ্ভূত সংশয় নিরসন করায় কোনো দোষ নেই।

২৪২. এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা সেসব বিষয়ে মাফ করে দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সেসব ব্যাপারে যখন কোনো নির্দেশ দেননি, তখন মানুষ সে ব্যাপারে আযাদ। এমনসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করবে না। উসূল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমরা এ আয়াত থেকে মাস্আলা বের করেছেন যে, বস্তুর মূল হচ্ছে এবাহাত অর্থাৎ মূলে বস্তু হচ্ছে মোবাহ। অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে তোমরা ফালতু প্রশ্ন করেছো, আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

২৪৩. সহীহ হাদীসে আছে যে, অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে এখতেলাফ করার কারণে অতীত জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে।

২৪৪. বাহীরা-সায়েবা-ওয়াসীলা-হাম–এসব হচ্ছে জাহেলী যুগের প্রথা ও নিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়। এসবের তাফসীরে মোফাস্সেরীন অনেক এখতেলাফ করেছেন। সম্ভবত এক একটি শব্দ বিভিন্ন বিষয় ও অর্থে ব্যবহৃত হতো। আমরা এখানে সহীহ বোখারী থেকে কেবল সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব-এর তাফসীর উল্লেখ করছি। বাহীরা–যে জানোয়ারের দুধ দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো, কেউ ব্যবহার করতো না। সায়েবা বর্তমান কালের ষাঁড়ের মতো যে জানোয়ার দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। ওয়াসীলা–সোজানোয়ার একাদিক্রমে মাদি বাচ্চা

www.icsbook.info

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن
ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

১০৪. যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো, (এসো তাঁর) রসূলের দিকে, (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; যদিও তাদের বাপ-দাদারা (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) কিছুই জানতো না এবং তারা হেদায়াতের পথেও চলতো না।[২৪৫] ১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর, অন্য (কোনো) ব্যক্তি যদি গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাকবে;[২৪৬] তোমাদের ফেরার জায়গা (কিন্তু) আল্লাহর দিকেই, অতপর তোমাদের (সেদিন) তিনি তোমাদের বলে দেবেন

জন্ম দেয়, মধ্যখানে কোনো নর বাচ্চা জন্ম দেয় না। এটাকেও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। হাম–নর উষ্ট্র, এক বিশেষ সংখ্যার সাথে যার মিথুন কার্য সম্পন্ন করা হয়। একেও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। যে জানোয়ারের দুধ-গোশত বা সওয়ারী দ্বারা উপকৃত হওয়াকে আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন, সেসবের হালাল-হারামের ব্যাপারে নিজেদের পক্ষ হতে শর্ত আরোপ করা যেন নিজেদেরকে শরীয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। উপরন্তু এসব কাজ ছিল শেরেকের বিশেষ নিদর্শন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নিজেদের এসব শেরেকী রসম-রেওয়াজকে তারা মনে করতো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো এসব রসম চাপিয়ে দেননি। তাদের বড়োরা আল্লাহর ওপর এই অপবাদ আরোপ করেছে আর অধিকাংশ বুদ্ধি-জ্ঞানশূন্য সাধারণ মানুষ তা মেনে নিয়েছে। মোট কথা, এতে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অহেতুক প্রশ্ন করে শরীয়াতের বিধানকে সংকীর্ণ ও কঠোর করা যেমন অপরাধ, তেমনি বরং এর চেয়েও বড়ো অপরাধ হচ্ছে শরীয়াত প্রণেতার হুকুম ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো হালাল-হারাম সাব্যস্ত করা।

২৪৫. জাহেলদের সবচেয়ে বড়ো দলীল এই যে, বাপ-দাদার আমল থেকে যে কাজ চলে আসছে, তার বিপরীত করবে কি করে। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা যদি অজ্ঞতাবশত বা বিভ্রান্ত হয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে গিয়ে পড়ে, তবু কি তোমরা তাদের পথে চলবে? হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন, 'পিতার অবস্থা যদি জানা যায় যে, তিনি সত্যের অনুসারী এবং জ্ঞানের অধিকারী, তবেই পিতার অনুসরণ করবে, অন্যথায় অর্থহীন।' অর্থাৎ যেনতেন রকমে যে কারো অন্ধ তাকলীদ করা জায়েয নয়।

২৪৬. অর্থাৎ এতোভাবে উপদেশ-নসীহত এবং বুঝানো-সুঝানোর পরও যদি কাফেররা শেরেকী রসম এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত না হয়, তবে সে জন্যে আপনি বেশী চিন্তায় পড়বেন না। কারো গোমরাহীতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। অবশ্য শর্ত এই

www.icsbook.info

تَعۡمَلُوۡنَ ۞ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا شَهَادَۃُ بَیۡنِکُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الۡمَوۡتُ

حِیۡنَ الۡوَصِیَّۃِ اثۡنٰنِ ذَوَا عَدۡلٍ مِّنۡکُمۡ اَوۡ اٰخَرٰنِ مِنۡ غَیۡرِکُمۡ اِنۡ اَنۡتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ

فِی الۡاَرۡضِ فَاَصَابَتۡکُمۡ مُّصِیۡبَۃُ الۡمَوۡتِ ؕ تَحۡبِسُوۡنَهُمَا مِنۡۢ بَعۡدِ الصَّلٰوۃِ

(দুনিয়ার জীবনে) তোমরা (কে) কী করছিলে![২৪৭] ১০৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের কারো যখন মৃত্যু (সময়) এসে উপনীত হয়, অসিয়ত করার এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মানুষকে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে,[২৪৮] আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে[২৪৯] দু'জন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে;[২৫০] (পরে যদি এ ব্যাপারে) তোমাদের কোনো সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে (সাক্ষী) দু'জনকে নামাযের পর আটকে রাখবে,[২৫১]

যে, আপনাকে সরল পথে থাকতে হবে। সরল পথ হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করা। নিজে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার চেষ্টা করা। অন্যরা খারাপ কাজ থেকে বিরত না হলে তাতে নিজের কোনো ক্ষতি নেই। কেউ যদি নিজের নামায-রোযা ঠিকমতো আদায় করে, তবে আমর বিল মা'রূফ বা ভালো কাজের নির্দেশ ত্যাগ করলে কোনো ক্ষতি নেই– এ আয়াত থেকে এমন অর্থ গ্রহণ করা মারাত্মক ভুল হবে। 'ইহ্‌তেদা' শব্দে আমর বিল মা'রূফ ইত্যাদি হেদায়াতের সকল কাজই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ আয়াতে যদিও বাহ্যত মুসলমানদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, কিন্তু যেসব কাফের বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে অটল, তাদেরকে সতর্ক করাও আয়াতের লক্ষ্য। অর্থাৎ তোমাদের বাপ-দাদারা যদি সত্য পথ হতে বিচ্যুত হয়, তবে জেনে-শুনে তাদের অনুসরণে কেন নিজেদেরকে ধ্বংস করছো? তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা কর। নিজেদের লাভ-ক্ষতির ফিকির কর। বাপ-দাদারা যদি গোমরাহ হয় আর সন্তান যদি তাদের বিপরীতে সত্য পথে চলে, তবে বাপ-দাদার এই বিরুদ্ধাচরণ সন্তানের জন্যে আদৌ ক্ষতি হবে না। কোনো অবস্থায়ই বাপ-দাদার তরীকার বিরুদ্ধে পা রাখবে না, রাখলে নাক কাটা যাবে–এটা নিছক জাহেলী ধারণা। জ্ঞানী-ব্যক্তির উচিত পরিণামের কথা চিন্তা করা। আগের-পরের সকলেই যখন আল্লাহর সম্মুখে হাযির হবে, তখন সকলেই আপন আপন আমল দেখতে পাবে।

২৪৭. অর্থাৎ যারা গোমরাহ রয়েছে আর যারা পথের সন্ধান পেয়েছে, সকলের নেক-বদ আমল ও ফলাফল সামনে হাযির করা হবে।

২৪৮. অর্থাৎ এটাই উত্তম। অবশ্য দুজন যদি না থাকে বা তারা নির্ভরযোগ্য না হয়, তা হলেও ওসীয়ত করা যায়। এখানে সাক্ষী অর্থ ওসীয়ত। তার স্বীকার ও প্রকাশ করাকে এখানে সাক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪৯. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে।

২৫০. অর্থাৎ অমুসলিমদের মধ্য থেকে।

২৫১. অর্থাৎ আসর নামাযের পর। কারণ, এটা সমাবেশ ও কবুলের সময়। সম্ভবত ভয় করে মিথ্যা কসম খাবে না। অথবা যে কোনো নামাযের পর, অথবা ওসী যে মযহাবেরই হোক, তার নামাযের পর।

www.icsbook.info

فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এ সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, (এর কোনো পক্ষ আমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (নয়), আমরা আল্লাহর (জন্যে এ) সাক্ষ্য গোপন করবো না, (কেননা) আমরা যদি তেমন কিছু করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের দলে শামিল হয়ে যাবো।[২৫২] ১০৭. পরে যদি একথা প্রকাশ পায়, এ (বাইরের) দু'জন সাক্ষী অপরাধে লিপ্ত ছিলো,[২৫৩] তাহলে আগে (যাদের) স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা (এসে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তিক (হবে), আমরা (সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সীমালংঘন করিনি (আমরা যদি তেমনটি করি), তাহলে আমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।[২৫৪]

২৫২. অর্থাৎ সকলকেই যখন আল্লাহর কাছে যেতে হবে, তখন যাওয়ার আগে ঠিক কাজ করে নাও। এটারই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জরুরী বিষয়ের ওসিয়ত ও এতদসংক্রান্ত বিষয়। এ আয়াতগুলোতে ওসিয়তের উত্তম পন্থা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে মুসলমান যদি তার মাল-সম্পদ কারো কাছে অর্পণ করে যায়, তবে উত্তম হচ্ছে দু'জন নির্ভরযোগ্য মুসলমানকে সাক্ষী করা। সফর ইত্যাদি অবস্থায় মুসলমান পাওয়া না গেলে কাফেরকে ওসী করবে। ওয়ারিসদের যদি সন্দেহ হয় যে, তারা কিছু সম্পদ গোপন করেছে এবং ওয়ারিসরা এ ব্যাপারে দাবীও করে কিন্তু দাবীর পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে, তবে সেই দুই ব্যক্তি কসম করে বলবে যে, আমরা কিছুই গোপন করিনি। কোনো লোভ-লালসা বা নৈকট্যের কারণে আমরা মিথ্যা বলতে পারি না। মিথ্যা বললে আমরা গুনাহগার হব।

২৫৩. একজন হলেও কোনো ক্ষতি নেই।

২৫৪. অর্থাৎ আলামত দ্বারা যদি সাক্ষীদের কসম মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং শরীয়াত সম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তারা নিজেদের সত্যতা প্রমাণ করতে না পারে-তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে কসম দেয়া হবে যে, ওসীদের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে তাদের কিছু জানা নেই এবং ওসীদের দাবী থেকে তাদের দাবী বেশী গ্রহণযোগ্য। এ আয়াতগুলোর শানে নুযুল এই যে, বুদায়ল নামে জনৈক ব্যক্তি তামীম ও আদী নামে দুজন খৃষ্টানের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন করে। সেখানে পৌঁছে বুদায়ল অসুস্থ হয়ে পড়ে। উক্ত ব্যক্তি তার মালের একটা তালিকা লিখে জিনিসপত্রের সাথে রেখে দেয়। কিন্তু খৃষ্টান বন্ধুদ্বয়কে তা জানায়নি। অসুস্থতা আরও বেড়ে গেলে সে খৃষ্টান বন্ধুদ্বয়কে ওসিয়ত করে যে, আমার সমস্ত মাল-সামান আমার ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দেবে।

www.icsbook.info

ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ

بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۚ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ اِنَّكَ

১০৮. এ (পদ্ধতি)-তে বেশী আশা করা যায়, তারা ঠিক ঠিক সাক্ষ্য নিয়ে আসবে অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে, (তাদের) কসম আবার অন্য কারো কসম দ্বারা বাতিল করে দেয়া হবে;[২৫৫] তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (রসূলের কথা) শোনো; আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।[২৫৬]

রুকু ১৫

১০৯. যেদিন আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের (দাওয়াতের প্রতি মানুষদের পক্ষ থেকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিলো;[২৫৭] তারা বলবে, আমরা তো (তার) কিছুই

তারা ফিরে এসে সমস্ত মাল-সামান ওয়ারিসদের নিকট অর্পণ করে। কিন্তু স্বর্ণের গিলটি বা কারুকার্য করা একটা পেয়ালা বের করে নেয়। ওয়ারিসরা মাল-সামানের সাথে তালিকাটিও পায়। তারা ওসীদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, মৃত ব্যক্তি কি কোনো জিনিস বিক্রি করেছিলো অথবা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার ফলে চিকিৎসার কাজে কি কোনো কিছু ব্যয় করেছে? তারা উভয়েই এর না-সূচক জবাব দেয়। অবশেষে ব্যাপারটি নবী করীম (স.)-এর আদালতে পেশ করা হয়। যেহেতু ওয়ারিসদের নিকট কোনো সাক্ষী-প্রমাণ ছিলো না, তাই তাদেরকে কসম দেয়া হয় যে, আমরা মাইয়েতের মালে কোনো রকম খেয়ানত করিনি এবং তাঁর কোনো মাল গোপনও করিনি। অবশেষে কসম অনুযায়ী তাদের পক্ষে রায় দেয়া হয়। কিছুদিন পরে জানা যায় যে, তারা দুজনে পেয়ালাটি মক্কায় জনৈক স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করেছে। জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, আমরা মাইয়েতের নিকট থেকে পেয়ালাটি কিনে নিয়েছি। যেহেতু ক্রয় করার কোনো সাক্ষী ছিলো না, তাই আগে আমরা তা বলিনি। কারণ, যদি আমাদেরকে অবিশ্বাস করা হয়! মাইয়েতের ওয়ারিসরা পুনরায় নবী করীম (স.)-এর আদালতে আপীল করে। এখন ওসীরা ক্রয় করার দাবী করে কিন্তু ওয়ারিসরা ক্রয় করার কথা অস্বীকার করে। যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তমান ছিলো, তাই মাইয়েতের নিকটবর্তী দুই ব্যক্তি কসম করে বলে যে, পেয়ালাটির মালিক মৃত ব্যক্তি ছিলো। খৃষ্টানদ্বয়ের কসম মিথ্যা। সুতরাং যে এক হাজার দিরহাম মূল্যে মৃত ব্যক্তি পেয়ালাটি কিনেছিলো, তা ওয়ারিসদেরকে ফেরত দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

২৫৫. অর্থাৎ ওয়ারিসদের সন্দেহ হলে কসম দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। যাতে কসমের ভয়ে আগেই মিথ্যা বলে না বসে। তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণ হলে ওয়ারিসরা কসম খাবে। এটাও এ জন্যে যাতে তারা কসমে প্রতারণা করতে না পারে। –মূ'যেহুল কোরআন

২৫৬. যে আল্লাহর নাফরমানী করে, পরিণামে তাকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হতে হয়। সে কখনো সত্যিকার সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না।

২৫৭. হাশর ময়দানে সমস্ত উম্মতের সম্মুখে পয়গাম্বরদেরকে এ প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা যখন দুনিয়ায় তাদের নিকট সত্যের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলে তখন তারা কি জবাব দিয়েছিলো, খোদায়ী দাওয়াতে তারা কতটুকু সাড়া দিয়েছিলো? বিগত রুকুতে বলা হয়েছিলো

www.icsbook.info

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۣ تُكَلِّمُ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ

জানি না;[২৫৮] যাবতীয় গায়বের বিষয়ে তুমিই পরিজ্ঞাত। ১১০. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন,[২৫৯] হে মাইরয়াম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম,[২৬০] যখন আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে (যেমনি) দোলনায় থাকতে কথা বলতে, (তেমনি বলতে) পরিণত বয়সেও, আমি যখন তোমাকে কিতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইনজীল দান করেছিলাম,

যে, আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার আগে ওসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ঠিক করে নাও। এখানে বলা হচ্ছে যে, সেখানকার জবাবদিহীর জন্যে প্রস্তুত হও।

২৫৮. হাশর ময়দানের ভয়ংকর দিনে যখন কাহ্হার খোদার জালালী শানের চরম বিকাশ ঘটবে, বড়ো-বড়োদেরও যখন হুঁশ ঠিক থাকবে না, মহান পয়গাম্বরদের মুখেও যখন 'নাফসী' 'নাফসী' জারী থাকবে, তখন অত্যন্ত ভয়ে-আতংকে আল্লাহ তায়ালার জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হবে 'আমাদের কিছুই জানা নেই। এটা ছাড়া অন্য কোনো জবাবই তাঁরা দিতে পারবেন না। অতপর নবী করীম (স.)-এর বদৌলতে যখন সকলের দিকে রহমত ও মেহেরবানীর দৃষ্টি পড়বে, কেবল তখনই তাঁরা কিছু বলতে পারবেন। হাসান, মোজাহেদ প্রমুখ থেকে এটাই বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে 'লা-এলমা লানা'র তাৎপর্য এইঃ পরওয়ারদেগার! তোমার সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ এলমের সম্মুখে আমাদের এল্ম কিছুই নয়। অথবা আল্লাহর সম্মুখে আদব ও বিনয়ের সাথে তাঁরা এই জবাব দেবেন। ইবনে জুরায়জ-এর মতে 'লা-এলমা লানা'র অর্থ এই যে, আমাদের পরে তারা কি কি করেছে, তা আমাদের জানা নেই। আমাদের সামনে যা করা হয়েছে, আমরা কেবল সেসবের বাহ্যিক দিক সম্পর্কেই জানতে পারি। গোপন বিষয় সম্পর্কে কেবল আল্লামুল গুয়ুব (গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী)-ই জানেন। পরবর্তী রুকুতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ভাষায় 'আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততোদিন তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম' বলে যে জবাব নকল করা হয়েছে, তাতে শেষোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। সহীহ হাদীস শরীফে আছে যে, হাওযের পার্শ্বে কিছু লোক সম্পর্কে নবী (স.) যখন বলবেন, এরা আমার সঙ্গী-সাথী, তখন জবাবে বলা হবে, আপনার পরে তারা কি কি কান্ড করেছে তা আপনার জানা নেই।

২৫৯. সম্ভবত এ গোটা রুকু'টি পরবর্তী রুকুটির ভূমিকা। অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের দুটি প্রশ্ন করা হবে। পরবর্তী রুকুতে এ প্রশ্ন দুটোর উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬০. প্রথমত, সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ করা মায়ের প্রতিই এক ধরনের অনুগ্রহ। দ্বিতীয়ত, যালেমরা হযরত মারিয়াম ওপর যে অপবাদ আরোপ করে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে তা হতে মুক্তির জন্যে স্পষ্ট প্রমাণে পরিণত করেছিলেন। হযরত মাসীহ-এর জন্মের আগে-পরে হযরত মারিয়ামকে অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখিয়েছেন। এসব নিদর্শন তাঁকে

www.icsbook.info

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَ
إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا

যখন তুমি আমারই হুকুমে কাঁচা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাতে, অতপর তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার আদেশক্রমেই তা পাখী হয়ে যেতো, আমারই হুকুমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে, আমারই আদেশে তুমি মৃতদের (কবর থেকে) বের করে আনতে,[২৬১] পরে যখন তুমি তাদের কাছে (নবুওতের) এসব নিদর্শন নিয়ে পৌছলে, তখন তাদের মধ্যে যারা (তোমাকে) অস্বীকার করেছিলো তারা বললো, এ নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়,[২৬২] তখন আমিই তোমার (কোনো অনিষ্ট সাধন) থেকে বনী ইসরাঈলদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলাম। ১১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি হাওয়ারীদের (অন্তরে) এ প্রেরণা দিয়েছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বললো (হে মালিক), আমরা (তোমার ওপর) ঈমান আনলাম,

অনেক শক্তি-সাহস যোগায় এবং তাঁর সান্ত্বনার কারণ হয়। তাঁর প্রতি এসব অনুগ্রহ করা হয় সরাসরি।

২৬১. কোলে থাকাকালে তিনি যে কথা বলেছেন, সূরা মারিয়ামে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হবে। 'আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কেতাব দিয়েছেন।' বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, খৃস্টানরা এ সম্পর্কে কিছুই বলে না। অবশ্য তারা কেবল এতোটুকু লিখেছেন যে, বার বছর বয়সে তিনি সকলের সামনে পান্ডিত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেন, এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে পন্ডিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে যান। শ্রোতারা মুগ্ধ ও বিমোহিত হন। এমনিতে রূহুল কুদুস দ্বারা মর্যাদা অনুযায়ী সকল নবী বরং কোনো কোনো মোমেনেরও সহায়তা হয়ে থাকে। কিন্তু জিবরাঈলের ফুঁকে যেই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম, রূহুল কুদুসের সাথে তাঁর রয়েছে এক রকম প্রাকৃতিক মিল। তাঁর দ্বারা লাভ করেছেন বিশেষ সহায়তা। আম্বিয়াদের ফযীলত প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে, তিলকার-রুসুলু ফায়দালনা

বাদাহুম আলা বা'দ (সূরা বাকারা: রুকু ৩৩)। আলমে আরওয়াহ বা আধ্যাত্মিক জগতে 'রূহুল কুদুস'-এর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করবে, যেমন বস্তুজগতে বৈদ্যুতিক শক্তির আধার। যখন এ আধারের সহকারী কর্মকর্তা নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যুত সরবরাহ করেন আর যে সব স্থানে বিদ্যুতের প্রভাব পৌছে, তার কানেকশনও ঠিক করে দেন, তখন অচল মেশিন তৎক্ষণাত সচল হয়ে উঠে। কোনো রোগীর ওপর এই বিদ্যুতের শক দেয়া হলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গসমূহ অনুভূতি লাভ করে। যবান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো কোনো সময় এমন লোকের গলার

ভেতরে বিদ্যুৎ পৌঁছালে সাথে সাথে তার বাকশক্তি ফিরে আসে। এমনকি কোনো কোনো চরমপন্থী এতোটুকু পর্যন্ত দাবী করেছেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা দুনিয়ার সবরকম রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব (মিসরীয় পন্ডিত আল্লামা ফরীদ বেজদী আফেন্দী প্রণীত দায়েরাতুল মা'আরেফ বা বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)। এই সামান্য বস্তুগত বিদ্যুতেরই যখন এই অবস্থা, তখন আলমে আরওয়াহ্-এর বিদ্যুৎ, যার ভান্ডার হচ্ছে 'রুহুল কুদুস', তার কত ক্ষমতা থাকতে পারে একবার পাঠক চিন্তা করে দেখুন! আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র সত্তার সম্পর্ক 'রুহুল কুদুসে'র সাথে এমন কিছু বিশেষ ধরন এবং নীতির অধীনে স্থাপন করেছেন, যার ক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে আধ্যাত্মিকতার উন্মুক্ত প্রভাব, নির্বিকারত্ব এবং জীবনের বিশেষ নিদর্শনের আকারে। তাঁর রুহুল্লাহর লকবে ভূষিত হওয়া, শৈশব-যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে একই রকম কথা বলা, আল্লাহর হুকুমে জীবনীশক্তি যোগ্য মাটির আধার তৈরী করে নেয়া, আল্লাহর নির্দেশে তাতে জীবনীশক্তি ফুঁকিয়ে দেয়া, চিকিৎসা থেকে হতাশ রোগীদেরকে আল্লাহর নির্দেশে স্বাভাবিক কার্যকারণের মাধ্যম ছাড়াই কার্যক্ষম ও ক্রটিমুক্ত করে দেয়া এমনকি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তির মধ্যে পুনরায় জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা, বনী ইসরাঈলের সকল নাপাক পরিকল্পনা ভন্ডুল করে তাঁকে আসমানে তুলে নেয়া এবং তাঁর পবিত্র জীবনের ওপর দীর্ঘায়ুর এতোটুকুও ছাপ না পড়া ইত্যাদি। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তাঁর এবং রুহুল কুদুসের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, এসব বিশেষ নিদর্শন তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক পয়গাম্বরের সঙ্গেই আল্লাহর কিছু বিচিত্র মোয়ামালা থাকে। এসব ব্যতিক্রমধর্মী মোয়ামালার কার্যকারণ ও অন্তর্নিহিত রহস্যের জ্ঞান কেবল সেই মহান আলেমুল গায়ব–যিনি অদৃশ্যলোক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী খবর রাখেন, তাঁরই রয়েছে। আলেমদের পরিভাষায় এসব বৈশিষ্টকে বলা হয় 'ফাযায়েলে জুয্‌ইয়্যাহ' বা আংশিক মর্যাদা-মাহাত্ম্য। এ সব দ্বারা কারো সর্বাত্মক ফযীল, মর্যাদা প্রমাণ হয় না। উলুহিয়্যাত প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা। 'ওয়া এয্ তাখলুকু মিনাত-তিনে'–এ আয়াতে খালক বা সৃষ্টি করা শব্দটি কেবল বাহ্য আকৃতি-অনুভূতির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় সত্যিকার স্রষ্টা তো 'আহসানুল খালেকীন' ছাড়া কেউই নেই। এ কারণে 'বেইয্‌নী' শব্দটি বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। আর সূরা 'আলে ইমরানে' হযরত মাসীহ (আ.)-এর ভাষায় বেইয্‌নিল্লাহ'–আল্লাহর নির্দেশে শব্দটি বারবার উচ্চারণ করানো হয়েছে।

যা হোক, এ আয়াতগুলোতে এবং ইতিপূর্বে সূরা আলে এমরানে হযরত মাসীহ (আ.)-এর যেসব স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অস্বীকার করা বা তাতে পরিবর্তন করা শুধু সেই নাস্তিকের কাজ যে, আল্লাহর আয়াতকে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অনুগত করতে চায়। অবশ্য যারা প্রাকৃতিক বিধানের নাম নিয়ে মোজেযা ও স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজকে অস্বীকার করতে চায়, আমরা এক স্বতন্ত্র গ্রন্থে (ইসলাম ও মোজেযা) তার জবাব দিয়েছি। তা পাঠে সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

২৬২. তারা মোজেযা এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজকর্মকে যাদু বলতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মাসীহ (আ.)-কে হত্যার জন্যে উদ্যত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দয়া-অনুগ্রহে হযরত মাসীহ (আ.)-কে আসমানে তুলে নেন। এমনিভাবে ইহুদীদেরকে বিরত রাখেন তাদের নাপাক উদ্দেশ্য সফল হওয়া থেকে।

www.icsbook.info

وَاشۡهَدۡ بِاَنَّنَا مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾ اِذۡ قَالَ الۡحَوَارِيُّوۡنَ يٰعِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ
هَلۡ يَسۡتَطِيۡعُ رَبُّكَ اَنۡ يُّنَزِّلَ عَلَيۡنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا
اللّٰهَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوۡا نُرِيۡدُ اَنۡ نَّاۡكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَئِنَّ
قُلُوۡبُنَا وَنَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ صَدَقۡتَنَا وَنَكُوۡنَ عَلَيۡهَا مِنَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿۱۱۳﴾

তুমি (এ কথার) সাক্ষ্য থেকো, আমরা তোমার অনুগত। ১১২. (অতপর) যখন এই হাওয়ারীদের দল বললো, হে মারইয়াম-পুত্র ঈসা! তোমার মালিক কি[২৬৩] আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল আমাদের জন্যে পাঠাতে পারেন?[২৬৪] ঈসা জবাব দিলো, (সত্যিই) যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে (কোনো অহেতুক দাবী পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।[২৬৫] ১১৩. তারা বললো, আমরা (শুধু এটুকুই) চাই, আমরা (আল্লাহর পাঠানো) সেই টেবিল থেকে (কিছু) খাবার খাবো, এতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, (তাছাড়া এতে করে) আমরা এও জানতে পারবো, তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছো, আমরা নিজেরাও এর ওপর সাক্ষী হবো।[২৬৬]

২৬৩. 'ইয়াসতাতেউ' বা করতে পারেন এজন্য বলা হয়েছে যে, আপনার দোয়ায় আমাদের জন্যে স্বভাব-বিরুদ্ধ এরকম করেন কি-না কে জানে!

২৬৪. অর্থাৎ আসমান থেকে বিনা পরিশ্রমে রুযী পৌঁছবে। তা জান্নাতের মায়েদা বা দস্তরখান হবে এটা জরুরী নয়।

২৬৫. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে যত মেহেরবানী-ই হোক না কেন, এরকম অস্বাভাবিক ফরমাইশ করে আল্লাহকে পরীক্ষা করা ঈমানদার বান্দার জন্যে সাজে না। আল্লাহ তায়ালা রুযী হাসিল করার জন্যে যেসব পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেসব পন্থায় রুযী তালাশ করতে হবে। বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁর ওপর ঈমান ও আস্থা-ভরসা রাখে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা এমন স্থান হতে তাকে রেযেক পৌঁছাবেন, যা সে ধারণা-কল্পনাও করতে পারবে না। 'যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে পথ বের করেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে জীবিকা দান করেন।' (সূরা তালাক, রুকু ১)

২৬৬. অর্থাৎ পরীক্ষা করার জন্যে চাচ্ছি না। বরং বরকতের আশায় চাচ্ছি। যাতে গায়েব থেকে বিনা পরিশ্রমে রুযী পাওয়া যায়। যাতে নিশ্চিন্তে একাগ্রতার সাথে এবাদাতে লেগে থাকতে পারি। আর জান্নাতের নেয়ামত ইত্যাদির আপনি যে গায়েবী খবর দিয়েছেন, একটা ক্ষুদ্র নমুনা দেখে তাতেও যেন পূর্ণ ঈমান আসতে পারি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমরা এই সাক্ষী দিই, যাতে এই মোজেযা সব সময়ের জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। কোনো কোনো মোফাস্‌সের উল্লেখ করেছেন, হযরত মাসীহ (আ.) ওয়াদা করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর জন্যে তিরিশ দিন রোযা রেখে যা কিছু চাইবে, সবই দেয়া হবে। হাওয়ারীরা রোযা রেখে মায়েদা তলব করে। 'ওয়া না'-লামা আন্ কাদ্ সাদাক্তানা'র এটাই অর্থ। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ
فَإِنِّيْٓ أُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهٗٓ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৪. মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আল্লাহর দরবারে) বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্যে তোমার কাছ থেকে (পাঠানো) একটি আনন্দোৎসব;২৬৭ (সর্বোপরি এটা) হবে তোমার (কুদরতের একটি) নিদর্শন,২৬৮ তুমি আমাদের রেযেক দাও, কেননা তুমিই হচ্ছো উত্তম রেযেকদাতা।২৬৯ ১১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ, আমি তোমাদের ওপর (অচিরেই) তা পাঠাচ্ছি, তবে এরপরও যদি তোমাদের কেউ (আমার ক্ষমতা) অস্বীকার করে তাহলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকেই আর দেবো না।২৭০

২৬৭. অর্থাৎ সে দিন আসমান থেকে মায়েদা নাযিল হবে, আমাদের আগের-পরের সকলের জন্যে দিনটি হবে ঈদের দিন। আমাদের জাতি সবসময় দিনটিকে স্মরণীয় উৎসবের দিন হিসেবে পালন করবে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'তাকুনা লানা ঈদান্'-এর প্রয়োগ এরকম, যেমন 'আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম' সম্পর্কে বোখারী শরীফে ইহুদীদের এই উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা এমন একটা আয়াত পাঠ কর, যা আমাদের সম্পর্কে নাযিল হলে আমরা তাকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। আয়াতকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ আয়াতটি নাযিল হওয়ার দিনকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করা (যেমন অন্যান্য রেওয়ায়াতে স্পষ্ট করে এটাই উল্লিখিত হয়েছে) অনুরূপভাবে মায়েদার ঈদ হওয়াকেও ধারণা করতে হবে। কথিত আছে যে, মায়েদাটি নাযিল হয়েছিলো শনিবার দিন। খৃস্টানরা এই দিনটিকে সাপ্তাহিক ঈদ হিসাবে পালন করে, যেমন মুসলমানরা শুক্রবারকে পালন করে।

২৬৮. অর্থাৎ তোমার কুদরতের এবং আমার নবুয়ত ও সত্যতার নিদর্শন হবে।

২৬৯. অর্থাৎ কোনো চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই আমাদেরকে রুযী দান করুন। আপনার কাছে রেযেকের কি অভাব আছে! আর কি আপনার জন্যে তেমন কঠিন কিছু?

২৭০. নেয়ামত যখন অস্বাভাবিক এবং ব্যতিক্রমধর্মী হবে, তখন তার শোকর আদায় করার তাকীদও হওয়া উচিত অনেক বেশী। আর না-শোকরের জন্যে আযাবও হবে অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী। মুযেহুল কোরআনে আছে, কেউ কেউ বলেন, উক্ত দস্তরখান চল্লিশ দিন ধরে নাযিল হয়। অতপর কেউ কেউ না-শোকরী করে। অর্থাৎ হুকুম হয়েছিলো যে, ফকীর এবং পীড়িত ব্যক্তি খাবে। কিন্তু সচ্ছল ও সুস্থ ব্যক্তিরাও খাওয়া শুরু করে। অতপর প্রায় ৮০ জন শূকর-বানরে পরিণত হয়। এ আযাব সর্বপ্রথম ইহুদীদের মধ্যে পতিত হয়, পরে কারো হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেন, মায়েদা নাযিল হয়নি। এ ধমক শুনে আকাংখীরা ভীত হয়ে উঠে। তারা আর কামনা করেনি। কিন্তু পয়গাম্বরের দোয়া বৃথা যায় না। আর এই কালামে

www.icsbook.info

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

১১৬. যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি কখনো (তোমার) লোকদের (একথা) বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে 'ইলাহ' বানিয়ে নাও;[২৭১] (এ কথার উত্তরে) সে বলবে (হে আল্লাহ), সমগ্র পবিত্রতা তোমার জন্যে; এমন কোনো কথা আমার পক্ষে শোভা পেতো না, যে কথা বলার আমার কোনো অধিকারই ছিলো না, যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতামই, তাহলে তুমি তো অবশ্যই তা জানতে; নিশ্চয়ই তুমি তো জানো আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি তো জানি না তোমার মনে কি আছে; যাবতীয় গায়ব অবশ্যই তুমি ভালো করে অবগত আছো।[২৭২]

তার উল্লেখও রহস্যহীন নয়। সম্ভবত এ দোয়ার ফল এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে অর্থ-সম্পদের তৃপ্তি সব সময় ছিলো। আর তাদের মধ্যে যারা না-শোকরী করে অর্থাৎ মনের শান্তির সাথে এবাদাতে নিয়োজিত হয় না, বরং গুনাহের কাজে ব্যয় করে, সে ব্যক্তি সম্ভবত আখেরাতে বেশী আযাব পাবে। এতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, প্রকৃতি বিরুদ্ধ পথে দাবী আদায় করতে চেষ্টা করবে না। কারণ, এতে তার শোকরগোযারী করতে অনেক মুশকিল হয়। বাহ্যিক কার্যকারণে সন্তুষ্ট থাকলেই উত্তম। এ কাহিনীতেও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে কোনো সাহায্য-সহায়তা চলে না।

২৭১. আগের রুকু ছিলো মূলত এই রুকুর ভূমিকা। সে রুকুর শুরুতে 'যেদিন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত রসূলকে একত্রিত করবেন' বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো যে, কেয়ামতের দিন সমস্ত উম্মতের সম্মুখে প্রকাশ্যে সকল নবী-রসূলের সুয়াল-জওয়াব হবে। অতপর তাদের মধ্যে বিশেষ করে হযরত মাসীহ (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, কোটি কোটি মানুষ যাকে খোদার দরজায় স্থান দিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে তাঁকে বাতিল আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু প্রথমে তাঁকে সেই বিরাট অনুগ্রহ ও মহান নেয়ামতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে, যা করা হয়েছিলো তাঁর এবং তাঁর মাতার ওপর। অতপর এরশাদ করা হবে, তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আমাকে এবং আমার মাতাকেও ইলাহ বানিয়ে নাও আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে? এই প্রশ্ন শুনে হযরত মাসীহ (আ.) কেঁপে উঠবেন। তিনি যে আরয করবেন, পরে তা উল্লেখ করা হবে। পরে এরশাদ হবে। 'হাযা ইয়ানফাউস্‌-সাদেকীনা সেদকুহুম'–এ আয়াতে 'হাযা' বলে সেই দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার উল্লেখ করা হয়েছিলো ইয়াওমা আগের 'ইয়াজমাউল্লাহুর-রুসুলা'–এ আয়াতে। যা হোক, এসব ঘটনা রোয কেয়ামতের। এসব নিশ্চিত ঘটবে বিধায় অতীতকালের শব্দ দ্বারা এসবের উল্লেখ করা হয়েছে।

২৭২. অর্থাৎ এমন জঘন্য ও ঘৃণ্য কথা কি করে বলতে পারে। উলুহিয়্যাত ইত্যাদিতে কাউকেও শরীক করা হতে আপনার সত্তা মুক্ত। আপনি যাকে পয়গাম্বরীর বিরাট পদ-মর্যাদা

www.icsbook.info

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۭ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে হুকুম করেছো আমি তো তাদের তাছাড়া (অন্য) কিছুই বলিনি, (আর সে কথা ছিলো), তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, যিনি আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক,২৭৩ আমি যতোদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন তো আমি (নিজেই তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের ওপর একক নেগাহবান, যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তুমিই ছিলে একক খবরদার।২৭৪

দান করেন, তার এটা শান নয় মুখ থেকে কোনো অন্যায় কথা বের করা। সুতরাং আপনার পবিত্রতা আর আমার নিষ্কলুষতা উভয়েরই দাবী হচ্ছে এই যে, আমি কখনো এমন নাপাক কথা বলতে পারি না। সব যুক্তি-প্রমাণ বাদ দিলেও শেষ কথা এই যে, আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই বাইরে যেতে পারে না। সত্যি সত্যিই আমি এমন কথা বলে থাকলে তা অবশ্যই আপনার জ্ঞানে বর্তমান থাকতো। আপনি নিজেই জানেন যে, আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে এমন কোনো কথা মুখ থেকে বের করিনি। বরং আমার মনে এমন হীন চিন্তার উদ্রেক ও হয়নি। আমার বা অন্য কারো মনের সামান্যতম ধারণা-কল্পনাও আপনার কাছে গোপন নেই।

২৭৩. আমি আপনার হুকুম আদৌ লংঘন করিনি। আমার নিজের উলূহিয়্যাতের শিক্ষা কি করে দিতে পারি? বরং আমি তাদেরকে কেবল আপনার বন্দেগীর দিকেই ডেকেছি। তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে, আমার এবং তোমাদের সকলেরই পালনকর্তা কেবল এক আল্লাহ তায়ালা। কেবল তিনিই এবাদাতের যোগ্য। বাইবেলে আজও এ বিষয়ে অনেক স্পষ্ট উক্তি বর্তমান রয়েছে।

২৭৪. কেবল এটাই নয় যে, আমি মানুষকে আপনার তাওহীদ এবং এবাদাতের দিকে দাওয়াত দিয়েছি, বরং যতদিন তাদের মধ্যে আমার অবস্থান ছিলো, ততোদিন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তাদের খবরাখবর নিয়েছি। যাতে কেউ ভুল আকীদা বা উলটা-পালটা চিন্তা করতে না পারে। অবশ্য তাদের মধ্যে অবস্থানের যে মুদ্দত আপনার এলমে নির্দিষ্ট ছিলো, তা পূরা করে আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন, তখন কেবল আপনি ছিলেন তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক, কেবল আপনিই ছিলেন খবরাখবর নেয়ার মতো। এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না।

হযরত মাসীহ (আ.)-এর মৃত্যু বা আসমানের দিকে তুলে নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে সূরা 'আলে এমরানে' বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নিন। 'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানী'র তরজমায় মৃত্যু এবং আসমানে তুলে নেয়া উভয়ই হতে পারে। হাদীস শরীফে নবী করীম (স.) এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন কিছু কিছু লোক সম্পর্কে আমি তেমনি বলবো, যেমন বলেছিলেন সালেহ বান্দা (ঈসা আলাইহিস সালাম)। এ ধরনের উপমা

www.icsbook.info

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

১১৮. (আজ) তাদের অপরাধের জন্যে তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও (দিতে পারো), কারণ তারা তো তোমারই বান্দা; আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তাও তোমার মর্জি), অবশ্যই তুমি হচ্ছো বিপুল ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৭৫] ১১৯. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (হাঁ), এ হচ্ছে সেদিন, যেদিন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদের তাদের সততা (প্রচুর) কল্যাণ দান করবে;[২৭৬] (আর সে কল্যাণ হচ্ছে,) তাদের জন্যে এমন সুরম্য জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে অমীয় ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) ওপর সন্তুষ্ট থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।[২৭৭] ১২০. আকাশমালা ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ভেতর যা কিছু আছে তার সমুদয় বাদশাহী তো আল্লাহর জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[২৭৮]

দ্বারা এ কথা মনে করা যে, নবী (স.) এবং হযরত মাসীহ (আ.)-এর ওফাতও সবদিক থেকে একই হতে হবে, এটা মনে করা আরবী ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। মক্কার মোশরেকেরা একটি বৃক্ষে (যাতা আতবাত) অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। সাহাবীরা আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যেও এরকম কিছু নির্ধারিত করুন, যেমন নির্ধারিত রয়েছে তাদের জন্যে। নবী (স.) বললেন, এটা তো ঠিক সে রকমই হয়েছে, যেমন মূসা (আ.)-এর জাতি দরখাস্ত করেছিলো যে, সেই মূর্তি পূজারীদের মতো আমাদের জন্যেও মা'বূদ সাব্যস্ত করুন। এ উপমা শুনে কোনো মুসলমান কি এমন কথা ভাবতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম মূর্তিপূজার দরখাস্ত করেছিলেন? এ ধরনের উপমা দ্বারা কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ এবং উম্মতের ইজমার পরিপন্থী আকীদা কেবল তারাই গ্রহণ করতে পারে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে' তারা দ্ব্যর্থবোধক শব্দের অনুসরণ করে বিপর্যয় ঘটানো আর কদর্থ করার মতলবে।'

২৭৫. অর্থাৎ আপনি আপনার বান্দাদের প্রতি যুলুম করতে পারেন না, পারেন না অন্যায়ভাবে কঠোর আচরণ করতে। এ কারণে আপনি তাদেরকে শাস্তি দান করলে তা হবে সম্পূর্ণ ইনসাফ-সুবিচারের ভিত্তিতে। আপনার হেকমতের সম্পূর্ণ অনুকূল। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, তবে এটা এ জন্যে হবে না যে, আপনি অক্ষম-অপারগ। যেহেতু আপনি মহা পরাক্রমশালী' তাই কোনো অপরাধী আপনার কুদরতের কবযা হতে পালিয়ে যেতে পারে না, পারে না সে আপনার হাতছাড়া হয়ে যেতে। যেহেতু আপনি

www.icsbook.info

হাকীম মহাকুশলী, তাই কোনো অপরাধীকে শুধু শুধু ছেড়ে দেবেন- এটাও সম্ভব নয়। আপনি সেসব অপরাধী সম্পর্কে যে ফায়সালাই করবেন, তা হবে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত, ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ। হযরত মাসীহ (আ.)-এর এই কথাবার্তা যেহেতু হাশর ময়দানে হবে, যেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনো শাফাআত-সুপারিশ এবং রহমের কোনো আপীল ইত্যাদিই চলবে না, এ কারণে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে আযীযুন হাকীম-এর পরিবর্তে গাফূরুর রাহীম ইত্যাদি গুণাবলীর উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) দুনিয়ায় তাঁর পরওয়ারদেগারের হুযুরে আরয করেছিলেন: পরওয়ারদেগার! তারা অনেক মানুষকে গোমরাহ-বিভ্রান্ত করেছে। তাদের মধ্যে যারা আমার আনুগত্য করেছে, তারা আমার লোক। আর যারা আমার নাফরমানী করেছে, তবে আপনি গাফূরুর রাহীম– মহা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। অর্থাৎ এখনো সুযোগ আছে, আপনি নিজ রহমতে তাদেরকে ভবিষ্যতে তাওবা এবং সত্যের দিকে ফিরে আসার তাওফীক দিতে পারেন। এভাবে আপনি তাদের অতীত গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন।

২৭৬. যারা আকীদা-বিশ্বাস এবং কথা ও কাজে সত্য (যেমন হযরত মাসীহ), আজ তারা নিজেদের সত্যতার ফল পাবে।

২৭৭. সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার রেযা-সন্তুষ্টি। আর জান্নাতও কাম্য এ জন্যে যে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান।

২৭৮. অর্থাৎ সকল ওফাদার এবং অপরাধীর সাথে সেই মোয়ামালা হবে, যা একজন রাজাধিরাজের আযমাত ও জালাল-এর উপযোগী।

www.icsbook.info

সূরা আল আনয়াম[১]

আয়াত ১৬৫ রুকু ২০

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوۡرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُوۡنَ ﴿۱﴾ هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ مِّنۡ طِیۡنٍ ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّی عِنۡدَهٗ ثُمَّ اَنۡتُمۡ تَمۡتَرُوۡنَ ﴿۲﴾ وَ هُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ یَعۡلَمُ سِرَّکُمۡ وَ جَهۡرَکُمۡ وَ یَعۡلَمُ مَا تَکۡسِبُوۡنَ ﴿۳﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রুকু ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আকাশমালা ও ভূমন্ডল পয়দা করেছেন, তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; অতপর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা (প্রকারান্তরে এর দ্বারা অন্য কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।[২] ২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (প্রত্যেকের জন্যে বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুর জন্যেও) তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহে লিপ্ত আছো![৩] ৩. আসমানসমূহের এবং যমীনের (সর্বত্র) তিনিই তো হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ;[৪] তিনি (যেমনি) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন, (তেমনি) তিনি জানেন তোমরা কে (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন করছো– তাও।[৫]

১. সূরাটি মক্কী। কিছু সংখ্যক আলেমের মতে কয়েকটি আয়াত ব্যতিক্রম। অনেক রেওয়ায়াতে দেখা যায়, অসংখ্য ফেরেশতার উপস্থিতিতে গোটা সূরা একসঙ্গে নাযিল হয়েছে, কিন্তু ইবনে সালাহ তাঁর ফতোয়ায় এসব রেওয়ায়াতের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। এতে সূরাটি একসঙ্গে নাযিল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবু ইসহাক ইস্‌ফারানী বলেন, তাওহীদের সমগ্র নীতিমালা সূরাটিতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

২. মাজূসী (অগ্নিপূজক)-রা দুজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী। ভালোর স্রষ্টা 'ইয়াযদাঁ' এবং খারাপের স্রষ্টা 'আহ্‌রেমান'। তারা এ দু'স্রষ্টাকে 'নূর' এবং 'যুল্‌মত' অর্থাৎ আলো এবং অন্ধকার বলে অভিহিত করে। হিন্দুস্তানের মোশরেকরা ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী। 'আর্য সমাজ' তাওহীদের দাবী করা সত্ত্বেও 'মূলধাতু' এবং 'আত্মা'কে আল্লাহর মতোই অসৃষ্ট ও অনাদি মনে করে। তাদের মতে আল্লাহ সৃষ্টি ও গুণাবলী এ দুটো বস্তুর মুখাপেক্ষী। খৃস্টানদের পিতা-পুত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে শেষ পর্যন্ত 'তিনের এক' এবং 'একের তিন'–এ প্রসিদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বন করতে হয়েছে। ইহুদীরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে এমন সব গুণাবৈশিষ্ট্য

www.icsbook.info

সাব্যস্ত করেছে, যাতে একজন সাধারণ মানুষ কেবল আল্লাহ্‌র সমকক্ষই হতে পারে না; বরং তাঁর চাইতে উন্নতও হতে পারে। আরবের মোশরেকরা তো খোদায়ী বন্টনে এতোটা উদারতা দেখিয়েছে যেন তাদের মতে পাহাড়ের প্রতিটি পাথরের মধ্যেই মানব জাতির মাবূদ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। মোট কথা, এসব মাবূদ আগুন-পানি, সূর্য-নক্ষত্র, গাছ-পাথর, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি কোনো জিনিসই বাকী রাখেনি, যাকে খোদায়ীর কোনো অংশ দেয়া হয়নি, এবাদাত, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদির কালে যাকে খোদার আসনে বসানো হয়নি। অথচ আল্লাহ তায়ালার পূত-পবিত্র সত্তা পূর্ণতার সকল গুণাবলীর আধার এবং সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস বলে কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব ছাড়াই সকল প্রশংসার মালিক, সকল প্রকার স্তুতিবাক্যের একমাত্র অধিকারী ও যোগ্য, যিনি আসমান-যমীন অর্থাৎ গোটা উর্ধ্বজগত এবং অধোজগত সৃষ্টি করেছেন, রাত-দিন, আলো-আধার, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, হেদায়াত ও গোমরাহী, জীবন ও মৃত্যু– মোট কথা বিপরীত অবস্থাসমূহ প্রকাশ করেছেন, তাঁর কার্যাবলীতে কোনো হিসসাদার-মদদগারের প্রয়োজন পড়ে না, প্রয়োজন পড়ে না স্ত্রী-পুত্র পরিজনের। তাঁর ইলাহ এবং মাবুদ হওয়ার মর্যাদার কেউ শরীক-অংশীদার হতে পারে না। অংশীদার হতে পারে না রবুবিয়্যাত তথা প্রতিপালন ব্যবস্থায়। তাঁর ইচ্ছার ওপরে কেউ বিজয়ী হতে পারে না, তাঁর ওপর কারো চাপ প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি চলতে পারে না। এ তত্ত্ব বুঝার পরও মানুষ কি করে কোনো বস্তুকে খোদায়ীর মর্যাদা দিয়ে থাকে, তা ভেবে অবাক হতে হয়।

৩. ওপরে বড়ো জগত সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছিলো। এখানে ছোটো জগত, অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে– একবার চিন্তা করে দেখো আল্লাহ তায়ালা শুরুতে নিষপ্রাণ মাটি থেকে আদম আলাইহিস সালামের অবয়ব সৃষ্টি করে কিভাবে তাতে প্রাণের সঞ্চার করে তাকে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। আজও মাটি থেকেই খাদ্য উৎপন্ন হয়। খাদ্য থেকে বীর্য আর বীর্য থেকেই মানুষ সৃষ্টি হয়। মোট কথা, এমনি ধারায় তোমাদের অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতপর সকলের মৃত্যুর জন্যে একটা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে মাটি থেকে মানুষের উৎপত্তি, মৃত্যুর পর তারা পুনরায় সে মাটিতে গিয়েই মিলিত হয়। এ থেকে অনুমান করতে পারো, 'বড়ো জগতের' বিনাশেরও একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। একে বলা হয় 'বড়ো কেয়ামত'। 'ছোটো কেয়ামত', অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু যেহেতু সচরাচর আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, তাই সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও লাভ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু 'বড়ো কেয়ামতের' সঠিক সময়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। অবাক কান্ড, 'ছোটো জগত' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর ধারা দেখেও কেউ কেউ 'বড়ো জগতের' ধ্বংস ও বিনাশে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে থাকে।

৪. অর্থাৎ সকল আসমান-যমীনে কেবল তিনিই একমাত্র মাবুদ-মালিক-বাদশাহ এবং ব্যবস্থাপক। এ পবিত্র 'আল্লাহ' নামটিও কেবল তাঁরই মহান সত্তার জন্যে নির্ধারিত। অতপর অন্যরা মাবুদ হওয়ার অধিকার পেলো কি করে?

৫. গোটা আসমান-যমীনে যখন তাঁরই হুকুমত-কর্তৃত্ব, তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, মানুষের যাহের-বাতেন এবং ছোটো-বড়ো সব আমল সম্পর্কে খবর রাখেন; সুতরাং এবাদাত, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদিতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। মোশরেকরা যে বলে থাকে, আমরা কেবল এ জন্যেই তাদের

www.icsbook.info

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (৪)
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (৫) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ
فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا
مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (৬)

৪. তাদের মালিকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন একটি নিদর্শনও নেই, যা তাদের কাছে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।[৬] ৫. তাদের কাছে যতোবারই (আমার পক্ষ থেকে) সত্য (দ্বীন) এসেছে; ততোবারই তারা তা অস্বীকার করেছে; অচিরেই তাদের কাছে সে খবরগুলো এসে হাযির হবে যা নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করছিলো।[৭] ৬. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও দান করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, অতপর পাপের কারণে আমি তাদের (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর (তাদের জায়গায় আবার) আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।[৮]

(দেব মূর্তিগুলোর) এবাদাত করি, যাতে ওরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়, এখানে তাদের এবং তাদের সমর্থকদের জবাব দেয়া হয়েছে। আগে 'ওয়া আজালুন মুসাম্মা ইনদাহু' বলে কেয়ামতের দিকে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এখানে কর্মের ফলাফল প্রক্রিয়ায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যেহেতু আসমান-যমীনে আমারই কর্তৃত্ব, তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য ভালো-মন্দ সব আমলও আমার জ্ঞানে বর্তমান রয়েছে; সুতরাং তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেয়ার এমন কোনো কারণই নেই।

৬. আয়াত বা নিদর্শন প্রাকৃতিকও হতে পারে, আবার নাযিলকৃত আয়াতও হতে পারে।

৭. এখানে 'হক' অর্থ সম্ভবত কোরআন করীম, যা কুদরতের নিদর্শন সম্পর্কে গাফেলদের অশুভ পরিণাম এবং পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তি বলে দেয়। অবিশ্বাসীরা যা শুনে অবিশ্বাস এবং বিদ্রূপ করতো। তাদের বলা হয়েছে, তোমরা যা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো, অদূর ভবিষ্যতে তা সত্য হয়ে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে। আল্লাহর আয়াত অস্বীকার এবং তা নিয়ে উপহাস করার কারণে যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ আদ, ছামুদ ইত্যাদি জাতি, যাদের ক্ষমতা এবং সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ তোমাদের চেয়ে বেশী দেয়া হয়েছিলো। বৃষ্টি এবং নহরের পানিতে তাদের ক্ষেত-খামার,

www.icsbook.info

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ
وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨

৭. (হে নবী,) আমি যদি তোমার কাছে কাগজে লেখা কোনো কিতাব নাযিল করতাম এবং তারা যদি তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো, তাহলেও কাফেররা বলতো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়![৯] ৮. তারা বলে, এ (নবী)-র প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন (যে তার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের বলে দিতো)? যদি সত্যিই আমি কোনো ফেরেশতা[১০] পাঠিয়ে দিতাম তাহলে (তাদের) ফয়সালা (তো তখনি) হয়ে যেতো, এরপর তো আর কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হতো না।[১১]

বাগবাগিচা ছিলো সবুজ-শ্যামল, আরাম-আয়েশ আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তারা ভরে উঠেছিলো। তারা যখন বিদ্রোহ-অবিশ্বাসে তৎপর হয়ে প্রকৃতির নিদর্শনকে উপহাস করতে শুরু করে, তখন তাদের অপরাধের কারণে আমি তাদের এমনভাবে পাকড়াও করেছি, যাতে তাদের নাম-নিশানও অবশিষ্ট রাখিনি। অতপর অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি, আর অবিশ্বাসীদের সাথে আমার এ কর্ম ধারা-ই অব্যাহত ছিলো। অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হতে থাকে, কিন্তু এতে বিশ্বের জনসংখ্যায় কোনো ঘাটতি হয় না।

৯. মক্কার কোনো কোনো মোশরেক বলেছিলো, আপনি যদি আসমান থেকে একটি লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, সঙ্গে সঙ্গে চার জন ফেরেশতাও আমাদের সম্মুখে সাক্ষী দেয় এটি নিসন্দেহে আল্লাহর কিতাব, তাহলে আমরা ঈমান আনবো। এখানে তাদের দাবীর জবাবে বলা হয়েছে, যারা বর্তমান অবস্থায় কোরআনকে যাদু এবং কোরআন আনয়নকারীকে যাদুকর বলে, আমি যদি সত্য সত্যই আসমান থেকে কাগজে লিখিত কিতাব তাদের কাছে নাযিল করি, যা হাত দিয়ে স্পর্শ করে তারা বুঝতে পারে, এটা কোনো খেয়ালখুশি বা চক্ষু সাফাই নয়, এরা তখনো এ কথাই বলবে যে, এ তো স্পষ্ট যাদু। যে হতভাগার ভাগ্যে হেদায়াত নেই, তার সন্দেহ কোনো সময়ই দূর হয় না।

১০. অর্থাৎ যারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।

১১. ফেরেশতা যদি তার আসল সুরতে আসে, তবে এরা এক মিনিটের জন্যেও তা সহ্য করতে পারবে না। ভয়ে-আতংকে তাদের প্রাণ বের হয়ে যাবে। ফেরেশতাকে আসল সুরতে দেখে সহ্য করতে পারো কেবল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পক্ষেই সম্ভব। নবী করীম (স.) সারা জীবনে কেবল দুবার হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসল সুরতে দেখেছিলেন। অন্য কোনো নবী একবার দেখেছিলেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি তাদের এতো বড়ো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ফরমায়েশ পুরো হয়ও, আর এর পরও তারা না মানে, যেমন তাদের বিরুদ্ধবাদী কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তাদের আদৌ অবকাশ দেয়া হবে না। তখন এমন আযাব আসবে, যা ফরমায়েশদাতাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এদিক বিবেচনায় এ ধরনের ফরমায়েশ পুরো না করাকেও স্বয়ং বিরাট রহমত বলে মনে করা কর্তব্য।

www.icsbook.info

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا

كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ

৯. (তা ছাড়া) আমি যদি (সত্যিই) ফেরেশতা পাঠাতাম, তাকেও তো মানুষ বানিয়েই পাঠাতাম, তখনও তো তারা এমনিভাবে আজকের মতো সন্দেহেই নিমজ্জিত থাকতো।[১২]
১০. (হে রসূল,) তোমার আগেও বহু নবী-রসূলকে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, (অনন্তর) তাদের মধ্যে যারা নবীর সাথে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তাই (তাদের আযাবের আকারে) পরিবেষ্টন করে ফেলেছে![১৩]

রুকু ২

১১. (হে নবী,) তুমি অতপর বলো, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখো, দেখো যারা (নবী-রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে।[১৪] ১২. (হে নবী!) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা সব কার? তুমি বলো,

১২. আসল সুরতে ফেরেশতা পাঠাতে অস্বীকার তো আগের আয়াতে করা হয়েছে। এ আয়াতে অন্য সম্ভাবনার জবাব দেয়া হচ্ছে। তা হচ্ছে, মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতা পাঠানো। এ অবস্থায় ফেরেশতার সাথে মানুষের আকৃতির মিল থাকার কারণে মানুষরূপী ফেরেশতার আদর্শ ও শিক্ষা দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারবে, কিন্তু এতেও অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূর হবে না। রসূল মানুষ বলে তারা যেসব সন্দেহ-সংশয় করতো, মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতা আসলেও তারা যথারীতি সেসব সন্দেহ করতে থাকবে।

১৩. বিরুদ্ধবাদীদের ফরমায়েশের জবাব দেয়ার পর নবী করীম (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপে আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না। এটা কোনো নতুন কথা নয়। অতীতের নবীদেরও এসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অতপর তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী দুশমনদের যে দশা হয়েছে, তা সকলের সম্মুখে রয়েছে। অতীতের অপরাধীদের যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, এদেরও আল্লাহ তেমন শাস্তি দিতে পারেন।

১৪. অর্থাৎ দেশ-দেশান্তর সফর করে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর শিক্ষা গ্রহণ করার দৃষ্টি নিয়ে অতীতের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে আম্বিয়ায়ে কেরামকে অবিশ্বাসকারীদের দুনিয়ায় যে পরিণতি হয়েছে, তা স্পষ্ট নযরে পড়বে। এ থেকে চিন্তা করে দেখতে পারো, আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের যখন এ পরিণতি হয়েছে, তখন বিদ্রূপকারীদের কি দশা হবে।

www.icsbook.info

لِلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا
فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ

(এর সবকিছুই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; (মানুষদের ওপর) দয়া করাটা তিনি তাঁর নিজের ওপর (কর্তব্য বলে) স্থির করে নিয়েছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই জড়ো করবেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; (সত্য অস্বীকার করে) যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা (এমন একটি দিনের আগমনকে কখনো) বিশ্বাস করে না।[১৫] ১৩. রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি (এদের সবার কথা) শোনেন এবং (সবার অবস্থা) দেখেন। ১৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কিভাবে আসমানসমূহ ও যমীনের[১৬] মালিক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবো, (সৃষ্টিলোকের সবাইকে) তিনিই আহার যোগান, তাঁকে কোনো রকমের আহার যোগানো যায় না;[১৭] (তুমি) বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন সবার

১৫. আসমান-যমীন যখন সেই আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন যা মোশরেকরাও স্বীকার করে, তখন মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিদ্রূপকারীরা তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে কোথায়? নানাবিধ অপরাধ দেখেও তিনি যে তৎক্ষণাত শাস্তি দেন না, এটা তাঁর ব্যাপক রহমত। কেয়ামতের দিন– নিসন্দেহে যেদিন আসবে, সেদিন কেবল সেসব হতভাগাকেই বেঈমানীর শাস্তি দেয়া হবে, যারা জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় নিজেদের ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিলো।

১৬. আসমান-যমীনে যা আছে তা কার– এ আয়াতে সাধারণ স্থানের কথা বলা হয়েছিলো। 'ওয়া লাহু মা সাকানা ফিললাইলে ওয়ান-নাহার' এই আয়াতে সাধারণ কালের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সব স্থানে সব সময়ে তাঁর শাসন-কর্তৃত্ব বর্তমান। যেসব বস্তু ও প্রাণী রাতে দিনে আরামে জীবন যাপন করে এবং জানা-অজানা কতো দুশমন থেকে নিরাপদে থাকে, এটা তাঁর পরিপূর্ণ রহমতের অন্যতম নিদর্শন। দিনের হৈ-চৈ আর রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে তিনিই তো সকলের ডাক শোনেন এবং সকলের প্রয়োজন পুরোপুরি জানেন। এবার তোমরাই বলো, এমন পরওয়ারদেগারকে ত্যাগ করে অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া কতোটুকু সমীচীন হতে পারে?

১৭. 'ওয়া হুয়া ইয়ুতমু' (আর তিনিই খাওয়ান) বলে জীবন-জীবিকার উপকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টি এবং বেঁচে থাকায় সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তুর জন্যেও আমাদের মুখাপেক্ষী নন। এরপরও তা ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যকে সাহায্যকারী বানানো সীমাহীন মূর্খতা ও বোকামি নয় তবে কি?

www.icsbook.info

اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٤ قُلْ اِنِّىْٓ
اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٥ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝١٦ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٧
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١٨

আগে আমি মুসলমান হয়ে যাই[১৮] এবং (আমাকে এ মর্মে আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে, তুমি কখনো মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না। ১৫. (তুমি আরো) বলো, আমি যদি আমার মালিকের কথা না শুনি, তাহলে আমি এক মহাদিবসের আযাব (আমার ওপর আপতিত হওয়ার) ভয় করি।[১৯] ১৬. সে (কেয়ামতের) দিন যাকে তা (শাস্তি) থেকে রেহাই দেয়া হবে, তার ওপর (নিসন্দেহে) তিনি (আল্লাহ তায়ালা) অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই (হবে সেদিনের) সুস্পষ্ট সাফল্য।[২০] ১৭. (জেনে রেখো,) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ পৌঁছাতে চান তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউই (তোমার থেকে) তা দূর করতে পারবে না; অপরদিকে তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন তাহলে (কেউ তাতে বাধাও দিতে পারে না,) তিনি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান! ১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল।[২১]

১৮. যে পরওয়ারদেগারের গুণাবলী ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সকল বান্দার উচিত, অন্য কাউকে তাঁর শরীক না করে এমন পরওয়ারদেগারের হুকুমের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা। সর্বতোভাবে সবচেয়ে পূর্ণতর যে বান্দাকে সারা বিশ্বের জন্যে এবাদাত-আনুগত্যের নমুনা বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, সর্বপ্রথম তাঁকেই চরম আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

১৯. তাঁকে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে অন্যদের শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তর্কের খাতিরে যদি আল্লাহর মাসুম ও বাছাই করা বান্দাহ দ্বারাও কোনো নাফরমানীর কাজ হয়ে যায়, তবে আল্লাহর আযাবের আশংকা রয়েছে। এ অবস্থায় শেরেক-কুফুর, নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি হাজার রকম অপরাধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যরা কি করে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে নিরাপদ-নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে?

২০. জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উচ্চ পর্যায় হাসিল করা তো বিরাট ব্যাপার, কেয়ামতের শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করলে একেই বড়ো কামিয়াবী মনে করো। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, 'শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়াই যথেষ্ট, অন্যকিছুর আশা নেই।'

২১. দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহ মানুষকে যে কষ্ট বা শাস্তি দিতে চান, তাঁর মোকাবেলা করে কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না, পারে না তাঁর শক্তি ও প্রবল ক্ষমতার কবল থেকে বের

www.icsbook.info

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ
ۙ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ
لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. তুমি (তাদের) বলো, সাক্ষী হিসেবে কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী বড়ো? তুমি বলো, (হাঁ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের এবং আমার মাঝে[২২] (সর্বোত্তম) সাক্ষী হয়ে থাকবেন। এ কোরআন (তাঁর কাছ থেকেই) আমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, যেন তা দিয়ে তোমাদের এবং (তোমাদের পর) যাদের কাছে এ গ্রন্থ পৌঁছবে (তাদের সকলকে) আমি (আযাবের) ভয় দেখাই; তোমরা কি (সত্যিই) একথার সাক্ষ্য দিতে পারবে, আল্লাহর সাথে আরো কোনো ইলাহ রয়েছে? (হে নবী,) তুমি (তাদের) জানিয়ে দাও, আমি (জেনে-বুঝে) কখনো এ ধরনের (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিতে পারবো না, তুমি বলো, তিনি তো একক, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে শেরেক করে যাচ্ছো, তার থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।[২৩]

হয়ে কোথাও পলায়ন করতে। কোন বান্দার কি অবস্থা, আর কি ধরনের কার্যক্রম সে অবস্থার উপযোগী, তিনি তা ভালো করেই জানেন।

২২. আল্লাহ তায়ালা যখন বলেছেন, তিনিই সকল ক্ষতি-উপকারের মালিক, সকল বান্দার ওপর সকলের চেয়ে প্রভাবশালী, তিনিই অণু-পরমাণুর খবর রাখেন। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যের চেয়ে বড়ো নিরপেক্ষ সাক্ষ্য আর কার হতে পারে? সুতরাং আমিও আমার এবং তোমাদের মধ্যে তাঁকেই সাক্ষী করছি। কারণ, আমি রেসালাতের দাবী করে তাঁর যে পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি, তার জবাবে তোমরা আমার সাথে এবং স্বয়ং পয়গামে রব্বানীর সাথে যে আচরণ করেছো, তা সবই তাঁর সামনে রয়েছে। তাঁর ব্যাপক জ্ঞান অনুযায়ী তিনি আমার এবং তোমাদের ফয়সালা করবেন।

২৩. অর্থাৎ যদি তোমরা হৃদয়াংগম করো, তা হলে আমার সত্যতা ওপর আল্লাহর নিশ্চিত ও প্রকাশ্য সাক্ষ্য এ কোরআন বর্তমান রয়েছে। কোরআন যে আল্লাহর কালাম, নিজেই আল্লাহ তায়ালার কালাম হওয়ার প্রমাণ। কবির ভাষায়- সূর্যের উদয়ই সূর্যের প্রমাণ। আমার কাজ হচ্ছে তোমাদের এবং যাদের কাছে আল্লাহর এ কালাম পৌঁছে, তাদের সকলকে খোদায়ী পয়গাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। এতে তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদি দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে হেদায়াত করা হয়েছে। সত্যের এতো প্রমাণ উপস্থাপন এবং তাওহীদের এতো নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট পয়গাম শোনার পরও কি তোমরা বলবে, আল্লাহ ব্যতীত আরও মাবুদ আছে? তোমাদের স্বাধীনতা রয়েছে, যা খুশী তা বলতে পারো। আমি তো এমন কথা কখনো মুখেও আনতে পারি না; বরং আমি ঘোষণা করছি, এবাদাতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ-ই। অবশ্য তোমরা যা কিছু আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করছো, তার প্রতি আমি আমার ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি

www.icsbook.info

الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ

خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

২০. (তোমার আগে) যাদের আমি কিতাব দান করেছি তারা নবীকে ঠিক সেভাবেই চেনে, যেভাবে চেনে তারা তাদের আপন ছেলেদের, (কিন্তু) যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা তো (কখনো) ঈমান আনবে না।[২৪]

রুকু ৩

২১. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ওপর কোনো মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, এ (ধরনের) যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না।[২৫] ২২. যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো,

স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছি। 'ওয়া মাম বালাগা' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবী করীম (স.)-এর রেসালাত সকল মানুষ, জ্বিন এবং মাশরেক-মাগরেবের সকলের জন্যে।

২৪. অর্থাৎ এছাড়া আল্লাহ আমার সত্যতার সাক্ষী। আর কোরআন করীম তার প্রবক্তা এবং অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য। এ ছাড়া আহলে কিতাব, অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের আসমানী কিতাবের আলেম মনে করে আমার সম্পর্কে জানার জন্যে তাদের কাছে যাও। তারাও অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস করে যে আমিই শেষ যমানার নবী, অতীত নবী যারা সুসংবাদ দিয়ে এসেছেন। অনেক শিশুর মধ্যে নিজের সন্তানকে চিনতে যেমন কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি নবী করীম (স.) এবং কোরআন করীমের সত্যতা সম্পর্কে জানতেও তাদের কোনো সন্দেহ এবং প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয় না। অবশ্য হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ, অর্থ-সম্পদ, পদমর্যাদা ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসা তাদের অনুমতি দেয় না ঈমান এনে স্থায়ী ক্ষতি এবং চিরন্তন ধ্বংস থেকে নিজেদের জীবন রক্ষা করতে।

২৫. অর্থাৎ নবী না হয়ে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে নবুওতের দাবী করা, অথবা সত্য নবী যার নবুয়তের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান, খোদায়ী পয়গাম শোনার পর তাঁকে অবিশ্বাসে তৎপর হওয়া– এ দুটো কাজের চেয়ে বড়ো যুলুম আর কি হতে পারে। আল্লাহর নীতি হচ্ছে, যালেম শেষ পর্যন্ত সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করতে পারে না। খোদা না করুন, মনে করো, আমিও যদি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করি, তবে আমিও কিছুতেই সফল হবো না। আর তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে, যেমন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে তোমাদেরও মঙ্গল হবে না। সুতরাং পরিস্থিতি-পরিণতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করে শেষ নিরাপত্তার ফেকের করো। সেদিন সম্পর্কে ভয় করো, যে দিনের কথা পরে বলা হচ্ছে। ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। অন্য মোফাস্সেররা 'এফতেরা আলাল্লাহ'-এর অর্থ করেছেন মোশরেকদের শেরেক। 'ওয়া যাল্লা আনহুম মা কানু ইয়াফতারূন' বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ
يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۗ حَتّٰٓى
اِذَا جَاۤءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْــَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ

অতপর মোশরেকদের আমি বলবো, তারা সবাই আজ কোথায়[২৬] যাদের তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) আমার সাথে শরীক মনে করতে! ২৩. অতপর তাদের (সেদিন) একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালার কসম, যিনি আমাদের মালিক, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না।[২৭] ২৪. (হে নবী,) তুমি চেয়ে দেখো, কিভাবে (আজ) লোকগুলো (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং (এও দেখো,) তাদের নিজেদের রচনা করা মিথ্যা (কিভাবে আজ) নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে![২৮] ২৫. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে (বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়) তোমার কথা সে কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, আমি তাদের কানেও ছিপি এঁটে দিয়েছি; (মূলত) তারা যদি (আল্লাহর) সব নিদর্শন দেখেও নেয়, তবু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না;[২৯] এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, (কোরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফেররা বলবে, এ তো পুরনো দিনের গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩০] ২৬. তারা (যেমন) নিজেদের তা (শোনা) থেকে বিরত রাখে, (তেমনি) অন্যদেরও তা থেকে দূরে রাখে, (মূলত

২৬. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিলো, তারা খোদায়ীর হিসসাদার এবং দুঃখ-কষ্টে তোমাদের শাফায়াতকারী ও সাহায্যকারী, আজ এ কঠোর বিপদ-মসিবতে তারা কোথায় চলে গেছে? এখন যে তারা তোমাদের কোনো কাজেই আসছে না!

২৭. অর্থাৎ বাস্তবতা অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারবে না। বাতিল মা'বূদের যে ভক্তি-ভালোবাসায় তারা উদ্ভ্রান্ত হচ্ছিলেন, তার বাস্তবতা কেবল এটুকুই দাঁড়াবে, সারা জীবনের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্পর্ক সবকিছুই অস্বীকার করবে।

www.icsbook.info

২৮. অর্থাৎ এ সুস্পষ্ট মিথ্যায় মোশরেকদের সীমাহীন চৈতন্যহীনতা, তাদের শরীকদের শেষ সীমার উপায়হীনতা প্রকাশ পাবে। মোশরেকেরা যদি এ অবমাননাকর পরিণিতির কথা দুনিয়াতেই হৃদয়ংগন করতো!

২৯. এখানে সেসব লোকের কথা বলা হচ্ছে, যারা আপত্তিমূলক প্রশ্ন উত্থাপন আর দোষত্রুটি খুঁজে বের করার জন্যে কোরআন করীম এবং নবী (স.)-এর কথা শুনতো, সত্য গ্রহণ এবং হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। দীর্ঘকাল হেদায়াত-নসীহত থেকে বিমুখ হয়ে থাকা এবং বিবেক-বুদ্ধিকে অনেক দিন অকেজো করে রাখার স্বাভাবিক পরিণতি দাঁড়িয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাদের সত্য গ্রহণ করার শক্তিই লোপ পেয়ে। সত্যকে উপলব্ধি করা থেকে তাদের অন্তরকে মাহরূম করে দেয়া হয়েছে। হেদায়াতের পয়গাম শোনা তাদের কানের কাছে বিরাট বোঝা মনে হতে থাকে। শিক্ষণীয় বিষয় দেখার শক্তি থেকে চক্ষু এমনভাবে শূণ্য হয়ে গেছে, যাতে সবরকম নিদর্শন দেখেও ঈমান আনার তাওফীক হয় না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ অবস্থায় তারা তুষ্ট ও আনন্দিত; বরং গর্বের সুরে এটা প্রকাশও করে। সূরা 'হা-মীম আস-সাজদায়' আছে, তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদের ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল, সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি। (আয়াত ৪-৫)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, আয়াত শোনা দ্বারা উপকৃত না হওয়া এবং অন্তরে পর্দা পড়া ছিলো স্বয়ং তাদের এড়িয়ে চলার পরিণতি। তাদের এড়িয়ে চলাই এ পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ হয়েছে। সূরা লোকমানে বলা হয়েছে, যখন তার নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করা হলো, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যেন তার কানে রয়েছে বধিরতা।' (আয়াত ৭)

কার্যকারণের ওপর তার ফলাফল নিরূপণ করা যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। এ কারণে বক্ষমান আয়াতে 'আমি তাদের অন্তরে পর্দা আরোপ করেছি– পর্দা আরোপ করা ইত্যাদির আল্লাহ তায়ালার প্রতি করা হয়েছে।

৩০. অর্থাৎ তাদের মধ্যে বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, নেই ইনসাফ। ঈমান আনা এবং খোদায়ী হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা, নবী করীম (স.)-এর খেদমতে হাযির হওয়ারও কেবল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাদ-বিসংবাদ করা, অপবাদ ছড়ানো। এরা কোরআনের বাস্তব তত্ত্ব তথ্য ও বক্তব্যকে (নাউযু বিল্লাহ) পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলে আখ্যায়িত করে। অতপর কেবল এসব মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ, অস্বীকৃতি, ঝগড়া বিবাদ আর পরিহাস বিদ্রূপ করেই তারা শেষ করে না; বরং নিজেদের ব্যাধি অন্যদের প্রতি সংক্রমিত করারও চেষ্টা করে। এ উদ্দেশে তারা অন্যদের সত্য থেকে বারণ করে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে পলায়ন করে, যাতে তাদের দেখে অন্যরাও সত্য গ্রহণ করতে বিরত থাকে, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের এসব অপবিত্র কর্ম প্রচেষ্টায়, কৌশল অবলম্বনে সত্য দ্বীনের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্র সত্য দ্বীন তো বিজয়ী হবেই। তারা নবী করীম (স.)-এরও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তাঁর হেফাযত এবং মর্যাদা বুলন্দ করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন। তবে হাঁ, সত্য দ্বীনের বিরোধীতা করে এ নির্বোধ লোকেরা নিজেদের চিরন্তন বিনাশের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। তারা যে নিজেদের হাতেই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছে, তাও বুঝতে পারছে না।

www.icsbook.info

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا
يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ
بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

এ আচরণে) তারা নিজেদেরই ধ্বংস সাধন করছে, অথচ তারা কোনো খবরই রাখে না। ২৭. তুমি যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে যখন এ (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের (জ্বলন্ত) আগুনের ওপর এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা (চীৎকার করে) বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।[৩১] ২৮. এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেলো;[৩২] (আসলে) যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তবু তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, তারা (আসলেই) মিথ্যাবাদী।[৩৩] ২৯. (এ) লোকগুলো আরও বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই হচ্ছে একমাত্র

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার শাস্তির হুশ উবে যাওয়ার মতো ভয়ংকর দৃশ্য সামনে আসার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর আয়াত মিথ্যা প্রতিপন্ন করার, তা নিয়ে উপহাস করার কাজ চলতে থাকবে। যখন জাহান্নামের সামান্যতম বাতাসও তাদের গায়ে লাগবে, তখন সব বাহাদুরী-বাগাড়'রের অবসান ঘটবে। তখন শত আগ্রহ নিয়ে আবেদন জানাবে, আমাদেরকে আবার দুনিয়ায় যেতে দেয়া হোক, তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো না; বরং পাক্কা ঈমানদার হয়ে জীবন যাপন করবো– 'এখন তুমি লজ্জিত হলে, কিন্তু এটা তোমার কোনো কাজে আসবে না।'

৩২. অর্থাৎ এখনো যে তারা দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার আগ্রহ করছে, এটা ঈমানের প্রতি আগ্রহ আকর্ষণের জন্যে করছে না; বরং করছে আমলের ফলাফলের দৃশ্য দেখে। আল্লাহর আযাব্ চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে, গোপনে যেসব খারাপ কাজ করতো তার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এখন যে মিথ্যা কথা বলেছে 'খোদার কসম, যিনি আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা তো মোশরেক নই'– তারও গোমর ফাঁক হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ অথর্ব অপদার্থদের অন্তরে যেসব খারাপ কাজের ক্রিয়া গোপনে অদৃশ্যভাবে লালিত হচ্ছিলো, ভয়ংকর আযাবের রূপ ধারণ করে তা সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। এটা দেখে এখন কেবল জান বাঁচানোর জন্যেই পুনরায় দুনিয়ায় যাওয়ার আকাংখা করছে।

৩৩. অর্থাৎ তারা এখনও মিথ্যা বলছে যে, আমরা দুনিয়ায় গিয়ে পাক্কা ঈমানদার হয়ে যাবো, আল্লাহ্‌র আয়াতকে আর কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো না। এ হতাভাগাদের আবারও যদি দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবে দুষ্টামি-নষ্টামির যে শক্তি তাদের মধ্যে আছে, তাই

www.icsbook.info

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ

ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ

ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾

জীবন, আমরা কখনোই পুনর্জীবিত হবো না।[৩৪] ৩০. হায়! তুমি যদি সত্যিই (সে দৃশ্য) দেখতে পেতে যখন তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন (আজ বলো), এ দিনটি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের মালিকের শপথ (এটা সত্য); তিনি বলবেন, তাহলে (আজ) সে (কঠিন) আযাব ভোগ করো, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।[৩৫]

রুকু ৪

৩১. অবশ্যই তারা (ভীষণভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যারা আল্লাহর সামনা সামনি হওয়াকে মিথ্যা বলেছে; আর একদিন যখন (সত্যি সত্যিই) কেয়ামতের ঘন্টা হঠাৎ করেই তাদের সামনে এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, (দুনিয়ায়) এ দিনটিকে আমরা কতোই না অবহেলা করেছি, সেদিন তারা নিজেদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠেই বয়ে বেড়াবে; দেখো, কতো (ভারী ও) নিকৃষ্ট বোঝা হবে সেটি![৩৬]

কাজে লাগাবে। আজ যে বিপদে পড়ে দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাচ্ছে, স্বপ্নের মতোই তা ভুলে যাবে। যেমন অনেক সময় দুনিয়ার বিপদ-মসিবতে পড়ে মানুষ তাওবা করে, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু কিছুদিন কেটে গেলেই সব ভুলে যায় তখন কি অংগীকার করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতে বলেছেন– এমন লোকের অবস্থা হচ্ছে– যেন বিপদে সে কখনো আমাকে ডাকেইনি।

৩৪. অর্থাৎ খুব মজা উড়াও। শুধু শুধু পরকালের চিন্তা করে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বিঘ্নিত করবে না। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকা বস্তুবাদীদের এ অবস্থাই চলছে।

৩৫. অর্থাৎ বাস্তব যখন চোখের সামনে হাযির হবে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ইত্যাদি স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না, তখন তাদের বলা হবে যে, এখন বাস্তব অস্বীকার এবংমৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের মজা ভোগ কর।

৩৬. মানুষের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত অস্বীকার করা এবং জীবনের উন্নত লক্ষ্য ভুলে যাওয়া। এমনকি মৃত্যু বা কেয়ামত মাথার ওপর এসে দাঁড়ালে আক্ষেপ-অনুতাপ করে বলা, হায়! আমি দুনিয়ার জীবনে বা কেয়ামতের দিনের জন্যে প্রস্তুতি

www.icsbook.info

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ
لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَاۗءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩২. আর (এ) বৈষয়িক জীবন তো নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; (মূলত) পরকালের বাড়িঘরই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যারা (আল্লাহ্ তায়ালাকে) ভয় করে; তোমরা কি (মোটেই) অনুধাবন করো না?[৩৭] ৩৩. (হে রসূল,) আমি জানি, এ লোকগুলো যেসব কথাবার্তা বলে, তা তোমাকে (বড়োই) পীড়া দেয়, এরা (কিন্তু এসব বলে শুধু) তোমাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করছে না; বরং এ যালেমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ্ তায়ালার আয়াতকেই অস্বীকার করছে। ৩৪. তোমার আগেও (এভাবে নবী)-রসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানা রকম) নির্যাতন চালাবার পরও তারা (কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। (আসলে) আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই, তদুপরি নবীদের (এ সব) সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌঁছেছে।[৩৮]

গ্রহণে কি অপূরণীয় ত্রুটি করেছি। তখন এ আক্ষেপ-অনুতাপে কোনো ফল হবে না। অপরাধ আর দুষ্টামির দুঃসহ বোঝায় তাদের পিঠ বাঁকা হয়ে পড়বে। এসব আক্ষেপ-অনুতাপ তা বিন্দুমাত্র হালকা করতে পারবে না।

৩৭. কাফেররা বলতো, পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবনই নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এ নশ্বর ও পংকিল জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় তুচ্ছ অর্থহীন। দুনিয়ার জীবনের যে সময়টুকু পরকালের জীবনের প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করা হয়, সত্যিকার অর্থে কেবল তাকেই তো জীবন বলা যায়। অবশিষ্ট যে সময় পরকালের চিন্তা, চেষ্টা এবং প্রস্তুতি থেকে মুক্ত, একজন পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে খেলাধুলার চেয়ে তার বেশী মূল্য নেই। পরহেযগার ও বিবেকবান ব্যক্তিই বুঝতে পারে, তার আসল ঘর হচ্ছে পরকালের ঘর। তার আসল জীবন পরকালের জীবন।

৩৮. সৃষ্টির জন্যে নবী করীম (স.)-এর অন্তরে দয়া-ভালোবাসা এবং সহানুভূতি বিশ্বের সকল মানুষের চেয়ে বেশী সৃষ্টি করা হয়েছিলো। তিনি এ হতভাগাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ, বিমুখতা, ভবিষ্যত ধ্বংস এবং মোশরেক ও নাস্তিক সুলভ কথাবার্তায় দারুণভাবে ব্যথিত, দুঃখিত, বিচলিত এবং বিমর্ষ হতেন। এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা এবং এসব হতভাগাকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে, আপনি এদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ, বিমুখতা দ্বারা এতোটা বিষণ্ন-বিমর্ষ এবং

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. (তারপরও) যদি তাদের এ উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি (পালানোর জন্যে) ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ কিংবা আসমানে সিঁড়ি তালাশ করো, (পারলে সেখানে চলে যাও) এবং (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো কিছু একটা নিদর্শন নিয়ে এসো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তিনি তাদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন, তুমি কখনো মূর্খ লোকদের দলে শামিল হয়ো না।৩৯

বিচলিত হবেন না। মূলত এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না। কারণ, এরা তো আগে থেকেই আপনাকে সর্বসম্মতভাবে পরম সত্যবাদী আল-আমীন বলে স্বীকার করে আসছিলো। আসলে এরা জেনে-শুনে আল্লাহর সে সব আয়াত-নিদর্শনই অস্বীকার করছে, যা পয়গম্বর আলাইহিস সালামের সত্যতা সত্যতা প্রতিপালন এবং তাবলীগের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এসবই করছে নিছক যুলুম ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে। আপনি এ যালেমদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে আশ্বস্ত নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি নিজেই তাদের যুলুম এবং আপনার সবরের ফল দেবেন। অতীত নবীদের কিছু অবস্থা আপনাকে শোনানো হয়েছে। তাদের জাতিরাও তাদের সাথে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ আর উৎপীড়নের আচরণ করেছিলো। আল্লাহর মাসুম পয়গম্বররা অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে তাতে সবর করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী সাহায্য পৌঁছেছে। অতিশয় শক্তিশালী দাম্ভিকদের মোকাবেলায় তাদের সফল ও বিজয়ী করা হয়েছে। আপনাকেও সাহায্য ও বিজয় দানের যেসব ওয়াদা করা হয়েছে, এক এক করে তা সবই পূর্ণ করা হবে। পর্বত আপন স্থান থেকে সরে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াদার ব্যতিক্রম হতে পারে না। আল্লাহর কথা বদলাতে পারে, এমন সাধ্য কার আছে? অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন, তা হতে দেবে না- এমন কে আছে? মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে তাদের যুদ্ধ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নয়; বরং তাদের যুদ্ধ হচ্ছে মোহাম্মদ (স.)-এর খোদার সাথে, যিনি তাঁকে মহান দূত ও পরম আস্থাভাজন করে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মোহাম্মদ (স.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আল্লাহর এসব নিদর্শনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

৩৯. কাফেরদের দাবী ছিলো, এ ব্যক্তি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকলে তার সাথে সর্বদা এমন নিদর্শন থাকা উচিত, যা দেখে যে কেউ বিশ্বাস করবে এবং ঈমান আনতে বাধ্য হবে। নবী করীম (স.) যেহেতু সারা দুনিয়ার হেদায়াতের জন্যে আকাংখী ছিলেন, তাই সম্ভবত তাঁর অন্তর চেয়েছিলো, তাদের এ দাবী পূরা করা হোক। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ দীক্ষা দিয়েছেন, সৃষ্টি বিধানে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত থাকো। সারা বিশ্বকে ঈমান আনতে বাধ্য করা সৃষ্টি বিধানের দাবী নয়। অন্যথায় শুরু থেকে আল্লাহ তায়ালা নবী-রসূল এবং নিদর্শন ছাড়া

www.icsbook.info

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৬. যারা (এ কথাগুলো যথাযথভাবে) শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয় এবং যারা মরে গেছে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেও কবর থেকে উঠিয়ে (জড়ো করে) নেবেন, অতপর (মহাবিচারের জন্যে) তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে।[৪০] ৩৭. এরা বলে, (নবীর) ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের কথামতো) কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন?[৪১] (হে রসূল,) তুমি তাদের বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) নিদর্শন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তো কিছু জানে না।[৪২]

সকলকে সোজা পথে সমবেত করতে সক্ষম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা কৌশল যখন এমন বাধ্যকারী মোজেযা এবং ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো দাবী করে না, তখন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসমান-যমীনে সুড়ঙ্গ করে বা সিঁড়ি লাগিয়ে এমন ফরমায়েশী নিদর্শন এবং বাধ্যকারী মোজেযা এনে দেখানোর ক্ষমতা কার থাকতে পারে? বিরুদ্ধে কোনো কিছু বাস্তবায়ন দাবী করা নিছক মূর্খদের কাজ।

৪০. অর্থাৎ সকলেই মানবে এমন আশা করবে না। যাদের অন্তরের কান বধির হয়ে গেছে, তারা শুনতেই পায় না– মানবে কি করে? অন্তরাত্মার দিক থেকে এ কাফেররা তো মৃতপ্রায়। এরা কেয়ামতে দেখে বিশ্বাস করবে। এখন যা অস্বীকার করছে, সেদিন তা স্বীকার করবে।

৪১. অর্থাৎ এসব নিদর্শনের মধ্যে এমন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি, এরা যার ফরমায়েশ করতো। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, 'এবং তারা বলে, আমরা কখনো তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্যে মাটি থেকে ঝর্ণা ফুটিয়ে না তুলবে অথবা তোমার জন্যে খেজুরের বা আঙ্গুরের বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত হবে অথবা তুমি যেমন আমাদের সম্পর্কে ধারণা করে থাকো, তদনুযায়ী আসমানকে আমাদের জন্যে টুকরা টুকরা করে দেবে অথবা আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের আমাদের সামনে হাযির করবে, অথবা তোমার একটা স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্যে একটা কিতাব নাযিল না করবে, যা আমরা পাঠ করবো। বলো, পবিত্র আমার পরওয়ারদেগার, আমি তো কেবল একজন মানুষ-রসূল।' (বনী ইস্রাঈল : রুকু' ১০)।

আপনার ওপর তো অসংখ্য অগণিত এলেম, এবং আমলের মোজেযা বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকে।

৪২. অর্থাৎ ফরমায়েশী মোজেযা দেখাতে আল্লাহ অক্ষম নন। কিন্তু যেসব হেকমত-রহমতের বিধানের ওপর সৃষ্টির শৃংখলা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তা বুঝতে অক্ষম। সব ফরমায়েশী মোজেযা না দেখানোই এসব বিধানের দাবী।

www.icsbook.info

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ط

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোনো জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দুটি দিয়ে উড়ে চলা যে কোনো পাখীই যারা তোমাদের মতো (আল্লাহ তায়ালার) সৃষ্টি নয়- আমি (আমার) গ্রন্থে বর্ণনা বিশ্লেষণে কোনো কিছুই বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে (একদিন) তাদের মালিকের কাছে জড়ো করা হবে।৪৩

৪৩. এসব আয়াতে কিছু হেকমত-রহস্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর ব্যাপারে এসব রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যমীনের বুকে বিচরণ করুক বা আকাশে উড়ু ক, সকল প্রাণী মানুষের মতো-ই একটা দল। এদের মধ্যে সব শ্রেণীকেই আল্লাহ তায়ালা এক বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যা নির্দিষ্ট অবস্থা এবং কার্যবৃত্তে কার্যকর থাকে। স্বভাব প্রকৃতি এবং যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাণীর কর্মকান্ডের জন্যে যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, কোনো প্রাণীই তার বাইরে যেতে পারে না। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোনো প্রাণীই স্ব-শ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট কর্মবৃত্তে কোনো প্রকার উন্নতি করতে পারেনি। এমনিভাবে প্রতিটি বস্তুর যোগ্যতা ও প্রকৃতির কথা চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ তায়ালার অনাদি অনন্ত জ্ঞানে এবং লাওহে মাহফুযে সকল শ্রেণীর ব্যবস্থাপনা এবং লালন-পালনের যেসব মূলনীতি এবং খুঁটিনাটি বিষয় সন্নিবিষ্ট রয়েছে, কোনো বস্তুই এ জীবনে মৃত্যুর পরে সেসব ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা বিধানের বাইরে যেতে পারে না। প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ একটা স্বাধীন ও উন্নয়নশীল শ্রেণী। এ গ্রহণ-ক্ষমতা এবং এখতিয়ার-স্বাধীনতা, উন্নয়নশীল নির্দিষ্ট অবস্থা এবং কার্যবৃত্তে বুদ্ধি-বিবেক বাছবিচার ক্ষমতার উপস্থিতি তার সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা শৃংখলা এবং জীবনধারাকে অন্য সব প্রাণী থেকে এতোটা উন্নত ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে দিয়েছে যে, এখন তাকে প্রাণী বলতেও লজ্জা হয়। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের বিপরীতে সে দেখে-শুনে এবং জিজ্ঞেস করে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করে এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা এসব জ্ঞান পুনর্বিন্যাস করে নব-জীবনের পথে উন্নতি করতে থাকে। সে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে, উপকার-অপকার বুঝতে এবং এর সূচনা ও শেষ বুঝতে সক্ষম। কোনো কাজ করা না করার ব্যাপারেও সে পুরোপুরি স্বাধীন। এ কারণে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব নিদর্শন দেখানো হয়, যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেতে পারে। যা তার চিন্তা ও অহরণ অর্জনের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণকারী নয়। আল্লাহর দেয়া জ্ঞান শক্তি দ্বারা সে এসব নিদর্শনে যথাযথভাবে চিন্তা করলে সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দে পার্থক্য করতে তার কোনোই কষ্ট হয় না। সুতরাং এমন ফরমায়েশী নিদর্শন ও মোজেযার জন্যে আবেদন করা, সকল দিক থেকে ঈমান আনতে বাধ্য করে তা মানুষের স্বভাবজাত স্বাধীনতা এবং তার গঠন-প্রকৃতির বিনাশ সাধনকারী; বরং মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের কাতারে এনে দাঁড় করাবার সমার্থক। আর ফরমায়েশী নিদর্শনসমূহ যদি সকল দিক থেকে বাধ্যকারী না হয়, তবে সেগুলো দেখানোই অর্থহীন। কারণ, তাতেও যুক্তিহীন-অর্থহীন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হবে, যা করা হয়েছে হাজার হাজার অ-ফরমায়েশী নিদর্শনের ক্ষেত্রে।

www.icsbook.info

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ

وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ

اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ بَلْ اِيَّاهُ

تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾

৩৯. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা (হেদায়াতের ব্যাপারে) বধির ও মূক, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে;[৪৪] আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করে দেন;[৪৫] আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথের ওপর স্থাপন করেন। ৪০. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যখন তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে (বড়ো ধরনের) কোনো আযাব আসবে, কিংবা হঠাৎ করে কেয়ামত এসে হাযির হবে, তখন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ৪১. বরং তোমরা (তো সেদিন) শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দূর করে দেবেন (এবং) যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার বানাতে, তাদের সবাইকেই (তখন) তোমরা ভুলে যাবে।[৪৬]

৪৪. কেউ কিছু বললে শোনে না, স্বয়ং নিজেরাও অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে না, অন্ধকারে কিছু দেখতেও পায় না, নিজেদের ভারসাম্যহীন কর্মকান্ড দ্বারা যখন সব শক্তিক্ষমতাই বিকল করে তুলেছে, তখন সত্য স্বীকার এবং গ্রহণ করার উপায়ই বা আর কি থাকবে?

৪৫. যে নিজের ওপর হেদায়াতের সব পথ বন্ধ করে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকেই গোমরাহ পথভ্রষ্ট করেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'আমি ইচ্ছা করলে এটা দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে রয়েছে এবং নিজের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে।' (আ'রাফ ঃ রুকু ২২)

৪৬. তারা যখন মূক-বধির-অন্ধ হয়ে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং গোমরাহীর অতল গহ্বরে পড়েছে, তার ওপর যদি দুনিয়াতে বা কেয়ামতে আল্লাহ্র কঠোর আযাব নাযিল হয়, তবে সত্য সত্য বলো, তখন তাঁকে ছাড়া আর কাকে ডাকবে, দুনিয়ার ছোটো-খাটো বিপদেও যখন আটকা পড়ো, তখন বাধ্য হয়ে সেই এক আল্লাহকেই ডাকো। ভুলে যাও তখন তাঁর সকল শরীক-অংশীদারকে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়, তখন দিলকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যে খালেস করে তাঁকেই ডাকে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিপদ দূরও করে দেন। এ থেকে চিন্তা অনুমান করে নাও, আযাব নাযিল বা কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে আল্লাহ ছাড়া আর কে বাঁচাতে পারে? সেই আল্লাহ্র আযমত-জালাল– প্রতিপত্তি পরাক্রমশীলতা বিস্মৃত হয়ে তাঁর নাযিল করা আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তাঁর কাছে ফরমায়েশী নিদর্শন দাবী করা কতো বড়ো অন্ধত্ব ও বোকামি!

www.icsbook.info

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿৪২﴾ فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿৪৩﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا
ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا
بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿৪৪﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿৪৫﴾

রুকু ৫

৪২. তোমার আগের জাতিসমূহের কাছেও আমি আমার রসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদেরও আমি নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ে (-র জালে) আটকে রেখেছিলাম, যাতে করে তারা বিনয়ের সাথে নতিস্বীকার করে। ৪৩. কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হলো, তখনও তারা কেন বিনীত হলো না, অধিকন্তু তাদের অন্তর এতে আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরলো। ৪৪. অতপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো, যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হয়েছিলো; তারপরও আমি তাদের ওপর (সচ্ছলতার) সব কয়টি দুয়ারই খুলে দিলাম; শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতেই মত্ত হয়ে গেলো যা তাদের দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করে নিলাম, ফলে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো।[৪৭] ৪৫. (এভাবে) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) যুলুম করেছে, তাদেরই মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।[৪৮]

৪৭. আগের আয়াতে আযাব আসার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিলো, এখন ঘটনাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে, অতীতকালে এরূপ আযাব এসেছিলো। উপরন্তু সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, অপরাধীকে যখন প্রাথমিকভাবে সামান্য সতর্ক করা হয়, তখন তার উচিত আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করা। হৃদয়ের কাঠিন্য কঠোরতা এবং শয়তানী প্ররোচনায় একে হাল্কা মনে করবে না। 'মোযেহুল কোরআনে' আছে, আল্লাহ তায়ালা পাপীকে সামান্য পাকড়াও করেন। সে যদি কাকুতি-মিনতি করে এবং তাওবা করে, তবে বেঁচে যায়। এতোটুকু পাকড়াও করায় সে যদি না মানে, তবে তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় এবং জীবিকার প্রশস্ততার দরজা খুলে দেয়া হয়। নেয়ামতের শোকারগোযারী এবং এনাম অনুগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, যদি আরও গুনাহে ডুবে যায়, তখন হঠাৎ একসঙ্গে পাকড়াও করা হয়। এটা বলা হয়েছে এ জন্যে, মানুষ গুনাহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তৎক্ষণাত তাওবা করবে। এজন্যে তাকিয়ে থাকবে না, আরও বেশী হলে তখন বিশ্বাস করবো।

৪৮. যালেমদের সমূলে বিনাশ করাও আল্লাহ তায়ালার সাধারণ প্রতিপাল নীতিরই অংশ এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্যে এটা বিরাট রহমত। এ জন্যে এখানে হাম্‌দ্‌ ও শোকর প্রকাশ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ
يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৬. (হে রসূল, তাদের) তুমি বলো, তোমরা কি একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের শোনার ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের ওপর মোহর[৪৯] মেরে দেন, তবে আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের এসব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবে;[৫০] লক্ষ্য করো, কিভাবে আমার আয়াতসমূহ আমি খুলে খুলে বর্ণনা করছি, এ সত্ত্বেও অতপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৪৭. তুমি বলো, তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি কখনো অকস্মাৎ[৫১] (গোপনে) কিংবা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হয়, (তাতে) কতিপয় যালেম সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?[৫২] ৪৮. আমি তো রসূলদের (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী ছাড়া অন্য কোনো হিসেবে পাঠাই না, অতপর যে ব্যক্তি (রসূলদের ওপর) ঈমান আনবে এবং (তাদের কথা মতো) নিজেকে সংশোধন করে নেবে, এমন লোকদের (পরকালে) কোনো ভয় নেই এবং তাদের (সেদিন) কোনোরকম চিন্তিতও হতে হবে না। ৪৯. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তাদের এই নাফরমানীর কারণে আমার আযাব তাদের ঘিরে ধরবে।[৫৩]

৪৯. যাতে তোমরা দেখতে শুনতে এবং অন্তর দ্বারা উপলব্ধি করতে না পার।

৫০. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, তাওবায় বিল' করবে না। বর্তমানে যে চক্ষু-কর্ণ এবং অন্তর আছে, এটা না-ও থাকতে পারে। সুতরাং তখন তাওবা-এস্তেগফারের তাওফীকও হবে না।

৫১. 'হঠাৎ অর্থাৎ এমন আযাব, যার কোনো আলামত পূর্ব থেকে প্রকাশ পায়নি। সুতরাং জাহ্‌রাতুন অর্থ হবে সে আযাব, যা আসার আগে আলামত প্রকাশ পেতে থাকে।

৫২. অর্থাৎ তাওবায় বিলম্ব করা উচিত নয়। হয়তো এ বিলম্ব করার মধ্যেই আযাব এসে পৌঁছাবে, যার চরম পরিণতি কেবল যালেমদেরই ভোগ করতে হয়। আগে থেকেই যদি যুলুম-বাড়াবাড়ি থেকে তাওবা করে নেয়, তা হলে এ আযাব থেকে বেঁচে যাবে।

৫৩. অর্থাৎ তোমরা যে খোদায়ী আযাব সম্পর্কে নির্ভয়-নিশ্চিন্ত হয়ে অহেতুক ফরমায়েশ এবং অর্থহীন প্রশ্ন করে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্ত্যক্ত-বিরক্ত করছো

www.icsbook.info

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের (একথা) বলি না, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনভান্ডার রয়েছে, না (একথা বলি,) আমি গায়বের কোনো খবর রাখি! আর একথাও বলি না, আমি একজন ফেরেশতা,[৫৪] (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল করা হয়, তুমি বলো, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি মোটেই চিন্তাভাবনা করো না?[৫৫]

এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্যে নিজেদের মনগড়া মানদন্ড নির্ণয় করছো, তোমরা ভালো করে বুঝে নাও, তোমাদের এসব আবোল-তাবোল ফরমায়েশ পূরণ করতে থাকবেন, এ জন্যে দুনিয়ায় পয়গম্বরের আগমন ঘটেনি। তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে 'তাবশীর' ও 'ইনযার', অর্থাৎ সুসংবাদ দান ও ভয় দেখানো, তাবলীগ ও এরশাদ অর্থাৎ প্রচার ও প্রসার ও উপদেশ নসীহতদান। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের এ জন্যে প্রেরণ করা হয়, তারা অনুগতদের সুসংবাদ শোনাবেন আর নাফরমান-অবাধ্যদের তাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অর্জিত জিনিস তার সাথেই থাকবে। যারা নবীদের কথায় বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাস ও কাজে দিক থেকে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিয়েছে, তারা সত্যিকার শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে খোদায়ী হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে, তারা নাফরমানী এবং বিদ্রোহ অবাধ্যতার কারণে কঠিন ধ্বংস এবং মহা আযাবের আওতায় বসে আছে। নাউযু বিল্লাহ!

৫৪. এ আয়াতে নবুয়তের পদ-মর্যাদারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যিনি নবুয়তের দাবী করেন, তার দাবী এ নয় যে, আল্লাহর সব শক্তির ভান্ডার তাঁর কবযায় রয়েছে। যখনই তার কাছে কোনো বিষয়ে ফরমায়েশ করা হবে, তিনি অবশ্যই তা করে দেখাবেন। অথবা গোপন প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তা রেসালাতের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা না হোক। যখনই তোমরা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে তিনি তৎক্ষণাত তোমাদের তা বলে দেবেন। অথবা তারা মানবশ্রেণী বহির্ভূত কোনো শ্রেণী, তারা মানবীয় অসুখ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বলে প্রমাণ পেশ করবেন। তারা যেহেতু এসব কিছুই দাবী করেন না; সুতরাং তাঁদের কাছে ফরমায়েশী মোজেযা তলব করা, বা বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত এরকম প্রশ্ন করা, কেয়ামত কবে আসবে বা এরূপ বলা, এরা কেমন রসূল, যারা খাবার গ্রহণ করে এবং কেনাবেচার জন্যে বাজারেও গমন করে। আর এসব বিষয়কেই সত্য-মিথ্যার মানদন্ড নির্ধারণ করা কি করে ঠিক হতে পারে?

৫৫. অর্থাৎ যদিও পয়গম্বর মানব শ্রেণী বহির্ভূত কোনো শ্রেণী নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সাথে নবীর পার্থক্য আসমান-যমীনের ফারাকের মতো। মানুষের শক্তি-

www.icsbook.info

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ
دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

রুকু ৬

৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি সে (কিতাবের) মাধ্যমে সেসব লোককে পরকালের (আযাবের) ব্যাপারে সতর্ক করে দাও, যারা এ ভয় করে, তাদেরকে (একদিন) তাদের মালিকের সামনে একত্র করা হবে, (সেদিন) তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু কিংবা কোনো সুপারিশকারী[৫৬] থাকবে না, আশা করা যায় (এতে করে) তারা সাবধান হবে।[৫৭] ৫২. তাদের তুমি (কখনো তোমার কাছ থেকে) সরিয়ে দিয়ো না– যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের মালিককেই ডাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে,[৫৮] (কারণ) তাদের কাজকর্মের (জবাবদিহিতার) দায়িত্ব (যেমন) তোমার ওপর কিছুই নেই,

সামর্থ্য দুই ধরনের– জ্ঞান এবং আমলের শক্তি– জ্ঞানশক্তির দিক থেকে নবী এবং অ-নবীর মধ্যে অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্য বুঝতে হবে। আল্লাহর অভিপ্রেত বিষয়াদি এবং তাঁর তাজাল্লী দেখার জন্যে নবীর অন্তশ্চক্ষু সবসময় খোলা থাকে। সরাসরি এসব জিনিস দেখা থেকে অন্যান্য মানুষ বঞ্চিত। আর আমলের শক্তির অবস্থা, নবী তার প্রত্যেক কথায় ও কাজে, প্রতিটি নড়াচড়ায় ও স্থিরতায় যবান আন্দোলিত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর হুকুমের অনুগত থাকেন সর্বদা। আসমানী ওহী এবং খোদায়ী বিধানের বিরুদ্ধে কখনো তাঁর পদ সঞ্চালিত হতে পারে না। তার পূত-পবিত্র সত্তা, আমল-আখলাক এবং জীবনের সকল ঘটনাপ্রবাহে খোদায়ী শিক্ষা ও তাঁর মরযি সন্তুষ্টির উজ্জ্বল চিত্র হয়ে থাকে। এটা দেখে চিন্তাশীলদের মনে তার সত্যতা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

৫৬. অর্থাৎ যারা ফরমায়েশী মোজেযা দেখানোর ওপর নিজেদের ঈমান মওকুফ রাখে এবং বিরুদ্ধতা ও হঠকারিতাবশত আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে জেদ করে বসে আছে, আপনি তাদের ব্যাপারে দৃষ্টি এড়িয়ে চলুন। কারণ, তাবলীগের দায়িত্ব আদায় হয়েছে। তাদের সোজা পথে আসার কোনো আশা নেই। যাদের অন্তরে হাশরের ভয় এবং পরিণামের চিন্তা রয়েছে, এখন খোদায়ী ওহী অর্থাৎ আল-কোরআনের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করায় অধিক যত্নবান হোন। কারণ, এমন লোকরাই নসীহত-উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং কোরআনী হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

৫৭. হাশরে যখন সব মানুষ সমবেত হবে, তখন আল্লাহ তায়ালার সামনে তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না– একথা শুনে তারা গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবে।

৫৮. অর্থাৎ রাত-দিন নেক নিয়ত ও এখলাসের সাথে তাঁর এবাদাতে নিয়োজিত থাকে।

www.icsbook.info

وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِمِينَ ۝٥٢

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِينَ ۝٥٣ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِنَا

فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ

سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٥٤

(তেমনি) তোমার কাজকর্মের হিসাব-কিতাবের কোনো রকম দায়িত্বও তাদের ওপর নেই, (তারপরও) যদি তুমি তাদের তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও বাড়াবাড়ি করা লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে।[৫৯] ৫৩. আর আমি এভাবেই তাদের একদল দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা নিয়েছি, যেন তারা (একদল) একথা বলতে পারে, এরাই কি হচ্ছে আমাদের মাঝে সে দলের লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন; আল্লাহ তায়ালা কি (তাঁর) কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালো করে জানেন না।[৬০] ৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাদের বলো, (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর) শান্তি বর্ষিত হোক– তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করাটা তোমাদের মালিক নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন, তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষণেই তাওবা করে ও (নিজের জীবন) শুধরে নেয়, তাহলে তিনি (আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন,) তিনি একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৫৯. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক অবস্থা যখন এর সাক্ষ্যই দিচ্ছে, তারা দিবা-রাত্র আল্লাহ্র এবাদাত ও সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত থাকে; সুতরাং আপনি তাদের সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করুন। তাদের বাতেনী অবস্থা কি হবে বা শেষ পরিণতি কি দাঁড়াবে, তার অনুসন্ধান আর হিসাব-নিকাশের ওপর তাদের সাথে আচরণ নির্ভরশীল নয়। তাদের এ হিসাব নেয়া আপনার দায়িত্ব নয়। তাদেরও দায়িত্ব নয় আপনার হিসাব নেয়া। সুতরাং আপনি যদি কখনো ধনীদের হেদায়াতের মোহে এ নিষ্ঠাবান গরীবদের আপনার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে থাকেন, তবে তা হবে বেইনসাফী। 'মোযেহুল কোরআনের' আছে, কাফেরদের কোনো কোনো সরদার একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলে, তোমার কথা শুনতে আমাদের তো মন চায়, কিন্তু তোমার কাছে বসে তো নিকৃষ্ট লোকেরা। আমরা তাদের সাথে বসতে পারি না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ সন্ধানীরা গরীব হলেও তারাই অগ্রগণ্য।

৬০. অর্থাৎ তিনি গরীবদের দ্বারা ধনীদের পরীক্ষা করেছেন। তাদের দেখে ধনীরা অবাক হয়ে বলে, এরা কি আল্লাহর অনুগ্রহের যোগ্য! আর আল্লাহ তো তাদের অন্তর দেখেন। কারণ, তারা আল্লাহর হক স্বীকার করে।

www.icsbook.info

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾ قُلْ اِنِّيْ

نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ

ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৫. আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ (অন্যদের সামনে) পরিষ্কার হয়ে যায়।৬১

রুকু ৭

৫৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলে দাও, (এক) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের গোলামী করছো, আমাকে তাদের গোলামী করতে নিষেধ করা হয়েছে; তুমি (তাদের এও) বলে দাও, আমি কখনো তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না, (তেমনটি করলে) আমি নিসন্দেহে গোমরাহ হয়ে যাবো এবং আমি আর সত্যের অনুসরণকারী দলের মাঝে থাকবো না।৬২

৬১. আগে বলা হয়েছে, পয়গম্বর আগমন করেন সুসংবাদ দান এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্যে। তদনুযায়ী এ রুকুর শুরুতে 'ওয়া আন্‌যের বেহিল্লাযীনা ইয়াখাফূনা' বলে ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এখন মোমেনদের সুসংবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ মোমেনদের পরিপূর্ণ শান্তি-নিরাপত্তা এবং রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ দান করুন। ফলে এ গরীবদের অন্তর প্রফুল্ল হবে এবং অহংকারী ধনী ব্যক্তিদের গাল-মন্দ এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণে তারা মনোক্ষুণ্ন হবে না। এজন্যেই আমি বিধান ও আয়াত বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে মোমেনদের মোকাবেলায় অপরাধীদের কর্মধারাও স্পষ্ট হয়ে যায়। 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে'– সম্ভবত একথার তাৎপর্য হচ্ছে, মোমেন যে খারাপ কাজ বা গুনাহের কাজ করে তা জেনে-শুনে করুক বা না জেনেই করুক, মূলত সে মন্দ কাজ এবং গুনাহের খারাপ পরিণাম সম্পর্কে না জেনে অবচেতনভাবেই তা করে। গুনাহের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে তা মনে জাগরূক রেখে কে সেদিকে পা বাড়াবার সাহস করতে পারে?

৬২. বিগত আয়াতে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যা মোমেনদেরকেই বলা দরকার। এ রুকুতে সেসব কথা বলা হয়েছে, যা পাপী-তাপী, অপরাধী-অবিশ্বাসীদেরকে বলার যোগ্য। এ রুকুতে বলা হয়েছে– আপনি তাদের বলে দিন, আমার বিবেক, আমার স্বভাব প্রকৃতি, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং আমার অন্তরাত্মা ও আমার ওপর অবতীর্ণ ওহী– এসবই পরিপূর্ণ তাওহীদের পথ থেকে সামান্যও বিচ্যুত হতে আমাকে বাধা দেয়। তোমরা যতোই কৌশল অবলম্বন কর এবং যতোই তদবীর করোনা কেন, আমি কিছুতেই তোমাদের খাহেশ-খুশীর অনুসরণ করতে পারি না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয়, কোনো ব্যাপারে পয়গম্বর খোদায়ী ওহী ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের খাহেশাতের অনুসরণ করতে শুরু করেন, তবে আল্লাহ যাকে হেদায়াতকারী করে পাঠিয়েছেন (নাউযু বিল্লাহ) তিনি নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। অতপর দুনিয়ায় আর কোথায় হেদায়াতের বীজ থাকতে পারে?

www.icsbook.info

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৭. তুমি বলো, আমি অবশ্যই আমার মালিকের এক উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তাই তোমরা অস্বীকার[৬৩] করছো, (এ অস্বীকার করার পরিণাম) যা তোমরা দ্রুত (দেখতে) চাও[৬৪] তা (ঘটানোর ক্ষমতা) আমার কাছে নেই; (সব কিছুর) চূড়ান্ত ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; (আর এ মহা) সত্যটাই তিনি (তোমাদের কাছে) বর্ণনা করছেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী। ৫৮. তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তা (ঘটানো) যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যকার ফয়সালা (অনেক আগেই) হয়ে যেতো![৬৫] যালেমদের (সাথে কি আচরণ করা উচিত তা) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন।

৬৩. অর্থাৎ আমার কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য এবং দলীল-প্রমাণ পৌঁছেছে। যা থেকে আমি চুল পরিমাণ দূরে সরতে পারি না। তোমরা সেসব দলীল প্রমাণ, সাক্ষ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে এর পরিণাম ভেবে নাও।

৬৪. কাফেররা বলতো, 'ইয়া আল্লাহ, এটা (কোরআন) যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ কর অথবা আমাদের জন্যে কোনো কঠোর শাস্তি নিয়ে আসো।' (আনফাল ঃ রুকু ৪)

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন যার ওপর যেমন খুশী আযাব নাযিল করেন। অথবা তিনি আযাব নাযিল না করে এমনিতেই তাওবার তাওফীক দান করেন। এসবই তাঁর কবযায়। তিনি ছাড়া কারো হুকুম এবং জোর চলে না। তিনি যুক্তি-প্রমাণ সহকারে সত্য বিবৃত করেন। এরপরও যারা না মানে, তাদের সম্পর্কে তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী। তাদের ফয়সালা করা বা শাস্তি দেয়া যদি আমার ইচ্ছা-এখতিয়ারের কবযায় থাকতো আর যারা তাড়াতাড়ি আযাব চায়, তারা যদি আমার কাছেই আযাব দাবী করতো, তবে বিরোধ ঝগড়া কবেই শেষ হয়ে যেতো। এটা তো আল্লাহ্র মহাজ্ঞান, মহা ধৈর্য, তাঁর সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও অসীম ক্ষমতার ছায়ামাত্র, পূর্ণরূপে জানা এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও অনেক হেকমত ও কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তিনি যালেমদের ওপর তৎক্ষণাত আযাব নাযিল করেন না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার সর্বব্যপ্ত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। যাতে এ কথা প্রমাণিত হয়, অজ্ঞতা বা অক্ষমতাবশত তিনি আযাব নাযিলে বিলম্ব করেন না।

www.icsbook.info

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

৫৯. গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই (অদৃশ্য) খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (গাছের) একটি পাতা (কোথাও) ঝরে না, যার (খবর) তিনি জানেন না, মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই– নেই কোনো তাজা সবুজ, (কিংবা ক্ষয়িষ্ণু) শুকনো (কিছু), যার (পূর্ণাংগ) বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।[৬৬] ৬০. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি রাতের বেলা[৬৭] তোমাকে মৃত (মানুষের মতো) করে ফেলেন, আবার দিনের বেলায়[৬৮] তোমরা যা

৬৬. এখানে 'কেতাবুম মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) অর্থ লাওহে মাহফুয। আর যে বিষয় লাওহে মাহফুযে থাকবে, তা আগে থেকেই আল্লাহর এলেমে থাকবে। এ হিসাবে আয়াতের মূল বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, দৃশ্য অদৃশ্য জগতের কোনো শুকনা বা ভেজা বা কোনো ছোটো-বড়ো বস্তু আল্লাহ তায়ালার অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞানের বহির্ভূত থাকতে পারে না। এ ভিত্তিতে এ যালেমদের যাহেরী-বাতেনী সব অবস্থা এবং তাদের শাস্তি দেয়ার উপযুক্ত সময় এবং স্থান সম্পর্কেও তাঁর পুরোপুরি জানো রয়েছে। যেসব আলেম 'মাফাতেহ'-কে 'মাফ্তাহ'-এর বহুবচন বলেন, তারা 'মাফাতিহুল গায়ব'-এর তরজমা করেন গায়েবের ভান্ডার' বলে। আর যারা 'মাফাতীহ' শব্দটিকে 'মিফ্তাহ'-এর বহুবচন বলেন, তারা এর তরজমা করেন গায়েবের চাবিকাঠি। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ দাঁড়ায় গায়েবের ভান্ডার এবং চাবিকাঠি আল্লাহরই হাতে রয়েছে। তিনিই এ ভান্ডার থেকে যখন যার জন্যে যে পরিমাণ ইচ্ছা উন্মুক্ত করেন। জ্ঞান, অনুভূতি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় মাধ্যম দ্বারা অদৃশ্য জ্ঞানরাজ্য পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা গায়বের যতোটুকু সম্পর্কে তিনি কাউকে অবহিত করেছেন, নিজের পক্ষ থেকে সে তাতে কোনো প্রকার সংযোজন করতে পারে না। কারণ, অদৃশ্য জ্ঞানমালার চাবিকাঠি তাঁরই হাতে রয়েছে। এটা তিনি অন্য কারো হাতে দেননি। গায়বের মূলনীতি ও মৌলিক জ্ঞান, যাকে 'মাফাতেহুল গায়েব' বলা হয়, এটা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের জন্যেই নির্ধারিত রেখেছেন।

৬৭. অর্থাৎ রাতে যখন ঘুমায়, তখন বাহ্যিক অনুভূতি বহাল থাকে না। তখন মানুষ তার আশপাশ এমনকি নিজের শরীরের অবস্থা সম্পর্কেও বেখবর থাকে। যেন এসময় তার থেকে অনুভূতি-শক্তি নিয়ে যাওয়া হয়।

৬৮. অর্থাৎ দিনের বেলা চলাফেরা, যাতায়াত, আয়-উপার্জন এসবই সবিস্তার আল্লাহর জ্ঞানে বর্তমান রয়েছে।

www.icsbook.info

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوٓا إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾

কিছু (যমীনের বুকে) করে বেড়াও, তাও তিনি (পুংখানুপুংখ) জানেন, পরিশেষে সেখানে তিনি তোমাদের (মৃতসম অবস্থা থেকে) আবার (জীবনের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনেন, যাতে করে তোমাদের নির্দিষ্ট সময়কাল[৬৯] (এভাবে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে, আর তাঁর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন, অতপর তিনি তোমাদের (পুংখানুপুংখ) বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে।[৭০]

রুকু ৮

৬১. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) নিজ বান্দাদের (যাবতীয় বিষয়ের) ওপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন;[৭১] এমনকি (দেখতে দেখতে) তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন প্রেরিত ফেরেশ্তারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়,[৭২] (দায়িত্ব পালনে) তারা কখনো কোনো ভুল করে না।[৭৩] ৬২. অতপর তাদের সবাইকে বিচারের জন্যে তাদের (আসল) মালিক আল্লাহর সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; সাবধান! যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিন্তু একা তাঁর ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর।[৭৪]

৬৯. অর্থাৎ তিনি চাইলে তোমরা সকলে ঘুমের মধ্যেই কাটিয়ে দিতে, কিন্তু মৃত্যুর ওয়াদা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রত্যেকবার ঘুমানোর পর তোমাদের পুনরায় জাগিয়ে তোলেন।

৭০. দিনে কাজকর্ম সেরে রাতে ঘুমানো এবং ঘুম থেকে পুনরায় জেগে ওঠা– নিত্যকার এ কর্মধারা হচ্ছে দুনিয়ার জীবন, অতপর মৃত্যু, অবশেষে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার একটা ক্ষুদ্র নমুনা। এ কারণে ঘুমানো এবং জেগে ওঠার আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরুত্থান সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে।

৭১. অর্থাৎ যে ফেরেশতা তোমাদের এবং তোমাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন।

৭২. অর্থাৎ যে ফেরেশতাকে তোমাদের রূহ কবয করার জন্যে পাঠানো হয়।

৭৩. অর্থাৎ যখন যেভাবে প্রাণ বের করার হুকুম হয়, তাতে তিনি কোনো রেয়াত বা কোনো রকম ত্রুটি করেন না।

৭৪. অর্থাৎ তিনি এক নিমিষে মানুষের সারা জীবনের ভালো-মন্দ সবকিছুই প্রকাশ করে দেবেন।

www.icsbook.info

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ
لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ
مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى
اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ

৬৩. তুমি (তাদের) বলো, যখন তোমরা স্থলভূমে ও সমুদ্রের অন্ধকারে (বিপদে) পড়ো, (যখন) তোমরা কাতর কণ্ঠে এবং নীরবে তাঁকেই ডাকতে থাকো, তখন কে তোমাদের (সেসব থেকে) উদ্ধার করে? (কাকে তোমরা তখন) বলো (হে মালিক), আমাদের যদি তুমি এ থেকে বাঁচিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ৬৪. তুমি বলে দাও, হাঁ, আল্লাহ তায়ালাই (তখন) তোমাদের সে (অবস্থা) থেকে এবং অন্যান্য যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন, তারপরও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো![৭৫] ৬৫. তুমি (আরো) বলো, তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের ওপর তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম,[৭৬] অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম;[৭৭]

৭৫. অর্থাৎ ওপরে যে বলা হয়েছে, সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান আর বিপুল বিক্রম-পরাক্রম সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অপকর্ম এবং দুষ্টামির শাস্তি তৎক্ষণাত দেন না; বরং তোমরা যখন বিপদাপদের অন্ধকারে জড়িয়ে পড়ে কাতরভাবে তাঁকে ডাক এবং দৃঢ় ওয়াদা করো, এ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে আর কখনো দুষ্টামি-অপকর্ম করবো না, সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবো, তখন তিনি তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে তোমাদের মুক্তি দেন, কিন্তু এর পরও তোমরা তোমাদের ওয়াদায় অটল থাকো না। মসিবত হতে রক্ষা পাওয়ার পরই তোমরা বিদ্রোহ শুরু করে দাও।

৭৬. অর্থাৎ আল্লাহর অবকাশদান এবং ক্ষমা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না। তিনি যেমন বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে পারেন, তেমনি কোনো প্রকার আযাব তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে।

৭৭. এখানে তিন ধরনের আযাবের কথা বলা হয়েছে। (১) যা ওপর থেকে আসে, যেমন পাথরবর্ষণ, ঠান্ডা বায়ু ও বৃষ্টিবর্ষণ। (২) যা পায়ের নীচ থেকে আসে, যেমন ভূমিকম্প, প্লাবন ইত্যাদি। এ দুটো হচ্ছে বাইরের আযাব, যা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর এসেছিলো। নবী করীম (স.)-এর দোয়ার বরকতে তাঁর উম্মতকে এ ধরনের গণ-আযাব থেকে হেফাযত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত জাতিগুলোকে যে গণ-আযাব সমূলে ধ্বংস করেছিলো, উম্মতের ওপর এমন গণ-আযাব নাযিল হবে না। ছোটোখাটো এবং বিশেষ ঘটনা ঘটলে তা এ নিয়মের বিরোধী নয়। তৃতীয় ধরনের আযাব, যাকে অভ্যন্তরীণ আযাব বলতে হয়, নবী করীম (স.)-এর উম্মতের জন্যে সে আযাবই অবশিষ্ট রয়েছে। তা হচ্ছে ফেরকাবন্দী, দলবন্দী,

www.icsbook.info

انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ
وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ؗ وَّسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহ (তাদের কাছে) বর্ণনা করি, যাতে করে তারা (সত্য) অনুধাবন করতে পারে।[৭৮] ৬৬. তোমার জাতির লোকেরা এ (কোরআন)-কে অস্বীকার করেছে, অথচ তাই একমাত্র সত্য; তুমি (তাদের) বলে দাও, আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই। ৬৭. প্রতিটি বার্তার (প্রমাণের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ মজুদ রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই (তা) জানতে পারবে।[৭৯] ৬৮. তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কথায় মনোনিবেশ করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর তুমি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থেকো না।[৮০]

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাতের আযাব। 'মোযেহুল কোরআনে' আছে, কোরআন মজীদে অধিকাংশ স্থানে কাফের আযাব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর আসমান বা যমীন থেকে যা এসেছিলো তাও আযাবই বটে। মানুষকে পরস্পরে লড়াই-যুদ্ধে লিপ্ত করা, তাদের হত্যা, বন্দী বা অপদস্থ করাও আযাব। নবী করীম (স.) বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর উম্মতের ক্ষেত্রে এটাও হবে। 'আযাবুন আলীম', 'আযাবুম মুবীন', 'আযাবুন শাদীদ' এবং 'আযাবুন আযীম' বলে অধিকন্তু এ আযাবই বুঝানো হয়েছে। আর যারা কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তাদের জন্যে তো আখেরাতের আযাব রয়েছেই।

৭৮. অর্থাৎ কোরআন বা আযাব আসা। কারণ, তারা মনে করতো, এসবই হচ্ছে মিথ্যা হুমকি, আযাব বলে আসবে না কিছুই আসবে না।

৭৯. অর্থাৎ তোমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি স্বয়ং আযাব নাযিল করা পদমর্যাদাসম্পন্ন নই। আযাব নাযিলের সময় এবং এর ধরন-প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দেয়াও আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে কেবল অবহিত করা এবং সতর্ক করে দেয়া। আল্লাহর জ্ঞানে সব কাজ সংঘটিত হওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সে সময় উপস্থিত হলে বুঝতে পারবে, যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের ভয় দেখানো হয়েছিলো, তা কতোটা সত্য।

৮০. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তায়ালার আয়াতকে বিদ্রূপ-উপহাস করে এবং তার অযথা সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে নিজেদের আযাবের যোগ্য বানিয়ে চলেছে, আপনি তাদের সাথে

www.icsbook.info

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ

৬৯. তাদের (এসব কার্যকলাপের) হিসাবের ব্যাপারে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তাদের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, তবে উপদেশ (তো দিয়েই যেতে হবে), হতে পারে তারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে।[৮১] ৭০. সেসব লোকদের তুমি (আল্লাহর বিচারের জন্যে) ছেড়ে দাও, যারা তাদের দ্বীনকে নিছক খেল-তামাশায়[৮২] পরিণত করে রেখেছে এবং এ পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে,[৮৩] তুমি এ (কোরআন) দিয়ে (তাদের আমার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজের অর্জিত কর্মকান্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (মহাবিচারের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো

মেলামেশা করবেন না, কোনো প্রকার সংস্রব রাখবেন না। এমন করলে আবার না আপনিও তাদের মতো আযাবের অবতরণস্থল হয়ে পড়বে। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'ইন্নাকুম ইযাম মিছলুহুম' এমন করলে আপনিও তাদের মতোই হয়ে যাবেন। একজন মোমেন বান্দার আত্ম-মর্যাদার দাবী এ হওয়া উচিত, সে এরকম আসরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা থেকে দূরে সরে থাকবে। ভুলে কখনো ভুলে এরকম মজলিসে শরীক হলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে পড়বে। এতে নিহিত রয়েছে নিজের পরকালের পরিশুদ্ধি, দ্বীনের নিরাপত্তা। আর এমনিভাবেই যারা বিদ্রূপ উপহাসকারীদের জন্যেও এতে রয়েছে কার্যকর উপদেশ এবং সতর্কতা।

৮১. হয় তো তারা ভয় করবে– একথার দুটো অর্থ হতে পারে। এক, পরহেযগার লোকেরা যদি বিবাদ-বিসংবাদকারী এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মজলিস থেকে উঠে যায়, তবে তাদের গোমরাহীতে পড়ে থাকার কোনো দায় এবং ক্ষতি উঠে যাওয়া মোত্তাকীদের ওপরে আপতিত হতে পারে না। অবশ্য শক্তি-সামর্থ এবং সময়-সুযোগ অনুযায়ী উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব তাদের থাকে। হয়তো সেই হতাভাগারা উপদেশ শুনে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে ভীত হবে। দুই, পরহেযগার-সংযত লোকদের যদি সত্যি সত্যিই কোনো দ্বীনী দুনিয়াবী প্রয়োজনে এমন মজলিসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে, তখন বিদ্রূপকারীদের গুনাহ এবং গুনাহের ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া দায়িত্ব সাবধানী মোত্তাকীদের ওপর বর্তাবে না। অবশ্য শক্তি-সামর্থ সাপেক্ষে উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব তাদের থাকবে। কখনো হয় তো এ উপদেশদানের প্রভাব তাদের ওপর পড়বে।

৮২. অর্থাৎ যে দ্বীন কবুল করা তাদের ফরয ছিলো, সেই দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।

৮৩. অর্থাৎ দুনিয়ার বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে বসেছে।

www.icsbook.info

اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا

بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ

اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا

اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى

الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

সাহায্যকারী বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের সব কিছু দিয়েও দেয়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন তা) গ্রহণ করা হবে না;[৮৪] এরাই হচ্ছে সে (হতভাগ্য) মানুষ, যাদের নিজেদের (গুনাহ) অর্জনের কারণে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (আরো থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মন্তুদ শাস্তি।[৮৫]

রুকু ৯

৭১. তুমি (তাদের) বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো, যে না আমাদের কোনো উপকার করতে পারে, না আমাদের কোনো অপকার করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যেখানে আমাদের (চলার জন্যে) সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কি আমাদের উল্টো পায়ে ফিরে যাবো– ঠিক সে ব্যক্তিটির মতো, যাকে শয়তানরা যমীনের বুকে পথভ্রষ্ট করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়াচ্ছে, অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে,তুমি আমাদের কাছে এসো, আমাদের কাছে (মজুদ আল্লাহ তায়ালার) সহজ সরল পথের দিকে![৮৬] তুমি বলে দাও, সত্যিকার অর্থে হেদায়াত তো তাই;[৮৭] যা আল্লাহর (পক্ষ থেকে এসেছে) এবং আমাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি, ৭২. আমরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং শুধু তাঁকেই (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করি; (কেননা) তিনিই হচ্ছেন এমন সত্তা, যাঁর সামনে (একদিন) তোমাদের সবাইকে সমবেত করা হবে। ৭৩. তিনিই যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; যেদিন (আবার) তিনি বলবেন (সব কিছু বিলীন) হয়ে যাও,[৮৮] তখন (সাথে সাথেই) তা (বিলীন) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে[৮৯] (সেদিন) যাবতীয় কর্তৃত্ব ও বাদশাহী হবে একান্তই তাঁর; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সম্যক অবগত।[৯০]

www.icsbook.info

৮৪. অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও বিদ্রূপ-উপহাসের কর্মফলে যারা পাকড়াও হয়েছে, তারা কোনো সহায়ক পাবে না, যারা তাদের আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। তারা কোনো সুপারিশকারীও পাবে না, যারা চেষ্টা-তদবীর ও সুপারিশ করে তাদের কার্যোদ্ধার করে দিতে পারে। তাদের থেকে কোনো প্রকার মুক্তিপণ বা বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। একজন অপরাধী বিনিময়ে সারা দুনিয়াটা দিয়ে ছাড়া পেতে চাইলেও তা হবে না।

৮৫. যেখানে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিদ্রূপ-উপহাস এবং অন্যায় ঝগড়া বিবাদ করা হয়, আগের আয়াতে এমন মজলিস থেকে দূরে সরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর বর্তমান আয়াতে এমন লোকদের সাথে সাধারণ উঠাবসা এবং তাদের সংসর্গ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে, তাদের উপদেশ দাও, যাতে তারা নিজেদের কর্মের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে।

৮৬. অর্থাৎ মুসলমানদের শান হচ্ছে গোমরাহদের নসীহত করে সোজা পথে আনা। যারা আল্লাহ থেকে পালিয়ে গায়রুল্লাহর চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছে, তাদের আল্লাহর সম্মুখে সাজদাবনত করাবার চিন্তা-ফিকির করা। এ থেকে এ আশা করা সঙ্গত হবে না যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো সত্তার সম্মুখে মাথা নত করবে, লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার কোনো কিছুই যার কবযায় নেই, বা বাতিলপন্থীদের সংসর্গে থেকে তাওহীদ ও ঈমানের সোজা পথ ছেড়ে দেবে বা শেরেকের গোলকধাঁধার দিকে পুনরায় ফিরে যাবে। খোদা না করুন, যদি এমনই হয়, তবে এর দৃষ্টান্ত হবে সেই মোসাফেরের মতো, যে পথ জানা লোকদের সাথে অচেনা পথে সফর শুরু করেছিলো, হঠাৎ খবিস জ্বিন তথা জঙ্গলের ভূত এসে তাকে ভুলিয়ে বিপথে নিয়ে যায়। সে উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে আর তার সফরসঙ্গীরা শুভ কামনা করে তাকে ডাকতে থাকে, এদিকে এসো– পথ এদিকে, কিন্তু সে বিভ্রান্ত দিশেহারা হয়ে কিছুই বুঝতে পারে না, তাদের ডাকেও সাড়া দেয় না। এমনিভাবে বুঝে নিতে হবে, আখেরাতের মোসাফেরের জন্যে সোজা পথ হচ্ছে ইসলাম এবং তাওহীদের পথ। যাদের সান্নিধ্য-সাহচর্যে এ পথ অতিক্রান্ত হয়, তারা হচ্ছেন পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের অনুসারীরা। কোনো হতভাগা যখন শয়তান এবং গোমরাহদের পাল্লায় পড়ে গোমরাহীর মরুপ্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ফিরে, তখন তার পথপ্রদর্শক সাথীরা সহানুভূতি সহমর্মিতাবশত তাকে সত্য পথের দিকে আহ্বান জানায়, কিন্তু সে কিছুই বুঝে না, কিছুই শোনে না। হে দুষ্টের দল, তোমাদেরও মতলব কি এটাই মতলব যে, আমরাও নিজেদের জন্যে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করি? যেসব মোশরেক মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগ করতে বলেছিলো, আয়াতটি তাদের জবাবে নাযিল হয়েছে।

৮৭. আমাদের কাছে এমন আশা করো না যে, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ত্যাগ করে শয়তানের দেখানো পথে চলবো।

৮৮. অর্থাৎ হাশর হয়ে যাও।

৮৯. অর্থাৎ হাশরের দিন বাহ্যিক এবং রূপকভাবেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রাজত্ব-কর্তৃত্ব থাকবে না। সেদিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করবেন– আজ কার রাজত্ব কার? একমাত্র দোর্দন্ড প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালার।

৯০. যে আল্লাহ তায়ালা এসব গুণাবলী ধারণ করেন, যাওপরের দু আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিই এর যোগ্য, আমরা তাঁর ফরমানের অনুগত হবো। তাঁর সম্মুখে চরম

www.icsbook.info

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ
وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٧٤ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝٧٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ

৭৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম[৯১] তার পিতা আযরকে[৯২] বললো, তুমি কি (সত্যি সত্যিই এই) মূর্তিগুলোকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করতে চাও? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি ও তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো।[৯৩] ৭৫. এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও যমীনের যাবতীয় পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতে চেয়েছিলাম, যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের দলে শামিল হয়ে যেতে পারে।[৯৪] ৭৬. যখন তার ওপর আঁধার ছেয়ে রাত এলো,

দাসত্ব গ্রহণ করবো। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে ভয় করে চলবো। আমাদের এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। আমরা কোনো অবস্থায়ই এ থেকে মুখ ফেরাতে পারি না।

৯১. আগের কয়েকটি আয়াতে যে তাওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন ও শেরেক নিষেধ করে মুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া সম্পর্কে হতাশ করা হয়েছিলো, এখানে বড়ো তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা উপস্থাপন করে সেসবের প্রতি তাকিদ দেয়াই উদ্দেশ্য। মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং বিরুদ্ধবাদীদের কিভাবে নসীহত করতে হবে, কিভাবে তাদের বোঝাতে হবে, কিভাবে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং কি করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে হবে, প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলমানদের তাও বলে দেয়া হয়েছে। একজন নিষ্ঠাবান মোমেনকে কি করে আল্লাহর এবং কেবল আল্লাহরই ওপর নির্ভর করতে হয়, কিভাবে কেবল তাঁকেই ভয় করে তাঁর ফরমানের অনুগত থাকতে হয়, তাও এ আয়াতগুলোতে বলে দেয়া হয়েছে।

৯২. বংশধারা বিশেষজ্ঞরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম লিখেছেন 'তারেখ'। তার নাম বা উপাধি ছিলো 'আযর'। আল্লামা ইবনে কাসীর, মোজাহেদ প্রমুখের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আযর ছিলো মূর্তির নাম। সম্ভবত এ মূর্তির সেবা পরিচর্যায় বেশী সময় কাটানোর ফলে তার উপাধি আযর হয়ে থাকবে।

৯৩. আশ্রাফুল মাখ্লুকাত মানুষ নিজের হাতে গড়া পাথরকে খোদায়ীর আসনে বসিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করবে এবং তার কাছে মনোবাঞ্ছা পেশ করবে, এর চেয়ে স্পষ্ট গোমরাহী আর কি হতে পারে?

৯৪. অর্থাৎ যেমনিভাবে আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট মূর্তিপূজার কদর্যতা প্রকাশ করে তাঁর জাতিকে এটা স্বীকার করিয়েছি, ঠিক তেমনিভাবে ঊর্ধজগত এবং অধোজ গতের অতি সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর গঠন প্রক্রিয়ার গভীরতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছি। যাতে তিনি ওটা দেখে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, একত্ব ইত্যাদি এবং আসমান-যমীনের সমুদয় সৃষ্টির অধীনতা-অপারগতা ও বিনয়ের সাথে অবনত হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করে তার জাতির তারকাপূজার আকীদা-বিশ্বাস এবং মূর্তি বানানোর ধারণা দিব্যদৃষ্টি সহকারে প্রত্যাখ্যান করে

www.icsbook.info

তিনি নিজেও 'হক্কুল ইয়াকীন'– নিশ্চিত বিশ্বাসের উচ্চস্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হন। সন্দেহ নেই, বিশ্ব-জাহানের এ পূর্ণাংগ, সুদৃঢ় ও সর্বোত্তম নিয়ম-শৃংখলা এমন একটা বিষয়, যা দেখে স্পষ্টতই স্বীকার করতে হয়, এই বিশাল মেশিনের একজন স্রষ্টা ও পরিচালক আছেন, আছেন এমন একজন, যিনি এ মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ অতি দৃঢ়তা-নিপুণতার সাথে যথাযথভাবে স্থাপন করেছেন, যিনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একই ধারায় তার হেফাযত করছেন। তিনি অতি বড়ো বিজ্ঞ কুশলী। এ মেশিনের একটা অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশও তাঁর বিজ্ঞ হস্তক্ষেপ, কর্মকান্ড এবং ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। ঘটনাচক্রে এ কাজ হতে পারে না, হতে পারে না নিসাড় প্রকৃতি বা নিথর-নিস্তব্ধ জড় পদার্থ দ্বারা। ইউরোপের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, নক্ষত্রপুঞ্জের বর্তমান গতিবিধি নিছক সাধারণ আকর্ষণ শক্তির ফল– এটা হতে পারে না, এটা সম্ভবও নয়। এ আকর্ষণ-শক্তি তো নক্ষত্রকে সূর্যের দিকে টেনে দেয়। তাই নক্ষত্রপুঞ্জকে সূর্যের চারদিকে ঘুরানোর কাজে অবশ্যই একজন স্রষ্টার হাত থাকা জরুরী। এই হাত আকর্ষণ শক্তির সাধারণ আকর্ষণ সত্ত্বেও নক্ষত্রপুঞ্জকে স্বীয় কক্ষপথে অটল রাখতে সক্ষম। এমন কোনো প্রাকৃতিক কারণের কথা বলা যায় না, যা নক্ষত্রপুঞ্জকে উন্মুক্ত আকাশে একত্রে বেঁধে দিয়েছে, সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার সময় তা সর্বদা একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে এবং নির্দিষ্ট দিকেই প্রদক্ষিণ করে। এর কখনো ব্যতিক্রম হয় না। অতপর নক্ষত্রপুঞ্জের প্রদক্ষিণ এবং গতির দ্রুততার বিভিন্ন পর্যায়ে ওদের এবং সূর্যের মধ্যস্থলে দূরত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য এবং গভীর ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে, কোনো প্রাকৃতিক কারণের সাথে আমরা এ সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত বস্তুকে সংশ্লিষ্ট করতে পারি না। বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়, এ ব্যবস্থাটাই এমন কোনো মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানীর অধীন, যিনি সমুদয় নক্ষত্রপুঞ্জের উপকরণ এবং তার সংখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি জানেন, কোন্ পদার্থের কি পরিমাণ থেকে কি পরিমাণ আকর্ষণ-শক্তি প্রকাশ পাবে। তিনিই নিজের বিশাল অনুমান দ্বারা সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে বিভিন্ন দূরত্ব এবং গতিবিধির পর্যায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর ফলে একটার সাথে অন্যটার সংঘাত-সংঘর্ষ হয় না, হয় না বিশ্ব-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। ছোটো-বড়ো প্রতিটি নক্ষত্রই এক কঠোর ব্যবস্থার অধীনে নির্ধারিত সময়ে উদয় হয় এবং অস্ত যয়। কোনো নক্ষত্র অস্ত গিয়ে যখন 'তার অবদান এবং প্রভাব প্রতিক্রিয়া থেকে দুনিয়াকে যখন বঞ্চিত করে, তখন এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ফিরিয়ে আনা বা ডুবতে না দেয়ার ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির, এমনকি স্বয়ং সেই নক্ষত্রেরও নেই। এটা কেবল রব্বুল আলামীনেরই শান, তিনি যে কোনো সময় যে কোনো প্রকার অবদানে সক্ষম। 'এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবর্তন করছে। এটা মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী কর্তৃক সুনির্দিষ্ট এবং চাঁদের জন্যে আমি মনযিল নির্ধারিত করে রেখেছি। অবশেষে তা শুকনো বাঁকা খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের সাধ্য নেই চন্দ্রের নাগাল পাওয়ার, রাতের সাধ্য নেই দিনকে অতিক্রম করার এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটছে।' (সূরা ইয়াসীন : রুকু ৩)

এ হচ্ছে উর্ধ্ব জগতের অবস্থা। এ থেকেই অধোজগতের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এ প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্র্য আর আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনা দেখেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর যবান থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছিলো॥'যা ডুবে যায়, আমি তাকে ভালোবাসি না।' অকপটে তাঁর মুখে জারি হয়েছিলো– 'আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একান্তভাবে তাঁর দিকেই মুখ করছি যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মোশরেকদের দলভুক্ত নই।' পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। আর 'ফালাম্মা' শব্দের 'ফা' দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করছে।

www.icsbook.info

رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا
رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ
لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾

তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো, (তারকাটি দেখেই) সে বলে উঠলো, এ (বুঝি) আমার মালিক, অতপর যখন তারকাটি ডুবে গেলো, তখন সে (কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে) বললো, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি (আমার মালিক বলে) পছন্দ করতে পারি না![৯৫] ৭৭. (এবার) যখন সে (আকাশে) একটি ঝলমলে চাঁদ দেখলো, তখন বললো (হাঁ), এ-ই (মনে হয়) আমার মালিক, অতপর (এক পর্যায়ে) যখন তাও ডুবে গেলো তখন সে বললো, আমার 'রব' যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে আমি অবশ্যই গোমরাহ লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবো।[৯৬] ৭৮. (এরপর দিনের বেলায়) সে যখন একটি আলোকোজ্জ্বল সূর্য দেখলো এবং (দেখেই) বলতে লাগলো, (মনে হচ্ছে) এ আমার মালিক, (কারণ এ যাবত যা দেখেছি) এটা (তার) সবগুলোর চাইতে বড়ো,[৯৭] (সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে) তাও যখন ডুবে গেলো, তখন ইবরাহীম (নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) নিজের জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা যে সব কিছুকে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার বানাও, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৯৮]

৯৫. অর্থাৎ, যা অস্তমিত হয় আমি তাকে পালনকর্তা বলে মেনে নিতে পারি না। একজন অক্ষম কয়েদী বা ভিক্ষুককে কেউ কি বাদশাহীর আসনে বসাতে পছন্দ করতে পারে? হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 'হাযা রাব্বী'– 'এই তো আমার রব' বলা হয় তো অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসার সুরে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ এই কি আমার রব? অথবা তিনি পরিহাসের ছলে এ উক্তি করেছেন। স্বজাতির লোকদের বলেছেন– তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই তো আমার রব! যেমন হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন– 'এবং তুমি তোমার উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করো, যার পূজায় তুমি নিয়োজিত ছিলে।' অর্থাৎ তোমার ধারণা অনুযায়ী যে তোমার ইলাহ বা উপাস্য ছিলো। এ ছাড়া মোফাসসেরদের আরও অনেক উক্তি রয়েছে কিন্তু আমাদের মতে এটাই সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য।

৯৬. চন্দ্র যেহেতু অনেক সুন্দর ও উজ্জ্বল নক্ষত্র, আল্লাহ তায়ালা যদি উদয় অস্তের ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্য না করতেন, তাহলে তার চাকচিক্যে মানুষ ফেতনায় জড়িয়ে পড়তো।

৯৭. অর্থাৎ সৌরজগতের শৃংখলায় ব্যবস্থাপনায় সূর্যের অবদান সবচেয়ে বেশী। সম্ভবত বস্তুজগতের এমন কিছু নেই যা সরাসরি বা অন্যের মাধ্যমে সূর্যের অবদান থেকে উপকৃত হয় না। সূর্যের আলোর কাছে সব বস্তুই ঋণী। সব বস্তুর ওপরই সূর্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

৯৮. এসবই হচ্ছে আল্লাহর চাকর। এরা নির্ধারিত সময়ে আসে এবং চলে যায়। এক মিনিট আগ-পর করার ক্ষমতা এগুলোর নেই। অতপর এ সবকে আল্লাহর অধিকারে শরীক করা কতো বড়ো ঔদ্ধত্য ও ঘৃণার কাজ!

www.icsbook.info

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ
هَدٰىنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ۚ وَسِعَ
رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ
وَلَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ
فَأَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾

৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে সেই মহান সার্বভৌম মালিকের দিকেই আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি এই আসমানসমূহ ও যমীন (-সহ চাঁদ-সুরুজ-গ্রহ-তারা সব কিছু) পয়দা করেছেন, আর আমি মোশরেকদের দলভুক্ত নই।[৯৯] ৮০. (এরপর) তার জাতির লোকেরা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) বিতর্ক শুরু করে দিলো; (জবাবে) সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে স্বয়ং (কুল মাখলুকাতের মালিক) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে তর্ক করছো, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন;[১০০] আমি (এখন আর) তোমাদের (মাবুদদের) ডরাই না- যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার (মনে) করো, অবশ্য আমার মালিক যদি অন্য কিছু চান (সেটা আলাদা কথা); আমার মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত; (এরপরও) কি তোমরা সতর্ক হবে না?[১০১] ৮১. তোমরা যাকে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার বানাও, তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যাদের ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণপত্র[১০২] তোমাদের কাছে পাঠাননি; (এ অবস্থায় তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী? (বলো!) যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে!

৯৯. অর্থাৎ সকল সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র মহান স্রষ্টার দরজা আঁকড়ে ধরেছি, ঊর্ধ্বজগত অধোজগতের সবকিছুই যাঁর ক্ষমতার কবযায় রয়েছে।

১০০.অর্থাৎ আল্লাহ যাকে শুভবুদ্ধি দান করেছেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা সহকারে আসমান-যমীনের কুদরতের কারখানা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, তিনি তোমাদের অহেতুক বাক-বিতণ্ডায় বিভ্রান্ত হবেন, এমন আশা করা বাতুলতা। এটা কিছুতেই হতে পারে না।

১০১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি বলতো- তুমি যে আমাদের উপাস্যদের অবমাননা করছো, এর শাস্তিস্বরূপ তুমি পাগল হয়ে না যাও- সে ব্যাপারে ভয় করো। অথবা তুমি অন্য কোনো বিপদে পড়তে পারো। এর জবাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছেন- যাদের হাতে উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই, তাদের আমি কি ভয় করবো! অবশ্য আমার পরওয়ারদেগার যদি আমাকে কোনো দুঃখ-কষ্টে ফেলতে চান, তবে কেউই তা মুক্ত নয়। কাকে কি অবস্থায় রাখা সমিচীন, স্বীয় সবব্যাপ্ত এলেমে তা তিনিই ভালো জানেন।

১০২. অর্থাৎ তোমাদের উপাস্যদের আমি কেন ভয় করবো। কারণ, উপকার-অপকার কিছুই তো তাদের হাতে নেই, আর তাওহীদ অবলম্বন করা তো কোনো অপরাধও নয়। সুতরাং

www.icsbook.info

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم
مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ
مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

৮২. (হাঁ) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যুলুম (-এর কালিমা) দিয়ে কলুষিত করেনি, তারাই (হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী, (এবং) তারাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।১০৩

রুকু ১০

৮৩. এ ছিলো (শেরেক সম্পর্কিত) আমার সেই (অকাট্য) যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর দান করেছিলাম; (এভাবেই) আমি (আমার জ্ঞান দিয়ে) যাকে ইচ্ছা তাকে সমুন্নত করি; অবশ্যই তোমার মালিক প্রবল প্রজ্ঞাময়, কুশলী।১০৪

আমি কি জন্যে ভয় করবো? তবে হাঁ, তোমরা হচ্ছো খোদাদ্রোহী এবং অপরাধী। আল্লাহ তায়ালাই উপকার-অপকারের মালিক। সুতরাং তোমাদেরই অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে ভয় করা উচিত।

১০৩. সহীহ হাদীসে আছে, নবী করীম (স.) এখানে যুলুমের তাফসীর শেরেক দ্বারা করেছেন। সূরা লোকমানে আছে, 'ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম' নিসন্দেহে শেরেক বিরাট 'যুলুম'। প্রকটতা বুঝানোর জন্যে যুলুম শব্দে 'তানবীন' ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের বক্তব্যের সারকথা দাঁড়ায়, নিরাপদ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত কেবল তারাই হতে পারে, যারা এমন একীন বিশ্বাস পোষণ করে, যাতে তাতে শেরেকের আদৌ কোনো সংমিশ্রণ নেই। আল্লাহর ওপর ঈমান একীন স্থাপন সত্ত্বেও যদি শেরেক ত্যাগ না করে, তবে তা শরীয়াতসম্মত ঈমান নয় এবং এমন ঈমান দ্বারা শান্তি-নিরাপত্তা ও হেদায়াত নসীব হতে পারে না। এ অর্থেই অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, আর তারা হচ্ছে মোশরেক।' (ইউসুফ ঃ রুক ১২) যেহেতু ঈমান এবং শেরেকের একত্র সমাবেশ বাহ্যত অসম্ভব ছিলো। এ কারণে হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ঈমানের তরজমা করেছেন নিশ্চিত বিশ্বাস আর যুলুমের তরজমা করেছেন ক্ষতি-ত্রুটি দ্বারা। আরবী ভাষা অনুযায়ী এ তরজমা যথার্থ। কোরআন শরীফে আছে, 'লাম তাযলিম মিনহু শাইয়ান'। এখানেও যুলুম অর্থ ক্ষতি-ত্রুটি। আর এ ক্ষতি-ত্রুটি দ্বারা শেরেক বুঝানো হয়েছে। যা হাদীসসমূহে সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে যুলুম-এর সাথে 'লিইয়ালবিসূ' (সংমিশ্রণ) শব্দটির উল্লেখ একথার ইংগিত বহন করে।

১০৪. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এমন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাঁর জাতির ওপর বিজয়ী করা এবং দুনিয়া আখেরাতে তাঁকে এতো উচ্চ মর্যাদা দেয়া সেই মহাজ্ঞানী মহাকুশলীরই কাজ হতে পারে, যিনি সকলের যোগ্যতা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন এবং নিজের প্রজ্ঞা কৌশল অনুযায়ী প্রতিটি বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করেন।

www.icsbook.info

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ

ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ

৮৪. অতপর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মতো দুই জন সুপুত্র); এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম,[১০৫] (এদের) আগে আমি নূহকেও হেদায়াতের পথ দেখিয়েছি,[১০৬] অতপর তার বংশের মাঝে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুনকেও[১০৭] (আমি হেদায়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ৮৫. যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভুক্ত। ৮৬. আমি (আরো সৎপথ দেখিয়েছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও;

১০৫. অর্থাৎ কেবল এটাই নয় যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও মর্যাদায় সমৃদ্ধ করেছি; বরং বার্ধক্যে তাঁকে ইসহাকের মতো পুত্র এবং ইয়া'কুবের মতো পৌত্রও দান করেছি। হযরত ইয়া'কুব (আ.) হচ্ছেন সেই ইসরাঈল, যাঁর নামানুসারে দুনিয়ার এক বিরাট জাতি বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। এ জাতির মধ্যে হাজার হাজার নবীর আগমন ঘটেছে; বরং কোরআন মজীদে অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পর আল্লাহ তায়ালা সব সময়ের জন্যে তাঁর জাতির মধ্যেই নবুয়তকে রেখে দিয়েছেন।

১০৬. আগে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধস্তন পুরুষের মধ্যে দু-একজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিলো। এখন ঊর্ধ্বতন পুরুষের মধ্যে দু-একজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ, হযরত নূহ (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অন্যতম পূর্বপুরুষ। যেমনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত ও কিতাব কেবল তাঁর বংশধরদের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিলো, তেমনি হযরত নূহ (আ.)-এর পরও মানব বংশধারা তাঁর সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। মহা প্লাবনের পর হযরত নূহ (আ.) ছিলেন সারা বিশ্বের জন্যে দ্বিতীয় আদম। এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'এবং আমি কেবল তার বংশধরকেই টিকিয়ে রেখেছিলাম।'

১০৭. বাহ্যিক রাজত্ব-কর্তৃত্বের বিচারে আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) ছিলেন সমপর্যায়ের। আর বিপদাপদে ধৈর্য ধারণে হযরত আইউব (আ.) এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-এর নিকটতম সম্পর্ক প্রসঙ্গে কিছু বলারই দরকার পড়ে না। হযরত মূসা (আ.) তাঁর উযির হিসাবে হযরত হারুন (আ.)-কে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন।

www.icsbook.info

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ
يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ

এদের সবাইকেই আমি (নবুওত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম।[১০৮] ৮৭. এদের পূর্বপুরুষ, এদের পরবর্তী বংশধর ও এদের ভাই বন্ধুদেরও (আমি নানাভাবে পুরস্কৃত করেছিলাম), আমি এদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং আমি এদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। ৮৮. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তিনি তাকেই এ হেদায়াত দান করেন;[১০৯] (কিন্তু) তারা যদি শেরেক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো।[১১০] ৮৯. এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, (এ সত্ত্বেও আজ) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাতে আমার কোনোই ক্ষতি নেই), আমি তো (অতীতে) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেনি।[১১১] ৯০. এরা হচ্ছে সে সব (সৌভাগ্যবান বান্দা)– আল্লাহ তায়ালা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন; অতএব তুমিও এদের হেদায়াতের পথের অনুসরণ করো[১১২]

১০৮. অর্থাৎ তাদের সমকালের বিশ্ববাসীদের ওপর মর্যাদা দান করেছিলেন।

১০৯. অর্থাৎ খালেস তাওহীদ এবং আল্লাহ্‌র মা'রেফাত ও আনুগত্যের পথই হচ্ছে সেই পথ, যে পথে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ ও তাওফীকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচালিত করেন। অতপর এর বিনিময় হিসাবে যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

১১০. আমাদের জানিয়ে দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে, শেরেক মানুষের সব আমল পণ্ড করে দেয়। অন্যদের তো কি আর মূল্য থাকতে পারে, খোদা না করুন, বিশিষ্ট নবীদের দ্বারাও যদি এমন কাজ হয়ে থাকে, তবে তাদের সব কর্মই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

১১১. মক্কার কাফের বা অন্য অবিশ্বাসীরা যদি এসব বিষয়, অর্থাৎ কিতাব, শরীয়ত এবং নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে তাদের জানা উচিৎ, আল্লাহর দ্বীন তাদের ওপরই নির্ভর করে না। আমি অন্যদের, অর্থাৎ মোহাজের, আনসার এবং তাদের অনুসারীদের এসব বিষয় মেনে নিয়ে তার হেফাযত ও প্রচার-প্রসারের জন্যে নিয়োজিত করেছি, যারা আমার কোনো কথা থেকেই মুখ ফেরাবে না।

১১২. আকীদা-বিশ্বাস, দ্বীনের মূলনীতি এবং লক্ষ্য উদ্দেশে সকল নবী-রসূলই একমত। সকলের মৌলিক শাসনতন্ত্র এক ও অভিন্ন। সকল নবীকেই এটা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া

www.icsbook.info

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَا
قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۭ
قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَاۗءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى
لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ
مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَاۗؤُكُمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

(এবং কাফেরদের) বলো, আমি এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; (আসলে) এ হচ্ছে (দুনিয়ার) মানুষের জন্যে একটি স্মরণিকা মাত্র।[১১৩]

রুকু ১১

৯১. তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি, (বিশেষ করে) যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর কোনো বস্তুই নাযিল করেননি;[১১৪] তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (যদি তাই হয় তাহলে) মূসার আনীত কিতাব– যা মানুষের জন্যে ছিলো এক আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের (পাতায়) লিখে রাখতে, যা তোমরা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে এবং (তার) অধিকাংশই গোপন করে রাখতে, (সর্বোপরি) সে কিতাব দ্বারা তোমাদের এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো, যার কিছুই তোমরা[১১৫] এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না– তা কে নাযিল করেছেন? তুমি বলো (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালাই (তা নাযিল করেছেন), (হে নবী,) তুমি তাদের (এসব) নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দাও।[১১৬] ৯২. এটি এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, যা আমি (তোমার কাছে) নাযিল করেছি, এটি আগের কিতাবের সত্যায়ন[১১৭] করে এবং যাতে এ (কিতাব) দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহের মানুষকে সাবধান করবে;[১১৮] যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে

হয়েছে। সেই সোজা-সরল পথে চলার জন্যে আপনিও আদিষ্ট হয়েছেন। যেন এ আয়াতে নবী করীম (স.)-কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, নীতিগতভাবে আপনার পথ অতীত নবীদের পথ থেকে ভিন্ন নয়। অবশ্য প্রত্যেক যুগের চাহিদা এবং সে যুগের মানুষদের যোগ্যতা অনুযায়ী খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য আগেও ছিলো, এখনও তা তেমন দোষের নয়। উসূল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা এ আয়াত থেকে মাসআলা বের করেছেন, নবী করীম (স.) কোনো বিষয়ে অতীত শরীয়তের উল্লেখ করলে তা এ উম্মতের জন্যেও দলীল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, শরীয়ত প্রণেতা যদি তা সার্বিক বা আংশিকভাবে অস্বীকার না করেন।

১১৩. অর্থাৎ তোমরা না মানলে আমার কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, আমি তোমাদের কাছে কোনো রকম পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। অবশ্য নসীহত থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। সারা দুনিয়ার মধ্যে একদল নসীহত না মানলে অন্যরা মানবে। যারা এটা মানতে অস্বীকার করবে, নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্যে তাদের রোদন করা উচিত।

১১৪. আগের রুকুতে নবুয়তের পদ-মর্যাদা এবং অনেক নবীর নাম আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে, অতীত নবীরা যে সেরাতে মোস্তাকীমে পরিচালিত হয়েছিলেন, শেষ নবী (স.)-ও তাওহীদ এবং মা'রেফাতের সেই পথে চলতে আদিষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের হেদায়াতের জন্যে নবী-রসূলদের প্রেরণ করা আল্লাহর চিরন্তন রীতি। বর্তমান আয়াতে সেসব জাহেল এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা উলটো জ্ঞান-বুদ্ধি, অজ্ঞতা-বোকামি দ্বারা বা নবী করীম (স.)-এর প্রতি শত্রুতার জোশে এবং রাগের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ তায়ালার সেই সেফাতই অস্বীকার করে দিয়েছে, তিনি একজন মানুষকে ওহী এবং বিশেষ কথোপকথনে ধন্য করেন। এরা যেন কিতাব নাযিল এবং রসূল প্রেরণের সেলসেলাই অস্বীকার করে চলেছে।

১১৫. অর্থাৎ সত্য সত্যই যদি আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর কিছু নাযিল না করে থাকেন, তবে পবিত্র তাওরাতের মতো মহাগ্রন্থ কোথা থেকে এসেছে? হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর কে তা নাযিল করেছেন? এ কিতাবই তো আল্লাহ্র বিধান এবং মরযি সম্পর্কে বান্দাদের অবহিত করতো। এতে রয়েছে রুশ্দ (সঠিক পথ) ও হেদায়াতের আলো। এ কিতাব তোমাদের এমন সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, যা আল্লাহ না জানালে কেবল নিজেদের বুদ্ধি-অনুভূতির দ্বারা তা তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ এমনকি সব মানুষও জানতে পারতো না। আজ তোমরা তা ছিন্নভিন্ন করে নিজেদের খাহেশ অনুযায়ী মানুষকে দেখাও, এর অনেক বিধান ও অনেক বিষয় গোপন করো। এমনি করে তার আসল আলো তোমরা এখন আর অবশিষ্ট রাখোনি। এতো সবের পরও তার যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, তা বলে দেয়, এটা বিশাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, উৎকর্ষের যুগে সে ইমারত কতো বিশাল ছিলো!

১১৬. অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ভান্ডার থেকে এমন নূর ও হেদায়াত কি আসতে পারে? এমন স্পষ্ট জিনিসও যদি তারা না মানে, তবে আপনি তাবলীগ সতর্ক করে দায়িত্ব শেষ করুন। আর তাদের ক্রীড়া-কৌতুক আর অপকর্মে ছেড়ে দিন। এসবের মধ্যেই তারা ডুবে থাকুক। সময় আসলে স্বয়ং আল্লাহই তাদের জানিয়ে দেবেন।

১১৭. অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোনো কিছু নাযিলই না করে থাকেন, তবে এ মোবারক কিতাব কোথা থেকে এসেছে, যার নাম আল কোরআন! এ কিতাব অতীতের সকল আসমানী কেতাবের মূল বিষয়বস্তুর সত্যতা স্বীকার করে। এটা যদি আসমানী কিতাব না হয়ে থাকে, তবে বলো, এটা কার রচনা? মানুষ এবং জ্বিন যার অনুরূপ কিতাব রচনা করতে অক্ষম, তা কি একজন উম্মীর রচনা বলা যেতে পারে?

১১৮. উম্মুল কোরা বলা হয় সকল জনপদের মূল ভূখন্ডকে। মক্কা মোয়াযযামা ছিলো গোটা আরবের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। ভৌগোলিক দিক থেকেও এটা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। আধুনিক বিশ্ব, অর্থাৎ আমেরিকা এর ঠিক নীচে অবস্থিত। আধুনিক বর্ণনা মতে, পানি থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি। তখন সর্বপ্রথম মক্কা মোয়ায্যামা সৃষ্টি করা হয়। এসব

www.icsbook.info

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ
سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ

তারা এ কিতাবের ওপরও ঈমান আনে, আর তারা তাদের নামাযের হেফাযত করে।[১১৯] ৯৩. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা বলে, আমার ওপর ওহী নাযিল হয়েছে, (যদিও) তার প্রতি কিছুই নাযিল করা হয়নি, (তার চাইতেই বা বড়ো যালেম কে,) যে বলে, আমি অচিরেই আল্লাহর নাযিল করা গ্রন্থের মতো কিছু নাযিল করে দেখাবো।[১২০] যদি (সত্যি সত্যিই) যালেমদের মৃত্যু-যন্ত্রণা (উপস্থিত) হবার সময় (তাদের অবস্থাটা) তুমি দেখতে পেতে![১২১] যখন (মৃত্যুর) ফেরেশ্তারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণবায়ু বের করে দাও;[১২২]

কারণে মক্কাকে বলা হয় উম্মুল কোরা বা সকল জনপদের মূল। 'ওয়া মান হাওলাহা' অর্থ আরব। কারণ, কোরআনে প্রথম এদর সম্বোধন করা হয়েছে এবং এদের মাধ্যমেই অবশিষ্ট বিশ্বকে সম্বোধন করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ বিশ্ব। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে– 'যেন তা সারা বিশ্ববাসীর জন্যে ভীতি প্রদর্শনকারী হতে পারে।'

১১৯. যার আখেরাতের জীবনের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস এবং মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে ঈমান আছে, সে-ই তো হেদায়াত এবং নাজাতের পথ সন্ধান করবে। কেবল সে-ই তো হেদায়াত এবং নাজাতের পথ অনুসন্ধান ও আল্লাহর পয়গাম গ্রহণ করবে এবং নামায ইত্যাদি এবাদাত নিয়মিত পালন করবে।

১২০. সম্ভবত আল্লাহ্র ওপর অপবাদ আরোপ করার অর্থ, তাঁর মহান শানের যোগ্য নয় এমন বিষয় তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন, কাউকে তাঁর শরীক এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন করা। অথবা এমন কথা বলা, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। অর্থাৎ তিনি বান্দাদের হেদায়াতের কোনো ব্যবস্থাই করেননি। যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড়ো যালেম। তেমনি যে ব্যক্তি নবুয়তের মিথ্যা দাবী করে অথবা এমন প্রলাপ উক্তি করে যে, আল্লাহর মতো কালাম তো আমিও আনতে পারি। যেমন, মোশরেকরা বলতো, ইচ্ছা করলে তো আমরা এমন কথা বলতে পারি। এসব কথা বড়ো অন্যায়, ঔদ্ধত্য। এসব অন্যায় কার্যের কিঞ্চিত শাস্তি সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আভাস দেয়া হয়েছে মাত্র।

১২১. অর্থাৎ মৃত্যুর বাতেনী এবং রূহানী কঠোরতায়।

১২২. অর্থাৎ রূহ কবয করা শাস্তি দেয়ার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে এবং আরও কঠোরতা ও রোষ ক্রোধ প্রকাশ করার জন্যে বলতে থাকে– বের কর নিজেদের জান। অনেক দিন থেকে নানা প্রকার টাল-বাহানা করে যা অনেক দিন বাঁচিয়ে রেখেছিলে।

www.icsbook.info

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ
شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى
ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর ব্যাপারে যে (ক্ষমাহীন) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে,[১২৩] তার জন্যে আজ অত্যন্ত অবমাননাকর এক আযাব তোমাদের দেয়া হবে।[১২৪] ৯৪. (আজ সত্যি সত্যিই) তোমরা আমার সামনে (একাকী) নিসঙ্গ অবস্থায় এলে, যেমনি নিসঙ্গ অবস্থায় আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অতপর তোমাদের আমি যা কিছু (বিষয় সম্পদ) দান করেছিলাম, তার সবটুকুই তোমরা পেছনে ফেলে (একান্ত খালি হাতে এখানে) এসেছো,[১২৫] তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারী ব্যক্তিদের- যাদের তোমরা মনে করতে তারা তোমাদের (কাজকর্মের) মাঝে অংশীদার, তাদের তো আজ তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি না! বস্তুত তাদের এবং তোমাদের মধ্যকার সেই (মিথ্যা) সম্পর্ক আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের ব্যাপারে তোমরা যা ধারণা করতে তাও আজ নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়ে গেছে।[১২৬] ৯৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যবীজ ও আঁটিগুলো অংকুরিত করেন, তিনিই নির্জীব (কিছু) থেকে জীবন্ত (কিছু) বের করে আনেন, (আবার) তিনিই জীবন্ত (কিছু) থেকে প্রাণহীন কিছু নির্গত করেন; এ (অপরূপ সৃষ্টি কৌশলের মালিক)

১২৩. অনেক কষ্টের সাথে যিল্লতি-অবমাননাও থাকবে।

১২৪. অর্থাৎ দম্ভ করে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে।

১২৫. অর্থাৎ আজ তোমাদের মাথায় টুপি নেই, পায়ে নেই জুতা। একেবারে রিক্তহস্তেই আসছো। যেসব সাজ-সরঞ্জামের জন্যে গর্ব করতে, তার কিছুই আজ সঙ্গে আনতে পারোনি। তা সবই রেখে আসতে হয়েছে।

১২৬. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করতে, খারাপ সময়ে তারা তোমাদের দিকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াবে, বিপদে সঙ্গী হবে, তারা এখন কোথায়? আজ তাদের তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে, তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে দেখি না। সাহায্য-সহায়তার সকল সম্পর্কই আজ ছিন্ন হয়েছে। তোমরা যেসব লম্বা লম্বা দাবী করতে, তা সবই আজ উধাও হয়ে গেছে।

www.icsbook.info

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ
لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾

হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (এরপরও) তোমরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো![১২৭] ৯৬. (রাতের আঁধার ভেদ করে) তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান,[১২৮] তিনি রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং (দিন তারিখের) হিসাব কিতাবের জন্যে তিনি চাঁদ ও সুরুজ বানিয়েছেন, এসব কিছুই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী (আল্লাহ তায়ালা)-এর নির্ধারণ করা (বিষয়)।[১২৯] ৯৭. তিনি তোমাদের জন্যে (অসংখ্য) তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা জলে-স্থলের[১৩০] আঁধারে পথের দিশা পেতে পারো, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (আল্লাহ তায়ালার এসব কুদরতের কথা) জানে, তাদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। ৯৮. তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা[১৩১] থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি (এখানে তোমাদের) থাকার ও মালসামান রাখার জায়গা বানালেন,[১৩২] জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলো (এভাবেই) বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি।

১২৭. অর্থাৎ মাটিতে বপন করার পর বীজ বিদীর্ণ করে শস্য উৎপাদন করা এবং নিষপ্রাণ থেকে প্রাণের এবং প্রাণ থেকে নিষপ্রাণের সঞ্চার করা– যেমন বীর্য থেকে মানুষ এবং মানুষ থেকে বীর্য সৃষ্টি করা– এসবই একমাত্র আল্লাহর কাজ। তবে তাঁকে ত্যাগ করে তোমরা কোথায় উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছো? এসব কাজ করতে পারে এমন কোনো সত্তা কি তোমরা খুঁজে পাবে?

১২৮. অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ভেদ করে প্রথম যে সোব্‌হে সাদেক ফুটে ওঠে, তাও তিনিই করেন।

১২৯. রাত-দিন এবং চন্দ্র-সূর্যের যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং তাদের গতির যে হিসাব তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতে সামান্যও রদবদল হয় না।

১৩০. অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি দ্বারা তাদের সরাসরি পথের সন্ধান লাভ করো, অথবা দিক-দর্শন যন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা তোমরা সাহায্যে করো।

১৩১. অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)।

১৩২. 'মোস্‌তাকার' অর্থ অবস্থানস্থল, ঠিকানা; আর 'মুস্তাওদা' অর্থ সোপর্দ করা এবং আমানত রাখার স্থান। এ হচ্ছে শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ, কিন্তু এ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে,

www.icsbook.info

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ
فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তিনি আসমান থেকে পানি (-র ধারা) নাযিল করেন, অতপর সে পানি দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি,[১৩৩] তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদগত করি, পরে তা থেকে পরস্পর জড়ানো ঘন শস্যদানাও সৃষ্টি করি এবং (ফলের) ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি,[১৩৪] আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার পয়দা করি, এগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়, আবার (একটার সাথে) আরেকটার গরমিলও থাকে;[১৩৫] গাছ যখন সুশোভিত হয় তখন (এক সময়) তা ফলবান হয়, আবার যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা এই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকো;[১৩৬] অবশ্যই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।[১৩৭]

সে সম্পর্কে মোফাস্‌সেরীন নানা মত পোষণ করেছেন। হযরত শাহ সাহেব (র.) 'মো'যেহুল কোরআনে' যা লিখেছেন, তা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি লিখেছেন, 'প্রথমে মাতৃগর্ভে সোপর্দ করা হয় ধীরে ধীরে দুনিয়ার গ্রহণ করার জন্যে। অতপর দুনিয়ায় এসে অবস্থান গ্রহণ করে। অতপর ধীরে ধীরে আখেরাতের সৃষ্টির জন্যে কবরে সোপর্দ করা হয়। অবশেষে জান্নাত বা জাহান্নামে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবে।

১৩৩. অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এ বৃষ্টি গাছপালা জন্মানোর কারণ।

১৩৪. অর্থাৎ ভারের চাপে নীচে ঝুঁকে পড়ে।

১৩৫. অর্থাৎ আকার-আকৃতি, রং-রূপ এবং স্বাদে-গন্ধে কোনো কোনো ফল একটা অপরটার সাথে সামঞ্জস্যশীল, আবার কোনোটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৩৬. অর্থাৎ প্রথমে যখন ফল দেখা দেয়, তখন ওটা থাকে কাঁচা, বিস্বাদ এবং ব্যবহারের অযোগ্য, কিন্তু পাকার পর কেমন সুস্বাদু, খেতে মজা এবং ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। এসবই হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ।

১৩৭. এ রুকুতে আল্লাহ তায়ালার যে কার্যাবলী, গুণাবলী এবং তাঁর কুদরতের যেসব নিদর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেসব থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ বা একত্ব এবং পরিপূর্ণ গুণাবলীর স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায়, চিন্তা করে দেখলে ওহী এবং নবুয়তের বিষয়ও অনেকাংশে সমাধান হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যখন নিজ রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের পার্থিব জীবন এবং বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে আসমান যমীনে এতোসব ব্যবস্থা করেছেন,

www.icsbook.info

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

১০০. তারা জ্বিনকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, অথচ জ্বিনদেরও তিনিই পয়দা করেছেন,[১৩৮] অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর ওপর পুত্র-কন্যা ধারণের অপবাদও আনয়ন করে,[১৩৯] অথচ তিনি মহিমান্বিত, এরা যা বলে তিনি তার চাইতে অনেক মহান ও পবিত্র।[১৪০]

রুকু ১২

১০১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (একক) উদ্ভাবক।[১৪১] (এদের তুমি বলো;) তাঁর সন্তান হবে কি ভাবে, তাঁর (তো) জীবনসংগিনীই নেই, সব কিছু তিনিই পয়দা করেছেন এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।[১৪২]

তখন তিনি আমাদের পরকালীন জীবন এবং রূহানী প্রয়োজন পূরণ করার কোনো ব্যবস্থাই করেননি–এমন কথা বলা মারাত্মক ভুল হবে। নিসন্দেহে যে দয়ালু পরওয়ারদেগার আমাদের দৈহিক খাদ্যের বর্ধন ও পরিপুষ্টির জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, আমাদের রূহানী খাদ্যের জন্যেও তিনি নবুয়তের মেঘমালা থেকে ওহী-এলহামের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। যিনি জলে-স্থলের অন্ধকারে তারকারাজির সাহায্যে বাহ্যিক পথ প্রদর্শন করেন, বাতেনী পথ প্রদর্শনের জন্যে তিনি রূহানী আসমানে একটি নক্ষত্রও উজ্জ্বল করেননি, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে! তিনি রাতের অন্ধকারের পর সোবহে সাদেকের আলো ফুটান। তিনি পার্থিব কাজকর্মে চন্দ্র-সূর্যের আলো দ্বারা একটা নির্দিষ্ট হিসাবের অধীনে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেন তিনি সৃষ্টিকুলকে। তবে কুফ্‌রী শেরেক, যুলুম-সেতম এবং ফেস্‌ক্‌-ফুজুর তথা পাপাচার-অনাচারের অন্ধকার রাতে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো চন্দ্রেরই উদয় হবে না, এমন কথা কি করে বলা যেতে পারে? কি করে বলা যায়, সোব্‌হে সাদেকের আলো ফুটেনি, রাতের অবসানে সূর্যের উদয় হয়নি? আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিকে চিরকালের জন্যে অজ্ঞানতা ও গোমরাহীর ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয়েছে? গমের বীজ এবং খেজুর দানা বিদীর্ণ করে দয়াময় আল্লাহ সবুজ শ্যামল বৃক্ষ উৎপন্ন করেন, কিন্তু মানব মনে আল্লাহ্‌র মা'রেফাত লাভের যে বীজ স্বভাবত বপিত হয়েছে, তিনি কি তা এমনিতেই নষ্ট করে দেবেন? তা থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে ফলে-ফুলে শোভিত হয়ে কি চরম বিকশিত হবে না? দৈহিক দিক থেকে দুনিয়ায় রয়েছে জীবন এবং মৃত্যুর ধারা। আল্লাহ তায়ালা জীবিত থেকে মৃত এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন। আত্মিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলীয় আল্লাহর এ নিয়ম কেন অস্বীকার করা হবে? সন্দেহ নেই, আত্মিক দিক থেকেও তিনি বহুবার একটা জীবিত জাতি থেকে মৃত এবং একটি মৃত

www.icsbook.info

জাতি থেকে জীবিত সদস্য সৃষ্টি করেন। তিনি যেমন আমাদের পার্থিব জীবনে আশ্রয়স্থলের যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি তার চাইতেও আমাদের পরকালীন জীবনের আশ্রয়স্থলের উপকরণের বেশী পরিমাণে ব্যবস্থা করেছেন।

এ থেকে এটাও বুঝা যায়, আমরা যেমন আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারি তাঁর কার্যাবলী দ্বারা চিনতে পারি, অর্থাৎ তিনি নিজের অসীম কুদরত বলে যা করতে পারেন, তেমন কাজ করার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই। ঠিক এ মানদন্ডেই আমরা তাঁর কালামকে যাচাই করতে পারি। আল্লাহর কালাম এমন যে, সব মানুষ এক হয়েও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম নয়। সুতরাং অবিলম্বে আমিও নাযিল করবো, যেমন নাযিল করেছেন আল্লাহ–এমন দাবী করা কি করে সঙ্গত হতে পারে? আগের রুকুতে যেসব বিষয়কে বাতিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এ রুকুতে আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলী, গুণাবলী বর্ণনা করে সেসব বিষয়ের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

১৩৮. এখানে জ্বিন অর্থ শয়তান। কারণ, শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ কুফরী-শেরেক করে থাকে। এ কারণে শয়তানের প্ররোচনায় গায়রুল্লাহ্র এবাদাত করা প্রকারান্তরে তারই এবাদাত করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিপূজার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদাত করবে না।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আমি কি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিনি, 'হে বনী আদম, তোমরা শয়তানের এবাদাত করো না?' কেয়ামতের দিন ফেরেশতারা বলবেন, পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, তাদের বাদ দিয়ে আপনিই আমাদের কার্যনির্বাহী, অভিভাবক বরং তারা জ্বিনের এবাদাত করতো। তাদের অধিকাংশই জ্বিনদের প্রতি ঈমানদার। অথবা এখানে জ্বিনের অর্থ জিন জাতি, যাদের সরদারদের নিকট অধিকাংশ জাহেল সাহায্য প্রার্থনা করতো, আশ্রয় চাইতো। 'এমন কিছু পুরুষ মানুষ আছে যারা পুরুষ জ্বিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, এতে তাদের ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পায়। (সূরা জিন ঃ রুকু ১)। তারা তো আমাদেরই মতো আল্লাহর অক্ষম সৃষ্টি। সৃষ্টি কি করে স্রষ্টার কাজে শরীক হতে পারে?

১৩৯. খৃস্টানরা হযরত মাসীহ (আ.)-কে এবং কোনো কোনো ইহুদী হযরত ওযায়র (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং মোশরেকরা ফেরেশতাদের আল্লাহ্র কন্যা বলতো।

১৪০. অর্থাৎ তিনি অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত। তাঁর শান অনেক উঁচু। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের ধারণা কি করে চলতে পারে?

১৪১. যিনি কোনো প্রকার নমুনা ছাড়াই, কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়েই একাকী গোটা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন এক অনুপম ভঙ্গিতে, আজ তাঁর অংশীদারের সাহায্য নেয়ার এবং পুত্র-পৌত্রের আশ্রয় খোঁজার কি প্রয়োজন রয়েছে?

১৪২. অবাক হতে হয় এই ভেবে, তোমরা যখন কোনো সৃষ্টিকে সত্য সত্যই আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করো, তখন এ সন্তানদের মাতা সাব্যস্ত করবে কাকে, আর আল্লাহর সাথে সেই মায়ের কেমন সম্পর্ক স্থাপন করবে? খৃস্টানরা হযরত মাসীহ (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে, কিন্তু তারাও হযরত মারইয়ামকে আল্লাহর স্ত্রী সাব্যস্ত করে উভয়ের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রবক্তা হওয়ার সাহস পায় না। এটাই যদি না হবে, তবে হযরত মারইয়াম-এর গর্ভে জন্ম নেয়া শিশু আল্লাহর পুত্র হবে কি করে! আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার অন্য শিশুদেরও মাতৃগর্ভ থেকেই সৃষ্টি করেন, কিন্তু নাউযু বিল্লাহ, তাদের আল্লাহর সন্তান বলা হয় না। পার্থক্য কেবল এতোটুকু, কোনো শিশু স্বাভাবিক নিয়ম ও কার্যকারণের বিপরীতে নিছক জিবরাঈলের ফুঁতে জন্ম নেয়, আর কোনো শিশু জন্ম নেয় স্বাভাবিক কার্যকারণ পরম্পরায়। এতে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের

www.icsbook.info

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ
وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

১০২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা– তোমাদের মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সব কিছুর (একক) স্রষ্টা তিনি, সুতরাং তোমরা তাঁরই এবাদাত করো, সব কিছুর ওপর তিনি চূড়ান্ত তত্ত্বাবধায়ক বটে।[১৪৩] ১০৩. কোনো দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায় না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব কিছু সম্পর্কেই খোঁজ-খবর রাখেন।[১৪৪] ১০৪. তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এই) সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান (-এর নিদর্শন) এসেছে, অতপর যদি কোনো ব্যক্তি (এসব নিদর্শন) দেখতে পায়, তাহলে সে তা দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, আবার যদি কেউ (তা না দেখে) অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপরই (বর্তাবে। তুমি বলো); আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।[১৪৫]

ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। কার্যকারণ আর তার ফলাফল বা স্বভাব বিরুদ্ধ কিছু হোক, সব তো আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। কোন্ জিনিস কখন কিভাবে সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত, তা তিনিই ভাল জানেন।

১৪৩. আল্লাহ তায়ালার এবাদাত এ জন্যে করা উচিত, উপরোক্ত গুণাবলীর কারণে তিনি সত্তাগতভাবে এবাদাত পাওয়ার যোগ্য। আর এ জন্যেও যে, সকল সৃষ্টির কার্যসাধন তাঁর হাতেই নিহিত রয়েছে।

১৪৪. হযরত শাহ সাহেব (র.) এর অর্থ করেছেন, চোখে শক্তি নেই তাঁকে দেখার। অবশ্য তিনি নিজে দয়াপরবশ হয়ে যদি নিজেকে দেখাতে চান, তবে চক্ষুতে এমন শক্তি সৃষ্টি করতে পারেন যেমন আখেরাতে মোমেনরা মর্তবা অনুযায়ী আল্লাহকে দেখবে। কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তি থেকে এটা প্রমাণিত। অথবা কোনো কোনো বর্ণনামতে, নবী করীম (স.) ইসরা রজনীতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন। যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো স্পষ্ট উক্তি বর্তমান নেই; সুতরাং সে ক্ষেত্রে না দেখার আকীদাই পোষণ করতে হবে। অতীত মোফাস্সেরদের মধ্যে কেউ কেউ 'এদ্রাক' অর্থ করেছেন আয়ত্ত্ব করা। অর্থাৎ চক্ষু কখনো তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। আখেরাতেও দেখতে পাবে, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারবে না। অবশ্য তাঁর শান হচ্ছে, তিনি সকল দৃষ্টিহীন আর দৃষ্টি বস্তুকেই আয়ত্ত করে আছেন। এ অর্থে 'লতীফ' শব্দটি সম্পৃক্ত হবে 'লা তুদরেকুহু'র সাথে, আর 'খাবীর' সম্পৃক্ত হবে 'ওয়া হুয়া ইউদরেকুহু'র সাথে।

১৪৫. অর্থাৎ, আমরা আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য নিদর্শনরাজি ও দলীল-প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে। যে কেউ চক্ষু খুলে দেখলে আল্লাহকে দেখতে পাবে। আর যে অন্ধ সেজে বসেছে, সে নিজেরই ক্ষতি করেছে। যাকে দেখার জন্যে বাধ্য করা আমার কাজ নয়।

www.icsbook.info

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ

وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾

১০৫. আমি এভাবেই আমার আয়াতগুলো (তাদের কাছে) বিধৃত করি, যাতে করে তারা একথা বলতে পারে, তুমি (এসব কথা ভালো করেই) পড়ে এসেছো এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে যেন আমি তা (আরো) সুস্পষ্ট করে দিতে পারি।[১৪৬] ১০৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো যা তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, (এরপরও) যারা শেরেকে লিপ্ত, তাদের তুমি (পুরোপুরিই) এড়িয়ে চলো।[১৪৭] ১০৭. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে এরা কেউই তাঁর সাথে শেরেক করতো না;[১৪৮] আর আমি (কিন্তু) তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি, তুমি তো তাদের ওপর কোনো অভিভাবকও নও।[১৪৯]

১৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজের আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে এবং বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বুঝান এ জন্যে, যাতে আপনি সকলের নিকট তা পৌছে দেন, আর যোগ্যতা ও অবস্থাভেদে তাদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়। যেদী-হঠকারী এবং কদর্থকারী লোকেরা তো বলবে, এমন জ্ঞানধারা এবং এমন কার্যকর বিষয়বস্তু বর্ণনা করা একজন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব। অবশ্যই বিভিন্ন সময়ে কারো নিকট থেকে শিখে থাকবে। অতপর পড়ে পড়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, কিন্তু জ্ঞানবান এবং ইনসাফপ্রিয় লোকদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং শয়তান সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যাবে।

১৪৭. আপনি এক আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকুন। মোশরেকদের অজ্ঞতা-শত্রুতার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবেন না। কারণ, এমন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ শোনার পরও তারা সোজা পথে আসেনি।

১৪৮. অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার প্রাকৃতিক বিধান, গোটা বিশ্বকে জোরপূর্বক মোমেন বানানোর দাবী করে না। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়ার বুকে একজন মোশরেকও অবশিষ্ট রাখতেন না, কিন্তু শুরু থেকে মানব প্রকৃতির বিধানই তিনি এমন করেছেন, মানুষ চেষ্টা করলে অবশ্যই হেদায়াত কবুল করতে পারে। তাই বলে, এটা কবুল করতে একেবারেই বাধ্য এবং নিরুপায় নয়। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪৯. আপনার কর্তব্য হচ্ছে প্রচার করা এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করে চলা। তাদের আমলের জন্যে আপনি দায়িত্বশীল নন। এ জন্যে আপনাকে জবাবদিহিও করতে হবে না।

www.icsbook.info

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن
جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ

১০৮. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি-গালাজ করো না, নইলে তারা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে;[১৫০] এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি, অতপর (সবাইকেই) তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, (তারপর) তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা (দুনিয়ার জীবনে) কি করে এসেছে।[১৫১] ১০৯. এরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তাহলে অবশ্যই তারা তার ওপর ঈমান আনবে;[১৫২] তুমি বলো, নিদর্শন পাঠানো (সম্পূর্ণত) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার, তুমি কি

১৫০. অর্থাৎ, আপনি তাবলীগ ও নসীহত করে দায়িত্বমুক্ত হোন। এখন এরা যেসব কুফরী-শেরেকী করবে, সে জন্যে তারাই দায়ী। আপনি এ জন্যে মোটেই দায়ী নন। অবশ্য এটা জরুরী, আপনি বিনা প্রয়োজনে তাদের আরও কুফ্‌রী অবাধ্যতার কারণ হবেন না। যেমন ধরুন, তাদের ধর্মের প্রতিবাদ এবং আলোচনা-সমালোচনা প্রসঙ্গে আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মাবুদ এবং নেতাদের গালি-গালাজ করতে শুরু করলেন। এর ফল দাঁড়াবে, তারা জবাবে আপনার সত্য মাবুদ এবং সম্মানিত বুযুর্গদের সাথে বেয়াদবী করবে, অজ্ঞতাবশত তাদের গালি দেবে। এ অবস্থায় আপনি নিজের সম্মানিত মাবুদ এবং বুযুর্গদের অসম্মানের কারণ হবেন। সুতরাং সর্বদা তা থেকে বিরত থাকুন। যুক্তিযুক্ত পন্থায় কোনো মতাদর্শের মূলনীতি বা খুঁটিনাটি বিষয়ের ভুল ধরিয়ে দেয়া বা দুর্বলতা সম্পর্কে অনুসন্ধানী বা আরোপিত পন্থায় সতর্ক করে দেয়া অন্য জিনিস, কিন্তু কোনো জাতির নেতা এবং উপাস্যদের প্রসঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতলবে ব্যথাদায়ক শব্দ উচ্চারণ করা কোরআন কখনো জায়েয রাখে না।

১৫১. অর্থাৎ, দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষাস্থল। আমি দুনিয়ার ব্যবস্থা এমন রেখেছি এবং এমন কার্যকারণের সমাবেশ ঘটিয়েছি, যাতে সব জাতিই এখানে নিজেদের আমল এবং কর্মধারায় গর্ববোধ করে। মানব মনের গঠন-কাঠামো এমন করা হয়নি যে, সে কেবল সত্য পছন্দ এবং গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। ভুলের দিকে যাওয়ার কোনো অবকাশই থাকবে না। অবশ্য আল্লাহর কাছে গেলে যখন সবকিছু ফাস হয়ে সামনে আসবে, তখন বুঝতে পারবে, দুনিয়ায় যা কিছু করতো তা কেমন ছিলো।

১৫২. অর্থাৎ, কোনো কোনো ফরমায়েশী নিদর্শন, যেমন সাফা পর্বত খালেস স্বর্ণে পরিণত হওয়া।

www.icsbook.info

أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ وَلَوْ أَنَّنَا
نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

জানো (এদের অবস্থা), নিদর্শন এলেও এরা কিন্তু কখনো ঈমান আনবে না।[১৫৩] ১১০. আমি (অচিরেই) তাদের অন্তকরণ ও দৃষ্টিশক্তিকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো, যেমন তারা প্রথম বারেই এ (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি (এবার) তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবো।[১৫৪]

রুকু ১৩

১১১. (এমনকি) আমি যদি তাদের কাছে (আমার) ফেরেশ্তাদেরও নাযিল করি এবং (কবর থেকে) মৃত ব্যক্তিরাও যদি (উঠে এসে) তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করে, কিংবা আমি যদি (দুনিয়ার) সমুদয় বস্তুও এনে তাদের ওপর জড়ো করে দেই, তবু এরা (কখনো) ঈমান আনবে না, অবশ্য (এদের কারো ব্যাপারে) যদি আল্লাহ তায়ালা (ভিন্ন কিছু) চান (তা আলাদা কথা। আসলে), এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই মূর্খের আচরণ করে।[১৫৫]

১৫৩. কোনো কোনো মুসলমানের মনে ধারণা জন্মে, তাদের এ দাবীও পুরো করা হলে ভালোই হয়। এ প্রসঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা কি করে জানবে, এসব হঠকারী অবাধ্য লোকেরা ফরমায়েশী নিদর্শন দেখেও ঈমান আনবে না। অতপর আল্লাহর নীতি অনুযায়ী তৎক্ষণাত ধ্বংস হওয়ার যোগ্য হবে। এ সম্পর্কে সূরার শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৫৪. অর্থাৎ, কুফরী-অবাধ্যতায় কালক্ষেপণ হলে ফল দাঁড়াবে, আমি তাদের অন্তর এবং চক্ষু পালটিয়ে দেবো। অতপর সত্য বুঝার এবং দেখার তাওফীক হবে না। 'মো'যেহুল কোরআনে' আছে, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, সে সত্য সম্পর্কে শুনে প্রথমেই ইনসাফের সাথে গ্রহণ করে। আর যে প্রথমেই হঠকারিতা করে, সে নিদর্শন দেখেও নানা টালবাহানা করে।

১৫৫. অর্থাৎ, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী বা তার চাইতেও বড়ো কথা ধরে নিন, আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল হয়েও যদি আপনার সত্যতা প্রতিপন্ন করে আর কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরা এসে যদি তাদের সাথে কথা বলে এবং অতীতের সব উম্মতকে পুনরায় জীবিত করে যদি তাদের সামনে হাযির করা হয়, তবু অযোগ্যতা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষের কারণে তারা সত্য মেনে নেবে না। সন্দেহ নেই, আল্লাহ ইচ্ছা করলে জোর করে তাদের মানাতে পারেন, কিন্তু এমন করা তাঁর হেকমত এবং প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী। নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকাংশই এটা বুঝতে পারে না। আগে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ
حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

১১২. আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে (যুগে যুগে কিছু কিছু) দুশমন বানিয়ে রেখেছি[১৫৬] মানুষের মাঝ থেকে, (কিছু আবার) জ্বিনদের মাঝ থেকে, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার মালিক চাইলে তারা (অবশ্য এটা) করতো না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক![১৫৭] ১১৩. (এটা এ জন্যে) যেন যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান না রাখে, তাদের মন এর ফলে শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যাতে করে তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, (সর্বোপরি) তারা যেসব কুকর্ম চালিয়ে যেতে চায়, তাও এর ফলে নির্বিঘ্নে তারা চালিয়ে যেতে পারে।[১৫৮] ১১৪. (তুমি বলো,) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, অথচ তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি আমার

১৫৬. অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করেছি।

১৫৭. বিশ্ব-ব্যবস্থা যতোদিন অটুট রাখা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, ততোদিন ভালো-মন্দ কোনো শক্তিকেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। এ কারণে ভালো মন্দ এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর বিপরীতমুখী সংগ্রাম সবসময় চলে আসছে। বিরুদ্ধবাদী মোশরেকরা যেমন আজ আপনার কাছে অহেতুক ফরমায়েশ করে উত্ত্যক্ত করছে, নানা ধরনের কূট-কৌশলে মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে চাচ্ছে, তেমনিভাবে প্রত্যেক নবীর প্রতিপক্ষ শয়তানী শক্তি তাদের কাজ করেছে, যাতে পয়গম্বররা তাদের পাক পবিত্র উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের হেদায়াতের কাজে সফল হতে না পারেন। এ অসৎ উদ্দেশে মানুষ এবং জ্বিন শয়তানরা একে অপরের সহযোগিতা করে। তারা একে অপরকে প্রতারণার চাকচিক্যময় কথাবার্তা শেখায়। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম আর প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে তাদের এই অস্থায়ী আযাদী দেয়া হয়েছে। এ কারণে আল্লাহর দুশমনদের প্রতারণা-প্রবঞ্চনায় আপনি চিন্তিত ও বিচলিত হবেন না। তাদের মিথ্যাচার এবং মিথ্যা অপবাদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিষয়টা আপনি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন।

১৫৮. অর্থাৎ শয়তানরা একে অপরকে চটকদার প্রতারণার কথা শেখায় এ জন্যে, দুনিয়ার জীবনে যারা মত্ত রয়েছে, পরকালের জীবনে যারা বিশ্বাস করে না, এসব কথা শুনে তারা যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় মনে-প্রাণে তাদের পছন্দ করে এবং খারাপ কাজ ও কুফ্‌র-ফেস্‌ক তথা পাপাচারের পংকিলতা থেকে যাতে বের হতে না পারে।

www.icsbook.info

الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ اِنَّ
رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা (আল কোরআন) নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১১৫. ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১৫৯] ১১৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; কেননা এরা নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই চলে, (অধিকাংশ ব্যাপারে) এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেই না।[১৬০] ১১৭. তোমার মালিক নিসন্দেহে (এ কথা) ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী– তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।

১৫৯. জ্বিন ও মানুষ শয়তানদের প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও চাকচিক্যময় কথাবার্তায় কেবল অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিরাই কর্ণপাত করতে পারে। একজন পয়গম্বর বা তাঁর অনুসারী, যারা প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহকেই ফয়সালাকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছে, এক আল্লাহকে ত্যাগ করে কারো অলংকৃত কথাবার্তায় কর্ণপাত করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব? অথবা খোদা না করুন, গায়রুল্লাহর ফয়সালার সামনে তারা মাথানত করবে? অথচ তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বিস্ময়কর ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব এসেছে, যাতে সকল মৌলিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, অতীত কিতাবের সুসংবাদের ভিত্তিতে যার সম্পর্কে আহলে কিতাবের আলেমরাওজানে, নিসন্দেহে এটা আসমানী কিতাব। এর সব খবরই সত্য। সব বিধানই ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ। এতে রদবদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারো নেই। এমন কিতাব এবং এমন পূর্ণাংগ বিধান বর্তমান থাকতে কোনো মুসলমান কি করে প্রতারণা-প্রবঞ্চনার শিকার হতে পারে? অথচ সে জানে, আমরা আল্লাহ তায়ালাকেই বিচারক এবং তাঁর স্পষ্ট কিতাবকেই আমরা জীবন বিধান হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছি। তিনি আমাদের সব কথা শোনেন এবং সবরকম অবস্থা-উপলক্ষ্যও তার উপযোগী বিধান ও পরিণতির যথার্থতা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

১৬০. পর্যবেক্ষণ এবং ইতিহাস বলে, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং নীতিবান লোক দুনিয়ায় সবসময়ই কম ছিলো। নিছক ধারণা-কল্পনা এবং নীতিহীনতার অনুসারীদের সংখ্যাই বেশী। আপনি যদি এ অধিক সংখ্যক লোকের কথা মেনে নীতিহীনতার অনুসারী হন, তবে আল্লাহ প্রদর্শিত সত্য পথ থেকে নিশ্চিত বিচ্যুত হবেন। তাঁকে উপলক্ষ করে একথা অন্যদের শোনানো হয়েছে। সাধারণ জাহেল লোকদের নীতিহীন এবং কাল্পনিক কথাবার্তার মধ্যে একটি

www.icsbook.info

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ

أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

১১৮. অতপর তোমরা (শুধু) সেসব (জন্তুর গোশ্‌ত) খাবে, যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) আয়াতের ওপর বিশ্বাসী হও।[১৬১] ১১৯. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশ্‌ত) কেন খাবে না, যার ওপর (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন– সে কথা অবশ্যই আলাদা যখন তোমাদের তার ব্যাপারে একান্ত বাধ্য (ও নিরুপায়) করা হয়।[১৬২] অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো (মানুষকে) বিপথে চালিত করে; নিসন্দেহে তোমার মালিক সীমালংঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।[১৬৩]

ছিলো, তারা যবাহ করা প্রাণী টিপ্পনী কেটে বলেছিলো, 'যে প্রাণী স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, মুসলমানরা তাকে হারাম বলে। অথচ তা তো আল্লাহ মেরেছেন, কিন্তু তারা নিজেদের হাতে মারা প্রাণীকে হালাল বলে। এ তো একটা আশ্চর্য কথা।' পরবর্তী আয়াতে 'ফাকুলু মিম্মা যুকেরাসমুল্লাহে আলাইহে' বলে তাদের এ সমালোচনার জবাব দেয়া হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) 'মো'যেহুল কোরআনে' লিখেন, 'মুসলমানরা নিজেদের হাতে মারা প্রাণী খায়, কিন্তু আল্লাহর মারা প্রাণী খায় না। কাফেরদের এ কথা প্রসঙ্গে এ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে, এমন চাকচিক্যময় প্রতারণাপূর্ণ কথা শয়তান মানুষকে সন্দেহে ফেলার জন্যে শিক্ষা দেয়। ভালো করে জেনে রাখে, হালাল, হারাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম চলে। এ ব্যাপারে কেবল বুদ্ধির মারপ্যাঁচের কোনো মূল্য নেই। পরে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ সবকিছুকেই মারেন, কিন্তু তাঁর নামের বরকত আছে। যা আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়, তা হালাল, কিন্তু এ ছাড়া যা মারা যায়, তা মৃত (হারাম)।

১৬১. সত্য-সঠিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তোমরা যখন রসূলে করীম (স.)-এর নবুয়ত এবং কোরআন মজীদের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছো, সামগ্রিকভাবে তার বিধানে ঈমান এনেছো, তখন খুঁটিনাটি বিষয়ের সত্যতা মেনে নিতেই হবে। প্রত্যেক মৌলিক ও শাখাগত বিষয় এবং সামগ্রিক ও আংশিক সব কিছু মেনে নেয়া যদি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে তো ওহী এবং নবুয়তের কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।

১৬২. অর্থাৎ অপারগতা ও নিরুপায় অবস্থা বাদ দিয়ে যেসব জিনিস হারাম, তা সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। যে হালাল জানোয়ার আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়, তা হারাম বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এটা না খাওয়ার কারণ কি?

১৬৩. মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে, সব জিনিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ই পয়দা করেন এবং তিনিই মারেন। তাঁর পয়দা করা জিনিসের মধ্যে কোনোটা খাওয়া আমাদের

www.icsbook.info

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ
بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ
لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ
اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, (বেঁচে থাকো) তার গোপন অংশ থেকেও; নিসন্দেহে যারা কোনো গুনাহ অর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে।[১৬৪] ১২১. (যবাইর সময়) যার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশ্ত) তোমরা কখনো খাবে না,[১৬৫] (কেননা) তা হচ্ছে জঘন্য গুনাহের কাজ; শয়তানের (কাজই হচ্ছে) তার সংগী-সাথীদের মনে প্ররোচনা দেয়া, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মোশরেক হয়ে যাবে।[১৬৬]

কাছে সুস্বাদু এবং উপকারী, যেমন আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো জিনিসকে আমরা ঘৃণা করি অথবা ক্ষতিকর মনে করি। যেমন নাপাক দুর্গন্ধময় জিনিস এবং বিষ ইত্যাদি। এমনিভাবে তাঁর মারা জিনিসও দুই ধরনের। এক, সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি যাকে ঘৃণা করে অথবা আমাদের শারীরিক বা আত্মিক সুস্থতার জন্যে যা খাওয়া আল্লাহ্র নিকট ক্ষতিকর। যেমন সে রক্তযুক্ত প্রাণী, যা স্বাভাবিকভাবে মারা যায় আর তার রক্ত ইত্যাদি গোশতের সাথে মিশে থাকে। দুই, সেই হালাল পবিত্র জন্তু, যা যথানিয়মে আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়। এও আল্লাহই মেরেছেন। অবশ্য আল্লাহ এটা মেরেছেন মুসলমানের ছুরির সাহায্যে, কিন্তু যবাহ কর্ম এবং আল্লাহর নামের বরকতে এর গোশত পাক-পবিত্র হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উভয়কে এক করে দেখতে চায়, সে হবে সীমালংঘনকারী।

১৬৪. অর্থাৎ কাফেরদের প্ররোচনায় বাহ্যিকভাবে আমল করবে না এবং অন্তরে সন্দেহ পোষণ করবে না। (মো'যেহুল কোরআন)

১৬৫. যেসব জীবজন্তু যবাইকালে আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করা হয়নি তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতই আল্লাহর নাম উচ্চারণ পরিহার করা অথবা বিধানগতভাবে পরিহার করা, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হানাফী মাযহাব অনুসারীরা ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর নাম উল্লেখ না করার ক্ষেত্রে বিধানগতভাবে তা উল্লেখ আছে বলে দাবী করেন।

১৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করাই কেবল শেরেক নয়; বরং কোনো জিনিসকে হালাল-হারাম করার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল প্রমাণ ত্যাগ করে নিছক ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করাও শেরেকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন 'ইত্তাখাযূ আহবারাহুম ওয়া রুহবানাহুম আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ- এ আয়াতের তাফসীরে রসূলুল্লাহ (স.) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আহলে কিতাবম হালাল হারামের বিধানে আল্লাহর ওহী ত্যাগ করে কেবল আহ্বার-রোহ্বানের অর্থাৎ পাদ্রী-পুরোহিতদের হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার ওপরই নির্ভর করতো।

www.icsbook.info

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ

كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا

لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذَا

جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ

রুকু ১৪

১২২. যে ব্যক্তি (এক সময়) ছিলো মৃত, অতপর আমি তাকে জীবিত করলাম, (তদুপরি) তার জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকাও আমি বানিয়ে দিলাম, যার আলো দিয়ে মানুষের সমাজে সে চলতে পারছে, সে কি কখনো সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এমন অন্ধকারে (পড়ে) আছে, যেখান থেকে সে (কোনোক্রমেই) বেরিয়ে আসতে পারছে না; এভাবেই কাফেরদের জন্যে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভনীয় (ও সুখকর) বানিয়ে রাখা হয়েছে।[১৬৭] ১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার কিছু কিছু বড়ো অপরাধী নিযুক্ত করে রেখেছি, যেন তারা সেখানে (অন্যদের) ধোকা দিতে পারে; (আসলে) এসব কিছুর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তারা নিজেরা এ কথাটা মোটেই উপলব্ধি করতে পারছে না।[১৬৮] ১২৪. তাদের কাছে যখনি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কোনো আয়াত আসে তখন তারা বলে উঠে, আমরা এর ওপর কখনো ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না আমাদেরও তাই দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে।

১৬৭. আগে বলা হয়েছে, শয়তান তার বন্ধুদের অন্তরে মুসলমানদের সাথে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করে। বিবাদ-বিরোধ, গোলক-ধাঁধা আর চাকচিক্য এবং প্ররোচনা সৃষ্টি করে তাদের সত্য পথ হতে বিচ্যুত করতে চায়, কিন্তু তাদের মন থেকে এ নিষ্ফল আশা ত্যাগ করতে হবে, যে ব্যক্তি বা দল অজ্ঞতা-গোমরাহীতে মৃত্যু বরণ করেছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমান ও মারেফাতের রূহ দ্বারা জীবিত করেছেন এবং কোরআনের আলো দান করেছেন, যা ধারণ করে তারা সাধারণ মানুষের ভীড়ের মধ্যে অবাধে সত্য সরল পথে বিচরণ করছে, শয়তানের প্ররোচনা গ্রহণ করায় তার অবস্থা কি শয়তানের সেসব বন্ধুর মতো হতে পারে, যারা অজ্ঞতা আর গোমরাহীর অন্ধকারে ঠোকর খেয়ে খেয়ে ফিরছে? যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, তারা গোমরাহীর অন্ধকারকে মনে করে আলো, খারাপকে মনে করে ভালো। না, কখনো এমন হতে পারে না।

১৬৮. অর্থাৎ আজ কেবল মক্কার কর্তাব্যক্তিরাই নয়; বরং কাফের সরদাররা সব সময়ই ছল-চাতুরী আর কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যাতে সাধারণ মানুষ পয়গম্বরদের অনুগত হতে না পারে। যেমন ফেরাউন মোজেযা দেখে ছল-চাতুরী করে বলেছিলো, যাদুর জোরে রাজত্ব দখল করতে চায়, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের এসব ছল-চাতুরী, কলা-

www.icsbook.info

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ
يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ
ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۵﴾

আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর রেসালাত তিনি কোথায় রাখবেন; যারা এ অপরাধ করেছে তারা অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমান ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে, কেননা তারা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) প্রতারণা করছিলো।১৬৯ ১২৫. আল্লাহ তায়ালা যদি চান কাউকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন, তাহলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে খুলে দেন, (আবার) যদি চান কাউকে বিপথগামী করবেন তাহলে তার হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, (তার পক্ষে ইসলামের অনুসরণ করা এমন কঠিন হয়) যেন কোনো একজন ব্যক্তি আকাশে চড়তে চাইছে;১৭০ আর যারা (আল্লাহর ওপর) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (অপমানজনক লাঞ্ছনা ও) নাপাকী ছেয়ে দেন।

কৌশল পাকা ঈমানদারদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। এরা এসব করে তারা নিজেদেরই পরিণাম খারাপ করে। অবশ্য তারা এখন সেটা অনুভব করতে পারছে না।

১৬৯. তাদের প্রতারণা ও অহংকারসূচক প্রবঞ্চনার এক দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আম্বিয়া (আ.)-এর সত্যতার কোনো নিদর্শন দেখে বলে যে, আমরা এসব নিদর্শন বুঝি না। আমরা কেবল তখনই বিশ্বাস করতে পারি, যখন আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হবে 'এবং পয়গম্বরদের মতো আমাদেরও আল্লাহর পয়গাম শোনাবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবেন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– এবং যারা আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা করে না, তারা বলে, আমাদের ওপর ফেরেশতা কেন নাযিল হয় না, অথবা আমরা আমাদের পরওয়ারদেগার কেন দেখি না! নিসন্দেহে তারা অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর সীমা লংঘন করে।' (আল ফোরকান ঃ রুকু ৩) পয়গম্বরীর পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কে, কে আল্লাহর আমানত বহন করতে পারে, তা তো আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। এটা অর্জন করার মতো কোনো জিনিস নয়, দোয়া-সাধনা বা পার্থিব ধন-দওলত দ্বারা যা হাসিল করা যাবে। যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তিকে এমন সম্মানজনক নাযুক দায়িত্বে নিয়োজিত করা যায় না। অবশ্য এসব বেয়াদব, দাম্ভিক ও ছলনাকারী প্রতারকদের জেনে রাখা উচিত, এ সম্মানজনক পদ মর্যাদা দাবী করার জবাব তাদের কঠোর অবমাননা আর কঠিন শাস্তির আকারে দেয়া হবে।

১৭০. অর্থাৎ জোর করে আসমানে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু পারে না। আর পারে না বলে অন্তরে ভীষণ সংকীর্ণতা অনুভব করে।

www.icsbook.info

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৬. (মূলত) এটিই হচ্ছে তোমার মালিকের (দেখানো) সহজ সরল পথ; আমি অবশ্যই আমার আয়াতসমূহ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।[১৭১] ১২৭. তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে শান্তির এক সুন্দর নিবাস, তিনি (আল্লাহ তায়ালাই) তাদের অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়।[১৭২]

১৭১. যারা ঈমান আনতে চায় না, তাদের ওপর এমনিভাবে আযাব ও ধ্বংস আরোপ করা হয়। ধীরে ধীরে তাদের অন্তর এতোটা সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, যাতে তাদের অন্তরে সত্য প্রবেশের আদৌ কোনো অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না। অন্তরের সংকীর্ণতার এ আযাব কেয়ামতের দিন তারা অনুভূত আকৃতিতে দেখতে পাবে। 'দ্রঃ দ্রু-এর অর্থ আযাব অনুযায়ী এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম 'রেজ্সুন' অর্থ আযাব করেছেন, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে 'রেজ্সুন'-এর অর্থ করেছেন শয়তান। সম্ভবত তিনি এ অর্থ এ জন্যে গ্রহণ করেছেন, মূলত 'রেজ্সুন্' বলা হয় নাপাককে। শয়তানের চেয়ে বড়ো নাপাক আর কি হতে পারে, কে হতে পারে? যা হোক, এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের তাৎপর্য হবে, ঈমান গ্রহণ করতে যারা ঘাবড়ায়, আল্লাহ যেমনি তাদের অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন, তেমনিভাবে বে-ঈমানীর কারণে তাদের ওপর শয়তানকে চাপিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাদের কখনো সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক হয় না। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা 'আগে বলেছেন, কাফেররা কসম খেয়ে বলে, আমরা নিদর্শন দেখলে অবশ্যই ঈমান আনবো। আর এখন বলছেন, আমি তাওফীক না দিলে তারা ঈমান আনবে কি করে? মধ্যখানে তাদের মৃত প্রাণী হালাল করার ফন্দির কথা বর্ণনা করেছেন। এখন এর জবাব দিয়েছেন, যার জ্ঞান এ দিকে যায় যে, নিজের কথা ত্যাগ করে না, কোনো দলীল দেখে কূট-কৌশল অবলম্বন করে, এটা গোমরাহীর আলামত। আর যার জ্ঞান ইনসাফ আনুগত্যের পথে চালিত হয়, তা হেদায়াতের আলামত। যে নিজের কথা ত্যাগ করে না, দলীল-প্রমাণ দেখেও সত্য অস্বীকারের উদ্দেশে কূট কৌশল অবলম্বন করে। এটা তাদের মধ্যে গোমরাহীর আলামত। তাদের ওপর কোনো আয়াত নাযিল হবে না। এখানে হেদায়াত এবং গোমরাহ করা আল্লাহ তাআলার কাজ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্ব কয়েক স্থানে আলোচনা করেছি। আগামীতেও যথাস্থানে আলোচনা করা হবে, কিন্তু বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদীর্ঘ। এ সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র রচনা লিখে এ তাফসীরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। আল্লাহ তাওফীক দিন। (হযরত ওসমানী (র.)-এর এ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। আমরা তার এরূপ কোনো স্বতন্ত্র রচনার সন্ধান পাইনি)।-সম্পাদক

১৭২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ও আনুগত্যের সোজা পথে চলবে, সে-ই পৌঁছবে শান্তি নিরাপত্তার গৃহে। আল্লাহ হবেন তার বন্ধু এবং সাহায্যকারী। এ অবস্থা তো তাদের যারা আল্লাহর ওলী-বন্ধু। অর্থাৎ যারা আওলিয়াউর রহমান। পরে আওলিয়া-উশ-শয়তান তথা শয়তানের বন্ধুদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. (স্মরণ করো,) যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, (তখন তিনি শয়তানরূপী জ্বিনদের) বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা তো (বিভিন্ন সময়) অনেক মানুষকেই গোমরাহ করেছো,[১৭৩] (এ সময়) মানুষের ভেতর থেকে (যারা) তাদের বন্ধু (তারা) বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের এক একজন এক একজনকে (ব্যবহার করে) দুনিয়ার জীবনে প্রচুর লাভ কামাচ্ছিলাম, আর এভাবেই আমরা চূড়ান্ত সময়ে এসে হাযির হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে;[১৭৪] তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বলবেন, (হাঁ, আজ সে গোমরাহীর জন্যে) তোমাদের ঠিকানা (হবে জাহান্নামের) আগুন, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চাইবেন[১৭৫] (তা আলাদা); তোমার মালিক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।[১৭৬]

১৭৩. অর্থাৎ হে জ্বিনেরা, তোমরা অনেক হতভাগা মানুষকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করেছো নিজেদের পথে নিয়োজিত করেছো।

১৭৪. দুনিয়ায় মানুষ যে মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে, তারা মূলত খবিস জ্বিন অর্থাৎ শয়তানেরই পূজা করে। তারা কার্য উদ্ধার করে দেবে– এ ধারণায় তাদের উদ্দেশে ভেঁট দেয়। জাহেলী যুগে অনেকেই অস্থিরতা উৎকণ্ঠার সময় জ্বিনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। সূরা জ্বিনে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ এ প্রসঙ্গে অনেক রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। আখেরাতে যখন জ্বিন ও মানুষ শয়তানদের সমানভাবে ধরা হবে এবং আসল সত্য উদঘাটিত হবে, তখন মোশরেকরা ওযর-আপত্তি করে বলবে, পরওয়ারদেগার, আমরা তো তাদের পূজা করিনি। আমরা পরস্পরে সাময়িক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলাম মাত্র। মৃত্যুর প্রতিশ্রুত সময় আসার পূর্বে আমরা দুনিয়ার কাজ-কর্মে একে অন্যের দ্বারা কার্যোদ্ধারের কিছু ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। তাদের পূজা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো না।

১৭৫. বলা হয়েছে এ জন্যে, জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তিও তাঁর ইচ্ছার অধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তা মওকুফ করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি যা ইচ্ছা করেছেন এবং পয়গম্বরদের যবানীতে তার খবরও দিয়েছেন, এখন তা আর রদ হতে পারে না।

১৭৬. অর্থাৎ অপরাধীদের অপরাধ-অপকর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল রয়েছেন। নিজ পরিপূর্ণ হেকমত দ্বারা তিনি প্রত্যেক অপরাধীকে যথাসময় উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন।

www.icsbook.info

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ
وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ ذٰلِكَ
اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

১২৯. আমি এভাবে একদল যালেমকে তাদেরই (অন্যায়) কার্যকলাপের দরুন আরেক দল যালেমের ওপর ক্ষমতাবান করে দেই।[১৭৭]

রুকু ১৫

১৩০. (আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরো বলবেন,) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় (বলো), তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার (এমন এমন) সব রসূল আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করতো, (উপরন্তু) যারা তোমাদের ভয় দেখাতো যে, তোমাদের আজকের এ দিনের সম্মুখীন হতে হবে;[১৭৮] (সেদিন) ওরা বলবে, হাঁ (এসেছিলো, তবে আজ) আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, (মূলত) দুনিয়ার জীবন এদের প্রতারিত করে রেখেছিলো,[১৭৯] (আজ) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই একথার সাক্ষ্য দেবে, তারা (আসলেই) কাফের ছিলো।[১৮০] ১৩১. এটা এ জন্যে, তোমার মালিক অন্যায়ভাবে এমন কোনো জনপদের মানুষকে কখনো ধ্বংস করেন না, যার অধিবাসীরা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল থাকে।[১৮১]

১৭৭. তোমরা যেমন জ্বিন শয়তান এবং তাদের মানুষ বন্ধুদের অবস্থা শুনেছো, তেমনি সকল যালেম-গুনাহগারকে তাদের যুলুম-অপকর্ম অনুপাতে আমি জাহান্নামে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দেবো। যে পর্যায়ের যালেম-গুনাহগার হবে, তাকে সে পর্যায়ের পাপীর সাথে মিলিত করবো।

১৭৮. ওপরে জ্বিন ও মানুষের দুষ্টামি এবং শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। জ্বিনের সঙ্গী-সাথীদের যবানীতে তাদের মোটামুটি ওযরও উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, তাদের কোনো ওযরই যুক্তিযুক্ত এবং শোনার যোগ্য নয়। দুনিয়ায় আল্লাহর প্রমাণ সম্পন্ন হয়েছে, স্বয়ং তাদেরও এটা স্বীকার করতে হবে। 'ইয়া মায়েশারাল জেন্নে ওয়াল এনসে'–কেয়ামতের দিন সকল জিন ও মানুষ সকলকে এই সম্বোধন করা হবে। এ সম্বোধন করা হবে সকলের সমষ্টির উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদায়ের বিধিবিধান পালনে আদিষ্টদের। প্রতিটি দলকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হবে না। সুতরাং এ আপত্তি করা চলবে না, রসূল তো সবসময় মানুষের মধ্য থেকেই এসেছেন। জ্বিন জাতির মধ্য থেকে কোনো পয়গাম্বর প্রেরণ করা হয়নি। তাই 'তোমাদের মধ্য থেকে রসূল' বলা কি করে ঠিক হতে পারে। আসল কথা হচ্ছে, যাদের

www.icsbook.info

সম্বোধন করা হচ্ছে, তাদের সমষ্টির মধ্য থেকে কোনো এক শ্রেণীর নিকটও যদি রসূলের আগমন প্রমাণিত হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে নির্দিষ্ট না করে সকলের কল্যাণ সাধন করা, তখন সমষ্টিকে সম্বোধন করায় কোনো অসুবিধা থাকে না। যেমন, কেউ যদি বলে, হে আরব-আজমের অধিবাসীরা, হে পূর্ব-পশ্চিমের বাসিন্দারা, আল্লাহ কি তোমাদের মধ্য থেকে মোহাম্মদ (স.)-এর মতো কামেল পূর্ণাঙ্গ মানুষকে প্রেরণ করেননি? কারো কাছে এর অর্থ এই হতে পারে না যে, একজন মোহাম্মদ (স.) তো আরবে পয়দা করা হয়েছে, আজমেও অপর একজন হতে হবে। এমনিভাবে পূর্বের মোহাম্মদ (স.) এবং পশ্চিমের মোহাম্মদ (স.) হবেন পৃথক পৃথক, তখন এ কথা বলা ঠিক হবে। এমনিভাবে এখানেও বুঝে নিতে হবে, এখানে 'ইয়া মাআশারাল জিন্নে ওয়াল ইনসে' বলে কেবল এটাই বুঝানো হয়েছে, জ্বিন এবং মানুষের সমষ্টির মধ্য থেকে পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন। অবশ্য, প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে পৃথক পৃথক রসূল এসেছেন, না প্রত্যেক রসূল মানুষ ও জ্বিনের সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, এ সত্য নির্ণয়ে আয়াতটি নীরব। অন্যান্য স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থেকে অধিকাংশ আলেম সাব্যস্ত করেছেন যে, সকল পয়গম্বরকে সাধারণভাবে প্রেরণ করা হয়নি, আর কোনো জ্বিনকেও আল্লাহ স্বতন্ত্র রসূল করে পাঠাননি। ইহকালীন-পরকালীন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা জ্বিনকে মানুষের অনুগত করে রেখেছেন। সূরা জ্বিনের আয়াত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়। এটা কোনো স্বতসিদ্ধ নিয়ম নয়, সৃষ্টিকুলের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে সে শ্রেণী থেকেই কোনো ব্যক্তি রসূল হবেন। কোরআনের অনেক স্থানেই মানুষের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ অস্বীকার করা হয়েছে। এর কারণ, সাধারণ মানুষ আসল সুরতে ফেরেশতা দর্শন সহ্য করতে পারে না। অঢেল ভয়-ভীতির কারণে ফেরেশতা দ্বারা উপকৃতও হতে পারে না। আর ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে এলে অহেতুক সংশয় হবে। এ থেকে ধারণা করে নিতে হবে, জ্বিন জাতির মধ্যে যদি নবুওতের পদ-মর্যাদার যোগ্যতা থাকতো, তবু তাদের মানুষের জন্যে প্রেরণ করা যেতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রেও একই সংশয় দেখা দিতো। অবশ্য জ্বিনের প্রতি মানুষ রসূল প্রেরণ এ জন্যে দুষ্কর নয় যে, জ্বিনের পক্ষে মানুষ দেখা সহ্যের অতীত নয়। মানুষের আকৃতি ভয়-ভীতি এবং উপকার লাভে প্রতিবন্ধকও হতে পারে না। অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরকে এমন এক প্রাণশক্তি দান করেন, যাতে জ্বিনের মতো ভয়ংকর সৃষ্টির কোনো ভীতিই তাঁর ওপর পড়ে না।

১৭৯. অর্থাৎ, দুনিয়ার স্বাদ-আহলাদ ও নানাবিধ খাহেশ তাদের আখেরাত থেকে বিমুখ করে দিয়েছে। যে আহকামুল হাকেমীন অণু পরিমাণেরও হিসাব গ্রহণ করবেন, তাদের সে আহকামুল হাকেমীনের সম্মুখে হাযির হতে হবে– এ ধারণা কখনো তাদের মনে জাগেনি।

১৮০. এ সূরায় ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমে কাফেররা তাদের কুফরীর কথা অস্বীকার করবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের স্বীকার করাবেন।

১৮১. অর্থাৎ, সতর্ক না করে যুলুম-নাফরমানীর জন্যে দুনিয়া আখেরাতে কাউকে পাকড়াও করে ধ্বংস করা আল্লাহ তায়ালার রীতি নয়। এ জন্যে তিনি রসূল এবং ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছেন, যাতে তারা জ্বিন ও মানুষকে ভাল-মন্দ এবং সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে সতর্ক করে দিতে পারেন। অতপর যার যে পর্যায়ের আমল হবে, আল্লাহ তায়ালা তার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করবেন।

www.icsbook.info

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ
الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاۤءُ
كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَاۤ اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩২. তাদের নিজস্ব কর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই (তার) মর্যাদা রয়েছে, তোমার মালিক তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন। ১৩৩. তোমার রব কারো মুখাপেক্ষী নন, দয়া অনুগ্রহের মালিক তিনি; তিনি যদি চান তাহলে তোমাদের (এই জনপদ থেকে) সরিয়ে নিতে পারেন এবং তোমাদের পরে অন্য যাদের তিনি চান এখানে (তোমাদের জায়গায় এনে) বসিয়েও দিতে পারেন, যেমনি করে তোমাদেরও তিনি অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছেন। ১৩৪. তোমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না।[১৮২] ১৩৫. (তাদের তুমি বলে দাও,) হে আমার জাতি, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় (যা যা করার) করে যাও, আমিও (আমার করণীয়) করে যাবো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্যে পরিণামের (সুন্দর) ঘর (নির্দিষ্ট) রয়েছে; (আসলে) যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না।[১৮৩]

১৮২. আল্লাহ তায়ালা রসূল প্রেরণ করে নিজের প্রমাণ সম্পন্ন করেছেন। এখন তোমরা যদি না মানো এবং সোজা পথে না চলো, তবে তিনি করো মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের কোনোই পরোয়া নেই তাঁর। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের এক নিমেষে উঠিয়ে নিয়ে যেতে এবং নিজ রহমতে তোমাদের স্থানে নিয়ে অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসতে পারেন যারা হবে তাঁর অনুগত ও কৃতজ্ঞ। তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে সে জায়গায় অন্য জাতিকে নিয়ে আসা আল্লাহর জন্যে এমন কি কঠিন? তোমরা আজ যেসব পূর্বপুরুষের উত্তরসুরি সেজে বসেছো, আল্লাহ তায়ালাই তো তাদের উঠিয়ে নিয়ে তোমাদের স্থান দিয়েছেন। যা হোক, আল্লাহ্র কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। তোমরা না করলে অন্যদের উত্থিত করা হবে। অবশ্য মনে রাখবে, এ বিদ্রোহ-বিপর্যয় অব্যাহত থাকলে আল্লাহ্র আযাব অটল। তোমরা যদি মনে করে থাকো, পলায়ন করে বা কোথাও আশ্রয় নিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, তবে তা নিছক বোকামি। সমগ্র সৃষ্টি একজোট হয়েও স্রষ্টাকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে অক্ষম করতে পারে না।

১৮৩. অর্থাৎ, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি সবকিছু সম্পর্কে আমি সতর্ক করে দিয়েছি। এর পরও তোমরা যদি নিজেদের প্রাণের ওপর যুলুম থেকে বিরত না হও, তবে তোমরাই জানো। তোমরা নিজেদের কাজ করে যাও, আমি আমার কর্তব্যকর্ম পালন করে যাচ্ছি। অবিলম্বে স্পষ্ট হয়ে যাবে, এ দুনিয়ার শেষ পরিণতি কার হাতে থাকে। সন্দেহ নেই, যালেমদের পরিণতি

www.icsbook.info

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ

بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا

كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۭ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ

لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا

১৩৬. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে শস্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা তারই এক অংশ (আল্লাহর জন্যে) নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমতো (একথা) বলে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের দেবতাদের জন্যে, অতপর যা তাদের দেবতাদের জন্যে রাখা হয় তা (কখনো) আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না, (যদিও) আল্লাহর (নামে) যা (রাখা হয় তা শেষতক) তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌঁছে; কতো নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার![১৮৪] ১৩৭. এভাবে বহু মোশরেকের ক্ষেত্রেই তাদের শরীক (দেবতা)রা তাদের আপন সন্তানদের হত্যা করার (জঘন্য) কাজটিকেও একান্ত শোভনীয় করে রেখেছে, এর দ্বারা সে তাদের ধ্বংস সাধন করতে চায় এবং তাদের গোটা জীবন বিধানকেই তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করে দিতে চান,[১৮৫]

ভালো হতে পারে না। সামনে তাদের মধ্যে প্রচলিত কতিপয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত যুলুমের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড়ো যুলুম হচ্ছে তাই, যে সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিসন্দেহে শেরেক অবশ্যই বড়ো যুলুম।

১৮৪. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, 'কাফেররা তাদের ফসল এবং পশুপালের বাছুরের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র এবং মূর্তির জন্যে নেয়ায ভেঁট পেশ করতো। অতপর আল্লাহর নামের কোনো জন্তুকে উত্তম দেখে তা মূর্তির জন্যে পরিবর্তন করে দিতো। কিন্তু মূর্তির নামেরটা আল্লাহর নামে করতো না। তারা আল্লাহ তায়ালার চাইতে মূর্তিগুলোকেই বেশী ভয় করতো।' এমনিভাবে খাদ্য শস্য ইত্যাদির মধ্য থেকে মূর্তির নামের কিছু যদি হঠাৎ আল্লাহর ভাগে পড়তো, তবে ভিন্নভাবে তা মূর্তির দিকে ফিরিয়ে দিতো, কিন্তু আল্লাহর নামের অংশ মূর্তির নামে গিয়ে পড়লে তা আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিতো না। এ জন্যে তারা বাহানা অবলম্বন করতো, আল্লাহ তো গনী– অভাবমুক্ত। তাঁর অংশ কম হলে কি ক্ষতি! মূর্তি তো এর বিপরীত। তা তো এমন নয়। তামাশা হচ্ছে, তারা একথা বলেও লজ্জিত হতো না হচ্ছে, যারা এতোটা মুখাপেক্ষী, তাদের মাবুদ সাব্যস্ত করা এবং সাহায্য কামনা করা কোথাকার বুদ্ধিমানের কাজ? যা হোক, এ আয়াতগুলোতে 'সাআ মা ইয়াহ্‌কুমুন' বলে মোশরেকদের এ বন্টন ব্যবস্থা রদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর উৎপন্ন ফসল এবং পশুপালের মধ্য থেকে প্রথমত তাঁর মোকাবেলায় গায়রুল্লাহ্‌র জন্যে হিসসা নির্ধারণ করা, অতপর খারাপ এবং ত্রুটিপূর্ণ জিনিস আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করা, কতোটা যুলুম ও বে-ইনসাফী!

১৮৫. মোজাহেদ (র.) এখানে 'শোরাকা'র তাফসীর করেছেন 'শায়াতীন'। মোশরেকদের একান্ত অজ্ঞতা ও পাষাণ-হৃদয়তার একটা দৃষ্টান্ত ছিলো, অনেকে শ্বশুর হওয়ার ভয়ে নিজেদের

www.icsbook.info

عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

অবশ্য আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা (কখনো) এ কাজ করতো না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, মিথ্যা রচনা নিয়ে (তাদের তুমি কিছুদিন ব্যস্ত) থাকতে দাও।[১৮৬] ১৩৮. তারা বলে, এসব গবাদিপশু এবং এ খাদ্যশস্য নিষিদ্ধ (তালিকাভুক্ত), আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া অন্য কেউ তা খেতে পারবে না, এটা তাদের (মনগড়া একটা) ধারণা মাত্র (আবার তারা মনে করে), কিছু গবাদিপশু আছে যার পিঠ (আরোহণ কিংবা মাল সামান রাখার জন্যে) নিষিদ্ধ, আবার কিছু গবাদিপশু আছে যার ওপর (যবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না তাঁর (আল্লাহর) ওপর মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশেই (তাদের) এসব অপচেষ্টা; অচিরেই তিনি তাদের এ মিথ্যাচারের জন্যে তাদের (যথাযথ) প্রতি ফল দান করবেন।[১৮৭]

কন্যাদের আবার অনেকে কোথা থেকে খাওয়াবে এ আশংকায় ঔরসজাত সন্তানদের হত্যা করতো। কখনো কখনো তারা মা'নত করতো, এতোজন পুত্র সন্তান হলে অথবা অমুক আশা পূর্ণ হলে অমুক মূর্তির নামে এক পুত্র জবাই করবো। তারা এ যুলুম-নিষ্ঠুরতাকে বড়ো এবাদাত ও নৈকট্য মনে করতো। সম্ভবত শয়তানই হযরত খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের সুন্নাতের জবাবে তাদের এ রসম শিক্ষা দিয়েছে। ইহুদীদের মধ্যেও শিশু হত্যার এ রসম এবাদাত ও নৈকট্য হিসাবে দীর্ঘদিন চালু ছিলো। বনী ইসরাঈলের নবীরা এর কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। যা হোক, এ আয়াতে জাহেলী যুগের সবরকম শিশু হত্যার কদর্যতা বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়া-আখেরাতে বরবাদ করার জন্যেই শয়তান মানুষকে সন্তান হত্যার দীক্ষা দেয় এবং একে সুন্দর করে দেখায়। তাদের দ্বীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি সাধন করাই শয়তানের লক্ষ্য। যে কাজ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, শয়তান তা দ্বীনী কাজ এবং এবাদাত ও নৈকট্য বলে স্বীকার করাতে চায়। নাউযু বিল্লাহ, কোথায় সুন্নতে ইবরাহীমী আর কোথায় এ অজ্ঞতা ও বোকামি!

১৮৬. বর্তমান পারার শুরুতেও এ ধরনের আয়াত ছিলো। এ সম্পর্কে পেছনে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমি যা কিছু লেখেছি, এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য আয়াতের অধীনেও তা আলোচনা করা হয়েছে। তা নেয়া যেতে পারে।

১৮৭. তাদের মিথ্যাচার যেমন পুরুষ খাবে, নারী খাবে না, অথবা দেবতালয়ের মোহন্তই কেবল খেতে পারবে। তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী পশুপাল এবং ক্ষেত-খামার সম্পর্কে এসব শর্ত আরোপ করে রেখেছিলো। মূর্তি-দেবতার নামে এসব উৎসর্গ করা হতো। এমনিভাবে তারা কোনো কোনো প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ এবং সেটিকে দিয়ে ভার বহন করানো

www.icsbook.info

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى
اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ اِنَّهٗ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ
حَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৩৯. তারা বলে, এসব গবাদিপশুর পেটে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং আমাদের (মহিলা) সাথীদের জন্যে (তা) হারাম, তবে যদি এ (পশুর পেটে) মরা কিছু থাকে তাহলে তাতে তারা (নারী-পুরুষ) উভয়েই সমান অংশীদার; তিনি (আল্লাহ তায়ালা) অতি শীঘ্রই তাদের এ ধরনের উদ্ভট কথা বলার প্রতি ফল দান করবেন; নিসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ।[১৮৮] ১৪০. অবশ্য যারা (নেহায়াত) নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের যে রেযেক দান করেছেন তা নিজেদের ওপর হারাম করে নিলো, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (নানা ধরনের) মিথ্যা (কথা) রচনা করলো; এসব কাজের মাধ্যমে এরা সবাই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো, (আসলে) এরা কখনো সৎপথের অনুসারী ছিলো না।[১৮৯]

হারাম মনে করতো। কোনো কোনো প্রাণী সম্পর্কে তারা সাব্যস্ত করে রেখেছিলো, সেটি যবাই করা, ভার বহন করানো বা দুধ দোহন করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া যাবে না। যাতে মূর্তির জিনিসে আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়ে না যায়। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, এসব মনগড়া বিষয় এবং অজ্ঞতা-মূর্খতাকে তারা আল্লাহর কাজ বলে অভিহিত করতো, যেন তিনিই এসব বিধান দিয়েছেন! এসব পন্থায়ই যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। নাউযু বিল্লাহ! তারা এরূপ খারাপ পন্থায় এ অপবাদ ও মিথ্যারোপ করতো। অদূর ভবিষ্যতে তাদের এসব বেয়াদবীর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

১৮৮. তারা আর একটা বিধান বানিয়ে রেখেছিলো তা হচ্ছে, 'বাহীরা' ও 'সায়েবা' যবাই করার পর সেগুলোর পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তা কেবল পুরুষ খেতে পারবে, নারী খেতে পারবে না। অবশ্য মৃত বাচ্চা বের হলে তা সকলেই খেতে পারবে। যারা এহেন দলীল প্রমাণবিহীন বিধান রচনা করে, তাদের অপরাধ-অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। অবশ্য তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী উপযুক্ত সময় তাদের যোগ্য শাস্তি দেবেন।

১৮৯. অকারণে দুনিয়ায় সন্তান ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পাষাণ-হৃদয়তা, চরিত্রহীনতা এবং অজ্ঞতায় খ্যাত হয়েছে এবং আখেরাতের কঠোর শাস্তি মস্তকে ধারণ করেছে– এর চেয়ে বড়ো অকল্যাণ, গোমরাহী এবং ক্ষয়ক্ষতি আর কি হতে পারে! তারা জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগায়নি। শরীয়তও চেনেনি। সুতরাং সোজা পথে আসবে কি করে!

www.icsbook.info

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ
ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ٘ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

রুকু ৬

১৪১. তিনি (মহান আল্লাহ তায়ালা)- যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুল্ম, যা কোনো কান্ড ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা (হয়েছে, আবার কিছু গাছ), যা মাচানের ওপর তুলে রাখা হয়নি[১৯০] (স্বীয় কান্ডের ওপর এমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন (স্বাদ ও) প্রকার বিশিষ্ট খাদ্যশস্য ও আনার (এগুলো স্বাদে গন্ধে এক রকমও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে,[১৯১] যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বঞ্চিত) তার হক আদায় করো, কখনো অপচয় করো না; নিসন্দেহে, তিনি (আল্লাহ তায়ালা) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[১৯২] ১৪২. গবাদিপশুর মধ্যে (কিছু পশু হচ্ছে) ভারবাহী ও কিছু হচ্ছে খাবার উপযোগী,[১৯৩] আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন তা তোমরা খাও

১৯০. যা মাচানের ওপর চড়ানো হয়, যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। আর যেগুলো এরকম নয়, যেমন খেজুর, আম ইত্যাদি ডালবিশিষ্ট গাছ, অথবা তরমুজ, খরমুজ ইত্যাদি লতাজাত বৃক্ষ, যার ফল কোনো অবলম্বন ছাড়াই মাটিতে ছড়ায়।

১৯১. অর্থাৎ আকার-আকৃতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন।

১৯২. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যেসব খাদ্য এবং ফল-ফলারি উৎপন্ন করেছেন, কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়া তা খেতে বারণ করবে না। অবশ্য দুটো বিষয় লক্ষ্য রাখবে। এক, ফল ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। দুই, অযথা অহেতুক ব্যয় করবে না। এখানে আল্লাহর হক বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে নানা উক্তি রয়েছে। ইবনে কাসীর (র.)-এর অভিমত এ মনে হয়, শুরুতে মক্কা মোয়ায্যামায় ফসল এবং বাগানে উৎপন্ন দ্রব্যের একটা অংশ নির্ধারণ করা ওয়াজেব ছিলো, যা ফকীর-মিসকীনদের জন্যে ব্যয় করা হতো। হিজরী দ্বিতীয় সালে মদীনা শরীফে এর পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করে এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলের জমিতে এক-দশমাংশ, অবশ্য এ জন্যে শর্ত হচ্ছে, উক্ত ভূমি লা-খেরাজ হতে হবে এবং পানি সেচ দ্বারা উৎপন্ন ফসলের জমিতে কুড়ি ভাগের একভাগ।

১৯৩. ভার বহনকারী যেমন উষ্ট্র ইত্যাদি এবং মাটির সাথে লেগে থাকা ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের জন্তু, যেমন ভেড়া-বকরী।

www.icsbook.info

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٤٢ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ
مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۭ قُلْ ءٰۤالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ
الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝١٤٣ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۭ قُلْ
ءٰۤالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ

এবং (এ বিষয়ে) কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।[১৯৪] ১৪৩. (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন এই) আট প্রকারের গৃহপালিত জন্তু, (প্রথমত) তার দুটো মেষ,[১৯৫] (দ্বিতীয়ত) তার দুটো ছাগল, (হে মোহাম্মদ), তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দু'টো অথবা তাদের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তার কোনোটি (কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে) হারাম করেছেন? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও![১৯৬] ১৪৪. (তৃতীয়ত) দুটো উট, (চতুর্থত) দুটো গরু; এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো কি তিনি (আল্লাহ তায়ালা) হারাম করেছেন, অথবা এদের উভয়ের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তা (কি তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন)?

---

১৯৪. আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে হবে। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা হচ্ছে, শরীয়তের দলীল-প্রমাণ ছাড়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর দেয়া কোনো নেয়ামত হারাম করে নেয়া এবং সেগুলোকে শেরেক ও মূর্তিপূজার মাধ্যমে পরিণত করা। শয়তানের এর চেয়ে স্পষ্ট দুশমনী আর কি হতে পারে, সে এসব নেয়ামত থেকে দুনিয়ায় তোমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে, আখেরাতের আযাব তো পৃথক রয়েছেই।

১৯৫. অর্থাৎ এক নর এবং এক মাদা। এমনিভাবে প্রতিটি শ্রেণীতে দুই জোড়া করে সমষ্টি দাঁড়িয়েছে আট।

১৯৬. অর্থাৎ কোনো বস্তু হালাল-হারাম কেবল আল্লাহ্র নির্দেশে ইহতে পারে। অতপর এসবের মধ্য থেকে নর বা মাদাকে অথবা মাদার গর্ভস্থ শিশুকে তোমরা যদি সকলের জন্যে বা কিছু লোকের জন্যে হারাম বলো, যেমন আগের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, তোমাদের কাছে এর কি দলীল-প্রমাণ রয়েছে? তোমাদের কাছে যখন খোদায়ী নির্দেশের কোনো সনদ নেই, তখন নিছক নিজেদের ইচ্ছামতো কোনো জিনিসকে হারাম-হালাল বলার অর্থ হচ্ছে নাউযু বিল্লাহ, তোমরা নিজেদের জন্যে খোদায়ী মর্যাদা দাবী করছো। অথবা জেনে-শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো। উভয়ই মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক।

www.icsbook.info

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ

مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ

اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾

আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের (হারামের) আদেশ দিয়েছিলেন তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? অতপর তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর নামে মিথ্যা (কথা) রচনা করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।১৯৭

রুকু ১৭

১৪৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (এদের) বলো, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে (তাতে) একজন ভোজনকারী (সাধারণত) যা খায় তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস তো আমি পাচ্ছি না- যাকে হারাম করা হয়েছে, (হাঁ, তা যদি হয়) মরা জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুয়োরের গোশ্ত (তাহলে তা অবশ্যই হারাম), কেননা এসব হচ্ছে নাপাক, অথবা এমন (এক) অবৈধ (জন্তু) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়েছে, তবে যদি কাউকে না-ফরমানী এবং সীমালংঘনজনিত অবস্থা ছাড়া (এর কোনো একটি জিনিস খেতে) বাধ্য করা হয়, তাহলে (তার ক্ষেত্রে) তোমার মালিক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।১৯৮

১৯৭. কোনো জিনিসকে হালাল-হারাম করা কেবল আল্লাহ্র নির্দেশেই হতে পারে। আর আল্লাহ্র নির্দেশ পৌঁছতে পারে নবীদের মাধ্যমে বা আল্লাহ সরাসরি কাউকে সম্বোধন করে জানিয়ে দিলে সে জানতে পারে। এখানে এ উভয় প্রকারই রহিত করা হয়েছে। 'নাব্বেউনী বেইলমেন' বলে প্রথমটি এবং 'আম কুনতুম শুহাদায়ে ইয ওয়াস্সাকুমুল্লাহু বেহাযা' বলে দ্বিতীয়টি বাতিল করা হয়েছে। অতপর মোশরেকদের দাবীতে অপবাদ আরোপ আর বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকে? সন্দেহ নেই, এর চেয়ে বড়ো যালেম কেউই হতে পারে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসায় রিক্তহস্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ভুল মাসআলা বলে গোমরাহ করে বেড়ায়? যে ব্যক্তি এতোটা ঔদ্ধত্য অবলম্বন করেছে, এতোবড়ো যুলুমের জন্যে যে কোমর বেঁধে নেমেছে, তার হেদায়াত লাভের আশা করা নিছক বাতুলতা মাত্র।

১৯৮. হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, 'যেসব জানোয়ার খাওয়ার দস্তুর আছে, তন্মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীকৃত প্রকারই হারাম।' এ আয়াতে কাফেরদের ওপরে যে সব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হালাল ছিলো। তোমরা একথা বলা উদ্দেশ্য, হারাম করে নিয়েছো। এখন সেসব জিনিসের কথা বলা হচ্ছে, যা সত্যিই হারাম। অথচ

www.icsbook.info

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ
فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا

১৪৬. আর আমি ইহুদীদের জন্যে নখযুক্ত সব পশুই হারাম করে দিয়েছিলাম, গরু এবং ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, তবে (জন্তুর চর্বির) যা কিছু তাদের উভয়ের পিঠ, আঁত কিংবা হাড়ের সাথে জড়ানো থাকে তা (হারাম) নয়; এভাবেই (এগুলোকে হারাম করে) আমি তাদের অবাধ্যতার জন্যে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম, নিসন্দেহে আমি সত্যবাদী।[১৯৯] ১৪৭. (এরপরও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলো, অবশ্যই তোমাদের মালিক এক বিশাল দয়ার আধার, (তবে) অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর থেকে তাঁর শাস্তি কেউই ফেরাতে পারবে না।[২০০] ১৪৮. অচিরেই এ মোশরেক লোকগুলো বলতে শুরু করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শেরেক করতাম না,

তোমরা সেগুলো হালাল মনে করো। আয়াতের অবশিষ্ট বিষয়ের তাফসীর ও ব্যাখ্যা সূরা মায়েদার শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৯. অর্থাৎ ওপরে যেসবের উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত সেগুলোই হারাম। অবশ্য সাময়িক প্রয়োজনে কোনো কোনো জাতির ওপর কোনো কোনো জিনিস হারাম করা হয়েছে। যেমন ইহুদীদের দুষ্টামির শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্যে সকল নখওয়ালা জন্তু, যার আঙ্গুল কাটা নয়– যেমন উষ্ট্র, উটপাখী এবং পাতিহাঁস ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে। উপরন্তু গাভী-বকরীর যে চর্বি পিঠ বা নাড়িভুঁড়িতে লেগে থাকেনি বা হাড়ের সাথে মিশে থাকেনি, তাও হারাম করা হয়েছে। যেমন মূত্রাশয়ের চর্বি। এসব জিনিস হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত নূহ (আ.)-এর যমানা থেকে ধারাবাহিকভাবে হারাম হিসেবে চলে আসছে বলে ইহুদীরা যে দাবী করছে, তা ভুল। সত্য কথা, এগুলোর মধ্যে কোনো জিনিসই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যমানায় হারাম ছিলো না। ইহুদীদের নাফরমানী ও শারারতের কারণে এসব জিনিস তাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যে কেউ এর বিরুদ্ধে দাবী করবে, সে মিথ্যাবাদী। চতুর্থ পারার শুরুতে 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তাওরাত এনে পাঠ করো' বলে এ মিথ্যা দাবীদারদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

২০০. অর্থাৎ রহমতের ব্যাপকতায় তোমরা এখনো বেঁচে আছো। তাই বলে মনে করবে না, আযাব বুঝি টলে গেছে। (মো'যেহুল কোরআন)

www.icsbook.info

مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۚ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾

না এভাবে আমরা কোনো জিনিস (নিজেদের ওপর) হারাম করে নিতাম; (তুমি তাদের বলো, এর) আগেও অনেকে এভাবে (আল্লাহর আয়াত) অস্বীকার করেছে; অবশেষে তারা আমার শাস্তির স্বাদ ভোগ করেছে; তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কাছে কি সত্যিই (এমন) কোনো জ্ঞান (মজুদ) আছে? (থাকলে) অতপর তা বের করে আমার জন্যে নিয়ে এসো, তোমরা তো কল্পনার ওপর (নির্ভর করেই) কথা বলো এবং (হামেশাই) মিথ্যার অনুসরণ করো। ১৪৯. তুমি (আরো) বলো, (সব কিছুর) চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করে দিতেন।২০১

২০১. বিগত রুকুতে মোশরেকদের নিকট দাবী করা হয়েছে, যেসব হালাল-পবিত্র বস্তু তোমরা হারাম করে নিয়েছো, আর এ হারাম করা যে আল্লাহর কাজ বলে থাকো, তার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করো। এখানে তাদের দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে। এ দলীলই তারা পেশ করতো। অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী সকলকে এ হারাম কাজ বরং সকল মোশরেকী কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। তিনি যখন বিরত রাখেননি এবং এ ধারাই চলে আসছে, তখন প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর কাছে আমাদের এসব কর্মকান্ড পছন্দনীয়। নাপছন্দ হলে আমাদের এ যাবত এসব কাজ করার জন্যে কেন স্বাধীন ছেড়ে রেখেছেন?

চিন্তা করে দেখার বিষয় হচ্ছে, কোনো সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী সুবিজ্ঞ সরকার বিদ্রোহী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিনই ধরে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলায় না; বরং সরকার প্রথমে তার কর্মকান্ডের প্রতি কড়া নযর রাখে। কখনো আচরণ ভালো করার উপদেশ দেয়। এ ধরনের কর্মকান্ডের পরিণাম চিন্তা করে নিজেই সংযত ও সতর্ক হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়। কখনো সংশোধনে নিরাশ হয়ে ঢিল দেয়। উদ্দেশ্য, তার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্য সংগৃহীত হোক, যার পর তার এহেন অপরাধমূলক আচরণ এবং বিদ্রোহ আইনগতভাবে সর্বসাধারণ্যে প্রমাণ করা যায়। এসব অবস্থায় অপরাধীর রশি ঢিল দেয়া এবং তৎক্ষণাত শাস্তি না দেয়া দ্বারা কি এ প্রমাণিত হয়, সরকারের দৃষ্টিতে তার এসব কর্মকান্ড অপরাধ বিদ্রোহ নয়? এসব যে সরকারের দৃষ্টিতে অপরাধ, প্রথমত তা তো সরকারের প্রকাশিত আইন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, অপরাধীকে পূর্ণ হওয়ার পর যখন তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, যথারীতি অপরাধ প্রমাণিত প্রকাশিত হওয়ার পর যখন ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হবে, তখন সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যাবে, সরকারের দৃষ্টিতে এটা

www.icsbook.info

কতো বড়ো অপরাধ ছিলো। যা হোক, অপরাধীর অপরাধ জ্ঞাত থাকা এবং তার অপরাধের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তৎক্ষণাত সরকার কর্তৃক শাস্তি না দেয়া এর প্রমাণ নয় যে, সরকার অপরাধকে অপরাধ মনে করে না।

তেমনিভাবে চিন্তা করে দেখুন, মহান আহকামুল হাকেমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদী ও পুণ্যাত্মা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সবরকম আইন-বিধান দ্বারা বান্দাদের অবহিত করে আসছেন। কোন্ কাজ তাঁর নিকট পছন্দনীয় আর কোন্‌টি পছন্দনীয় নয়, তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। কখনো একাদিক্রমে, আবার কখনো স্বল্প বিরতির পর এসব বিধান-হেদায়াত সম্পর্কে স্মরণ করিয়েও দেয়া হয়েছে। এসময় বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে অনেকাংশে সহনশীলতার আচরণও করা হয়েছে। মামুলী সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দিলে সময়ে সময়ে তাও করা হয়েছে। যাদের দুর্ভাগ্যের পাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ হওয়ার ছিলো, তাদের ঢিল দেয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের আল্লাহর চরম শাস্তির যোগ্য করে নিজের কর্মফল ভোগার পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। অনেক জাতিই দুনিয়ায় তাদের অপরাধ কর্মের শাস্তির কিছু কিছু স্বাদ আস্বাদন করেছে। যেখানে এহেন পরিস্থিতি বিরাজমান, সেখানে কোনো জাতি কিছু সময়ের জন্যে অপরাধে লিপ্ত থাকা এবং এ জন্যে তৎক্ষণাত পাকড়াও না হওয়ায় এটা কি করে প্রমাণ করা যায়, নাউযু বিল্লাহ সেসব অপরাধ-অপকর্ম আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়! অন্যথায় আল্লাহ্ তাদের এক ঘন্টাও অবকাশ দিতেন না।

অবশ্য একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহ্ তায়ালা শুরু থেকেই মানুষের গঠন-প্রকৃতি এমন করে কেন সৃষ্টি করেননি, যাতে সে খারাপ কাজের দিকে আদৌ যেতেই না পারে। এমনিভাবে স্বভাবত তাকে বাধ্য করা হতো যাতে সে মঙ্গল-কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু অবলম্বন করতেই না পারে। ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলে প্রশ্নটির তাৎপর্য দাঁড়ায়, মানুষকে কেন এমন করে সৃষ্টি করা হয়নি, যাতে সে মানুষই না থাকে? অথবা সে ইট-পাথরে পরিণত হতো, যা হতো ইচ্ছা-এখতিয়ার এবং অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোনো কিছু অর্জন বা বর্জন করার কোনো স্বাধীনতাই যার নেই। অথবা সে হতো ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারের মতো আংশিক ইচ্ছা-অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী, যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ও সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থা এবং কর্মকান্ডের সীমাবদ্ধ গন্ডিতে ঘুরতে থাকবে। অথবা খুব একটা সম্মান দেয়া হলে তাকে নিয়ে ফেরেশতার সারিতে বসিয়ে দেয়া হতো, কেবল এবাদাত-আনুগত্য করার জন্যেই যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কেবল এটাই যাদের স্বভাব-প্রকৃতি। সারকথা, সার্বিক অনুভূতিসম্পন্ন এবং অর্জনযোগ্য, কার্যক্ষম এবং উন্নয়নশীল এ শ্রেণীটিই বিশ্বের বুকে অস্তিত্ব লাভ করতো না। আমি মনে করি, কোনো মানুষই নিজের মান-মর্যাদার স্বেচ্ছায় দাবী সত্ত্বেও এমন সাহস করবে না, যাতে সে সূচনা থেকেই আপন শ্রেণীর অস্তিত্বেরই বিরোধী হয়ে ওঠবে। অতপর যদি বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাসহ ইচ্ছা-এখতিয়ারের বর্তমান স্বাধীনতা দিয়ে মানব শ্রেণীকে সৃষ্টি করা বিশ্বব্যবস্থার পূর্ণতা বিধানের জন্যে জরুরী হয়ে থাকে, তবে এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার লক্ষণ এবং ফলাফল গ্রহণ করাও জরুরী। বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগে তো মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং স্বেচ্ছা স্বাধীনতার বদৌলতে অসংখ্য শ্রেণীর নানা রকম দৃশ্য সামনে আসবে, কিন্তু পারলৌকিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে একই দেল-দেমাগ ও ইচ্ছা-স্বাধীনতার অধিকারী মানুষ সকলেই এক ছক বাঁধা পথে চলতে বাধ্য হবে, এক কদমও এদিক-সেদিক করার ক্ষমতা থাকবে না, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে! সুতরাং বর্তমান অবস্থায় সৃষ্টিকুলের সমষ্টিতে মানব শ্রেণীর অস্তিত্ব যদি জরুরী হয়ে থাকে, তবে ভালো-মন্দের পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী হবে। যে কোনো কাজ সংঘটিত হলেই তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হওয়া জরুরী নয়। ভালো-মন্দের পার্থক্যের অস্তিত্বই এর বড়ো প্রমাণ। অন্যথায় নানাবিধ বিভিন্নধর্মী কর্মকান্ডের বর্তমানে

www.icsbook.info

স্বীকার করতে হবে, সৎ স্বভাবও আল্লাহর পছন্দ, অসৎ স্বভাবও, ঈমান আনাও তাঁর পছন্দ, আবার ঈমান না আনাও। অথচ এটা স্পষ্টতই বাতিল।

সন্দেহ নেই, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষের গঠন-প্রকৃতি এমন করতে পারতেন, যাতে সকলেই এক পথে চলতে বাধ্য হতো, কিন্তু এমন হয়নি। সুতরাং এটাই হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ প্রমাণ এবং পরিপূর্ণ অভিযোগ, যারা আল্লাহ চাইলে আমরা শেরেক করতাম না বলে আল্লাহর ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি একটা অন্যটার পরিপূরক বলে প্রমাণ করতে চায়। কারণ, এতোটা কঠোর বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাদের নীতি অনুযায়ী বলতে হয়, খালেস তাওহীদও আল্লাহর কাছে ঠিক, তিনি এতে সন্তুষ্ট, তেমনি এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী স্পষ্ট শেরেকও তাঁর কাছে পছন্দনীয়। অনুরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এসব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, আল্লাহ চাইলে আমরা শেরেক করতাম না বলে মোশরেকেরা যে দলীল উপস্থাপন করেছে, তা একেবারেই অচল। জ্ঞানীদের সম্মুখে উপস্থাপন করার মতো কোনো জ্ঞানগত মূলনীতি তাদের কাছে নেই। তাদের কথা নিছক আন্দায অনুমানের তীর এবং অনুমানভিত্তিক কথা। আল্লাহ্র সর্বোচ্চ প্রমাণ যেসব কথা সম্পূর্ণরূপে রদ করে। 'ফালাও শায়া লাহাদাকুম আজমাঈন' বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি এমন করে সৃষ্টি করা হয়নি, যাতে সকলেই হেদায়াতের পথে চলবে। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অর্জন-বর্জনের এমন ইচ্ছা-স্বাধীনতা দান করেছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। এ কারণে এ স্বাধীনতা প্রয়োগকালে পথ-পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই জরুরী এবং স্বাভাবিক। কেউ নেকীর পথ অবলম্বন করবে, কেউ বদীর। কেউ আল্লাহ তায়ালার রহমত ও সন্তুষ্টির প্রকাশস্থল হবে, আবার কেউ হবে গযবের প্রকাশস্থল। এমনিভাবে বিশ্ব-জাহান সৃষ্টিকালে স্রষ্টা যে ইচ্ছা অর্থাৎ তাঁর জালাল (প্রভাব পরাক্রম) ও জামাল (সৌন্দর্য) গুণের প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে।

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণামতে- 'তিনি পরীক্ষা করবেন তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী ভালো কাজ করে।' অন্যথায় সমগ্র বিশ্বকে একই অবস্থার ওপর মনে করে নেয়া হলে আল্লাহর কোনো কোনো গুণের প্রকাশ সম্ভব হবে, কিন্তু আবার কোনো কোনো গুণ প্রকাশের কোনো মহল বা স্থানই পাওয়া যাবে না।

এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, কাফের-মোশরেকদের উক্তি- আল্লাহ চাইলে আমরা শেরেক করতাম না-এর নিরিখে করা হয়েছে। তারা নিজেদের প্রলাপ এবং কুফরী কর্মকান্ডকে চমৎকার বলে প্রমাণ করতে চায়। যেমন প্রকাশ পায় তাদের অবস্থা থেকেই, কিন্তু ওপরের উক্তি দ্বারা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে নিছক ওযর-আপত্তি পেশ করা, অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ যা ইচ্ছা আমাদের দ্বারা করান, ভালো-মন্দ সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে; সুতরাং নবী-রসূলরা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন আমাদের পথে বাধ সাধেন? কেন তারা আমাদের আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান?

এর জবাব হচ্ছে, যে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা এসব ঘৃণ্য কাজ করো, সে আল্লাহর ইচ্ছায়ই নবী-রসূলরা তোমাদের পথে বাধ সাধেন। আর সে ইচ্ছাই তোমাদের অর্জনের ওপর উপযুক্ত আযাব প্রেরণ করে। আল্লাহ তায়ালাই সাপ সৃষ্টি করেছেন। সাপে কাটা লোকের জন্যে ধ্বংস ও বিনাশের কাজ তিনিই সাধন করেন। সাপের দংশন কাজে সাপে-কাটা লোকের কর্ম ও ইচ্ছা-এখতিয়ারের কোনো কার্যকারিতা থাকুক বা না থাকুক। তেমনিভাবে তোমাদের শেরেক-কুফরীতে চিরন্তন ধ্বংস এবং ঈমান ও নেক আমলে চিরস্থায়ী মুক্তির প্রক্রিয়া স্থাপন করাও আল্লাহ তায়ালার সে ইচ্ছা ও ক্ষমতার কাজ, সকল কার্যকারণ এবং ফলাফলের যাঁর থেকে ধারার উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং মোশরেকী জীবনধারা থেকে বিরত না হওয়ার ব্যাপারে

www.icsbook.info

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا

فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا

حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ

১৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো (যাও), তোমাদের সেসব সাক্ষী নিয়ে এসো যারা একথার সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিস (তোমাদের ওপর) হারাম করেছেন। (তাদের মধ্যে) কিছু সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে কোনো সাক্ষ্য দিয়ো না, (বিশেষ করে) যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা পরকালের ওপর ঈমান আনেনি, আসলে তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে,[২০২]

রুকু ১৮

১৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, এসো আমিই (বরং) তোমাদের বলে দেই তোমাদের মালিক কোন্ কোন্ জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন (সে জিনিসগুলো হচ্ছে), তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে,

সাধারণ ইচ্ছা দ্বারা যদি প্রমাণ পেশ করো, তবে নবী-রসূল প্রেরণ এবং আযাব নাযিলকেও সেই একই ইচ্ছার কার্যকারিতার পরিণতি মনে করে সর্বোচ্চ প্রমাণকেই পূর্ণ জ্ঞান করো। সন্দেহ নেই, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সোজা পথে নিয়োজিত করতেন, কিন্তু তোমাদের অযোগ্যতার কারণে তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন্দ এখতিয়ারের ফলে যে কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারই স্বাভাবিক প্রভাব দেখা দিয়েছে আযাবের আকৃতিতে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

২০২. অর্থাৎ যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে তো ওপরে জানা গেলো। এখন এ মনগড়া হারাম করার পক্ষে তোমাদের কাছে যদি কোনো বর্ণনাবৃত্তিক শরীয়াত সম্মত প্রমাণ থাকে, তা নিয়ে এসো। তোমাদের কাছে কি এমন কোনো সাক্ষী আছে, যারা এ কথা বলতে পারে, তাদের সামনে আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেছেন? এটা স্পষ্ট, এমন বাস্তব সাক্ষী কোথায় পাওয়া যাবে? দু-চারজন বেয়াদব মিথ্যাবাদী বেহায়া যদি এমন সাক্ষী দিতে দাঁড়ায়ও, তবে তাদের কথায় কর্ণপাত করবে না। তাদের খাহেশের পরোয়াও করবে না।

মোশরেকরা নিছক নিজেদের মন মতো যেসব জিনিস হারাম করে রেখেছিলো, এ পর্যন্ত সেসব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর এ হারাম করার জন্যে তারা কৌশল অবলম্বন করতো আর বাতিল ওযর-আপত্তি পেশ করতো। আল্লাহ যেসব জিনিস-হারাম করেছেন এবং যা সর্বদা হারাম হিসেবেই চলে এসেছে, পরবর্তী আয়াতে সেসব বিষয় বর্ণিত হচ্ছে, কিন্তু এ মোশরেকরা সেসব হারাম কাজে লিপ্ত রয়েছে।

www.icsbook.info

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ

দারিদ্রের আশংকায় কখনো তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না; কেননা আমি তোমাদের ও তাদের[২০৩] উভয়েরই আহার যোগাই, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না,[২০৪] আল্লাহ তায়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্যে মর্যাদাবান করেছেন তাকে কখনো যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না;[২০৫] এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে কতিপয় নির্দেশ), এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, এগুলো যেন তোমরা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমরা (তাঁর বাণীসমূহ) অনুধাবন করতে পারবে।[২০৬]

২০৩. কোনো কোনো সময় আরবরা দারিদ্রের কারণে সন্তান হত্যা করতো। তারা বলতো, নিজেদেরই কিছু খাওয়ার নেই, সন্তানকে খাওয়াবো কোথা থেকে। এ জন্যে বলা হয়েছে, রেযেকদাতা তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের তিনিই রেযেক দান করেন। অন্যত্র 'মিন ইমলাক'-এর স্থলে 'খাশইয়াতা ইমলাক' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করতো। একথা বলে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা বর্তমানে দরিদ্র নয়, কিন্তু তাদের আশংকা ভবিষ্যতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তখন কোথা থেকে খাওয়াবে? যেহেতু প্রথম দলকে পোষ্যদের আগেই নিজেদের রুটি-রুযির ফিকির উত্যক্ত করছিলো, আর দ্বিতীয় দলকে পোষ্যের চিন্তা বেশী অস্থির করে রেখেছিলো, সম্ভবত এ কারণে এখানে ইমলাক-এর সাথে 'নারযুকুকুম ওয়া ইয়্যাহুম' অর্থাৎ 'আমি তোমাদেরও রেযেক দিই এবং তাদেরও' বলা হয়েছে। আর অন্য আয়াতে 'খাশইয়াতা ইমলাক' (দারিদ্রের ভয়) এর সাথে 'নারযুকুহুম ওয়া ইয়্যাকুম' (আমি তাদেরও রেযেক দেই এবং তোমাদেরও) বলা হয়েছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

২০৪. এবং তোমরা কাছেও যাবে না– সম্ভবত এ বলার অর্থ হচ্ছে, এমন কাজের উপায়-উপকরণ থেকেও দূরে থাকা উচিত। যেমন যেনার মতো কুদৃষ্টি থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক।

২০৫. 'ইল্লা বিল হাক্কে' বলে ব্যতিক্রম করা জরুরী ছিলো। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ইসলামত্যাগীকে হত্যা করা এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসেও এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মোজতাহেদ ইমামরাও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

২০৬. এ আয়াত দ্বারা আলোচ্য কাজগুলো হারাম প্রমাণিত হয়– (১) আল্লাহর সাথে শেরেক করা, (২) পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ, (৩) সন্তান হত্যা করা, (৪) নির্লজ্জতা, অশ্লীলতার সকল কাজ করা– যেমন যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি এবং (৫) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

www.icsbook.info

الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهٗ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫২. তোমরা কখনো এতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না, তবে উদ্দেশ্য যদি নেক হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌছা পর্যন্ত[২০৭] (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওযন (করার সময়) ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি (কখনো) কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না,[২০৮] যখনি তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে তখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধে)-ও হয়,[২০৯] তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া সব অংগীকার পূরণ করো;[২১০] এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আরো কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন (তোমরা যেন এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে। ১৫৩. এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব তোমরা একমাত্র এরই অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[২১১] এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কয়েকটি বিধান); তিনি (এর মাধ্যমে) তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন (যেন তোমরা এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

২০৭. এতীমের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হারাম। অবশ্য এতীমের অভিভাবক শরীয়াতসম্মত উত্তম পন্থায় সতর্কতার সাথে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, দেখাশোনা করতে পারে। এতীম যৌবনে পৌছে নিজের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হলে তার সম্পদ তাকে ফেরত দেবে।

২০৮. অর্থাৎ, নিজের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী এসব বিধি-বিধান মেনে চলার চেষ্টা করবে। তোমরা এটা করতে বাধ্য ও আদিষ্ট। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত বিষয়ে কষ্ট দেন না।

২০৯. অর্থাৎ কারো নৈকট্য-ভালোবাসা যেন সত্য ও ন্যায় কথা বলায় বিরত না করতে পারে।

২১০. তাঁর আদেশ-নিষেধ যথারীতি মেনে চলবে। আল্লাহর জন্যে যে মানত করবে, যে কসম খাবে, শরীয়ত বিরোধী নয় এ শর্তসাপেক্ষে তা পূরো করবে।

২১১. অর্থাৎ, উল্লিখিত বিধি-বিধান যথারীতি মেনে চলা এবং বিশ্বাস ও কাজে আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করাই হচ্ছে সেরাতে মোস্তাকীম তথা সোজা-সরল পথ। এ সোজা সরল পথ তালাশ করার দীক্ষা দেয়া হয়েছিলো সূরা ফাতেহায়। তোমাদের এপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ
اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَاۤئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا۪

১৫৪. অতপর আমি মূসাকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিতাব দান করেছিলাম, (তা ছিলো) পরিপূর্ণ এবং বিশদ হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে (বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের) লোকেরা এ কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, (একদিন) তাদের (সবাইকে) তাদের মালিকের সমীপে হাযির হতে হবে।[২১২]

রুকু ১৯

১৫৫. এ কল্যাণময় কিতাব আমিই (তোমাদের জন্যে) নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (কিতাবের শিক্ষানুযায়ী) তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর (দয়া) অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।[২১৩] ১৫৬. তোমরা যেন একথা বলতে না পারো, (আল্লাহর) কিতাব তো আমাদের আগের (ইহুদী ও খৃষ্টান এ) দুটো সম্প্রদায়কেই দেয়া হয়েছিলো,

এখন এ পথে চলা-ই হচ্ছে তোমাদের কাজ। এ ছাড়া অন্য পথে চললে তোমরা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হবে।

২১২. 'কুল তায়ালাও আত্‌লু মা হাররামা রব্বুকুম আলাইকুম' বলে যে বিধি-বিধান শোনানো হয়েছে, এসব বিধান সর্বদাই জারি ছিলো। সকল নবী আর সব শরীয়ত এ ব্যাপারে একমত। আল্লাহ তায়ালা পরে হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত নাযিল করেন। এতে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত উল্লেখ ছিলো। সেকালে যারা নেক কাজ করতো, তাওরাত নাযিল করে আল্লাহ তাদের প্রতি নেয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন। সব জরুরী বিধান সবিস্তার বর্ণনা করে দিয়েছেন। হেদায়াত ও রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন। যেন তা বুঝে মানুষ আপন পরওয়ারদেগারের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ণ একীন হাসিল করতে পারে।

২১৩. অর্থাৎ, তাওরাতে তো যা কিছু থাকার তা ছিলোই, কিন্তু এ কিতাব কোরআন মজীদ স্পষ্ট ও স্বতই প্রকাশিত সৌন্দর্য নিয়ে তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত। কোরআন মজীদের সৌন্দর্য সুষমা সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়াই বাতুলতা, সূর্য নিজেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। এর যাহেরী-বাতেনী অসংখ্য বরকত এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কামালাত-পরিপূর্ণতা দেখে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়–

'এর সৌন্দর্য-সুষমার চমক মন-প্রাণকে চির সবুজ সতেজ রাখে, রূপের পূজারীদের রং-রূপ দ্বারা মোহচ্ছন্ন এবং স্বাদে-গন্ধে তার গভীরে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বিমোহিত করে।'

এখন আর ডানে-বামে দেখার দরকার নেই। আল্লাহর রহমত থেকে পর্যাপ্ত অংশ নেয়ার ইচ্ছা করলে এ সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ কিতাব অনুযায়ী জীবন গঠন করো, একে অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে এ মহাগ্রন্থের কোনো অংশেরই বিরুদ্ধাচরণ না হতে পারে।

www.icsbook.info

وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ
لَكُنَّا أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ

(তাই) আমরা সেসব কিতাবের পাঠ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।[২১৪] ১৫৭. অথবা এ কথাও বলতে পারবে না, যদি (ইহুদী খৃষ্টানদের মতো) আমাদের ওপরও কোনো কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা তো তাদের চাইতে বেশী সৎপথের অনুসারী হতে পারতাম, (আজ) তোমাদের কাছে (সত্যিই) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত[২১৫]

২১৪. অর্থাৎ, এ মোবারক কিতাব কোরআন করীম নাযিল হওয়ার পর আরবের উম্মীদের জন্যে এ কথা বলার অবকাশ রাখা হয়নি যে, ইতিপূর্বে খোদায়ী বিধান নিয়ে যেসব আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিলো, আমাদের জানামতে তা নাযিল হয়েছিলো ইহুদী-নাসারাদের ওপর। সন্দেহ নেই, তারা পরস্পরে সেই কিতাব-পড়তো পড়াতো এবং কেউ কেউ আরবীতে তার তরজমাও করতো। যেমন ওয়ারাকা ইবনে নওফাল প্রমুখ। তারা দীর্ঘ দিন যাবত আরবকে ইহুদী-নাসারায় পরিণত করার প্রচেষ্টায় ছিলো, কিন্তু তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে আমাদের তেমন সম্পর্ক নেই। তারা যা কিছু পড়তো-পড়াতো, তা অবিকল আসমানী আকৃতিতে কতোটুকু সংরক্ষিত ছিলো, সে বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই। আমাদের মন্তব্য কেবল এটুকু, সেসব কিতাব এবং শরীয়তে মূলত বনী ইসরাঈলকেই সম্বোধন করা হয়েছিলো। যদিও সে শিক্ষার কোনো কোনো অংশ, যেমন তাওহীদ এবং দ্বীনের মূলনীতির দাওয়াত ইত্যাদি সম্প্রসারিত করে বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে শরীয়ত এবং আসমানী কিতাব সামগ্রিক আকৃতিতে কোনো বিশেষ জাতির ওপর তাদের বিশেষ উপকারের জন্যে নাযিল করা হয়েছে, তার পঠন-পাঠনে অন্যান্য জাতি বিশেষ করে আরবদের মতো উচ্চমনা ও আত্মম্ভরী জাতি যদি কোনো আগ্রহ-আকর্ষণ প্রকাশ না করে, সেটা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। এর ভিত্তিতে তারা বলতে পারে, কোনো আসমানী কিতাব ও শরীয়ত আমাদের কাছে আসেনি। একটা বিশেষ জাতির কাছে যা এসেছে, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং শরীয়ত ত্যাগ করার জন্যে আমাদের কেন অভিযুক্ত করা হবে? কিন্তু আজ তাদের জন্যে এ ধরনের ছল-চাতুরী আর কলা-কৌশলের কোনো সুযোগ নেই। আজ স্বয়ং আল্লাহর প্রমাণ, তাঁর উজ্জ্বল কিতাব এবং হেদায়াত ও ব্যাপক রহমতের বিশেষ বারিবর্ষণ হয়েছে, যাতে প্রথমে তারা নিজেরা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। অতপর অতিযত্ন ও সতর্কতার সাথে পূর্ব-পশ্চিমের সাদা-কালো সকল অধিবাসীর কাছে আল্লাহ তায়ালার এ আমানত পৌঁছে দেবে। কারণ, এ কেতাব কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির জন্যে নাযিল করা হয়নি। এ কিতাবে সারা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁর এ সর্বব্যাপক ও সর্বশেষ পয়গাম আরবদের মাধ্যমে দুনিয়ার দিকে দিকে পৌঁছে গেছে। এ জন্যে সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

২১৫. অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা শুনে যদি তোমাদের মনে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব পৌঁছলে আমরা অন্যদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে

www.icsbook.info

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ

يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ

اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ

يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ

كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا

دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى

(সর্বস্ব কিতাব) এসেছে (তোমরা এর অনুসরণ করো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (জেনে রেখো), যারাই এভাবে আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই আমি তাদের এ জঘন্য আচরণের জন্যে এক নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেবো।[২১৬] ১৫৮. তারা কি (সে দিনের) প্রতীক্ষা করছে, তাদের কাছে (আসমান থেকে আল্লাহ তায়ালার) ফেরেশ্‌তা নাযিল হবে, কিংবা স্বয়ং তোমাদের মালিকই তাদের কাছে এসে (তাদের হাতে কিতাব দিয়ে) যাবেন, অথবা মালিকের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শনের কোনো অংশ এসে (তাদের জান্নাত-জাহান্নাম দেখিয়ে দিয়ে) যাবে, যেদিন সত্যিই তোমার মালিকের (পক্ষ থেকে এমন) কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন (হবে কেয়ামতের দিন, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করেনি, তার জন্যে এ ঈমান আনাটা কোনোই কাজে আসবে না; (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, (ঠিক আছে,) তোমরাও প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি।[২১৭] ১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই;

তদনুযায়ী আমল করে দেখাতাম। সুতরাং তোমাদের তাদের চেয়ে উত্তম কিতাব দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখবো, তোমাদের কে কি কাজ করে দেখায়।

২১৬. এমন নযিরবিহীন অতুলনীয় উজ্জ্বল-অনুপম কিতাব আসার পর এখন কেউ যদি তার আয়াত অস্বীকার করে বা তার বিধান মেনে নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করে বা অন্যদের বাধা দেয়, তবে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হবে? সাদাফা আনহা'র দুটো অর্থ অতীত মনীষীদের থেকে বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে বারণ করা এবং এড়িয়ে যাওয়া। শায়খুল হেন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

www.icsbook.info

২১৭. অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের যে সীমা ছিলো, তা পূর্ণ হয়েছে। নবীদের আগমন ঘটেছে। কিতাব ও শরীয়ত পৌঁছেছে। এমনকি আল্লাহর সর্বশেষ কিতাবও পৌঁছেছে। এর পরও যদি তারা না মানে, তবে সম্ভবত তারা এ অপেক্ষায় আছে, স্বয়ং আল্লাহ হাযির হবেন, অথবা ফেরেশতা আগমন করবেন, অথবা আল্লাহর কুদরতের কোনো এমন বড়ো নিদর্শন যেমন কেয়ামতের কোনো বড়ো আলামত দেখা দেবে। স্মরণ রাখা দরকার, কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন রয়েছে, যা প্রকাশ পাওয়ার পর কাফেরের ঈমান গ্রাহ্য হবে না। কোনো নাফরমানের তাওবাও কবুল হবে না। বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস থেকে জানা যায়, এ নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যোদয়। অর্থাৎ আল্লাহর যখন ইচ্ছা হবে দুনিয়াকে শেষ করার, যখন তিনি দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চুরমার করার ইচ্ছা করবেন, তখন বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরোধী, স্বভাববিরুদ্ধ অনেক বড়ো বড়ো অসম্ভব কার্য সাধিত হবে। এগুলোর মধ্যে একটা হবে এই যে, পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে। সম্ভবত এ উলটো কাজ এবং বিস্ময়কর কীর্তি দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য, দুনিয়ার বর্তমান নিয়ম-শৃংখলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের যেসব বিধান এবং যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি কার্যকর রয়েছে, তার মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং সৌর ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হয়েছে, যেন মহাজগতের মৃত্যু কষ্টের সময় উপস্থিত। যেমনিভাবে ক্ষুদ্র জগত অর্থাৎ মানুষের মুমূর্ষু অবস্থায় ঈমান এবং তাওবা কবুল হয় না, কারণ মূলত তা স্বেচ্ছা ঈমান বা তাওবা নয়। তেমনিভাবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পরও গোটা বিশ্বের জন্যে এ হুকুমই হবে। তখন কারো ঈমান এবং তাওবা কবুল হবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে অন্যান্য নিদর্শনের বর্ণনাও রয়েছে। যেমন দাজ্জাল বের হওয়া, বিশেষ জন্তু বের হওয়া ইত্যাদি। এসব বর্ণনার উদ্দেশ্য এই মনে হয়, যখন এসব নিদর্শনের সমষ্টি প্রকাশ পাবে, আর তা হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর, তখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। এ বিধান পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি নিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আমাদের সময়ের কোনো কোনো নাস্তিক-প্রকৃতিবাদী প্রত্যেক অস্বাভাবিক ঘটনাকে রূপকের রং দিতে অভ্যস্ত, তারা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কেও রূপক বলে চালিয়ে দেয়ার ধান্ধায় আছে। সম্ভবত কেয়ামত সংঘটিত হওয়াও তাদের মতে এক ধরনের রূপক কাহিনী হবে!

'তাতিয়াহুমুল মালাইকাতু আও ইয়াতিয়া রব্বুকা'-এ আয়াতাংশের তাফসীর দ্বিতীয় পারার 'আই ইয়াতিয়াহুমুল্লাহু ফী যিলালিম মিনাল গামামে' করা হয়েছে, সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। 'আও কাসাবাত ফী ঈমানেহা খাইরা'-এ বাক্যাংশ 'আত ফ' (সংযোগ) করা হয়েছে 'আমানাত মিন কাবলু'-এ বাক্যাংশের ওপর। ইবনুল মুনীর প্রমুখ পন্ডিতের মতে উহ্য বক্তব্যের মর্ম হবে এরকম- 'যে আগে থেকে ঈমান আনেনি, এখন তার ঈমান আনা কল্যাণকর হবে না, আর যে পূর্ব থেকে মঙ্গল অর্জন করেনি, এখন তার মঙ্গল অর্জন কল্যাণকর হবে না।' অর্থাৎ তার তাওবা কবুল হবে না।

www.icsbook.info

اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ

اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কি করছিলো।[২১৮] ১৬০. তোমাদের মাঝে কেউ যদি একটা সৎকাজ নিয়ে (আল্লাহ তায়ালার সামনে) আসে, তাহলে তার জন্যে দশ গুণ বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকবে, (অপরদিকে) যদি কেউ একটা গুনাহের কাজ নিয়ে আসে, তাকে (তার) একটাই প্রতি ফল দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপরই যুলুম করা হবে না।[২১৯]

২১৮. বিগত রুকুতে 'কুল তায়ালাও আতলু মা হাররামা রব্বুকুম আলাইকুম' থেকে শুরু করে অনেক বিধি বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'সেরাতে মোস্তাকীম' তথা দ্বীনের সোজা-সরল পথ সবসময় একই ছিলো। এ থেকে সরে গেলে গোমরাহীর রাস্তা অনেক। সকল নবী-রসূল নীতিগত ভাবে এই একই পথে চলেছেন। এ পথেই তারা মানুষকে ডেকেছেন। (সূরা শূরা ঃ রুকু ২)

দ্বীনের মূলনীতিতে তাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। স্থান-কাল-পাত্র এবং বাইরের অবস্থাভেদে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে যে মতভেদ হয়েছে, মূলত তা কোনো পার্থক্য নয়; বরং সকল সময়ের উপযুক্তরূপে একই উদ্দেশ্য হাসিলের বিভিন্ন উপায় মাত্র। সাবেক নবীরা যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে নয়; বরং তার সমাপ্তি ও বিশ্লেষণের জন্যেই তা নাযিল হয়েছে। সবশেষে এসেছে কোরআন করীম। অতীতের সব আসমানী কেতাবের পরিসমাপ্তি ও সত্যতা প্রতিপাদন এবং সে সব কেতাবের জ্ঞানধারা সংরক্ষণ করার নিমিত্তই এর আগমন হয়েছে। মধ্যখানে এসব কিতাব ও শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া লোকদের অবস্থা বর্ণনা করে 'ইন্নাল্লাযীনা ফাররাকূ দীনাহুম' থেকে পুনরায় মূল বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের পথ তথা সেরাতে মোস্তাকীম এক ও অভিন্ন। যারা মূল দ্বীনে বিভেদ-অনৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক পৃথক পথ বের করে নেয় এবং ফেরকাবন্দীর লা'নতে গেরেফতার হয়, তারা ইহুদী-নাসারা হোক বা ইসলামের সেসব দাবীদার হোক, যারা ভবিষ্যতে দ্বীনী আকীদা-বিশ্বাসের চাদর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংস্রব-সম্পর্ক নেই। এরা সকলেই 'ফাতাফাররাকা বেকুম আন সাবীলিহী' আয়াতাংশের মর্মের অন্তর্ভুক্ত। আপনি এদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে আল্লাহর একক পথ সিরাতে মোস্তাকীমে অটল-অবিচল থাকুন আর তাদের পরিণাম আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। তারা দ্বীনে যে পরিবর্তন সাধন করেছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে দুনিয়া বা আখেরাতে তাদের অবহিত করবেন। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) 'ফাররাকূ দীনাহুম'- আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করে বলেন, যেসব বিষয় বিশ্বাস করার, অর্থাৎ দ্বীনের মূলনীতি, সেসব বিষয়ে পার্থক্য করবে না। আর যা করার বিষয়, অর্থাৎ দ্বীনের খুঁটিনাটি, তার কয়েকটি পন্থা হলে কোনো দোষ নেই।

২১৯. তাদের মন্দ অপকৃষ্ট কাজের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সকল নেকী-বদীর পরিণতির সাধারণ নিয়মও বলে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক নেক কাজের

www.icsbook.info

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ

حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ

وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ

اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, অবশ্যই আমার মালিক আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন– সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান, এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ,[২২০] সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।[২২১] ১৬২. তুমি (একান্ত বিনয়ের সাথে) বলো, অবশ্যই আমার নামায, আমার (আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মৃত্যু– সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে। ১৬৩. তাঁর শরীক (সমকক্ষ) কেউ নেই,[২২২] আর একথা (বলার জন্যেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমানদের মধ্যে আমিই হচ্ছি সর্বপ্রথম।[২২৩]

বিনিময় কমপক্ষে দশ গুণ। আর খারাপ কাজের সর্বোচ্চ বিনিময় তার সমান। অর্থাৎ কেউ একটা নেকী করলে কমপক্ষে অনুরূপ দশটা নেকীর সওয়াব পাবে। বেশীর কোনো সীমা নেই। আর যে একটা খারাপ কাজ করবে, তার জন্যে যতোটুকু শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তার চেয়ে বেশী দেয়া হবে না। শাস্তি সহজ করা বা একেবারে মাফ করে দেয়ার এখতিয়ারও আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। যেখানে রহমতের এতো প্রাচুর্য, সেখানে যুলুমের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

২২০. অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ.) এক আল্লাহ্‌রই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

২২১. অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা যতো খুশী পথ বের করে নাও, যতো ইচ্ছা মাবুদ সাব্যস্ত করো, আমার পরওয়ারদেগার তো আমাকে সেরাতে মোস্তাকীম দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, খালেস তাওহীদ, পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ও নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণের পথ। যে পথে সগর্বে চলেছেন সব নবীদের পিতা, সর্বশ্রেষ্ঠ তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)। আজও সকল আরব এবং সব আসমানী দ্বীন অতি সম্মানের সাথে তাঁর নাম স্মরণ করে।

২২২. এ আয়াতে তাওহীদ এবং নিজেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পণের সর্বোচ্চ স্থানের সন্ধান দেয়া হয়েছে। যে স্থানে পৌঁছেছিলেন আমাদের নেতা হযরত মোহাম্মদ (স.)। বিশেষ করে নামায এবং কোরবানীর উল্লেখ করে মোশরেকদের আচরণ, কর্মকান্ড খন্ডন করা হয়েছে। যারা গায়রুল্লাহর জন্যে দৈহিক এবাদাত এবং কোরবানী করতো।

২২৩. এবং আমি প্রথম মুসলিম– সাধারণত তাফসীরকাররা এর অর্থ করেন উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার হিসাবে তিনি প্রথম মুসলমান, কিন্তু জামে তিরমিযীর হাদীস– আদম যখন দেহ ও আত্মার মধ্যখানে, আমি তখনও নবী অনুযায়ী তিনি প্রথম নবী। সুতরাং প্রথম মুসলমান হওয়ায় কি সন্দেহ থাকতে পারে? এ ছাড়া সম্ভবত এখানে সময়ের দিক থেকে প্রথম উদ্দেশ্য নয়; বরং মর্যাদার বিচারেই প্রথম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সারা বিশ্বের অনুগতদের সারিতে আমি এক নম্বরে এবং সকলের শীর্ষে।

www.icsbook.info

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ
الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ
اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৪. তুমি (আরো) বলো, (এরপরও) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মালিক[২২৪] সন্ধান করে বেড়াবো? অথচ (আমি জানি) তিনিই সব কিছুর (নিরংকুশ) মালিক; (তাঁর বিধান হচ্ছে) প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্যে এককভাবে নিজেই দায়ী হবে এবং কেয়ামতের দিন কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের (পাপের) বোঝা বহন করবে না, অতপর (একদিন) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (আসল) মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, সেদিন তিনি তোমাদের সেসব কিছুই জানিয়ে দেবেন, যা নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা মতবিরোধ করতে।[২২৫] ১৬৫. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর খলিফা বানিয়েছেন[২২৬] এবং (এ কারণে তিনি) তোমাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন,[২২৭] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি তোমাদের সবাইকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞতার) পরীক্ষা নিতে চান; (জেনে রেখো,) তোমার মালিক শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত (কঠোর) তৎপর, (আবার) তিনি বড়ো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।[২২৮]

২২৪. প্রথমে উলূহিয়াত (মাবুদ হওয়া)-এর ক্ষেত্রে তাওহীদের উল্লেখ করা হয়েছে। এখন রুবুবিয়্যাত তথা প্রতিপালন ক্ষেত্রে তাওহীদ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমনি তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তেমনি অন্য কারো কাছে সাহায্যও কামনা করা যায় না। কারণ, সাহায্য চাওয়া সাধারণ রবুবিয়াত বা লালন পালনেরই শাখা বিশেষ।

২২৫. কাফেররা তাওহীদ ইত্যাদির ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে বলতো, তোমরা তাওহীদ ত্যাগ করে আমাদের পথে এসো। এতে কোনো গুনাহ হলে সে জন্য আমরা দায়ী। 'ওয়া কালাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানুত্তাবিউ সাবীলানা' এখানে তার জবাব দিয়ে বলা হয়েছে, প্রত্যেকের গুনাহ তার নিজের ঘাড়েই থাকবে। কেউই অপরের গুনাহের ভার বহন করবে না। অবশ্য তোমাদের বিপদ আর মতভেদের ফয়সালা হবে আল্লাহর কাছে গিয়ে। এ দুনিয়া ফয়সালার স্থান নয়, এটা পরীক্ষা-ক্ষেত্র। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

২২৬. অর্থাৎ আল্লাহ দুনিয়ায় তোমাদের তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। তোমরা তাঁর দেয়া ক্ষমতা-এখতিয়ার কাজে লাগিয়ে কেমন কর্তাসুলভ আচরণ করছো, অথবা তিনি তোমাদের পরস্পরের প্রতিনিধি করেছেন। এক জাতি যায়, অপর জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

২২৭. অর্থাৎ, তিনি তোমাদের পরস্পরে পার্থক্যের অনেক পর্যায় রেখেছেন। তাই দেখা যায়, আকার-আকৃতি, রং-বর্ণ, ভাব ভঙ্গি, চরিত্র-যোগ্যতা, দোষ-গুণ, রেযেক, দওলত, মান-মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অসংখ্য পর্যায় রয়েছে।

২২৮. অর্থাৎ, এসব অবস্থায় কে আল্লাহর হুকুম কতোটা মানে, যাতে তা প্রকাশ পায়। 'ফীমা আতাকুম' দ্বারা ইবনে কাসীর অর্থ করেছেন নানা রকম অবস্থা ও মর্যাদা, যোগ্যতা অনুযায়ী যে অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরীক্ষার সারকথা দাঁড়ায়, ধনী ধনাঢ্য অবস্থায় থেকে কতটা শোকর আদায় করে, আর গরীব গরীবী অবস্থায় থেকে কতোটুকু ধৈর্যের প্রমাণ দেয়। এভাবে সকল ক্ষেত্র সম্পর্কেই ধারণা করে নেয়া যেতে পারে। যা হোক, এ পরীক্ষায় যে সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা দ্রুত শাস্তিদাতা। আর যার কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় তার জন্যে মহা ক্ষমাশীল। আর যে এতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় তার জন্যে রাহীম– অতি মেহেরবান।

www.icsbook.info

সূরা আল আ'রাফ

আয়াত ২০৬ রুকু ২৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ۟ۚ ① كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَیْكَ فَلَا یَكُنْ فِیْ صَدْرِكَ حَرَجٌ

مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ② اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِیَآءَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

রুকু ১

১. আলিফ লা-ম মী-ম ছোয়া-দ, ২. (হে নবী,) এ (মহা) গ্রন্থ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যেন তুমি এর দ্বারা (কাফেরদের) ভয় দেখাতে পারো, ঈমানদারদের জন্যে (এটি হচ্ছে) একটি স্মরণিকা,[১] অতএব (এ ব্যাপারে) তোমার মনে যেন কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা না থাকে।[২] ৩. (হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার (যথাযথ) অনুসরণ করো এবং তা বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না; (আসলে) তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে চলো।[৩]

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 'খারাজা' শব্দের তাফসীর করেছেন সন্দেহ। যেন তাঁর মতে 'ফালা ইয়াকুন ফী সাদরেকা হারাজুম মিনহু' –এর অর্থ হচ্ছে 'ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীনা– অতএব আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের পর্যায়ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ যে পয়গম্বরের ওপর তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন, কিতাবের বিধি-বিধানের ব্যাপারে তাঁর অন্তরে সামান্যতম খটকা এবং সন্দেহ-সংশয়ের উদয় হওয়াও পয়গম্বরের শান নয়। অন্যান্য মোফাসসেররা শব্দটির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, সব সৃষ্টির মধ্য থেকে বাছাই করে আল্লাহ যাঁর ওপর আপন কিতাব নাযিল করেছেন, আহমক এবং বিরুদ্ধবাদীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা অযথা প্রশ্নে প্রভাবিত হয়ে কিতাবের কোনো অংশ প্রচারে মনোক্ষুণ্ন হওয়া তাঁর জন্য সাজে না। তাঁর কাছে ধনভান্ডার কেন প্রেরিত হয় না অথবা তাঁর সাথে ফেরেশতা কেন আসে না– তাদের এমন কথায় আপনি যেন আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের কোনো অংশ ছেড়ে না দেন এবং মনকে সংকীর্ণ না করেন– (সূরা হূদ ঃ আয়াত) । স্বয়ং পয়গম্বরের অন্তরেই যদি কিতাব এবং তার ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা ও চিত্তের দৃঢ়তা অর্জিত না হয়, তবে তিনি কি করে শক্তি-সাহসিকতার সাথে ভীতি প্রদর্শন ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করবেন?

২. অর্থাৎ, কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনি গোটা বিশ্বকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্ক-সজাগ করে দেবেন এবং পাপের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখাবেন। ঈমানদারদের জন্য এটা একটা বিশেষ কার্যকর উপদেশ-বার্তা প্রমাণিত হবে।

৩. মানুষ যদি আল্লাহ তায়ালার বিরাট প্রতিপালন ব্যবস্থা, নিজের সূচনা ও সমাপ্তি এবং আনুগত্য-অবাধ্যতার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করে, তা হলে সে কিছুতেই

www.icsbook.info

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ④

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑤

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ⑥ فَلَنَقُصَّنَّ

৪. এমন কতো জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি– তাদের ওপর আমার আযাব আসতো রাতের বেলায় (যখন তারা ঘুমিয়ে থাকতো) কিংবা (আযাব আসতো মধ্য দিনে,) যখন তারা (আহারের পর) বিশ্রাম করতো। ৫. (আর এভাবে) যখন তাদের কাছে আমার আযাব আসতো, তখন তারা এছাড়া আর কিছুই বলতো না, 'অবশ্যই আমরা ছিলাম যালেম।'[৪] ৬. যাদের কাছে নবী পাঠানো হয়েছিলো অবশ্যই আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো, (একইভাবে) রসূলদেরও আমি (মানুষের আচরণ সম্পর্কে) অবশ্যই প্রশ্ন করবো।[৫] ৭. অতপর আমি (আমার নিজস্ব) জ্ঞান দ্বারা তাদের (প্রত্যেকের) কাছে তাদের কার্যাবলী খুলে খুলে বর্ণনা

মহান প্রভুর নাযিল করা হেদায়াত ত্যাগ করে মানুষ এবং জ্বিন শয়তানের সাহচর্যে কিংবা তাদের পেছনে চলার সাহস করতে পারে না। বিগত জাতিসমূহের মধ্যে যারা আল্লাহর কিতাব এবং পয়গম্বরের মোকাবেলায় এমন পন্থা অবলম্বন করেছিলো, পরবর্তী আয়াতে তাদের পার্থিব শাস্তির উল্লেখ রয়েছে।

৪. অর্থাৎ, তাদের যুলুম-বাড়াবাড়ি এবং কুফ্রী অবাধ্যতা যখন চরমে পৌঁছেছিলো, তখন তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে আরামের নিদ্রায় মজা লুটবার কাজে ডুবে ছিলো। হঠাৎ আমার আযাব এসে তাদের গ্রাস করে। অতপর ধ্বংসযজ্ঞের এ ভয়ংকর দৃশ্য এবং ধর-পাকড়ের হৈ-হাঙ্গামায় সব কোলাহলের কথা তারা ভুলে গিয়েছিলো। আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম– চারদিক থেকে এ চিৎকার ছাড়া তাদের মুখে আর কিছুই শোনা যায়নি। যেন তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের স্বীকার করতে হয়েছিলো, আল্লাহ কারো প্রতি যুলুম করেন না; বরং আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। 'ফাজা-আহা বা'সুনা' আয়াতাংশের 'ফা' অক্ষর সম্পর্কে মোফাস্‌সেরদের কয়েকটি অভিমত আছে। সম্ভবত শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) 'ফা' অক্ষরটিতে 'আহলাকনা' শব্দের তাফসীর ও বিস্তারিত বিবরণ করেছেন। যেমন বলা হয়–অমুক ব্যক্তি অযু করেছে, অতপর মুখ-হাত ইত্যাদি ধুয়েছে। এ দৃষ্টান্তে মুখ-হাত ইত্যাদি ধোয়া অযু করার ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ। তেমনিভাবে এখানে ধ্বংস করার ব্যাখ্যা করা হয়েছে আযাবের ধরন ও বিবরণ দ্বারা। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৫. যেসব জাতির প্রতি পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছে, তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা পয়গম্বরদের কি জবাব দিয়েছিলে? তাদের দাওয়াত কতোটা গ্রহণ করেছিলে? আর স্বয়ং পয়গম্বরদের জিজ্ঞেস করা হবে– উম্মতের পক্ষ থেকে তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছিলো?

www.icsbook.info

عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ

ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا

تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾

করবো, (কারণ) আমি তো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না![৬] ৮. সেদিন (পাপ-পুণ্যের) পরিমাপ ঠিকভাবেই করা হবে, (সেদিন) যার (কিংবা যাদের) ওযনের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে। ৯. আর যার (কিংবা যাদের) পাল্লা সেদিন হালকা হবে, তারা (হচ্ছে এমন সব লোক, যারা) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে,[৭] কারণ এরা (দুনিয়ার জীবনে) আমার আয়াতসমূহের সাথে যুলুম করতো।[৮] ১০. নিসন্দেহে আমি তোমাদের (এই) যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, (এ জন্যে) আমি তাতে তোমাদের জন্যে সব ধরনের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি; কিন্তু তোমরা (আমার এ নেয়ামতের) খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো।[৯]

৬. অর্থাৎ তোমাদের ছোটো-বড়ো বা কম-বেশী কোনো আমল এবং যাহেরী-বাতেনী কোনো অবস্থাই আমার এলেম থেকে গায়েব নয়। অন্য কারো সহায়তা ছাড়াই আমি অণু-পরমাণুর খবর রাখি। আমার এ অনাদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী আগে-পরের সব অবস্থাই তোমাদের সম্মুখে আমি একদিন উন্মুক্ত করে তুলে ধরবো। আল্লাহর ফেরেশতাদের লিখে নেয়া আমলনামাও আল্লাহর জ্ঞানের আদৌ পরিপন্থী হতে পারে না। তাদের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়াটা কেবল নিয়ম পালন এবং শাসনব্যবস্থার প্রকাশ। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর জ্ঞানে এসব মাধ্যমের মোহতাজ হতে পারেন না– নাউযু বিল্লাহ!

৭. কেয়ামতের দিন সকলের আমলের ওযন দেখা হবে। যাদের মন এবং অংগ-প্রত্যংগের আমল ওযন বেশী হবে, তারা হবে কামিয়াব। আর যাদের আমলের ওযন হালকা হবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, 'সকলের আমল লেখা হয় ওযন অনুযায়ী। একই কাজ যদি এখলাস এবং মহব্বতের সাথে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী যথাসময় ও যথাস্থানে করা হয়, তার ওযন বৃদ্ধি পাবে। আর সেই একই কাজ যদি করা হয় লোক দেখানোর জন্য বা শরীয়তের নির্দেশের বিরুদ্ধে বা যথাসময় যথাস্থানে না করা হয়, তবে তার ওযন হ্রাস পাবে। আখেরাতে সেই কাগজ পাওয়া যাবে। যার নেক কাজের ওযন বেশী ভারী হবে, তার মন্দ কাজ মাফ করা হবে। আর নেক কাজ হালকা ওযনে হলে সে ধরা পড়ে যাবে।' কোনো কোনো আলেমের মতে, কেয়ামতের দিন আমলকে অবয়ব-কাঠামোর রূপ দিয়ে ওযন করা হবে, যদিও দুনিয়ায় আমলের কোনো রূপ-কাঠামো নেই। বলা হয়ে থাকে, আমাদের আমলের তো চোখে দেখা যাওয়ার মতো স্থায়ী কোনো সত্তা নেই। এর প্রতিটি অংশ সংঘটিত

হওয়ার পর পরই বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং একে একত্রিত করে ওযন করার কি অর্থ হতে পারে? আমি বলি, বর্তমানে তো গ্রামোফোনে দীর্ঘ ভাষণ বক্তৃতা রেকর্ড করে রাখা হয়। অথচ (কেবল গ্রামোফোন-ই বা কেন? এখন আরো অনেক নিত্য নতুন কায়দায় কণ্ঠ ও চেহারা সবটাই ধরে রাখা যায়)। এ ভাষণের কি কোনো আকার-আকৃতি আছে? এটা কি চোখে দেখা যায়? আমাদের মুখে এক একটি শব্দ উচ্চারিত হয়। অথচ এক একটি অক্ষরই তো আমাদের মুখ থেকে নিসৃত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। তবে এ দীর্ঘ ভাষণ কি করে এসব যন্ত্রপাতিত ধরে রাখা হয়? এ হতে বুঝে নেয়া যেতে পারে, যে আল্লাহ এসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কর্তারও স্রষ্টা, আমাদের সব আমলের পরিপূর্ণ রেকর্ড প্রস্তুত রাখা তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে অসম্ভব হতে পারে কি করে? তিনি এমনভাবে এ রেকর্ড প্রস্তুত ও সংরক্ষণে সক্ষম, যা থেকে বিন্দুমাত্রও বাদ পড়বে না। কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি, এমন এক মীযান দ্বারা আমল ওযন করা হবে, যাতে দুই পাল্লা এবং তুলাদণ্ড থাকবে, কিন্তু সেই মীযান এবং তার দুই পাল্লা কি ধরনের হবে আর তা দ্বারা ওযন-ই বা জানা যাবে কিভাবে, এসব বিষয় আয়ত্ত করা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির আওতা বহির্ভূত। এ কারণে এসব জানার জন্যেও আমরা আদিষ্ট নই। কেবল এক মীযানই বা কেন? দুনিয়ায় অনেক জিনিস আছে, আমরা কেবল সেসবের নামের সাথেই পরিচিত। সেসবের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। এসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন-হাদীসে সামান্য যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা বিশ্বাস করাই তো আমাদের কর্তব্য। এর চেয়ে বেশী কিছু জানা আমাদের আওতার বাইরে। কারণ, যেসব নিয়ম-নীতির অধীনে সেই জগতের অস্তিত্ব ও ব্যবস্থাপনা চলবে, এ দুনিয়ায় বাস করে সেই দুনিয়া সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। আমরা তো এ দুনিয়ায়ই কত রকম মীযান দেখতে পাই। এক ধরনের মীযান দ্বারা স্বর্ণ-চান্দি এবং মণিমুক্তা ওযন করা হয়। আর এক ধরনের মীযান দ্বারা খাদ্যশস্য ওযন করা হয়। যত্রতত্র এমন ধরনের মীযান দেখা যায়। আবার কিছু মীযান দ্বারা মাল-সামান ওযন করা হয়। বায়ু এবং তার আর্দ্রতা পরিমাপ করারও এক প্রকার যন্ত্র আছে, এসব দ্বারা বায়ু, আর্দ্রতা ইত্যাদির ডিগ্রী পরিমাপ করা হয়। থার্মোমিটার দ্বারা উষ্ণতা ওযন করা হয়। এরও তো বাইরে কোনো দর্শনযোগ্য অস্তিত্ব নেই। অথচ থার্মোমিটার দ্বারা ওযন করে বলে দেয়া যায়, আমাদের দেহে কখন কি পরিমাণ উষ্ণতা রয়েছে। এমনিভাবে দুনিয়াতেই তো আমরা অনেক রকম মীযান দেখতে পাই, যা দ্বারা দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু ওযন করা হয় আর বলে দেয়া হয়, এর পরিমাণ ও ডিগ্রী। দুনিয়াতেই যখন আমরা এসব নানাবিধ মীযান প্রত্যক্ষ করছি, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষে এমন দৃশ্যমান মীযান স্থাপন করা অসম্ভব কিসে, যে মীযান দ্বারা আমাদের আমলের ওযন ও ডিগ্রীর তারতম্য স্পষ্ট প্রকাশিত হবে!

৮. আর আয়াত অস্বীকার করাই তাদের সত্য থেকে বিচ্যুতি। 'ইয়াযলিমূন' শব্দ দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে।

৯. এখান থেকে কোনো কোনো প্রাকৃতিক এবং আত্মিক আয়াত বা নিদর্শনের বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ দ্বারা একদিকে বিশ্ব-জাহানের বিরাট কারখানার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ ও তাঁর নেয়ামত-অনুগ্রহের আলোচনা করে তাঁর শুকরিয়া আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অপরদিকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আগমন, তাঁদের জীবনচরিত এবং তাদের অনুসারী ও বিরোধীদের পরিণতি, যাকে এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় বলে মনে হয়– তা বর্ণনা করার জন্য এ আয়াতগুলো ভূমিকা হিসাবে পেশ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ

فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ⑪ قَالَ مَا مَنَعَكَ

اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ

مِنْ طِيْنٍ ⑫ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ

اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ⑬ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ⑭ قَالَ اِنَّكَ

مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ⑮

রুকু ২

১১. আমিই তোমাদের বানিয়েছি, তারপর আমিই তোমাদের (বিভিন্ন) আকার-অবয়ব দান করেছি, অতপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, (সম্মানের নিদর্শন হিসেবে তোমরা) আদমকে সাজদা করো, তখন (আমার আদেশে) সবাই (আদমকে) সাজদা করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে (কিছুতেই) সাজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। ১২. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন (নিজেই) তোমাকে সাজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীস বললো (আমি কেন তাকে সাজদা করবো), আমি তো তার চাইতে উত্তম, (কারণ) তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে, আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে। ১৩. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন, তুমি এক্ষুণি এখান থেকে নেমে যাও![১০] এখানে (বসে) অহংকার করবে, এটা তোমার পক্ষে কখনো সাজে না– যাও, (এখান থেকে) বেরিয়ে যাও, (কেননা) তুমি অপমানিতদেরই একজন।[১১] ১৪. সে বললো (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত (শয়তানী করার) অবকাশ দাও, যেদিন এ (আদম সন্তান)-দের পুনরায় (কবর থেকে) উঠানো হবে। ১৫. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন (হ্যাঁ, যাও), অবকাশপ্রাপ্তদের মাঝে তুমিও একজন।[১২]

১০. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করার আগেই তোমাদের বসবাস এবং পানাহারের উপকরণ সৃষ্টি করেছি। অতপর তোমাদের মূল ধাতু সৃষ্টি করা হয়েছে। অতপর এ ধাতুকে এমন সুন্দর আকর্ষণীয় আকার-আকৃতি দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকেই দেয়া হয়নি। অতপর মাটির এ পুতলীকে এমন রূহ এং মূলতত্ত্ব দান করা হয়েছে, যার বদৌলতে তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম– যার অস্তিত্ব ছিলো সব মানুষের অস্তিত্বের মূল– আল্লাহর খলীফা হয়েছেন এবং ফেরেশতারা তাকে সাজদা করেছে। এসময় যে তাকে সম্মানসূচক সাজদা করতে অস্বীকার করেছে, সে চিরন্তন মরদূদ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ, এ সাজদা ছিলো আল্লাহর খেলাফতের প্রতীক স্বরূপ। অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা ও স্পষ্ট পরীক্ষা শেষে ফেরেশতারা আদমের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রূহানী পরিপূর্ণতা সম্পর্কে

www.icsbook.info

অবহিত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ শোনামাত্রই সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এমনিভাবে তারা সত্যিকার পরওয়ারদেগারের পরিপূর্ণ ওফাদারী ও আনুগত্য গ্রহণের প্রমাণ পেশ করে। অভিশপ্ত ইবলীস ছিলো মূলত আগুনের সৃষ্টি। জ্বিন বংশোদ্ভূত ইবলীস অতিরিক্ত এবাদাত ইত্যাদির কারণে ফেরেশতাদের মধ্যে শামিল হয়েছিলো। অবশেষে সে তার মূলের দিকে ফিরে গেছে। তার দৃষ্টি আদমের বস্তুগত কাঠামো থেকে 'আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিই'–এর রহস্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এ কারণে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের মোকাবেলায় সে আমি তার চেয়ে উত্তম, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে– এসব উদ্ভট দাবী করতে শুরু করে। অবশেষে এ অস্বীকৃতি-দম্ভ-অহংকার ও নিছক অভিমত-অভিলাষ দ্বারা আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি স্বরূপ নৈকট্যের মর্যাদা থেকে চিরতরে নীচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে– তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে। আগুন দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, মূলত এ জন্যেই তার বিরাট গর্ব ছিলো। আর শেষ পর্যন্ত এটাই তার চিরন্তন ধ্বংসের কারণ হয়েছে। আগুনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা হালকা ও তীব্র, দ্রুত প্রসারণশীল এবং ক্ষিপ্র। তাতে নিহিত রয়েছে মুখিতা ও বিপর্যয়। আর মাটি হচ্ছে এর বিপরীত। এতে নিহিত রয়েছে দৃঢ়তা-স্থিরতা এবং বিনয়সুলভ ধৈর্য-স্থৈর্য ও সহনশীলতা। আগুনের তৈরী ইবলীস সাজদার হুকুম শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাত সে মতামত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বসে। অবশেষে ঔদ্ধত্য-অহমিকার পথ ধরে ঈর্ষার আগুনে পুড়ে জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর সম্মুখে নতিস্বীকার করেন। তার এ নতিস্বীকারের পরিণতিতে দেখা গেয়ছ আল্লাহ তাকে নবুওতের জন্যে মনোনীত করেন, তার তাওবা কবুল করেন এবং হেদায়াত দান করেন। এ কারণে বলা যায়, অভিশপ্ত ইবলীস বস্তুগত এবং মূল উপাদানের দিক থেকেও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে ভুল করেছে। হাফেয শামসুদ্দীন ইবনে কাইয়েম তাঁর বিখ্যাত 'বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে পনেরোটি কারণে আগুনের ওপর মাটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। কেউ ইচ্ছা করলে তা দেখে নিতে পারেন।

১১. অর্থাৎ, জান্নাতে বা আসমানে কেবল আল্লাহর সে সৃষ্টিই বাস করতে পারে, যে আল্লাহর সম্পূর্ণ অনুগত। অহংকারী নাফরমানদের জন্য সেখানে বসবাসের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। যা হোক, অভিশপ্ত ইবলীস অতিরিক্ত এবাদাত ইত্যাদির কারণে মর্যাদার যে মহান আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো, বড়ো কথার অপরাধে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

ইবলীসকে দীর্ঘদিন ফেরেশতার দলভুক্ত রেখে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কারো এমনকি শয়তানের প্রকৃতিও এমন করেননি যে, সে কেবল খারাপের দিকেই যেতে বাধ্য ও অস্থির থাকবে; বরং মূল প্রকৃতির দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরও এ যোগ্যতা রয়েছে, আপন ইচ্ছা-এখতিয়ারে নেকী, পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করে সে বিরাট উন্নতি সাধন করে ফেরেশতার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

১২. অর্থাৎ, তুমি যখন এ দরখাস্ত করেছো, তখন বুঝবে যে, তোমাকে অবকাশ দেয়ার বিষয়টি আগে থেকে আল্লাহর জ্ঞানে সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার হেকমত যখন দাবী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরিপূর্ণতার গুণাবলী এবং রাজাধিরাজের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্ব

প্রকাশ করবেন, তখন তিনি দুনিয়া পয়দা করেছেন। -তিনিই তো আল্লাহ, যিনি সাত তবক আসমান এবং অনুরূপ যমীন পয়দা করেছেন। এসবের মধ্যে বিধান নাযিল হয়, যাতে তোমরা জানতে পারো, আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। (সূরা তালাক)

অর্থাৎ, আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং এ সবের সমুদয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং সর্বব্যাপী জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষ যাতে অবহিত হতে পারে,। কোনো কোনো অতীত মনীষীর তাফসীরে আল্লাহর এ জ্ঞানকেই 'ওয়া মা খালাকতুল জেন্না ওয়াল এনসা ইল্লা লেয়াবুদূন'- এ আয়াতে এবাদাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য কেবল তখনই উত্তমরূপে পূর্ণ হতে পারে, যখন সৃষ্টজগতে তাঁর সব রকম গুণ এবং পূর্ণতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এটা হতে পারে তখন, যখন বিশ্বে অনুগত-ওফাদার এবং বিদ্রোহী-অপরাধী সকল প্রকার মখলুক বর্তমান থাকে। উপরন্তু আল্লাহর দুশমনদের পরিপূর্ণ শক্তি প্রয়োগ এবং তাদের জন্মগত ক্ষমতা-এখতিয়ারের সব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার চূড়ান্ত অবকাশ এবং আযাদী দেয়া হয়। অবশেষে আল্লাহর বাহিনীই জয়ী হবে। দুশমনরা লাভ করবে তাদের কর্মফল। পরীক্ষা নেয়ার পর শেষ কামিয়াবী একমাত্র নেককাররাই লাভ করবে। এছাড়া সব পরিপূর্ণতার সব গুণাবলী ভালোভাবে প্রকাশ পাওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। সুতরাং যে উদ্দেশে বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক একই উদ্দেশে ভালো-মন্দ এবং ভালো-মন্দের উৎসও সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ। এছাড়া তা পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 'আর তোমার পরওয়ারদেগার ইচ্ছা করলে সব মানুষকে একই দল একই উম্মতভুক্ত করতে পারতেন। তখন তারা মতভেদে লিপ্ত হতে, কিন্তু আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন। আর এ জন্যেই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা হূদ)

এ কারণে সকল অকল্যাণের উৎস অভিশপ্ত ইবলীসকে কেয়ামত পর্যন্ত তার সব ক্ষমতা-এখতিয়ার এবং উপায়-উপকরণ প্রাণ খুলে ব্যবহার করার অবকাশ দেয়া আবশ্যক ছিলো। প্রয়োজন ছিলো তাকে পুরোপুরি সুযোগ দেয়ার, কিন্তু এটা অতি সুস্পষ্ট, সরাসরি সেই মহাজ্ঞানী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহর মোকাবেলায় এ কাজ সম্ভব ছিলো না। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এমন এক সৃষ্টিকে তার মোকাবেলায় দাঁড় করানো দরকার ছিলো, যার সাথে অভিশপ্ত ইবলীস স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়।- 'এবং তুমি তাদের বিরুদ্ধে তোমার অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী পরিচালিত করো এবং অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের শরীক করো এবং তুমি তাদের প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তো প্রতারণা ছাড়া অন্য কোনো ওয়াদাই তাদের দিতে পারে না। (সূরা বনী ইসরাঈল) আর সেই শ্রেষ্ঠ জীব যতোক্ষণ খেলাফতের হক এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ শাহী সৈন্য, অর্থাৎ ফেরেশতা দ্বারা তার সহায়তা করা হবে, অক্ষমতা-দুর্বলতা সত্ত্বেও তার নিজের দয়া-অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত দুশমনের মোকাবেলায় তাকেই বিজয়ী করা হবে।

কাজেই ভালোভাবে জেনে নিতে হবে, এ দুনিয়া হচ্ছে ইবলীস ও আদমের যুদ্ধক্ষেত্র। যেহেতু উভয় পক্ষের মাঝে প্রাণান্তকর মোকাবেলা কেবল তখনই হতে পারে, যখন একে

www.icsbook.info

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ
لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن
شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا
مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৬. সে বললো, যেহেতু তুমি (এ আদমের জন্যেই) আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলে, (তাই) আমি এদের (গোমরাহ করার) জন্যে অবশ্যই তোমার (প্রদর্শিত) সরল পথে (-র বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে) বসে থাকবো।[১৩] ১৭. অতপর (পথভ্রষ্ট করার জন্যে) আমি তাদের কাছে অবশ্যই আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে,[১৪] ফলে তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই (তোমার) কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না।[১৫] ১৮. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন, বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়; (আদম সন্তানের) যারাই তোমার অনুসরণ করবে, (তাদের এবং) তোমাদের সবাইকে দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করে দেবো।[১৬]

অপরের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ কারণে সৃষ্টিগতভাবে এমন দুটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যাতে প্রতিটি পক্ষের অন্তরে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। আদমকে সাজদা না করার কারণে ইবলীসকে নীচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ইবলীসের প্ররোচনায় আদমকেও জান্নাত ছাড়তে হয়েছে। এসব ঘটনার কারণে একের বিরুদ্ধে অপরের শত্রুতার শিকড় গজিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছে। আর যুদ্ধে জয়-পরাজয় একটা হবেই। অবশ্য একমাত্র পরিণাম দ্বারাই সফলতা-ব্যর্থতার বিচার করা হবে।

১৩. অর্থাৎ যাদের কারণে আমার এ পরিণতি এবং এ খারাপ দিন দেখতে হয়েছে, আমি ডাকাতের মতো তাদের ঈমানের ওপর হামলা চালাবো।

১৪. অর্থাৎ, সবদিক থেকে তাদের ওপর হামলা চালাবো। সকল দিকের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই চারদিকের উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. চারদিক থেকে হামলা চালানোর বিষয়টা ছিলো অভিশপ্ত ইবলীসের অনুমানমাত্র। তার এই অনুমান সত্য হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'আর তাদের বিরুদ্ধে ইবলীসের অনুমান সত্য হয়েছে। সুতরাং এক দল মোমেন ছাড়া তাদের সকলেই ইবলীসের অনুসরণ করেছে।' (সূরা সাবা)

১৬. অর্থাৎ, অধিকাংশ লোক না-শোকর-অকৃতজ্ঞ হয়ে আমার কি ক্ষতি করতে পারবে? সেই মুষ্টিমেয় ওফাদারের জন্যই শেষ পরিণতি হবে শুভ ও কল্যাণকর। আর না-শোকর-অকৃতজ্ঞের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এতে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে– শয়তানের এতো বিশাল বাহিনীও 'আল্লাহর খলীফার' স্বল্প সংখ্যক বাহিনীকে পরাজিত ও ভীত সন্ত্রস্ত করতে সক্ষম হয়নি।

www.icsbook.info

وَيٰٓاٰدَمُ اسۡكُنۡ اَنۡتَ وَزَوۡجُكَ الۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿١٩﴾ فَوَسۡوَسَ لَهُمَا الشَّيۡطٰنُ
لِيُبۡدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنۡهُمَا مِنۡ سَوۡاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا
عَنۡ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَا مَلَكَيۡنِ اَوۡ تَكُوۡنَا مِنَ الۡخٰلِدِيۡنَ ﴿٢٠﴾
وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيۡ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيۡنَ ﴿٢١﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوۡرٍ فَلَمَّا

১৯. (আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন, এবার) তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে বাস করতে থাকো এবং এর যেখান থেকে যা কিছু চাও– তা তোমরা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, (গেলে) তোমরা উভয়েই অতপর যালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।[১৭] ২০. এরপর শয়তান তাদের দু'জনকেই কুমন্ত্রণা দিলো যেন সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ, যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিলো– প্রকাশ করে দিতে পারে, সে (তাদের আরো) বললো, তোমাদের মালিক এ গাছটির (কাছে যাওয়া) থেকে তোমাদের যে বারণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয়, (সেখানে গেলে) তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা (এর ফলে) তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। ২১. সে তাদের কাছে কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্যে (তোমাদের) হিতাকাংখীদের একজন। ২২. অতপর সে এদের দুজনকেই প্রতারণার জালে আটকে ফেললো,[১৮]

১৭. কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আদম ও হাওয়ার যা ইচ্ছা পানাহার করার অনুমতি ছিলো। অবশ্য একটা নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া তাদের জান্নাতী জীবন এবং যোগ্যতার অনুকূল ছিলো না। তাদের বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই গাছের কাছেও যাবে না। গেলে তোমরা ক্ষতিগস্ত হবে। আমার মতে, 'ফাতাকূনা মিনাযযালেমীনা'-এর যথার্থ তরজমা হচ্ছে - তা হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যুলুম অর্থ ক্ষতি-হ্রাস এবং ক্রটিও হয়। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে– 'ওয়া লাম তাযলেম মিনহু শাইয়ান' এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করে না।' (সূরা কাহ্ফ)

১৮. আদম ও হাওয়া শয়তানের কসম শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তারা ভাবলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে কে মিথ্যা বলার সাহস করতে পারে? হয়তো তারা মনে করেছিলেন, সে গাছের ফল খেলে আমরা সত্যি সত্যিই ফেরেশতা হয়ে যাবো। অথবা আমরা চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবো। আল্লাহ তায়ালা যে বারণ করেছেন, তারা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কারণ বের করে থাকলেন। কিন্তু 'ইন্না হাযা আদুব্বুন লাকা ওয়া লিযাওজেকা......' এবং 'ফাতাকূনা মিনাযযালেমীনা' ইত্যাদি আয়াতের সাবধানবাণী ভুলে বসেছিলেন। এটাও তাদের মনে ছিলো না, তারা যখন ফেরেশতাদের সাজদা পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন, তখন আর ফেরেশতা হওয়ার কি প্রয়োজন রয়েছে। আদম আলাইহিস সালামের এ ভুলে যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা

www.icsbook.info

ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ
لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة
وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

(এক সময়) যখন তারা উভয়েই সে গাছ (তার ফল) আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো,[১৯] (সাথে সাথে) তারা জান্নাতের কিছু লতা পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে (নিজেদের গোপন স্থানসমূহ) ঢাকতে শুরু করলো;[২০] তাদের মালিক (তখন) তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছটি (-র কাছে যাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের একথা বলে দেইনি, শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য দুশমন! ২৩. (নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা দুজনেই বলে উঠলো, হে আমাদের মালিক, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের (ওপর) দয়া না করো তাহলে অবশ্যই আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ২৪. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন, (এবার) তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও (মনে রেখো), তোমরা (ও শয়তান চিরদিনের জন্যে) একে অপরের দুশমন,[২১] সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে।

এরশাদ করেন– 'অতপর (আদম) ভুল করেছে এবং আমি তার কোনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাইনি।' (সূরা ত্বা–হা : রুকু ৬)

প্রকাশ থাকে যে, আদেশ-নিষেধ কখনো শরীয়তের বিধান, আবার কখনো দয়া-অনুগ্রহ অনুযায়ী হয়ে থাকে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয় সহজে বুঝা যেতে পারে। বিনা টিকেটে ট্রেনে ভ্রমণ করা নিষেধ। এ নিষেধের একটা আইনগত মূল্য রয়েছে। কোম্পানীর অধিকারের ওপর এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার কখনো কখনো দেখা যায়, গাড়ীতে লেখা থাকে– যেখানে-সেখানে থুথু ফেলবে না। এর ফলে রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। এ নিষেধ আইনগত নয়; বরং এটা অনুগ্রহবশত। রোগ-ব্যাধি ছড়ানোর কারণ থেকেই এটা প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মধ্যেও কিছু হচ্ছে আইনগত। এ সবের বিরুদ্ধাচরণ আইনের দৃষ্টিতে দন্ডনীয় অপরাধ। যেসব অধিকার সংরক্ষণ করা আইনের উদ্দেশ্য, সেসব অপরাধ সংঘটন আইন পরিপন্থী। অপরপক্ষে এমন অপরাধও আছে, যার উদ্দেশ্য আইন প্রয়োগ নয়, বরং নিছক দয়া-অনুগ্রহ। স্বাস্থ্যবিধি সম্বলিত নবী করীম (স.)-এর অনেক হাদীস সম্পর্কেই ওলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে এ মত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত হযরত আদম (আ.)

www.icsbook.info

নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া সম্পর্কিত নিষেধকে অনুগ্রহবশত নিষেধ মনে করেছিলেন। এ কারণে শয়তানের প্ররোচনার পর এর বিরুদ্ধাচরণ গুরুতর একটা কিছু মনে করেননি, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের মহান মর্যাদার বিবেচনায় যেহেতু তাঁদের সামান্যতম ত্রুটি-পদস্খলনও বিরাট এবং কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এ কারণে নিজেদের ভুল প্রকাশ পাওয়ার পর বাহ্যিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও দীর্ঘ দিন তারা তাওবা-এস্তেগফার এবং কান্নাকাটিতে ডুবে থাকেন। অতপর আল্লাহ তাকে বাছাই করে নেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং হেদায়াত দান করেন– অবশেষে তারা এ পর্যায়ে উপনীত হন।

১৯. অর্থাৎ, ইবলীস হুকুম অমান্য করিয়ে তাদের জান্নাতী লেবাস খুলিয়ে দিয়েছে। কারণ, জান্নাতী লেবাস হচ্ছে মূলত লেবাসে তাকওয়ার একটা বিশেষ ধরন। কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে লেবাসে তাকওয়ায় যতোটা ফাটল ধরবে, লেবাসে তাকওয়া থেকে ততোটাই বঞ্চিত হবে। মোট কথা, শয়তান চেষ্টা করেছে নাফরমানী করিয়ে আদমের দেহ থেকে শাস্তিস্বরূপ জান্নাতের গর্বের লেবাস খুলিয়ে দিতে। এটা আমার ধারণা, কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র.) একে ফল খাওয়ার একটা স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন– জান্নাতে 'পায়খানা-পেশাব এবং যৌন-স্পৃহার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের দেহে যে কাপড় ছিলো, তা কখনো খুলে যেতো না। আদম ও হাওয়া নিজেদের অঙ্গ সম্পর্কে অবগত ছিলো না। এ গুনাহ সংঘটিত হলে মানবীয় প্রয়োজন দেখা দেয়। তারা নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হন এবং শরীরের বিশেষ অঙ্গ দেখতে পান।' মানবীয় দুর্বলতার ওপর যে আবরণ পড়েছিলো, এ গাছের ফল খাওয়ার ফলে তা যেন দূর হয়ে গেছে। 'সাওআত' শব্দের আভিধানিক অর্থে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। হাবীল-কাবীলের কিসসায় 'সাওআতা আখীহে' বলা হয়েছে। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– 'হে মেকদাদ, তোমার একটা শরমগাহ .... এখন পর্যন্ত আদমের দৃষ্টিতে কেবল নিজের সরলতা এবং নিষ্কলুষতাই ছিলো। আর ইবলীসের দৃষ্টিতে ছিলো শুধু তার জন্মগত দুর্বলতা, কিন্তু গাছের ফল খাওয়ার পর আদম নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারেন। আর এ ভুলের পরে তিনি যখন তাওবা আর প্রত্যাবর্তনের পথ অবলম্বন করেন, তখন বিতাড়িত ইবলীস তার উন্নত মর্যাদা এবং অতিমাত্রার শরাফত-ভদ্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারে। সে বুঝতে পারে যে, এ সৃষ্টিকুল আমার মার খাওয়ার নয়। এমনকি ভুল করার পরও নয়। 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের বিরুদ্ধে তোমার কোনো জোর-জবরদস্তি চলবে না। সম্ভবত এ কারণেই 'মাআরেফ' গ্রন্থ রচয়িতা ইবনে কোতায়বার বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতে এ বৃক্ষকে 'ভালো ও মন্দের জ্ঞান বৃক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

২০. অর্থাৎ, উলঙ্গ হয়ে লজ্জা পান এবং পাতা দিয়ে দেহ ঢাকতে থাকেন। এ থেকে জানা যায়, যদিও জন্মকালে মানুষ উলঙ্গ থাকে, কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জাবোধ উলঙ্গ থাকার বিরোধী।

২১. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– তোমরা এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হবে। মোফাসসেরদের মতে এতে আদম-হাওয়া এবং বিতাড়িত ইবলীস সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, মূল শত্রুতা হচ্ছে আদম ও ইবলীসের মধ্যে এ আর দুনিয়াকে শত্রুতার

www.icsbook.info

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ

২৫. তিনি (আল্লাহ তায়ালা আরো) বললেন, তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে,[২২] সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের (পুনরায়) বের করে আনা হবে।

রুকু ৩

২৬. হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলতে পারো,[২৩] (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে (কিন্তু) তাকওয়ার পোশাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম[২৪] (পোশাক)

ক্ষেত্র করা হয়েছে। আর এ পৃথিবীর খেলাফত দান করা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে।

২২. সাধারণত তোমাদের আসল ও নির্দিষ্ট সময়ের বাসস্থান হচ্ছে যমীন। অস্বাভাবিক ভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে যদি এ যমীন থেকে ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়, যেমন হযরত মাসীহ (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তবে তা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেউ যদি কয়েকদিন বা কয়েক ঘন্টার জন্যে যমীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো আকাশযানে অবস্থান করে বা ধরে নিন সেখানেই মারা যায়, তবে কি তা–'তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে আর সেখানেই মৃত্যু বরণ করবে' আয়াতের পরিপন্থী হবে? কারণ, সে তো তখন যমীনের ওপর ছিলো না। অন্যত্র বলা হয়েছে– তা থেকেই আমি তোমাদের পয়দা করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেবো এবং তা থেকেই তোমাদের বের করবো।' যেসব মৃত ব্যক্তি যমীনে দাফন হয় না, তাদের কি করে 'ফীহা নুঈদুকুম'– এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? জানা গেলো, এসব কথা আক্ষরিকভাবে ব্যবহার হয়নি, ব্যবহার হয়েছে সার্বিকভাবে।

২৩. লেবাস নাযিল করার অর্থ লেবাসের উপাদান ইত্যাদি পয়দা করা এবং তা তৈরী করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয়া। যদিও সাধারণত কোনো জিনিস ওপর থেকে নীচে নামানো অর্থেই নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অনেক সময় এর অর্থ স্থানিক ওপর-নীচ হয় না; বরং মর্যাদায় বড়ো এমন সত্তার কাছ থেকে নীচেওয়ালাদের কোনো কিছু দান করা অর্থেও এ শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়েছে– 'এবং তিনি চতুষপদ জন্তুর মধ্য থেকে ৮ জোড়া নাযিল করেছেন, অথবা 'এবং আমি লোহা নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে কঠোরতা।'

২৪. অর্থাৎ, সেই যাহেরী পোশাক যা দ্বারা কেবল দেহ ঢাকা বা দৈহিক সৌন্দর্য বিধানে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তা ছাড়া একটা তাৎপর্যময় পোশাকও রয়েছে, যা দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যা প্রকাশ করার ক্ষমতা এ পোশাকের মধ্যে লুপ্ত রয়েছে

www.icsbook.info

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ
الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ

এবং এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহেরও একটি (অংশ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), যাতে করে মানুষরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[২৫] ২৭. হে আদম সন্তানরা, শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি করে তোমাদেরও সে যেন প্রতারিত করতে না পারে, শয়তান তাদের উভয়ের দেহ থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো,[২৬] যাতে করে তাদের উভয়ের গোপন স্থানসমূহ উভয়ের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে; (মূলত) সে নিজে এবং তার সংগী-সাথীরা তোমাদের এমন সব স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না;[২৭]

প্রকাশ্যে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। কোরআন মজীদে এ তাৎপর্যপূর্ণ পোশাককেই বলা হয়েছে লেবাসুত তাকওয়া– তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির পোশাক। এ পোশাকই বাতেনের শোভা-সৌন্দর্যের উপায় হয়। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এ বাতেনী লেবাসে সুশোভিত হওয়ার জন্যেই শরীয়তে বাহ্যিক দৈহিক পোশাক কাম্য হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন, দুশমন তোমাদের দেহ থেকে জান্নাতী লেবাস খুলিয়ে দিয়েছে। অতপর আমি তোমাদের দুনিয়ায় লেবাসের কৌশল শিখিয়েছি। এখন সেই লেবাস পরবে, যাতে পরহেযগারী রয়েছে। অর্থাৎ, পুরুষ রেশমী পোশাক পরিধান করবে না, পোশাকের নিম্নাঞ্চল ঝুলিয়ে রাখবে না। যে পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা পরিধান করবে না। আর নারী খুব মিহি কাপড় পরিধান করবে না, যাতে মানুষ তার দেহ দেখতে পায় এবং নারী আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।

২৫. অর্থাৎ, এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে আল্লাহর অসীম ক্ষমতাময় দান-অনুগ্রহ স্বীকার করে সে জন্যে শোকর আদায় করতে পারে।

২৬. বের করে দেয়া এবং পোশাক খুলে ফেলা শব্দের সম্পর্ক করা হয়েছে তার কার্যকারণের প্রতি। অর্থাৎ, তা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করার এবং তাদের পোশাক ছাড়িয়ে ফেলার কারণ হয়েছে। এখন তোমরা তার চক্করে জড়াবে না, বরং তার চক্রান্ত সম্পর্কে হুশিয়ার থাকবে।

২৭. অর্থাৎ, যে দুশমন আমাদের এমনভাবে দেখছে, যার ওপর আমাদের দৃষ্টি পড়ছে না, তার হামলা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং প্রতিরোধ অতি কঠিন। তাই তোমাদের অত্যন্ত প্রস্তুত এবং সজাগ থাকতে হবে। এমন দুশমনের দুশমনীর প্রতিকার এটাই হতে পারে, আমরা এমন কোনো সত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করি, যিনি তাকে দেখছেন, কিন্তু সে তাঁকে দেখছে না। চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি চক্ষুকে দেখতে পান। তিনি তো অতি সূক্ষ্মদর্শী, ভালোভাবে ওয়াকেফহাল। 'তোমরা যেখান থেকে তাকে দেখতে পাও না, সেখান থেকে সে তোমাদের

www.icsbook.info

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً

قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ

بِالْقِسْطِ قف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ

لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ

الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ

তাদের জন্যে শয়তানকে আমি অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি– যারা (আমাকে) বিশ্বাস করে না।[২৮] ২৮. তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এর ওপর পেয়েছি, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন; (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হুকুম দেন না; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না।[২৯] ২৯. তুমি (আরো) বলো, আমার মালিক তো শুধু ন্যায়-ইনসাফেরই আদেশ দেন[৩০] (তাঁর আদেশ হচ্ছে), প্রতিটি এবাদাতেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে; তাঁকেই তোমরা ডাকো, নিজেদের জীবন বিধানকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করো;[৩১] যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (আবার তাঁর কাছে) ফিরে যাবে।[৩২] ৩০. একদল লোককে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আর দ্বিতীয় দলটির ওপর গোমরাহী (বিদ্রোহ) ভালোভাবেই চেপে বসেছে; এরাই (পরবর্তী পর্যায়ে) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানদের নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (এ সত্ত্বেও) তারা নিজেদের

দেখতে পায়।' এটা সাধারণ বিষয়, কিন্তু স্থায়ী বা চিরন্তন বিষয় নয়। অর্থাৎ কখনো কখনো এমন হয়ে থাকে, সে আমাদের দেখে থাকে, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখি না। এটা বলার অর্থ এ নয় যে, কেউ কখনো কোনো আকৃতিতেই তাকে দেখতে পারবে না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা জ্বিন একেবারেই দেখা যেতে পারে না বলে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার পরিচায়ক।

২৮. অর্থাৎ, যখন তারা নিজেদের বে-ঈমানী দ্বারা স্বয়ং শয়তানের বন্ধুত্বকেই নিজেদের জন্য পছন্দ করে নিয়েছে, যেমন কয়েক আয়াত পরেই বলা হচ্ছে– সুতরাং আমিও এ পছন্দ করার কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিনি। তারা যাকে বন্ধু ও সঙ্গী করতে চেয়েছে, তাকেই তাদের বন্ধু করে দেয়া হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ, নারী-পুরুষ এক সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা ইত্যাদি অশ্লীল-নির্লজ্জ কাজ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং সুস্থ স্বভাব যাকে ঘৃণা করে, সে সবের তালীম দেয়া মহান আল্লাহর শান

www.icsbook.info

নয়। নারী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে একসঙ্গে কাবা শরীফ তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তো হচ্ছেন পাক-পবিত্রতা এবং লজ্জাশীলতার উৎসমূল। তিনি কি করে পূতিগন্ধময় নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ দিতে পারেন। আসলে নির্লজ্জ এবং মন্দ কাজের তালীমদাতা হচ্ছে শয়তান, তারা যাকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। দেখ, তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে শয়তান প্রতারণা করে বিবস্ত্র করেছিলো, কিন্তু তারা লাজ-লজ্জায় পড়ে গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, নগ্নতা-উলঙ্গপনা শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে, আর দেহ ঢেকে রাখার চেষ্টা এসেছে তোমাদের আদি পিতার পক্ষ থেকে। সুতরাং উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার সপক্ষে বাপ-দাদার সনদ উপস্থাপন করা কি করে সঠিক হতে পারে? উপরন্তু হযরত শাহ সাহেব (রঃ)-এর উক্তিতে শুনতে পেয়েছো, তোমাদের আদি পিতা শয়তান দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। সুতরাং আবার কেন তোমরা সেই পিতার প্রমাণ উপস্থাপন করছো? শয়তানের নির্দেশে যে কাজ হচ্ছে, তা আল্লাহর নির্দেশে সাধিত হচ্ছে বলে চালিয়ে দেয়া কতো বড়ো নির্লজ্জ কাজ! আল্লাহ আমাদের পানাহ দিন।

৩০. তাফসীরে 'রূহুল মা'আনীতে' আছে, একাধিক মনীষী এ কথা বলেছেন, কেস্ত্ অর্থ আদ্ল্। আর সবকিছু মধ্যপন্থাকে 'আদ্ল্' বলা হয়, যাতে হ্রাস-বৃদ্ধি বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকা হয়। আয়াতের সারকথা দাঁড়িয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কম-বেশী থেকে বিরত থাকার হেদায়াত করেছেন। সুতরাং অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার নির্দেশ তিনি কি করে দিতে পারেন?

৩১. এ আয়াতের তরজমায় হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) মাস্জিদ অর্থ সাজদা গ্রহণ করে তার ভাবার্থ করেছেন নামায, আর 'উজুহুন' শব্দকে বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, নামায আদায়কালে আপন মুখ সোজা (কা'বার দিকে) রাখবে, কিন্তু অন্যান্য তাফসীরকাররা 'আকীমূ উজুহাকুম'-এর অর্থ করেছেন– সর্বদা মনে-প্রাণে আল্লাহর এবাদাতের প্রতি মনোনিবেশ করবে। হাফেয ইবনে কাসীর (র.)-এর মতে এর অর্থ হচ্ছে, আপন এবাদাতে সোজা থাকবে। পয়গম্বর (স.)-এর পথ হতে তেড়া-বাঁকা হবে না। এবাদাত মাকবুল হওয়া দুটো জিনিসের ওপর নির্ভর করে। এক, একান্তভাবে তা আল্লাহর জন্যে হওয়া। একেই এ আয়াতে বলা হয়েছে– দ্বীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করবে। দুই, তা হতে হবে আম্বিয়ায়ে কেরামের নির্ধারিত তরীকা অনুযায়ী। 'আকীমূ উজুহাকুম' বলে এটাই বুঝানো হয়েছে। মোট কথা, এ আয়াতে বান্দাদের মোয়ামালা সংক্রান্ত শরীয়তের সকল শ্রেণীর নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এসবই বুঝানো হয়েছে 'কেস্ত্' শব্দ দ্বারা। আর আল্লাহর সাথে যেসব কাজের সম্পর্ক, তা যদি অবয়ব বিশিষ্ট হয়, তবে তা 'আকীমূ উজুহাকুম'- এর এবং যদি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত হয়, 'মুখলিসীনা লাহুদ্দীন'–এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ, মধ্যপন্থা, দৃঢ়তা এবং এখলাস নিষ্ঠার পথ অবলম্বন করা মানুষের জন্যে প্রয়োজন। মৃত্যুর পর অপর এক জীবন লাভ হবে। সে জীবনে বর্তমান জীবনের কর্মফল সম্মুখে উপস্থিত হবে। এখন থেকে সে জীবনের ফিকির করা উচিত। –'প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভেবে দেখা উচিত, আগামী দিনের জন্যে সে কি সঞ্চয় করেছে।'

www.icsbook.info

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে।[৩৩] ৩১. হে আদম সন্তানরা, তোমরা প্রতিটি এবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) গ্রহণ করো, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, কেননা তিনি (আল্লাহ তায়ালা) কখনো অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[৩৪]

৩৩. অর্থাৎ, যাদের জন্য গোমরাহী অবধারিত হয়েছে, তারা হচ্ছে সেসব লোক, যারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানকেই বন্ধু এবং সঙ্গী করে নিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ স্পষ্ট গোমরাহী সত্ত্বেও তারা মনে করে, আমরা ঠিক কাজই করছি, ঠিক পথেই চলছি। ধর্মীয় দিক থেকে আমরা যে পথ-পন্থা এবং কর্মধারা অবলম্বন করেছি তাই সত্য এবং যথার্থ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল কর্মকান্ড ব্যর্থ হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করে, খুবই ভালো কাজ করছে ।' (সূরা কাহফ)

আয়াতের সাধারণ অর্থ থেকে প্রকাশ পায়, বিরুদ্ধবাদী-হঠকারী কাফেরের মতো অপরাধী কাফেরও– যে ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে বাতিলকে হক মনে করছে, –'আর অপর দল, তাদের জন্যও গোমরাহী অবধারিত হয়েছে' আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ ভ্রান্তি ভালোভাবে চিন্তা-ফিকির না করার কারণে হোক, অথবা এ কারণে হোক, সে চিন্তা-ফিকিরে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে, কিন্তু এমন সুস্পষ্ট সত্য পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারার ব্যর্থতা বলে দেয়, দলীল-প্রমাণ গ্রহণে শক্তি ও চিন্তার ব্যবহারে তার ত্রুটি হয়েছে। বলা চলে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার ওপর নাজাত নির্ভর করে, তা এতোটা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, বস্তুত হঠকারিতা বা চিন্তা-ফিকিরের ত্রুটি ছাড়া সেসব বিষয় অস্বীকার করার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। যা হোক, শরীয়তের মতে কুফরী এমন এক বিষ, যা জেনে-বুঝে বা ভুল করে যেভাবেই খাওয়া হোক, মানুষের প্রাণনাশের জন্যে তা যথেষ্ট। এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত। তাফসীরে 'রূহুল মা'আনীতে' এ ব্যাপারে যে কারো কারো দ্বিমতের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হচ্ছে জাহেয আম্বারী প্রমুখ। এরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা নিজেদের মো'তাযেলী দাবী করলেও তাদের ঈমান সম্পর্কে স্বয়ং মো'তাযেলাদেরও ভিন্নমত রয়েছে। এ কারণে তাফসীরে রূহুল মাআনী রচয়িতা তাদের অভিমত উল্লেখ করার পর লিখেছেন –'নবী-রসূল প্রেরণ এবং সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও সকল বিরুদ্ধবাদী কাফেরই জেনে-শুনে কাফের– এ মতের সপক্ষে আল্লাহ তায়ালার যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং দ্ব্যর্থহীন যুক্তি রয়েছে .....।

৩৪. যারা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করতো, তাদের প্রতিবাদে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তারা একে অনেক বড়ো নৈকট্য ও পরহেযগারীর কাজ মনে করতো। জাহেলী যুগের কেউ কেউ হজ্জের দিনগুলোতে প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে বেশী পরিমাণ খাবার খাওয়া এবং ঘি-চর্বি ইত্যাদির ব্যবহার ছেড়ে দিতো। কেউ কেউ ছাগলের দুধ ও গোশ্ত খাওয়া ছেড়ে

www.icsbook.info

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

রুকু ৪

৩২. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার (দেয়া) সেসব সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? যেগুলো তিনি স্বয়ং তাঁর বান্দাদের জন্যে উদ্ভাবন করেছেন; তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কেয়ামতের দিনও এগুলো ঈমানদারদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকবে); এভাবেই আমি জ্ঞানী সমাজের জন্যে আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি।৩৫

দিয়েছিলো। এদের সকলকেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এটা কোনো তাকওয়া-পরহেযগারীর কাজ নয়। আল্লাহর দেয়া পোশাক দ্বারা তোমাদের শরীর আচ্ছাদন এবং তার শোভা বর্ধন হয়ে থাকে। অন্য সময়ের চেয়ে তাঁর এবাদাতের সময় এ পোশাক বেশী পরিধানযোগ্য। যাতে বান্দা স্বীয় পরওয়ারদেগারের নেয়ামতের নিদর্শন নিয়ে পরওয়ারদেগারের দরবারে হাযির হতে পারে। আল্লাহ পানাহার এবং পরিধান করার জন্যে যা কিছু দিয়েছেন, তা উপভোগ করো। এতে কেবল শর্ত হচ্ছে যেন ইসরাফ– অপব্যয় না হয়। ইসরাফ অর্থ হচ্ছে সীমা লংঘন করা। এ সীমালংঘন কয়েক রকমের হতে পারে। যেমন হালালকে হারাম করা, বা হালাল অতিক্রম করে হারামও উপভোগ করতে শুরু করা, বা নির্লজ্জভাবে খাবারের জন্যে ছুটে যাওয়া, ক্ষুধা না থাকার পরও খেতে বসা, অসময়ে খাওয়া, খাওয়ার চাহিদা নেই তবু খেতে বসা, দৈহিক সুস্থতা এবং কর্মক্ষমতার জন্যে যথেষ্ট নয় এতো কম পরিমাণ খাওয়া, বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিস খাওয়া ইত্যাদি। ইসরাফ বলতে এসবই বুঝায়। অযথা ব্যয় করাও ইসরাফেরই একটা অংশ। ইসরাফের এ ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করেই কোনো কোনো অতীত মনীষী বলেছেন– 'আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতের অর্ধেকের মধ্যে গোটা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রেখে দিয়েছেন।'

৩৫. দুনিয়ার সব জিনিস এ জন্যে পয়দা করা হয়েছে, যেন মানুষ যথাযথভাবে তা দ্বারা উপকৃত হয়ে মহান আল্লাহর এবাদাত-ওফাদারী এবং শোকরগোযারীতে মশগুল হতে পারে। এ দিক থেকে বিচার করলে দুনিয়ার নেয়ামতই পয়দা করা হয়েছে মূলত আল্লাহর অনুগত ও মোমেন বান্দাদের জন্যেই। অবশ্য কাফেরদেরও সেসব থেকে বারণ করা হয়নি। তারাও নিজেদের চেষ্টা এবং কর্মকুশলতা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করা এসব নেয়ামত থেকে তাদের দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করে নেয়; বরং ঈমানদাররা যখন ঈমান এবং তাকওয়ার শক্তিতে দুর্বল হয়, তখন এসব পরস্ব অপহরণকারীদের অত্যন্ত কর্মতৎপর এবং বাহ্যত অতি সফল বলেই মনে হয়। একে কিছুটা কাফেরদের নশ্বর কর্মফল মনে করতে হবে আর মোমেনদের ক্ষেত্রে মনে করতে হবে কিছুটা সতর্কবাণী এবং ভর্ৎসনা। 'যারা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি পৃথিবীতে তাদের আমলকে পূর্ণ-পরিণত করি। তারা তাতে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়

www.icsbook.info

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৩. তুমি (এদের আরো) বলো, হাঁ, আমার মালিক অবশ্যই যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহ[৩৬] ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করা হারাম করেছেন, (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করবে, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের এমন সব (বাজে) কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।[৩৭] ৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই (তার উত্থান-পতনের) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ আসবে তখন তারা একদন্ডও বিলম্ব করবে না, তেমনি তারা এক মুহূর্ত এগুতেও পারবে না।[৩৮]

না। এরা তো সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখানে তারা যা কিছু শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তা সবই ব্যর্থ-নিষ্ফল। তারা যা কিছু কর্মকান্ড করেছে, তা সবই পন্ড হয়েছে। (সূরা হূদ)।

অবশিষ্ট রয়েছে আখেরাতের নেয়ামত, তা তো নিরংকুশভাবে মোমেনদের প্রাপ্য। কোনো কোনো আলেম 'খালেসাতান ইয়াওমাল কেয়ামাহ'-এর অর্থ করেছেন, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ নির্ভেজাল নয়। কারণ, দুনিয়ার নেয়ামতের সাথে অনেক চিন্তা-ফিকির এবং অনেক কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করতে হয়। পরকালের নেয়ামত হবে সবরকম কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে দুররুল মানসূরে আয়াতের এ আয়াতের অর্থ বর্ণিত হয়েছে, পরকালে শাস্তি হবে না– এ অবস্থায় দুনিয়ার নেয়ামত কেবল মোমেনদের জন্যে। কাফেরদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামত তাদের কুফরী ও সত্য অস্বীকৃতির কারণে আযাব এবং বিপদে পরিণত হবে।

৩৬. 'জরুহ্' শব্দের অর্থ সাধারণ গুনাহ। স্থানিক সামঞ্জস্য এবং গুরুত্বের কারণে কোনো কোনো বিশেষ গুনাহের বর্ণনা করা হয়েছে। কারো কারো মতে 'জরুহ্' বলা হয় সেসব গুনাহকে, পাপী ছাড়া যার সাথে অন্য কোনো লোকের কোনোই সম্পর্ক নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

৩৭. যেমন 'ফাহ্শা' তথা স্পষ্ট অশ্লীল কাজ সম্পর্কে কাফের মোশরেকরা বলতো– আল্লাহ আমাদের তার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৮. বাহ্যত সন্দেহ হয়, ওয়াদার সময় উপস্থিত হলে জ্ঞান-বুদ্ধিমতে বিলম্বের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই তা রহিত করার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিমতে তা আগে ঘটা তো সম্ভব নয়। সুতরাং তা রহিত করা দ্বারা কি লাভ? এ সন্দেহের কারণে কোনো কোনো মোফাস্সের

www.icsbook.info

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى ۙ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ

৩৫. হে আদম সন্তানরা (শুরুতেই আমি তোমাদের বলেছিলাম), যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তখন যারা (সে অনুযায়ী) তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাও করবে না। ৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং এ (সত্য) থেকে অহংকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।[৩৯] ৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে?[৪০]

'লা-ইয়াসতাকদেমূন'-এর আতফ্ বা সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন 'এযা জাআ আজালুহুম' শর্তযুক্ত বাক্যাংশের ওপর। আর কেউ কেউ 'জাআ আজালুহুম'-এর অর্থ করেছেন সময় ঘনিয়ে আসা, নিকটবর্তী হওয়া। আমার মতে এতসব কসরত করার কোনো প্রয়োজনই নেই। বাগধারা অনুযায়ী কোনো একটা জিনিস- যার বিপক্ষে দুটো দিক রয়েছে, জোর দিয়ে প্রমাণ করার জন্য কখনো কখনো প্রমাণসাপেক্ষ একটা দিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে রহিত করে দেয়া হয়। আর আগে থেকেই ঘটতে পারে না- এমন বিষয়ের রহিতকরণে প্রাসংগিকভাবে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় কেবল বাক্যের সৌন্দর্য এবং তার প্রতি গুরুত্বারোপের জন্যে। একজন ক্রেতা কোনো জিনিসের দাম জানতে চেয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে- কিছু কম-বেশী? দোকানদারও জবাব দেয়- কম-বেশী হবে না। উভয় স্থানেই 'কম' কথাটাই আসলে উদ্দেশ্য। বেশী কথাটা মূল্য নিরূপণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রাসঙ্গিকভাবেতার সাথে যুক্ত হয়েছে। এখানেও কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আল্লাহর ওয়াদা উপস্থিত হবে, তা হবে অটল, তাতে এক মিনিটও আগ-পর হবে না। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বিলম্ব হওয়া রহিত করা। আগে ঘটা তো পূর্ব থেকেই অসম্ভব বলে স্বীকৃত। তা রহিত করা কেবল ওয়াদা যে অটল তা জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য। একটা কথার কথা হিসাবেই এটা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং তাঁর দোহাই পেড়ে হারামকে হালাল করে, আল্লাহ ঢিল দিচ্ছেন দেখে তারা যেন চিন্তামুক্ত না হয়। আল্লাহর নিকট প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যখন শাস্তির সময় উপস্থিত হবে, তখন তা আর টলবে না।

৩৯. ইবনে জারীর (র.) আবু ইয়াসার সুলামী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, হে বনী আদম- এ সম্বোধন করা হয়েছে আদমের সব বংশধরকে আলমে আরওয়াহ তথা আত্মার জগতে। সূরা বাকারার আয়াত 'কুলনাহবেতু মিনহা জামিআ'-এর বাকারা থেকেও এটাই প্রকাশ পায়। আর

www.icsbook.info

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ গবেষকের মতে সব যুগে সব জাতিকে যে সম্বোধন করা হয়ে আসা হচ্ছিলো, এটা তারই বর্ণনা। আমার মতে দুই রুকু আগে থেকে যে বিষয়ের বর্ণনা শুরু হয়েছে, তার বর্ণনাধারা এবং বাচনভঙ্গি প্রকাশ করছে, আদম-হাওয়াকে যখন তাদের আসল নিবাস জান্নাত থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, যেখানে তাদের স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের হুকুম দেয়া হয়েছিলো, তখন তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা এবং প্রত্যাবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে এ বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ এবং সকল বনী আদমকে তাদের পৈতৃক মীরাস ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কিছু উপদেশ দেয়া সমীচীন হয়ে পড়েছিলো। তাই আদমকে নীচে নামিয়ে দেয়ার কাহিনী শেষ করার অব্যবহিত পরই 'হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য লেবাস অবতীর্ণ করেছি' সম্বোধন দ্বারা হেদায়াত শুরু করে দীর্ঘ ৩/৪ রুকু পর্যন্ত একটানা এ হেদায়াতেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে সমগ্র বনী আদমকে একই সময়ে উপস্থিত ধরে নিয়ে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে যে, জান্নাত থেকে বের করার পর আমি জান্নাতী পোশাক এবং খাদ্যের পরিবর্তে তোমাদের জন্য যমীনের পোশাক ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। যদিও জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিশ্চিন্ততা লাভ করা এখানে সম্ভব নয়, তবু সব ধরনের আরাম-আয়েশের উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ তোমাদের দিয়েছি, যাতে তোমরা এখানে থেকে নির্বিঘ্নে নিজেদের আসল আবাসভূমি এবং পৈতৃক মীরাস তথা জান্নাত ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারো। অবশ্য তোমাদের বিতাড়িত শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সে যেন চিরতরে তোমাদের এ মীরাস থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। নির্লজ্জতা, পাপাচার এবং সুস্পষ্ট অবাধ্যতা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। এখলাস-নিষ্ঠা ও দাসত্বের পথ অবলম্বন করো। আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহ উপভোগ করো, কিন্তু সত্যিকার মালিক যেসব সীমা-শর্ত আরোপ করেছেন তা লংঘন করো না। লক্ষ্য করে দেখবে, এক একটি জাতি নিজেদের প্রতিশ্রুত মেয়াদ পূর্ণ করে কিভাবে নিজের ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছে। এ সময়ে আল্লাহ যদি তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর নবী প্রেরণ করেন, যিনি তোমাদের আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান, যা দ্বারা তোমরা নিজেদের পৈতৃক মীরাস জান্নাত হাসিল করতে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হও, তোমরা আসল মালিকের সন্তুষ্টির পথ ও পন্থা সম্পর্কে জানতে পারো, তখন তোমরা তার অনুসরণ করবে, তাকে সাহায্য-সহায়তা করবে, আল্লাহকে ভয় করে খারাপ কাজ ত্যাগ করবে এবং ভালো কাজ অবলম্বন করবে। এসব করলে তোমাদের ভবিষ্যত হবে সম্পূর্ণ নির্ভয় নিষ্কন্টক। তোমরা এমন এক স্থানে পৌঁছবে, যেখানে সুখ শান্তি আর নিরাপত্তা ছাড়া অন্য কিছু নেই। অবশ্য যদি আমার আয়াত অস্বীকার করো, গর্ব-অহংকার ভরে যদি তদনুযায়ী আমলে ইতস্তত করো, তবে আসল নিবাস এবং পৈতৃক মীরাস সম্পর্কে স্থায়ী বঞ্চনা এবং চিরন্তন ধ্বংস ও আযাব ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে জুটবে না। যা হোক, যারা এ আয়াত দ্বারা খতমে নবুওতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত নবী-রসূলদের আগমনের দরজা খুলতে চায়, তাদের জন্যে নিজেদের মতলব সিদ্ধির কোনো সুযোগই এখানে নেই।

৪০. অর্থাৎ, যেসব সত্য নবী আল্লাহর সঠিক আয়াত শোনান, তাদের সত্য বলে মেনে নেয়া জরুরী। অবশ্য যে ব্যক্তি পয়গম্বরীর মিথ্যা দাবী করে মিথ্যা আয়াত রচনা করে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথবা কোনো সত্য নবী এবং তার উপস্থাপিত সত্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের চেয়ে বড়ো যালেম আর কেউই নেই।

www.icsbook.info

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا
عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي
أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ

এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা কিতাবে (বর্ণিত দুর্ভাগ্য থেকে) তাদের নিজেদের অংশ পেতে থাকবে;[৪১] এমনিভাবে (তাদের মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে আমার ফেরেশতারা যখন এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে (বলো), তারা (এখন) কোথায়–যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতে; তারা বলবে– আজ সবাই (আমাদের ছেড়ে) সরে গেছে, তারা (সেদিন) সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তারা সত্যিই কাফের ছিলো।[৪২] ৩৮. তিনি বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জ্বিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও আজ সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো;[৪৩] এমনি করে যখন এক একটি জনগোষ্ঠী (জাহান্নামে) দাখিল হতে থাকবে,

৪১. অর্থাৎ, দুনিয়ায় আয়ু, জীবিকা ইত্যাদি যে পরিমাণ তাদের ভাগ্যে রয়েছে, অথবা এখানে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যতোটা নির্ধারিত রয়েছে, তা তাদের ওপর এসে পৌঁছবেই। অতপর মৃত্যুকালে এবং মৃত্যুর পর যে অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হচ্ছে। 'নাসীবুহুম মিনাল কেতাব' দ্বারা যদি দুনিয়ার নয় বরং আখেরাতের আযাব অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখনই 'হাত্তা ইযা জাআতহুম'–দ্বারা এ সতর্কীকরণ হবে যে, এ আযাবের সূচনা পর্বের ধারা এ পার্থিব জীবনের শেষ পর্যায়েই শুরু হয়ে যায়।

৪২. অর্থাৎ, ফেরেশতারা যখন অতি কঠোরভাবে কাফেরদের রূহ কবয করে খারাপভাবে নিয়ে যায়, তখন তাদের বলে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে, তারা আজ কোথায় গেছে? তারা তো এখন তোমাদের কোনোই কাজে আসছে না। এ বিপদ থেকে তোমাদের রক্ষা করার জন্য এখন তাদেরকে ডাকো। তখন কাফেরদের স্বীকার করতে হবে, আমরা বিরাট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলাম। এমন সব কিছুকে আমরা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম, যারা এর যোগ্য ছিলো না। আজ আমাদের এ বিপদে তাদের কোনো পাত্তাই নেই, কিন্তু এ অসময়ের স্বীকারোক্তি ও লজ্জিত হওয়া কি কাজে আসতে পারে। হুকুম হবে, তোমাদের পূর্বে জ্বিন এবং ইনসানের যেসব দল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আগুনে প্রবেশ করো। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে যে তাদের কুফরী-শেরেক অস্বীকার করার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কারণ, কেয়ামতের দিন অবস্থা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি নানা রকম হবে। দলও হবে বেশুমার। কোথাও এক পরিবেশ বা এক দলের অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোথাও অন্য দলের।

৪৩. অর্থাৎ, আগে-পরের সকল কাফেরকেই জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

www.icsbook.info

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ
أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ
قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا
كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

তখন তারা তাদের (আদর্শগত ভাই) বোনদের ওপর লানত দিতে থাকবে,[৪৪] এভাবে (লানত দিতে দিতে) যখন সবাই সেখানে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ করেছিলো, তুমি এদের আগুনের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও; তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বলবেন, (আজ) তোমাদের প্রত্যেকের (শাস্তিই) হবে দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা তো বিষয়টি জানোই না।[৪৫] ৩৯. তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, (হাঁ, আমরা যদি অপরাধী হয়েই থাকি, তবে) তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না (এ সময়ই আল্লাহর ঘোষণা আসবে), এখন তোমরা সবাই নিজ নিজ কর্মফলের বিনিময়ে (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো।[৪৬]

৪৪. অর্থাৎ, এ বিপদে পারস্পরিক সহানভূতি তো দূরের কথা, জাহান্নামীরা একে অপরকে দোষারোপ করবে, অভিশাপ দেবে। সম্ভবত অনুগতরা তাদের নেতা-কর্তা ব্যক্তিদের বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর লানত। তোমরা আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে ডুবালে। আর নেতা-কর্তা ব্যক্তিরা অনুগতদের বলবে– অভিশপ্তের দল! আমরা গর্তে ঝাঁপ দিতে বলেছিলাম, কিন্তু তোরা কেন অন্ধ বনে বসলে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪৫. অর্থাৎ, এক হিসাবে পূর্ববর্তীদের গুনাহ দ্বিগুণ হবে। কারণ, তারা নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে আর পরবর্তীদের জন্যও পথ খুলে দিয়েছে। আর অন্য হিসাবে পরবর্তীদের গুনাহ দ্বিগুণ। কারণ, তারা নিজেরা তো গোমরাহ হয়েছিলই, কিন্তু পূর্ববর্তীদের অবস্থা দেখে-শুনেও তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। অথবা যেহেতু প্রত্যেক জাহান্নামীর আযাব আপন আপন পর্যায় অনুযায়ী সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পাবে, এ জন্যে বলা হয়েছে, প্রত্যেকের আযাব দ্বিগুণ হতে থাকবে। আযাবের সূচনাতেই পরিণতি সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে না। অর্থাৎ, পূর্ববর্তীদের আযাব দ্বিগুণ করে দেয়ার ফলে পরবর্তীদের কোনো সুবিধা হবে না। 'লেকুল্লেন যে'ফুন' দ্বারা উভয় দল অর্থ করা হলে তার ব্যাখ্যা হবে। কিন্তু ইবনে কাসীর-এর মতে, এ আয়াতে পরবর্তীদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, পূর্ববর্তীদের প্রত্যেকের জন্যে আমি নিসন্দেহে তাদের স্ব স্ব পর্যায় অনুপাতে দ্বিগুণ আযাব রেখেছি।

৪৬. অর্থাৎ, আমার শাস্তিতে সংযোজনের দরখাস্ত করে তোমাদের কি লাভ হয়েছে। তোমরা কি পেলে? তোমাদের শাস্তি কি হ্রাস পেয়েছে? না, তোমাদেরও নিজেদের কর্মফল ভোগ করতে হবে।

www.icsbook.info

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ
وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

রুকু ৫

৪০. অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্যে কখনো (রহমতভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হবে না,[৪৭] না– না এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে পারবে,[৪৮] আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৪১. (সেদিন) তাদের জন্যে বিছানাও হবে জাহান্নামের (আগুনের, আবার এই জাহান্নামের আগুনই হবে)[৪৯] তাদের ওপরের আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৪২. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি (তাদের) কাউকেই তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না, এ (নেক) লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।[৫০] ৪৩. তাদের মনের ভেতর (পরস্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ (লুকিয়ে) ছিলো, তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো,[৫১] তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের এ (পুরস্কারের স্থান)-টি দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের (হেদায়াতের) পথ না দেখালে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না, আমাদের মালিকের (পক্ষ থেকে) রসূলরা এক সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলো;[৫২] (এ সময়) তাদের জন্যে ঘোষণা দেয়া হবে, এই হচ্ছে সে জান্নাত আজ তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করে দেয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কার্যক্রমের প্রতিফল) যা তোমরা দুনিয়ার জীবনে করে এসেছো।[৫৩]

www.icsbook.info

৪৭. অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবনে তাদের আমল আসমানী মর্যাদা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে না, সেখানে পৌছার সুযোগ পাবে না। না মৃত্যুর পর তাদের রূহ আসমানে আরোহণের অনুমতি পাবে। সহীহ হাদীস শরীফে রয়েছে, মৃত্যুর পর কাফেরের রূহ আসমানের দিক থেকে ধাক্কা মেরে সিজ্জীনের দিকে ফেলে দেয়া হয়, আর মোমেনের রূহ সপ্তম আসমান পর্যন্ত ওপরে ওঠে। হাদীস গ্রন্থসমূহে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে।

৪৮. অসম্ভব বুঝানোর জন্য এটা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার বাকধারায় এমন অনেক উদাহরণ বর্তমান রয়েছে, যাতে কোনো জিনিসের অসম্ভব হওয়া অন্য অসম্ভবের সাথে যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একটা মোটাসোটা উষ্ট্র সুঁইয়ের ছিদ্রের মতো সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনিভাবে সেসব মিথ্যা প্রতিপন্নকারী অহংকারীদের জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদের চিরকাল জাহান্নামে অবস্থানের সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর এলেমে এ শাস্তিই তাদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে। অতপর আল্লাহর এলেম এবং তাঁর দেয়া সংবাদের বিপরীত কি করে হতে পারে!

৪৯. অর্থাৎ, আগুন চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। কোনো অবস্থায়ই শান্তি পাবে না।

৫০. আমি কাউকে সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না-এটা একটা অন্তর্বর্তী বাক্য। এ বাক্য দ্বারা মধ্যখানে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমান এবং নেক কাজ, যার এতো বিরাট প্রতিদান পাওয়া যায়, এটা এমন কোনো মুশকিল কাজ নয়, যা মানুষের সাধ্যের অতীত। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট থেকে সে পরিমাণ নেক আমলই কাম্য যা তার শক্তি-সামর্থের আওতায় রয়েছে। তার চেয়ে বেশী দাবী করা হচ্ছে না।

৫১. 'নাযা'না মা ফী সুদূরিহিম মিন গিল্লিন'-এর মর্ম হয়তো এই হবে, জান্নাতের নেয়ামত নিয়ে জান্নাতীদের মধ্যে পরস্পরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। প্রত্যেকে নিজেকে এবং অপর ভাইদের স্ব স্ব স্থানে দেখে খুশী হবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা বিপদের সময় একে অপরকে ভর্ৎসনা তিরস্কার ও অভিসম্পাত করবে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এ আয়াতের মর্মার্থ হবে- নেককারদের মধ্যে দুনিয়ায় কোনো ব্যাপারে যে রেষারেষি এবং মন-কষাকষি হয়ে যায়, একের প্রতি অপরের যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়, জান্নাতে প্রবেশ করার আগে সেসব তাদের অন্তর থেকে বের করে ফেলা হবে। সেখানে কারো সম্পর্কে মনে কোনো ক্লেশ-কালিমা থাকবে না। সকলের মন পরিষ্কার থাকবে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন -আমি আশা করি, আমি এবং ওসমান, তালহা ও যোবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুম সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবো। অনুবাদে দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হয়েছে।

৫২. অর্থাৎ, আল্লাহর তাওফীক ও সহায়তা এবং রসূলদের যথার্থ পথ প্রদর্শনের ফলে আমাদের এ উঁচু স্থানে পৌছার সৌভাগ্য হয়েছে। অন্যথায় কোথায় আমরা আর কোথায় এ স্থান!

৫৩. এ আহ্বানকারীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত কোনো ফেরেশতা হবে। অর্থাৎ, আজ সকল কর্ম প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। তোমরা চেষ্টা করে আল্লাহর অনুগ্রহে নিজেদের পিতা আদমের মীরাস চিরদিনের জন্যে পুনরুদ্ধার করেছো। হাদীস শরীফে আছে, কারো আমল

www.icsbook.info

وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ اَصۡحٰبَ النَّارِ اَنۡ قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدۡتُّمۡ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا ؕ قَالُوۡا نَعَمۡ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيۡنَهُمۡ اَنۡ لَّعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۴۴﴾ الَّذِيۡنَ يَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ كٰفِرُوۡنَ ﴿۴۵﴾

৪৪. (এরপর) জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের মালিক আমাদের সাথে (জান্নাতের) যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহ সঠিক পাওনি? তারা বলবে, হাঁ, অতপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত হোক, ৪৫. যারা মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখতে চাইতো এবং তাকে শুধু বাঁকাই করতে চাইতো, আর তারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করতো।[৫৪]

কখনো তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। এর অর্থ হচ্ছে, আমল জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণ নয়- কেবল বাহ্যিক কারণ মাত্র। আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত। এ হাদীসেরই বাক্যাংশ–কিন্তু আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা আচ্ছন্ন করে নেন দ্বারা তা প্রকাশ পায়। অবশ্য বান্দার ওপর আল্লাহর রহমত ততো পরিমাণই নাযিল হয়, যতো পরিমাণ আমলের রূহ বান্দার মধ্যে বর্তমান থাকে। হযরত মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান (র.) বলতেন, গাড়ী তো চলে আল্লাহর রহমতের জোরে। আমল হচ্ছে সেই পতাকার নাম, যার ইঙ্গিতে গাড়ী চলে এবং থামে।

৫৪. জান্নাতী জাহান্নামীদের বা তাদের সাথে আ'রাফবাসীদের যেসব কথাবার্তা হবে, এ আয়াতগুলোতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম এবং শেষ কথা যা জান্নাতবাসী এবং জাহান্নামবাসীদের মধ্যে এদিক বা সেদিক থেকে হবে, এতে স্পষ্টই প্রকাশ পায়, এ কথাবার্তা হবে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশের পর। তাই বাক্যবিন্যাসের দাবী অনুযায়ী আ'রাফবাসীদের কথোপকথনকেও এর পরই ধরে নিতে হয়। যা হোক, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে জাহান্নামীদের ভর্ৎসনার জন্যে বলবে, আল্লাহ তায়ালা পয়গাম্বরদের মাধ্যমে আমাদের সাথে যেসব ওয়াদা করেছিলেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন– ঈমানদাররা চিরন্তন শান্তি লাভ করবে, আমরা তো তা সত্য দেখতে পাচ্ছি। এখন হে জাহান্নামীর দল, তোমরা বলো দেখি, তোমাদের কুফরী-নাফরমানীর জন্য যেসব ধমক দেয়া হয়েছিলো, তোমরাও কি তা সত্য পেয়েছো? জবাবে তারা 'হাঁ' ছাড়া কি-ইবা আর বলতে পারে! এসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী উভয় দলের মাঝে দাঁড়িয়ে ডেকে বলবে, (গুনাহগার অনেক থাকলেও) আল্লাহর বড়ো লানত সেসব যালেমের ওপর, যারা নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে এবং আখেরাতের পরিণাম চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অন্যদেরও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। রাতদিন নিজেদের কূট তর্ক, বক্র আলোচনা দ্বারা সত্য সরল পথকে বাঁকা পথ বলে প্রমাণ করার পেছনেই লেগে থাকতো।

www.icsbook.info

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. (জান্নাত ও জাহান্নাম,) তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে,[৫৫] (এ দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনীত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মুহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার আগ্রহ পোষণ করছে।[৫৬]

৫৫. হেজাব অর্থ পর্দা, আড়াল, অন্তরায়। এখানে এর অর্থ পর্দার দেয়াল। সূরা হাদীদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে –'তাদের মধ্যস্থলে দেয়াল দ্বারা আড়াল করা হবে।' এ দেয়ালে দরজা থাকবে। এ দেয়াল জান্নাতের সুখ-শান্তি জাহান্নামে এবং জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট জান্নাতে পৌঁছার পথে অন্তরায় হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আমাদের নেই।

৫৬. জান্নাত জাহান্নামের মধ্যখানের এ দেয়ালের ওপরের স্থানকেই বলা হয় আ'রাফ। আ'রাফবাসী কারা হবে? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে ১২টি উক্তি উল্লেখ করেছেন। আমাদের মতে এসব উক্তির মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উক্তি হচ্ছে তাই, যা হযরত হোযায়ফা, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো বড়ো বড়ো সাহাবী এবং অধিকাংশ অতীত মনীষী থেকে বর্ণিত হয়েছে। আমল ওযনে যাদের নেক কাজের পাল্লা ভারী হবে, তারা জান্নাতী, আর যাদের যাদের বদ কাজের পাল্লা ভারী হবে, তারা জাহান্নামী। আর যাদের নেক-বদ বরাবর হবে তারা হবে আ'রাফবাসী। বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায়, শেষ পর্যন্ত আ'রাফবাসীরা জান্নাতে যাবে। নাফরমান মোমেন, যাদের নেকীর চেয়ে বদী বেশী, শেষ পর্যন্ত তারাও যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আ'রাফবাসী– যাদের নেক-বদ সমান সমান, তাদের তো নাফরমান মোমেনদের চেয়ে আগে জান্নাতে প্রবেশ করা উচিত। আ'রাফবাসীদের এক ধরনের দুর্বল আসহাবুল ইয়ামীন মনে করতে হবে। যেমন সাবেকীন মোকাররাবীন – নৈকট্যধন্য অগ্রবর্তী দল মূলত আসহাবে ইয়ামীনেরই এমন একটা অংশ, যারা নিজেদের মহৎ কার্যাবলীর বদৌলত সাধারণ আসহাবে ইয়ামীন থেকে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আ'রাফবাসীরা হচ্ছে এর চেয়ে কম দরজার, যারা নিজেদের আমলের পংকিলতার কারণে সাধারণ আসহাবে ইয়ামীন থেকে কিছুটা পেছনে পড়ে রয়েছে। এরা জান্নাতী এবং জাহান্নামীদের মধ্যস্থলে থাকার কারণে উভয় শ্রেণীর লোককেই তাদের বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। জান্নাতীদের চিনবে তাদের শ্বেত-শুভ্র নূরানী চেহারা দ্বারা, আর জাহান্নামীদের চিনবে তাদের কৃষ্ণ ও রওনকহীন চেহারা দ্বারা। যা হোক, এরা জান্নাতীদের দেখে মোবারকবাদ হিসাবে সালাম করবে। যেহেতু নিজেরা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি, এ জন্যে আকাংখা করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদের এ আকাংখা পূর্ণ হবে।

www.icsbook.info

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاۤءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ
بِسِيْمٰىهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾
اَهٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ
لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৭. অতপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের (আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, (তুমি) আমাদের এ যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।[৫৭]

রুকু ৬

৪৮. অতপর (পার্থক্য নির্ণয়কারী সে দেয়ালের) উঁচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহান্নামের) লোকদের–যাদের তারা কোনো (বিশেষ) লক্ষণের ফলে চিনতে পারবে–[৫৮] ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না, না (কাজে এলো) তোমাদের অহংকার, যা (হর হামেশা) তোমরা করে বেড়াতে![৫৯] ৪৯. (আজ চেয়ে দেখো মোমেনদের প্রতি,) এরা কি সে সব লোক নয়, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, আল্লাহ তায়ালা এদের তাঁর রহমতের কোনো অংশই দান করবেন না (অথচ আজ এদেরকেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন); তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের ওপর কোনো ভয় নেই, না তোমরা দুশ্চিন্তা করবে।[৬০]

৫৭. জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যস্থলে হওয়ার কারণে আরাফবাসীর অবস্থা হবে আশা নিরাশার মধ্যস্থলে। জান্নাতীদের দিকে তাকিয়ে আশা করবে আর জাহান্নামীদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর ভয়ে পানাহ চাইবে। বলবে, আমাদের জাহান্নামীদের দলভুক্ত করো না।

৫৮. অর্থাৎ জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করা ছাড়াই তাদের চেহারা থেকে জাহান্নামী হওয়ার চিহ্ন পরিস্ফুট হবে। অথবা এর মর্ম হচ্ছে, তারা এমন লোক হবে, আরাফবাসীরা দুনিয়ায় যাদের দেখেছে। এ কারণে সেখানে চেহারা দেখেই চিনতে পারবে।

৫৯. অর্থাৎ, এ বিপদকালে তোমাদের সেসব দল ও জোট কোথায় গেছে, যারা দুনিয়ায় বড়ো বড়ো কথা বলতো, এখন তাদের কি দশা হয়েছে!

৬০. জান্নাতীদের প্রতি ইঙ্গিত করে জাহান্নামীদের বলা হবে, যেসব জীর্ণ–শীর্ণ, মিসকীন দুর্বল অবস্থার লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমরা বলতে, অন্যদের বাদ দিয়ে এদের প্রতি কি আল্লাহর মেহেরবানী হতে পারে– আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই কি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আজ এদেরই বলে দেয়া হয়েছে–তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই, নেই কোনো দুঃখ, অথচ তোমরা তো এ আযাবে নিপতিত রয়েছ।

www.icsbook.info

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ

أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ

فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا

يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫০. (এবার) জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানি (অন্তত) ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে রেযেক দান করেছেন তার কিয়দংশ (আমাদের দাও); তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা (আজ) এ দুটি জিনিস (সে সব) কাফেরদের জন্যে হারাম করেছেন– ৫১. যারা দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছিলো এবং পার্থিব জীবন তাদের প্রতারণা (-র জালে) আটকে রেখেছিলো, তাদের আজ আমি (ঠিক) সেভাবেই ভুলে যাবো যেভাবে তারা (আমার) সামনা সামনি হওয়ার এ দিনটিকে ভুলে গেছে এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে।[৬১] ৫২. আমি তাদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছিলাম, যা আমি (বিশদ) জ্ঞান দ্বারা (সমৃদ্ধ করে) বর্ণনা করেছি, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এর ওপর) ঈমান আনবে, এ কিতাব (হবে) তাদের জন্যে (সুস্পষ্ট) হেদায়াত ও রহমত।[৬২]

৬১. জাহান্নামীরা অস্থির ব্যাকুল হয়ে জান্নাতীদের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে বলবে– আমরা তো জ্বলে যাচ্ছি, একটু পানি আমাদের ওপর বইয়ে দাও। আল্লাহ তোমাদের যেসব নেয়ামতে বিভূষিত করেছেন, তা দ্বারা আমাদেরও কিছু উপকার সাধন করো। জবাবে বলা হবে– কাফেরদের জন্যে এসব নিষিদ্ধ। এ কাফের তো হচ্ছে তারাই, যারা দ্বীনকে খেল তামাশা মনে করতো, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, বিলাস ব্যসনে তারা মত্ত ছিলো। সুতরাং তাদের যেমন দুনিয়ার ভোগ বিলাসে আরাম আয়েশে পড়ে কখনো আখেরাতের কথা মনে পড়েনি, তেমনি আজ আমিও তাদের কথা খেয়াল করবো না। যেমনিভাবে তারা আমার আয়াত অস্বীকার করেছিলো, তেমনি আমি আজ তাদের দরখাস্ত মনযুর করতে অস্বীকার করছি।

৬২. কোরআনের মতো কিতাব বর্তমান থাকতে– যাতে নিহিত রয়েছে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের পান্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ, যাতে সবকিছুই পুরোপুরি অবহিত করে খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ঈমানদাররা তা দ্বারা ভালোভাবেই উপকৃত হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এসব দাম্ভিক বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করেনি। সুতরাং এখন অনুতাপ করলে কি হবে?

www.icsbook.info

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا
لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف

৫৩. এরা কি (চূড়ান্ত কোনো) পরিণামের জন্যে অপেক্ষা করছে? যেদিন (সত্যি সত্যিই) সে পরিণাম তাদের কাছে আসবে, সেদিন যারা ইতিপূর্বে এ (দিনটি)-কে ভুলে গিয়েছিলো- তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (আগত) রসূলরা (এ দিনের) সত্য (প্রতিশ্রুতি) নিয়েই এসেছিলো, আমাদের জন্যে (আজ) কোনো সুপারিশকারী কি আছে, যারা আমাদের পক্ষে (আল্লাহর কাছে) কিছু বলবে, অথবা (এমন কি হবে,) আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হবে, যাতে আমরা (সেখানে গিয়ে) আগে যা করতাম তার চাইতে ভিন্ন ধরনের কিছু করে আসতে পারি, (মূলত) এরাই (হচ্ছে সেসব লোক যারা) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে এবং (আল্লাহর ওপর) যা কিছু তারা মিথ্যা আরোপ করতো, তাও তাদের কাছ থেকে (আজ) হারিয়ে গেছে।[৬৩]

রুকু ৭

৫৪. অবশ্যই তোমাদের মালিক[৬৪] আল্লাহ তায়ালা, যিনি ছয়[৬৫] দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি 'আরশের' ওপর অধিষ্ঠিত হন।[৬৬]

৬৩. আল্লাহর কিতাবে শাস্তির যে ভয় দেখানো হয়েছে, তারা কি এ অপেক্ষায় রয়েছে, সেসব শাস্তির বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হলে তখন সত্য গ্রহণ করবে? অথচ সে বিষয় যখন সামনে আসবে, অর্থাৎ তারা যখন খোদায়ী আযাবে পাকড়াও হবে, তখন সত্য গ্রহণ কোনোই কাজে আসবে না। তখন তো সুপারিশকারীদের সন্ধান চলবে, যারা সুপারিশ করে আল্লাহর শাস্তি মাফ করাবে। যেহেতু কাফেররা এমন কোনো সুপারিশকারী পাবে না, সুতরাং তারা এ কামনা করবে, আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করে পরীক্ষা করা হোক; এবার আমরা নিজেদের কৃত অপরাধের বিপরীতে কেমন নেকী-পরহেযগারীর কাজ করি, কিন্তু এখন এ আকাংখা আর কামনা করে কি লাভ? তারা তো নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস সাধন করেছে। তারা যেসব মিথ্যা ও ভ্রান্ত চিন্তা করে রেখেছিলো, সেসবই হাওয়ায় বিলীন হয়ে গেছে।

৬৪. আগের আয়াতগুলোতে পরকালের আলোচনা ছিলো। এ রুকুতে ইহকালের পরিচয় পেশ করা হয়েছে। আগে 'কাদ জাআত রুসুলু রাব্বেনা বিল হাক্কে' বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, দুনিয়ায় যারা নবী-রসূলদের থেকে বিমুখ থাকতো, কেয়ামতের দিন তাদেরও বাধ্য হয়ে নবী-

www.icsbook.info

রসূলদের সত্যতা স্বীকার করতে হবে। এখানে আল্লাহর রাজত্ব-কর্তৃত্ব স্মরণ করিয়ে নবী-রসূলদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করার পর অতি সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে কোনো কোনো মশহুর পয়গম্বরের অবস্থা ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হচ্ছে। এতে দেখানো হয়েছে, যারা এসব নবী-রসূলের সত্যতা অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাদের কি পরিণতি হয়েছে। এ রুকুটি যেন পরবর্তী কয়েকটি রুকুর ভূমিকা।

৬৫. অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীন ছয়দিন পরিমাণ সময়ে পয়দা করেছেন। কারণ, আমাদের পরিচিত দিন-রাত তো সূর্যের উদয়-অস্তের সাথে সম্পৃক্ত। আসমান যমীন সৃষ্টিকালে যখন সূর্যই সৃষ্টি হয়নি, তাহলে রাত-দিন হবে কি করে? অথবা এমন বলা যেতে পারে, আলমে শাহাদাত তথা প্রত্যক্ষীভূত জগতের রাত-দিন উদ্দেশ্য নয়, আলমে গায়ব তথা অদৃশ্য জগতের দিন-রাতই উদ্দেশ্য। যেমন কোনো আরেফ খোদাপ্রেমিক বলেছেন–

'অদৃশ্য জগতের আলো-বাতাস আর মেঘমালা ভিন্ন ধরনের/সে জগতের আকাশ আর সূর্যও ভিন্ন রকম।'

এ সম্পর্কিত আলেমদের ভিন্ন মত রয়েছে যে, এখানে ৬ দিনের অর্থ আমাদের ৬ দিন, না হাজার বছরের এক এক দিন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– পরওয়ারদেগারের নিকট একদিন, যা তোমাদের হিসাবে এক হাজার বছর। আমার মতে এ শেষোক্ত কথাই প্রাধান্যযোগ্য। ছয়দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আসমান–যমীন হঠাৎ সৃষ্টি করে খাড়া করে দেয়া হয়নি। খুব সম্ভব, আগে তার উপাদান সৃষ্টি করা হয়েছে। অতপর তার যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে, আকার-আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ৬ দিন তথা ৬ হাজার বছরে তা আনুষঙ্গিক সবকিছু নিয়ে বর্তমান আকারে এসে পৌঁছেছে। যেমন আজও সকল মানুষ, জীব-জন্তু গাছ-পালা ইত্যাদির সৃষ্টিধারায় পর্যায়ক্রমিক কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে। আর এটা আল্লাহ তায়ালার 'কুন ফাইয়াকুন' মর্যাদার পরিপন্থী নয়। কারণ, 'কুন ফাইয়াকুন'-এর তাৎপর্য কেবল এতোটুকু, আল্লাহ যে জিনিস অস্তিত্বের যে পর্যায়ে আনতে চান তাঁর ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা সে পর্যায়ে এসে যায়। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ কোনো জিনিসকে অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করানোর ইচ্ছাই করেন না; বরং সবকিছুকেই তিনি কার্যকারণ এবং উপায়-উপকরণের মাধ্যম ছাড়াই হঠাৎ করে সৃষ্টি করেন।

৬৬. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী কার্যাবলী সম্পর্কে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, কোরআন-হাদীসের ভাষায় আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা গুণাবলী বর্ণনা করার জন্যে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার অধিকাংশই এমন, যা সৃষ্টিকুল সম্পর্কেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালাকে হাই অর্থাৎ জীবিত, সামী অর্থাৎ শ্রোতা, বাসীর তথা দ্রষ্টা এবং মোতাকাল্লেম তথা বাকশীল বলা হয়েছে। আর এ শব্দগুলো মানুষ সম্পর্কেও ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু উভয় স্থানে এ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহার করা হয়নি; বরং ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। কোনো সৃষ্টজীবকে সামী ও বাসীর বলার অর্থ হচ্ছে, তার দেখার জন্যে চোখ এবং শোনার জন্যে কান রয়েছে। এখানে দুটো জিনিস রয়েছে। এক, সেই যন্ত্র, যাকে চোখ বলা হয়, যা দেখার সূচনা এবং মাধ্যম হয়। দুই, এর পরিণতি এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য– মানে দেখা। অর্থাৎ সেই বিশেষ জ্ঞান, যা চোখের দেখা দ্বারা অর্জিত হয়। সৃষ্টজীবকে

www.icsbook.info

যখন 'বাসীর' বলা হয়, তখন তাতে এ সূচনা ও লক্ষ্য দুটো বিষয়ই নিহিত থাকে এবং এ উভয় বিষয়ের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, কিন্তু এ শব্দটিই যখন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়, তখন সৃষ্টজীবের বৈশিষ্ট্য সূচনা ও দৈহিক অবস্থা কিছুতেই উদ্দেশ্য হয় না। আল্লাহ তায়ালা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পবিত্র। অবশ্য এটুকু বিশ্বাস করতে হবে, দেখার কাজের সূচনা তাঁর সত্তায় বিদ্যমান রয়েছে, আর এ কাজের পরিণতি, অর্থাৎ চর্ম চোখের দেখা দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তাঁর সত্তায় তা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। অবশ্য সে সূচনা কেমন এবং সে দেখার বিবরণই বা কেমন, এ সম্পর্কে আমরা কেবল এটুকু বলতে পারি, তাঁর দেখা মানুষের দেখার মতো নয়। এ সম্পর্কে আমরা এ ছাড়া আর কি-ইবা বলতে পারি? –তাঁর অনুরূপ কোনো কিছুই নেই, আর তিনি তো হচ্ছেন মহাশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা। কেবল শোনা এবং দর্শনই নয়; বরং তাঁর গুণাবলীকেই এমনভাবে বুঝতে হবে, আসল সূচনা ও লক্ষ্যের বিচারে সেই গুণ তাঁর মধ্যে বর্তমান রয়েছে, কিন্তু তার কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া যায় না। আসমানী শরীয়ত মানুষকে এটা জানতেও বাধ্য করেনি, যাতে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধির আওতা–বহির্ভূত এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে পেরেশান হবে।

আমরা এ সম্পর্কে সূরা মায়েদায় কিছুটা আলোচনা করেছি। 'এস্তেওয়া আলাল আরশ' অর্থাৎ আরশে আরোহণও এ একই নিয়মে বুঝতে হবে। আরশ অর্থ সিংহাসন, উঁচু স্থান। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ অর্থ করেছেন অবস্থান গ্রহণ করা, অধিষ্ঠিত হওয়া। এ শব্দ দ্বারা ক্ষমতার আসন এমনভাবে আঁকড়িয়ে ধরা বুঝায়, যাতে তার কোনো অংশই ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে থাকতে পারে না। ক্ষমতা, কবযা এবং তাতে জেঁকে বসায় যাতে কোনো রকম বাধা-প্রতিবন্ধকতা এবং দোদুল্যপনাই বর্তমান থাকে না। সকল কাজ আর সকল ব্যবস্থাপনাই যথারীতি কার্যকর থাকে। দুনিয়ায় রাজা-বাদশাহদের সিংহাসনে আরোহণের একটা তো থাকে সূচনা এবং বাহ্য আকৃতি, আর একটা থাকে মূল কথা তথা লক্ষ্য–উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দেশের ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতালাভ, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখার, সবকিছু করার ক্ষমতা লাভ করা। আল্লাহ তায়ালার 'এস্তেওয়া আলাল আরশে', অর্থাৎ সিংহাসনে অবস্থান গ্রহণ, অধিষ্ঠিত এ তত্ত্ব এবং লক্ষ্য–উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ আসমান-যমীন তথা সকল ঊর্ধ্ব ও অধোজগত পয়দা করার পর তার ওপর পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ এবং তার কার্যকর ক্ষমতা অর্জন, মালিকানা ও একচ্ছত্র অধিপতিসুলভ অপ্রতিহত ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। যেমন অন্যত্র 'ছুম্মাসতাওয়া আলাল আরশ'–এর পর 'ইউদাব্বেরুল আমরা'– তিনি সব কিছুর ব্যবস্থা সম্পাদন করেন ইত্যাদি বলা হয়েছে। আর এখানে 'ইউগশিল্ লাইলান নাহারা' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'এস্তেওয়া আলাল আরশ' আল্লাহ তায়ালার সিংহাসনে অবস্থান গ্রহণ, অধিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা ও বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে সেই আকীদাই পোষণ করতে হবে, শোনা-দেখা ইত্যাদি সেফাত সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সৃষ্টজগতের গুণাবলী এবং লয় ও ক্ষয়ের সামান্যতম সন্দেহও তাতে থাকতে পারে না। তবে তা কেমন, কিরূপ? এর জবাবে বলা যায়–

চিন্তা-চেতনা, ধারণা-কল্পনার চেয়েও যিনি অনেক ঊর্ধ্বে, /যা কিছু বলা হয়েছে, আমরা যা কিছু শুনেছি এবং পাঠ করেছি, সেসব কিছু থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। /দফতরের পর দফতর শেষ হয়েছে, শেষ শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। /আমরা এখনো তোমার প্রথম গুণ সম্পর্কেই অক্ষম-অস্থির হয়ে রয়েছি।

www.icsbook.info

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

তিনি রাতের পর্দা দিনের ওপর ছেয়ে দেন, দ্রুতগতিতে তা একে অন্যকে অনুসরণ করে,[৬৭] (তিনিই সৃষ্টি করেছেন) সুরুজ, চাঁদ ও তারাসমূহ, (মূলত) এর সব কয়টিকেই তাঁর বিধানের অধীন করে রাখা হয়েছে;[৬৮] জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর, (সুতরাং তার ওপর) সার্বভৌম ক্ষমতাও চলবে একমাত্র তাঁর; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়ালু ও বরকতময়।[৬৯] ৫৫. (অতএব) তোমরা (একান্ত) বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে শুধু[৭০] তোমাদের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-কেই ডাকো; অবশ্যই তিনি (তাঁর রাজত্বে) যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের পছন্দ করেন না।[৭১]

৬৭. অর্থাৎ, তিনি দিনের আলো দ্বারা রাতের অন্ধকার বা দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন করেন, যাতে একে অপরের পেছনে ধাওয়া করে দ্রুত ছুটে যায়। দিনের অবসানে রাতের আগমন ঘটে, অথবা দিন শেষ হওয়া মাত্রই রাত এসে পড়ে। মধ্যখানে এক সেকেন্ডেরও বিরতি থাকে না। সম্ভবত এ দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুফরী-গোমরাহী আর যুলুম-নির্যাতনের ঘনঘটা যখন সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে নেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও মা'রেফাতের সূর্য দ্বারা চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে দেন। আর বিশ্বব্যাপী সূর্যের আলো ছড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত নবুওতের চন্দ্র-তারকা রাতের অন্ধকারে আলো বিকিরণ করে যায়।

৬৮. কোনো নক্ষত্রই তাঁর নির্দেশ ছাড়া নড়াচড়া করতে পারে না।

৬৯. সৃষ্টি করা হচ্ছে 'খালক' আর সৃষ্টি করার পর সৃষ্টিগত এবং শরীয়তভিত্তিকবিধান দেয়া হচ্ছে 'আমর' বা নির্দেশ। উভয়ই আল্লাহ তায়ালার কবযা ও এখতিয়ারে রয়েছে। এমনিভাবে তিনিই সকল সৌন্দর্য এবং বরকতের উৎসমূল।

৭০. সেই সত্তাই যখন সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দানের উৎস, তখন নিজেদের পার্থিব-অপার্থিব সকল প্রয়োজনে তাঁকেই ডাকা উচিত। এ ডাকা হবে কোনো প্রকার লোক দেখানো ভাব ছাড়াই, এখলাস নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে, বিনয়ের সাথে, কোনো প্রকার অস্থিরতা ছাড়াই, মনস্থিরতার সাথে ধীরে-সুস্থে। এখান থেকে জানা যায়, দোয়ার আসল হচ্ছে গোপনীয়তা, চুপে চুপে দোয়া করা। এটাই ছিলো অতীত মনীষীদের রীতি। এ অনুযায়ীই তারা আমল করতেন। কোনো কোনো স্থানে প্রকাশ্যে এবং ঘোষণা দিয়ে দোয়া করা বাইরের কোনো আনুষঙ্গিক কারণে হতে পারে। রূহুল মা'আনী ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭১. অর্থাৎ, দোয়ায় আদব-শিষ্টাচারের সীমা লংঘন করবে না। যেমন, স্বভাবত বা শরীয়ত মতে যেসব বিষয় অসম্ভব, তার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করবে, মা'সিয়াত-পাপাচার

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ

رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ

فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ

الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ

رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

৫৬. (আল্লাহর) যমীনে (একবার) তাঁর শান্তি স্থাপনের পর (তাতে) তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে[৭২] একমাত্র তাঁকেই ডাকো; অবশ্যই আল্লাহর রহমত নেক লোকদের অতি নিকটে রয়েছে। ৫৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি বাতাসকে (বৃষ্টি ও) রহমতের (আগাম) সুসংবাদবাহী হিসেবে (জনপদের দিকে) পাঠান; শেষ পর্যন্ত যখন সে বাতাস (পানির) ভারী মেঘমালা বহন করে (চলতে থাকে), তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, অতপর (সে) মেঘ থেকেই আমি পানি বর্ষণ করি, অতপর তা দিয়ে (যমীন থেকে) আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি; এভাবে আমি মৃতকেও (জীবন থেকে) বের করে আনবো, সম্ভবত (এ থেকে) তোমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ৫৮. উৎকৃষ্ট যমীন- (তা থেকে) তার মালিকের আদেশে. তার (উৎকৃষ্ট) ফসলই উৎপন্ন হয়, আর যে যমীন বিনষ্ট হয়ে গেছে তা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন করে না; এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি এমন এক জাতির জন্যে, যারা (আমার এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।[৭৩]

রুকু ৮

৫৯. আমি অবশ্যই নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (কবুল) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; নিসন্দেহে আমি তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করছি।

এবং আজে-বাজে জিনিসের জন্য প্রার্থনা করবে। অথবা এমন সওয়াল করবে, যা আল্লাহ তায়ালার শান ও মর্যাদার জন্যে উচিত নয়। এসবই দোয়ায় সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত।

৭২. আগের আয়াতগুলোতে সকল প্রয়োজনে আল্লাহকে ডাকার তরীকা বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে মাখলুক এবং খালেক, অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার হক বা অধিকারের প্রতি

www.icsbook.info

লক্ষ্য রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ায় পরস্পরের বৈধ কাজ-কারবারে উলটা-পালটা করবে না এবং ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহর এবাদাতে মগ্ন হবে। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হবে না, তাঁর শাস্তি থেকে চিন্তামুক্ত হয়ে পাপের কাজে ঔদ্ধত্য দেখাবে না। আমার মতে, এখানে দোয়া অর্থ এবাদাত গ্রহণ করাই শ্রেয়। যেমন তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের পার্শ্বশয্যা থেকে দূরে তাঁকে, ভয় এবং আকাংখা নিয়ে তারা আপন পরওয়ারদেগারকে ডাকে।'

৭৩. আগের আয়াতগুলোতে 'এস্তেওয়া আলাল আরশ' তথা আরশে অবস্থান গ্রহণ, অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে নক্ষত্রমন্ডলে (চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি) আল্লাহর কর্তৃত্ব বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখানে বান্দাদের কিছু প্রয়োজনীয় হেদায়াত দান করা হয়েছে। এখন নিম্নজগত এবং আসমান-যমীনের মধ্যস্থল, অর্থাৎ মহাশূন্যে তাঁর কর্তৃত্বের কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ আলোচনা করা হচ্ছে এ জন্যে, যাতে মানুষ জানতে পারে, আসমান-যমীন এবং এদের মধ্যস্থলের সব কর্তৃত্বই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অসীম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধীন। বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিবর্ষণ, রকমারি ফুল সৃষ্টি করা, ভূমির ক্ষমতা অনুযায়ী ফসলাদি উৎপন্ন করা, এ সবই তাঁর অসীম ক্ষমতা আর অসাধারণ কর্ম-কুশলতার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান এবং কবর থেকে বের হয়ে আসাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেছেন, 'মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান দু'বার হয়- একবার কেয়ামতে এবং একবার দুনিয়ায়। অর্থাৎ জাহেল-নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে (যারা অজ্ঞতা এবং যিল্লতীতে মৃতে পরিণত হয়েছিলো) বড়ো মর্যাদাবান নবী পাঠিয়েছেন, তাদের জ্ঞান দিয়েছেন এবং দুনিয়ার সরদার করেছেন। অতপর সুস্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। আর যাদের যোগ্যতা খারাপ ছিলো তারাও উপকৃত হতে থাকে।'

এ গোটা রুকুতে যেন বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ যখন আপন রহমত এবং দয়ায় চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র দ্বারা রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করেন, শুকনা মওসুমে ভূমিকে শস্য-শ্যামল করার, মানুষ এবং জীব-জন্তুর জীবনোপকরণ সরবরাহ করার জন্য যিনি ওপর থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এমন মেহেরবান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবকে অজ্ঞতা ও যুলুমের অন্ধকার থেকে বের করার জন্য কোনো চন্দ্র-সূর্য পয়দা করবেন না, এটা কেমন করে হতে পারে। বনী আদমের আত্মার খোরাক প্রস্তুত করা এবং তাদের আত্মার চাষাবাদকে সিক্ত করার জন্য তিনি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করবেন না, এটা কি করে হতে পারে! সন্দেহ নেই যে, তিনি সকল যুগের প্রয়োজন এবং আপন হেকমত অনুযায়ী অনেক পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন, যাদের আলোকিত চিত্তের বদৌলতে দুনিয়ায় রূহানী আলো বিস্তার লাভ করেছে, আল্লাহর তায়ালার ওহীর নিরবচ্ছিন্ন বারি বর্ষিত হয়েছে। পরবর্তী কয়েক রুকুতে এ পয়গম্বরদের প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। বৃষ্টি এবং যমীনের দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে, নানাবিধ ভূমি স্ব-স্ব ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বৃষ্টির প্রভাব প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে। তেমনিভাবে বুঝে নিতে হবে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যেসব বরকত-কল্যাণ নিয়ে আসেন, তা দ্বারা উপকৃত হওয়াও সুস্থ যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। যারা এদের দ্বারা উপকৃত না, অথবা পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে না, নিজেদের খারাপ যোগ্যতার জন্যে তাদের রোদন করা উচিত-

'বৃষ্টির বর্ষণধারায় নেই কোনো ভেদাভেদ / বাগানে ফুল ফোটে, জঙ্গলে ঘাস!'

www.icsbook.info

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦١﴾

৬০. তার জাতির নেতারা বললো (হে নূহ), আমরা নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছো।[৭৪] ৬১. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনোরকম গোমরাহী নেই, আমি তো হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (আগত) একজন রসূল।

৭৪. হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী সূরার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে। অতপর হযরত নূহ (আ.) প্রথম দৃঢ়চিত্ত ও মশহুর রসূল। মোশরেকদের মোকাবেলায় বিশ্ববাসীর প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশেষ শরীয়ত অনুযায়ী তিনি একটা বিশেষ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন – এ কথা মেনে নিলেও মৌলিক নীতিতে তিনি ছিলেন অন্যান্য নবীদের মতো। সকল নবীর শিক্ষা ছিলো এক অভিন্ন। এ বিবেচনায় বলা যায়, সকল নবী, সকল মানুষকে লক্ষ্য করেই কথা বলেছেন। যেমন তাওহীদ এবং পরকাল বিশ্বাসে সব নবীই একমত। তাঁরা সকলেই এক ভাষায় কথা বলেছেন। সুতরাং এসব বিষয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করা মূলত সকল নবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

যা হোক, হযরত নূহ (আ.) তাওহীদ ইত্যাদির ব্যাপক দাওয়াত দেন। কথিত আছে, হযরত আদম (আ.)-এর পর দশ 'করন', অর্থাৎ তিনশ বছর এমনভাবে কেটে যায়, যে দিনগুলোতে হযরত আদম (আ.)-এর সব সন্তান তাওহীদের শিক্ষার ওপর অটল ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয় যে, কোনো নেককার লোকের ইনতেকাল হলে– যাদের নাম ছিলো ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাস্‌র, সূরা নূহ-এ এদের নামের উল্লেখ রয়েছে– তাদের মৃত্যুর পর লোকেরা তাদের অবস্থা, এবাদাত ইত্যাদির স্মৃতি জাগরূক করে রাখার জন্যে তাদের ছবি বানিয়ে নেয়। কিছুদিন পরে এসব মূর্তি অনুযায়ী প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়। এর কিছুদিন পরে শুরু হয় এসব প্রতিকৃতির পূজা-উপাসনা, আর সে নেককার লোকদের নাম অনুযায়ী এসব মূর্তির নামকরণ করা হয়। মূর্তিপূজা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তুফানের আগে সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত তাঁর জাতিকে তাওহীদ এবং তাকওয়ার প্রতি আহ্বান জানান। দুনিয়া-আখেরাতের আযাব সম্পর্কে ভয় দেখান, কিন্তু লোকেরা তাঁর কোনো কথাই শোনেনি। উলটা তাঁকেই গোমরাহ জাহেল বলতে লাগলো। অবশেষে তুফানের শাস্তি সকলকে আচ্ছন্ন করে নেয়। যেমন হযরত নূহ (আ.) দোয়া করেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! দুনিয়ায় কাফেরদের একজনও বাঁচিয়ে রেখো না। হযরত নূহ (আ.)-এর এ দোয়া অনুযায়ী দুনিয়ার বুকে একজন কাফেরও আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পায়নি। বোস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরেফ'-এ তুফান এবং তার ব্যাপকতা সম্পর্কে ইউরোপীয় গবেষকদের উক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন।

www.icsbook.info

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا

وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ

وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬২. (আমার কাজ হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো এবং (সেমতে) তোমাদের শুভ কামনা করবো, (কেননা আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু কথা জানি যা তোমরা জানো না।[৭৫] ৬৩. তোমরা কি (এতে) আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের মালিকের বাণী এসেছে, যাতে করে সে তোমাদের (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং তোমরা (সময় থাকতে) সাবধান হবে এবং আশা করা যায় এতে করে তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।[৭৬] ৬৪. অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহণ করে) ছিলো, তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম, আর যারা আমার আযাবসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম; এরা ছিলো (আসলেই গোঁড়া ও) অন্ধ।[৭৭]

৭৫. অর্থাৎ, আমি তো একটুও গোমরাহ হইনি, বিচ্যুত হইনি, অবশ্য তোমরাই গোমরাহ হয়েছ। তোমরা আল্লাহর নবীকে চিনছো না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন। তোমাদের উত্তম উপদেশ দেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে সেসব জ্ঞান এবং হেদায়াত নিয়ে এসেছেন, যা তোমাদের জানা ছিলো না।

৭৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর পয়গাম পৌঁছাবার জন্য কাউকে বেছে নেবেন– এতে অবাক হওয়ার কি রয়েছে? তিনি তো সব সৃষ্টির মধ্য থেকে আদম (আ.)-কে খেলাফতের পদের জন্যে তাঁর বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে বেছে নিয়েছেন। হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কোনো কোনো পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নবুয়ত-রেসালাতের মর্যাদার জন্যে বাছাই করে নেয়া হবে না কেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি ফয়েয লাভ করে অন্যদের তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন। এরা সতর্ক হয়ে খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসবে। এমনিভাবে তারা আল্লাহর দয়া মেহেরবানীলাভে ধন্য হবে।

৭৭. অর্থাৎ তারা হক-বাতিল, লাভ-ক্ষতি কিছুরই চিন্তা করেনি, অন্ধ হয়ে বিদ্রোহ-ঔদ্ধত্য এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ওপর সর্বদা অটল ছিলো। মূর্তিপূজা ইত্যাদি থেকে বিরত হয়নি। তখন আমি যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় সওয়ার হয়েছিলো, তাদের গুটিকতেক মোমেনকে রক্ষা করে অন্যসব মিথ্যা প্রতিপন্নকারীকে দলবলসহ ডুবিয়েছিলাম। এখন দুনিয়ায়

www.icsbook.info

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

রুকু ৯

৬৫. আমি আ'দ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই এক ভাই হূদকে,৭৮ সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?৭৯ ৬৬. তার জাতির সরদাররা, যারা (তাকে) অস্বীকার করেছে, তারা বললো, আমরা তো নিশ্চিত দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত আছো এবং অবশ্যই আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন।৮০ ৬৭. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা (জড়িত) নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (আগত) একজন রসূল। ৬৮. (আমার দায়িত্ব হচ্ছে) আমি আমার মালিকের (কাছ থেকে আসা) বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো, আর আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত শুভাকাংখীও বটে!৮১

যেসব লোক বর্তমান রয়েছে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে নৌকায় আরোহী বরং কেবল তাঁরই সন্তান-সন্ততি।

৭৮. আদ জাতি হযরত নূহ (আ.)-এর প্রপৌত্র 'এরাম'-এর বংশধর। তার নাম অনুসারেই জাতির নাম আদ হয়েছে। 'ইয়ামান'-এর 'আহকাফ' নামক স্থানে এদের নিবাস ছিলো। হযরত হূদ (আ.) এ কাওমেরই লোক ছিলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন এদের জাতীয় এবং দেশীয় ভাই।

৭৯. আদ জাতির মধ্যে মূর্তিপূজা বিস্তার লাভ করেছিলো। জীবিকাদান, বারিবর্ষণ, সুস্থতাদান এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্যে তারা পৃথক পৃথক দেবতা নির্ধারণ করে রেখেছিলো এবং তারা সেসব দেবতার পূজা করতো। হযরত হূদ (আ.) তাদের এসব থেকে বারণ করেন এবং এ মহাঅপরাধের শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখান।

৮০. অর্থাৎ আল্লাহর পানাহ, তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধিহারা। তোমরা বাপ-দাদার পথ-পন্থা ত্যাগ করে গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছো। তোমরা মিথ্যাবাদীও। নিজেদের কথাকে আল্লাহর কথা বলে মিছামিছি আযাবের ভয় দেখাচ্ছো।

৮১. অর্থাৎ আমার কোনো কথা নির্বুদ্ধিতার কথা নয়। অবশ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রেসালাতের যে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে, আমি তার হক আদায় করছি। এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা যে, তোমাদের সত্যিকার কল্যাণকামীদের নির্বোধ বলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো, যাদের আমানত-দিয়ানত পূর্ব থেকেই স্বীকৃত।

www.icsbook.info

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ
اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ

৬৯. তোমরা কি (এটা দেখে) বিস্মিত হচ্ছো, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের জন্যে (সুস্পষ্ট কিছু) বাণী এসেছে; যাতে করে (এ দিয়ে) সে তোমাদের (আযাবের) ভয় দেখাতে পারে। স্মরণ করো; যখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) নূহের পর[৮২] তোমাদের এই যমীনে খলীফা বানিয়েছেন এবং অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে তিনি তোমাদের বেশী ক্ষমতা দান করেছেন,[৮৩] অতএব (হে আমার জাতি), তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।[৮৪] ৭০. তারা (হূদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যেই এসেছো, আমরা কেবল এক আল্লাহর এবাদাত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের বন্দেগী করেছে তাদের বাদ দিয়ে দেবো (এটাই যদি হয়), তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টি, যার ব্যাপারে তুমি আমাদের (এতো) ভয় দেখাচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও![৮৫] ৭১. সে বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ তো নির্ধারিত হয়েই আছে;[৮৬]

৮২. অর্থাৎ, নূহের জাতির পরে আমি দুনিয়ায় তোমাদের রাজত্ব কায়েম করেছি। তাদের স্থলে তোমাদের পুনর্বাসিত করেছি। সম্ভবত এ অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ জন্যও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মূর্তিপূজা এবং রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলে তাদের যে দশা হয়েছিলো, তোমাদেরও যেন সে দশা না হয়।

৮৩. দৈহিক শক্তি এবং হৃষ্টপুষ্টতার দিক থেকে এরা ছিলো মশহুর।

৮৪. যেসব অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব এবং তা ছাড়া আল্লাহর আরও অসংখ্য অনুগ্রহ স্মরণ করে তাদের শোকরগোযার এবং অনুগত হওয়া উচিত। আসল অনুগ্রহকারীর প্রতি বিদ্রোহ করা উচিত নয় তোমাদের।

৮৫. অর্থাৎ, তুমি আমাদের যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো, সত্যবাদী হলে তা এনে দেখাও।

৮৬. অর্থাৎ, তোমাদের বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ নির্লজ্জতা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন বুঝে নিতে হবে, আল্লাহর আযাব ও গযব তোমাদের ওপর আপতিত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। তা আসতে আর কোনো দেরী নেই।

أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ

তোমরা কি আমার সাথে সে (মিথ্যা মাবুদদের) নামগুলোর ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো রকম সনদ নাযিল করেননি; (অতএব) তোমরা (পরিণতির) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।৮৭ ৭২. অতপর (যখন আযাব এলো, তখন) আমি তাকে এবং তার সাথে যেসব (ঈমানদার) ব্যক্তি ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদের নির্মূল করে দিলাম, (আসলে ওরা তো) ঈমানদারই ছিলো না।৮৮

রুকু ১০

৭৩. সামুদ জাতির কাছে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই (এক) ভাই সালেহকে। সে (এসে) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে হাযির হয়েছে,৮৯

৮৭. মূর্তিগুলো সম্পর্কে তারা যে বলতো, অমুক মূর্তি রেযেকদাতা, অমুক বৃষ্টিদাতা, অমুক পুত্র সন্তানদাতা ইত্যাদি, এগুলো তো কেবল নাম। এসব নামের পেছনে কোনো সত্যতা ও বাস্তবতা নেই। পাথরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী কি করে আসতে পারে? এ সব নামের মাবুদদের পেছনে– যাদের মাবুদ হওয়ার জ্ঞান বিবেক ও বর্ণনাগত কোনো সনদ নেই, নেই কোনো ঐতিহ্যগত প্রমাণ; বরং সকল যুক্তি-প্রমাণই তাদের অগ্রাহ্য করে, সেসবের ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো, বিতর্কে লিপ্ত হও তোমাদের অজ্ঞতা, দুর্ভাগ্য আর বিরুদ্ধাচরণের ভান্ডার যখন এতটা-ই পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে, তখন অপেক্ষা করো, আল্লাহ নিজেই এসব বিরোধ নিষপত্তি করে দেবেন। আমিও সেই ফয়সালার অপেক্ষায় রইলাম।

৮৮. অর্থাৎ তাদের ওপর একটানা সাত রাত আট দিন ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। এতে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এটা ছিলো 'আদে উলা' বা প্রথম আদ-এর পরিণতি। এ জাতিরই অপর শাখা (সামুদ), যাদের 'আদে ছানিয়া' বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়। এদের সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

৮৯. অর্থাৎ, যে দলীল-প্রমাণ তোমরা তলব করছিলে, তা তো এসে পৌঁছেছে। হযরত সালেহ (আ.)-এর জাতি তাঁর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো, আপনি এক খন্ড পাথর থেকে

www.icsbook.info

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِیْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ

وَّبَوَّاَكُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ

بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَاُ

الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ

اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

আর তোমাদের জন্যে এ (নিদর্শনটি) হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী, একে তোমরা ছেড়ে দাও যেন তা আল্লাহ তায়ালার যমীনে (বিচরণ করে) খেতে পারে, তোমরা তাকে কোনো খারাপ মতলবে স্পর্শ করো না, তাহলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কঠোর আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে।[৯০] ৭৪. স্মরণ করো, যখন তিনি আদ জাতির পর তোমাদের (দুনিয়ার) খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, তোমরা এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি নিয়ে তা দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরী করতে পারছো, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার এ সব (জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) নেয়ামত স্মরণ করো এবং কোনো অবস্থায়ই তোমরা যমীনে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।[৯১] ৭৫. তার জাতির সেসব নেতৃস্থানীয় লোক, যারা নিজেদের গৌরবের বড়াই করতো– অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর লোকদের– যারা তাদের মধ্য থেকে তার ওপর ঈমান এনেছে– বললো, তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ তার মালিকের পাঠানো একজন রসূল; তারা বললো (হাঁ), তার ওপর যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।

অন্তসত্ত্বা উষ্ট্রী বের করে এনে দিতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেহ (আ.)-এর দোয়ায় তাই করলেন। তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের ফরমায়েশী মো'জেযা তো আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন আর ঈমান আনার ব্যাপারে তোমাদের ইতস্তত কেন?

৯০. অর্থাৎ, এ উষ্ট্রী আল্লাহর কুদরত, অসীম ক্ষমতা এবং আমার সত্যতার নিদর্শন। আমার দোয়ায় আল্লাহ অস্বাভাবিক উপায়ে এটি সৃষ্টি করেছেন। এর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যেমন আল্লাহর যমীনে ঘাস খাওয়ায় এবং তার পানি পান করার পালায় বাধা দেবে না। মোট কথা, তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে যে নিদর্শন লাভ করেছো, তার সাথে খারাপ আচরণ করো না। এর ব্যতিক্রম করলে তোমাদের মঙ্গল হবে না।

৯১. অর্থাৎ, অনুগ্রহ ভুলে এবং শেরেক-কুফরী করে পৃথিবীতে অনিষ্ট অকল্যাণের প্রসার করো না।

www.icsbook.info

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا

النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৬. অতপর (সে) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি।[৯২] ৭৭. অতপর, তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললো এবং (এর দ্বারা) তারা তাদের মালিকের নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতা করলো[৯৩] এবং তারা বললো, হে সালেহ (আমরা তো উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললাম), যদি তুমি (সত্যিই) রসূল হয়ে থাকো তাহলে সে (আযাবের) বিষয়টা নিয়ে এসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের দিচ্ছো।[৯৪] ৭৮. অতপর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।[৯৫]

৯২. হযরত সালেহ (আ.)-এর জাতির মধ্যে যেসব বড়ো বড়ো দাম্ভিক সরদার এবং বিরুদ্ধবাদী ছিলো, তারা গরীব দুর্বল মুসলমানদের উপহাস করে বলতো, বড়ো লোকরা তো এখনো বুঝতে পারেনি, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারলে, সালেহ আল্লাহর প্রেরিত। জবাবে মুসলমানরা বললেন, বুঝতে পারার কি অর্থ হতে পারে? বুঝতে তো তোমরাও পেরেছো। অবশ্য আমরা তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তার প্রতি ঈমান এনেছি। অহংকারী ব্যক্তিরা এ যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে হতভ' হয়ে বলে, তোমরা যা মেনে নিয়েছো, আমরা এখনো তা মেনে নেইনি। তোমাদের মতো গুটিকতেক নিকৃষ্ট অবস্থার লোকদের ঈমান আনায় এমন কোন্ বিরাট সাফল্য নিহিত রয়েছে?

৯৩. কথিত আছে, সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীটি এতোটা মোটা-তাজা ছিলো যে, সেটি কোনো বনে-জঙ্গলে চরতে গেলে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো। পালার দিন যে কূপ থেকে পানি পান করতো, তা খালি করে দিতো। তার জন্ম যেমন অস্বাভাবিক উপায়ে হয়েছিলো, তেমনি তার জীবনযাত্রার উপায়-উপকরণও ছিলো অস্বাভাবিক। অবশেষে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে সেটিকে হত্যার ব্যাপারে একমত হয়। অবশেষে হতভাগা 'খোদার' পা কেটে দেয়। তারপর এ দুর্ভাগারা স্বয়ং হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যার জন্যও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এমনিভাবে তারা সালেহ (আ.) এবং উষ্ট্রী সম্পর্কে আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করে।

৯৪. মানুষ যখন আল্লাহর কহর আর গযব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে যায়, তখন তার মুখ থেকে এ ধরনের শব্দ বের হতে পারে। 'আদে-উলা'র মতো সামুদও এ পর্যায়ে পৌছে আল্লাহ তায়ালার আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৯৫. অন্য আয়াতে 'সাইহা' বা বিকট চিৎকারে তাদের ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত নীচ থেকে ভূমিকম্প এবং ওপর থেকে বিকট শব্দ এসে থাকবে।

www.icsbook.info

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৭৯. তারপর সে তাদের কাছ থেকে অন্যদিকে চলে গেলো এবং সে নিজের জাতিকে বললো, আমি আমার মালিকের (সতর্ক) বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণও কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদের পছন্দই করো না।[৯৬]
৮০. (আমি) লূতকেও (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের আর কেউ (কখনো) করেনি।[৯৭]

৯৬. কথিত আছে, হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তার জাতির ধ্বংসের পর মক্কা মোয়ায্যামা বা সিরিয়ার দিকে চলে যান এবং যাওয়ার সময় তাদের লাশের স্তূপ দেখে তাদের সম্বোধন করে বলেন- হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যঅণকামীদেরই পছন্দ করো না। অথবা নবী (স.) যেমন বদর যুদ্ধে নিহতদের লাশকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঠিক অনুরূপ, অথবা আফসোস করে কাল্পনিকভাবে সম্বোধন করেছিলেন, যেমন কবিরা সম্বোধন ঘরবাড়ী অথবা তার ধ্বংসাবশেষের উদ্দেশে সম্বোধন করে থাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ সম্বোধন ধ্বংসের আগের। এ অবস্থায় ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনাধারায় পর্যায়ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। যা হোক, এ সম্বোধনে অন্যদের শোনানো হয়েছে, নিজেদের নির্ভরযোগ্য হিতাকাংখীদের কথা মেনে চলা উচিত। কেউ যখন হিতাকাংখীদের কথা শোনে না, তাদের কদর করে না, তখন তাদের এহেন পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

৯৭. হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আল্লাইহিস সালামের ভাইপো। তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে ইরাক থেকে হিজরত করে শামদেশে গমন করেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদূম আশপাশের জনপদের প্রতি তাদের সংস্কার-সংশোধনের জন্যে, ঘৃণ্য-কদর্য, প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং নির্লজ্জতার কাজ থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা সকল ঘৃণ্য-কদর্য কাজে লিপ্ত ছিলো। তারা কেবল ঘৃণ্য, কদর্য, প্রকৃতিবিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজে লিপ্তই ছিলো না; বরং তারা তো ছিলো তার উদ্ভাবক। তাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ এ নির্লজ্জ কর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। প্রথমে শয়তান সাদূমবাসীদের এই ঘৃণ্য কাজ শিক্ষা দেয়। সেখান থেকে অন্যান্য স্থানে এটা বিস্তার লাভ করে। হযরত লূত আলাইহিস সালাম এই ঘৃণ্য-নির্লজ্জ কাজের পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দুনিয়া থেকে তার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান বাইবেলের সংকলকদের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের জন্য দুঃখ করতে হয়, যেসব পুণ্যাত্মা নিষপাপ মহাপুরুষ দুনিয়া থেকে কদর্যতা-নির্লজ্জতা দূর করে তাকে পাক-পবিত্র করার জন্য আগমন করেছেন, তারা তাদের সে অপরাধেই আজ অভিযুক্ত করছে, যা শুনে একজন

www.icsbook.info

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن
قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

৮১. তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও, তোমরা হচ্ছো বরং এক সীমালংঘনকারী জাতি।[৯৮] ৮২. তার জাতি (তখন) এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না, (সবাই মিলে) তাদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা হচ্ছে পাক পবিত্র মানুষ! ৮৩. অতপর (যখন আমার আযাব এলো, তখন) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া– সে (আযাব কবলিত হয়ে) পেছনের লোকদের মধ্যে শামিল থেকে গেলো।[৯৯]

লজ্জাশীল মানুষের শরীরে শিহরণ জাগে, রগ ফুলে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'তাদের মুখ থেকে নিসৃত কথা কতোই না জঘন্য, তারা তো মিথ্যা ছাড়া কোনো কথাই বলে না।'

৯৮. অর্থাৎ কেবল এটাই নয় যে, তোমরা একটা গুনাহের কাজে লিপ্ত হচ্ছো; বরং এ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়া এ কথার প্রমাণ বহন করে, তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রম করে গেছো।

৯৯. অর্থাৎ, তারা শেষ কথা এই বললো তিনি যখন আমাদের সকলকে ঘৃণ্য-নাপাক বলে মনে করেন আর কেবল নিজেকেই পাক-পবিত্র বলে যাহির করতে চান, তখন পাক লোকদের আমাদের মতো ঘৃণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অবস্থানের কি কাজ! সুতরাং তাকে তার জনপদ থেকেই বের করে দেয়া উচিত, যাতে নিত্যদিনের প্রতিবন্ধকতার চিরতরে অবসান ঘটে।

যা হোক, সেই অভিশপ্তরা তাঁকে কি আর বের করবে! তবে হাঁ, আল্লাহ তায়ালা হযরত লূত আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সসম্মানে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় সে জনপদ হতে বের করে নিয়েছেন এবং সে জনপদের ওপর আযাব চাপিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। হযরত লূত আলাইহিস সালামের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল তাঁর স্ত্রী তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো এবং সে আযাবে নিপতিতদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে তার যোগসাজশ ছিলো। হযরত লূত আলাইহিস সালামের কাছে যেসব মেহমান আসতো, তাদের সম্পর্কে এ মহিলাই পান্ডাদের খবর দিতো। কেবল তাই নয়, বরং সে মহিলা অপকর্মে তাদের উদ্বুদ্ধও করতো। কেউ কেউ লিখেছেন, পুরুষদের মতো নারীদের মধ্যে সম-মৈথুন চালু হয়ে গিয়েছিলো। এ মহিলাও সে কর্মে লিপ্ত ছিলো।

যা হোক, এ ধ্বংসাত্মক নির্লজ্জ অনৈতিক ব্যাধিতে লিপ্ত সকলের ওপরই আযাব এসেছিলো। তারা কেবল এ রোগেই লিপ্ত ছিলো না; বরং দৃঢ়তার সাথে নবীর মোকাবেলা করতো এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। অথবা কুফরী ও নির্লজ্জ ব্যবস্থাপনায় এরাও তাদের সাহায্যকারী ছিলো।

www.icsbook.info

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ

৮৪. আমি তাদের ওপর প্রচন্ড (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম;১০০ (হাঁ) অতপর তুমি (ভালো করে) চেয়ে দেখো, অপরাধী ব্যক্তিদের পরিণাম (সেদিন) কী ভয়াবহ হয়েছিলো।১০১

রুকু ১১

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে;১০২ সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে,১০৩ অতপর তোমরা (সে মোতাবেক) ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওযন করো, মানুষদের (দেয়ার সময়) কখনো (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতিগ্রস্ত করো না, তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) এ যমীনে (শান্তি ও) সংস্কার স্থাপিত হওয়ার পর তাতে তোমরা (পুনরায়) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না;

১০০. অন্যত্র বলা হয়েছে, লূত (আ.)-এর জাতির জনপদকে উলটিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। কোনো কোনো ইমামের মতে আজও সম-মৈথুনকারীর শাস্তি হচ্ছে, পর্বত ইত্যাদি কোনো উঁচু স্থান থেকে তাকে নীচে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে এবং অত্যন্ত কঠিন দুর্গন্ধময় স্থানে তাকে আটক রাখা হবে।

১০১. অর্থাৎ, গুনাহ করার সময় তার অশুভ পরিণামের কথা সম্মুখে থাকে না। তাৎক্ষণিক স্বাদ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু করে বসে, যা জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মনুষ্যত্বের পরিপন্থী, কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে অন্যদের ঘটনা শুনে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং খারাপ কাজের পরিণামের কথা সর্বদা মনে রাখা।

১০২. কোরআন মজীদের অন্যত্র 'আইকাবাসীদের' প্রতি হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের প্রেরিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। মাদইয়ানবাসী এবং আইকাবাসী যদি একই জাতি হয়ে থাকে, তা হলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। যদি দুটো পৃথক জাতি হয়ে থাকে, তবে তিনি উভয় জাতির প্রতি প্রেরিত হয়ে থাকবেন। আর মাপে-ওযনে কম দেয়ার ব্যাধি উভয় জাতির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে। যা হোক, হযরত শোয়াব আলাইহিস সালাম তাওহীদ ইত্যাদির সাধারণ দাওয়াত ছাড়াও বিশেষ সামাজিক লেনদেনের সংস্কার-সংশোধন এবং বান্দার হক সংরক্ষণের প্রতি অতি জোর দিয়ে তার জাতির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাগ্মিতায় বিশেষ পারদর্শী হওয়ার কারণে হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালামকে বলা হতো 'খতীবুল আম্বিয়া' বা নবী সেরা বাগ্মীদের মধ্যে।

১০৩. তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দলীল এসে পৌঁছেছে, যাতে আমার সত্যতার প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে। এখন আমি তোমাদের যেসব নসীহত করবো, তোমরা তা

www.icsbook.info

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ
تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ

তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো তাহলে এটাই তোমাদের জন্যে ভালো।[১০৪] ৮৬. তোমরা প্রতিটি রাস্তায় এজন্যে বসে থেকো না, তোমরা লোকদের ধমক দেবে (ভীত সন্ত্রস্ত করবে) এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখবে, আর সব সময় (অহেতুক) বক্রতা (ও দোষত্রুটি) খুঁজতে থাকবে;[১০৫] স্মরণ করে দেখো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে নিতান্ত কম, অতপর (আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমরা (পুনরায়) চেয়ে দেখো, কেমন হয়েছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম![১০৬] ৮৭. আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে, আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন,

মেনে চলবে এবং যেসব ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দেবো, সে সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হয়ে যাবে।

১০৪. বান্দাদের অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং পারস্পরিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার প্রতি আজকাল অনেক পরহেযগারও খুব কমই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আল্লাহর কাছে এ বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি এটাকে একজন বিশিষ্ট মর্যাদাবান পয়গম্বরের বিশেষ দায়িত্ব বলে সাব্যস্ত করেছেন। যার বিরোধিতা করে একটা জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। এ আয়াতগুলোতে হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের যবানীতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, মানুষের সামান্যতম আর্থিক ক্ষতি সাধন করা এবং দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হওয়ার পর ভাঙ্গন-বিপর্যয় সৃষ্টি করা –তা কুফর-শেরেক করে হোক বা অন্যায় খুন-খারাবী এবং লুটতরাজ-ছিনতাই ইত্যাদি করেই হোক– এটা কোনো ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।

১০৫. হযরত শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতির লোকদের পথ আগলে বসার দু'টি কারণ ছিলো। পথচারীদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে অন্যায়ভাবে তাদের মাল হস্তগত করা এবং মোমেনদের শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের নিকট গমন ও আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বীন সম্পর্কে সমালোচনা করা ও তাতে খুঁত বের করার চিন্তায় মগ্ন থাকা।

১০৬. অর্থাৎ, যখন তোমরা সংখ্যা এবং সম্পদ উভয়েই কম ছিলে, আল্লাহ উভয় দিকেই তোমাদের বাড়িয়ে দিয়েছেন। আদম শুমারিতেও তোমরা বেড়ে গেছো এবং সম্পদশালীও

www.icsbook.info

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ
فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا
فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ
اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا
افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾

তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।[১০৭] ৮৮. তার সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক- যারা বড়াই অহংকার করছিলো- বললো, হে শোয়ায়ব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের জাতিতে ফিরে আসতে হবে;[১০৮] সে বললো, যদি আমরা ইচ্ছুক না হই তাহলেও (কি তাই হবে)?[১০৯] ৮৯. সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের (একবার) মুক্তি দেয়ার[১১০] পর যদি আমরা আবার তোমাদের জীবনাদর্শে ফিরে আসি, তাহলে আমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করবো;[১১১] আমাদের পক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয়, আমরা সেখানে ফিরে যাবো, হাঁ আমাদের মালিক আল্লাহ যদি আমাদের ব্যাপারে অন্য কিছু চান (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা); অবশ্যই আমাদের মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর ছেয়ে আছে; আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করি; (এবং আমরা বলি,) হে আমাদের মালিক, আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে তুমি সঠিক (একটা) ফয়সালা করে দাও, কারণ তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।[১১২] ৯০. তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোক- যারা (আল্লাহ তায়ালার নবীকে) অস্বীকার করেছে, তারা (সে জাতির সাধারণ মানুষদের) বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১১৩]

হয়েছো। আল্লাহর এসব অনুগ্রহের শোকর আদায় করো। আর তা কেবল তখনই আদায় হতে পারে, যখন তোমরা আল্লাহর হক এবং বান্দার হক চিনে কার্যত সংস্কার-সংশোধনে নিয়োজিত থাকবে। এসব নেয়ামতের জন্যে গর্বিত না হয়ে বরং ভাঙ্গন-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ইতিপূর্বে যে পরিণতি হয়েছে, তা সম্মুখে রেখে আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে ভয় করতে থাকবে।

১০৭. অর্থাৎ আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি তা কবুল না করো, বরং তাতে মতভেদ এবং বিভেদ সৃষ্টিরই চিন্তা করে বসো, তাহলে একটু সবুর করো, আসমান থেকেই আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালা হয়ে যাক।

১০৮. 'আওদ' অর্থ কোনো কিছু থেকে বের হয়ে পুনরায় সেদিকে প্রত্যাবর্তন করা। হযরত

শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের সাথীদের সম্পর্কে শব্দটি যথার্থ অর্থে প্রয়োগ হতে পারে। কারণ, তারা কুফরী থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিলো। অবশ্য হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি আগে মিল্লাতে কুফরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (মা'আযাল্লাহ্), অতপর মুসলমান হয়েছেন। সুতরাং এটা মেনে নিতে হবে, তার ক্ষেত্রে এ সম্বোধন করা হয়েছে আনুপাতিক বিবেচনায়। অর্থাৎ সাধারণ মোমেনদের ক্ষেত্রে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সংখ্যাধিক্যকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করে হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অথবা কাফেরদের ধারণা অনুযায়ী তার সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, নবুয়তলাভের আগে হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালাম যখন দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করেননি, তখন মাদইয়ানবাসীদের কুফরী আচরণ সম্পর্কে তার নীরবতা থেকে সম্ভবত তারা এ ধারণাই করে থাকবে, তিনিও আমাদের সাথে শামিল আছেন এবং আমাদের রীতিনীতিতে তিনিও সন্তুষ্ট। অথবা কোনো কোনো মোফাস্সেরের মতে রূপক অর্থে সাধারণ প্রত্যাবর্তন বুঝাবার জন্যে 'আওদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১০৯. অর্থাৎ দলীল-প্রমাণের আলোকে তোমাদের এসব ধ্বংসাত্মক কুফরী আচরণে আমরা যতোই অসন্তুষ্ট হই না কেন? এর পরও কি তোমরা জোর-জবরদস্তি করে আমাদের বিষের এ পেয়ালা পান করাতে চাও?

১১০. বাতিল মিথ্যা ধর্মকে সত্য বলাই হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করা, অপবাদ দেয়া। মায়াযাল্লাহ, একজন উঁচু মানের পয়গম্বর এবং তার নিষ্ঠাবান অনুসারীদের দ্বারা এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, তারা সত্য ত্যাগ করে কুফরীর দিকে ফিরে যাবেন এবং পয়গম্বর নিজের সত্যতা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার যে দাবী করছেন, তা সবই যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সে কথাও তিনি স্বীকার করে নেবেন?

১১১. কাউকে তো শুরুতেই মুক্তি দিয়েছেন, তাতে প্রবেশ করতেই দেননি। যেমন হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালাম। আর কাউকে কাউকে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে বের করে এনেছেন, যেমন সাধারণ মোমেনরা।

১১২. অর্থাৎ, আল্লাহ মাফ করুন- আমাদের নিজেদের ইচ্ছা বা তোমাদের পীড়াপীড়ি জোর-জবরদস্তিতে আমাদের পক্ষে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য আমাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে যদি এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তাঁর ইচ্ছা কে ঠেকাতে পারে? আল্লাহর হেকমত যদি এটাই দাবী করে, তবে সেখানে কে কথা বলতে পারে? কারণ, তাঁর জ্ঞান সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সকল ভেদ-রহস্যের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। যা হোক, তোমাদের হুমকি-ধমকিতে আমরা মোটেই ভীত নই। কারণ, সর্বতোভাবে একক আল্লাহর প্রতিই রয়েছে আমাদের আস্থা ও ভরসা রয়েছে। কারো ইচ্ছায় কিছুই হবে না। যা কিছু হবে তাঁর ইচ্ছা এবং সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধীনেই হবে। এ কারণে আমরা আমাদের এবং তোমাদের ফয়সালার জন্যেই তাঁর কাছে দোয়া করছি। কারণ, মহাজ্ঞানী, মহাকুশলী সর্বশক্তিমানের চেয়ে কারো ফায়সালা উত্তম হতে পারে না।

হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের এ কথাগুলো থেকে অনুমান করা যায়, আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্ব এবং নিজেদের দাসত্ব-হীনতা সম্পর্কে নবীদের অন্তর কতোটা গভীর অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। সবসময় এবং সব অবস্থায় সকল উপকরণ ও মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লা-শরীক আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও নির্ভরতা পাহাড়ের চেয়েও মযবুত, অনড় অবিচল হয়ে থাকে।

১১৩. অর্থাৎ, হযরত শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতির কাফের সর্দাররা তাদের নেতৃত্বাধীনদের বললো, যদি তোমরা শোয়ায়বের আনুগত্য অনুসরণ করো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার

www.icsbook.info

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا
هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ
رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯১. (নবীর কথা অমান্য করার কারণে) একটা প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো, অতপর দেখতে দেখতে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।[১১৪] ৯২. যারা শোয়ায়বকে অমান্য করলো, তারা এমন (-ভাবে ধ্বংস) হয়ে গেলো (দেখে মনে হয়েছে), এখানে কোনোদিন কেউ বসবাসই করেনি, (বস্তুত) তারাই সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছে।[১১৫] ৯৩. এরপর সে (শোয়ায়ব) তাদের কাছ থেকে চলে গেলো, (যাবার সময়) সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং আমি (আন্তরিকভাবেই) তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম। আমি কেন এমন সব মানুষের জন্যে (আজ) আফসোস করবো যারা (আল্লাহকেই) অস্বীকার করে![১১৬]

কথা মতো বাপ-দাদার ধর্ম মিথ্যা, এ তো হলো তোমাদের দ্বীনের ক্ষতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মাপে-ওযনে ঠিক ঠিক দেয়া এটা হচ্ছে পার্থিব ক্ষতি।

১১৪. বিভিন্ন আয়াত একত্র করলে প্রকাশ পায়, এদের ওপর তিন ধরনের আযাব এসেছিলো– যুল্লাহ, সাইহাহ এবং রাজফাহ। অর্থাৎ, প্রথম মেঘমালা তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করেছে, যাতে ছিলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অতপর আসমান থেকে কলিজা ফেটে যাওয়ার মতো বিকট শব্দ হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে নীচে থেকে ভূমিকম্প আসে। (ইবনে কাসীর)

১১৫. কাফেররা হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সহযাত্রীদের জনপদ থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলো, কিন্তু এখন তারা নিজেরাই থাকলো না। থাকলো না তাদের থেকে সে জনপদও। তারা বলতো, শোয়ায়ব আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই ব্যর্থ হয়েছে।

১১৬. অর্থাৎ এখন ধ্বংস হওয়ার পর এমন জাতি সম্পর্কে আক্ষেপ করে কি লাভ, যাদের সবরকমেই বুঝানো হয়েছে, কার্যকর নসীহত করা হয়েছে, সমাগত পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু তারা কোনো কথাই শোনেনি; বরং নিষ্ঠাবান শুভাকাংখীদের সাথে সংঘাতেই লিপ্ত ছিলো।

www.icsbook.info

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ

لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا

قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ

وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا

রুকু ১২

৯৪. আমি কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি- অথচ সেই জনপদে মানুষদের অভাব ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করিনি, এমনটি কখনো হয়নি, আশা (করা গিয়েছিলো), এর ফলে তারা (আল্লাহ তায়ালার কাছে) বিনয়াবনত হবে। ৯৫. অতপর আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের জায়গাকে সচ্ছল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা (আমার নেয়ামত দ্বারা) প্রাচুর্য লাভ করলো, তখন তারা (আমাকেই ভুলে বসলো এবং) বললো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও এসেছে, অতপর আমি তাদের এমন আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম, তারা টেরও পেলো না।[১১৭] ৯৬. অথচ যদি সেই জনপদের মানুষগুলো (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু (তা না করে) তারা (আমার নবীকেই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো,

১১৭. পয়গম্বরদের প্রেরণের সময় মানুষ যখন সাধারণত অস্বীকার ও মোকাবেলায় লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাথমিক সতর্কবাণী হিসেবে রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, নানা ধরনের কঠোরতা এবং কষ্ট-ক্লেশ চাপিয়ে দেয়া হয়। যাতে অবিশ্বাসীরা চাবুকের ঘা খেয়ে দুষ্টামি থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা যদি এসব সতর্কবাণীর প্রভাব ক্রিয়া গ্রহণ না করে, তখন এসব কষ্ট-ক্লেশ এবং বিপদাপদ সরিয়ে দিয়ে তাদের ওপর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য, হয়তো তারা উপকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছুটা লজ্জিত হবে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, অথবা ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের নেশায় বুঁদ হয়ে একেবারেই গাফেল-অমনোযোগী হয়ে যাবে। সুস্বাস্থ্য, সন্তানাদি এবং ধন-দওলত ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব যতোটা বৃদ্ধি পায়, তার সাথে যেন তাদের অহংকার-অবহেলাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তারা এ বলে অতীতের কষ্ট-ক্লেশের কথা ভুলে যায়, সুখ-দুঃখের এ ধারা তো আগে থেকেই চলে আসছে। এতে আমাদের কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কোনো হাত নেই। বিষয়টা যদি তাই হবে, তবে এখন এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কেন হবে? এসবই হচ্ছে যুগের ধারা, সময়ের পরিবর্তন! আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনেও এমনটি ঘটেছে। এ সীমায় পৌঁছলে অকস্মাৎ আল্লাহর আযাব এসে তাদের পাকড়াও করে। আরাম-আয়েশে থেকে এ সম্পর্কে তাদের কোনো খবরই থাকে না।

হযরত শাহ সাহেব (রা.) কি সুন্দরই না লিখেছেন। বান্দা দুনিয়ায় গুনাহের শাস্তি পেলে তাওবা করার আশা থাকে। আর যখন গুনাহ তার সয়ে যায়, তখন এটা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্মৃতি। অতপর ধ্বংসের আশংকা থাকে। যেমন কেউ বিষ পান করে বমি করে দিলে বাঁচার আশা থাকে, কিন্তু যদি তা উদরস্থ করে, তখন কাজ শেষ হয়ে যায়।

www.icsbook.info

فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩٩﴾

সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করলাম।[১১৮] ৯৭. (এ) লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে (তারা মনে করে নিয়েছে), আমার আযাব (নিঝুম) রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর হয়ে) থাকবে! ৯৮. অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে,আমার আযাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না– যখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে![১১৯] ৯৯. কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার কলা-কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে, অথচ আল্লাহ তায়ালার কলা-কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারে না।[১২০]

১১৮. অর্থাৎ বান্দাদের সাথে আমার কোনো জেদ নেই। যারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়, এটা তাদেরই কর্মফল। তারা যদি আমাদের পয়গম্বরদের মানতো, সত্যের সামনে মাথানত করতো এবং কুফরী-অস্বীকৃতি ইত্যাদি থেকে দূরে এসে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের আসমানী এবং যমীনী নানাবিধ বরকত দ্বারা কানায় কানায় ভরে দিতাম।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, বরকত শব্দটি দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো স্থায়ী কল্যাণকে বরকত বলা হয়, আর কখনো প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য হবে, ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করলে আসমান-যমীনের সেসব নেয়ামতের দরজা খুলে দেয়া হয়, যা চিরন্তন ও অবিচ্ছেদ্য, অথবা এমন সব নেয়ামতে বিভূষিত করা হয়, যার প্রচুর নিদর্শন হয়ে থাকে। অবিশ্বাসীদের কিছু সময়ের জন্য ঢিল বা অবকাশদানের জন্য যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়, পরিণামে তা দুনিয়া অথবা আখেরাতে নিশ্চিতভাবে জীবনের জন্যে বিপদ অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

১১৯. অর্থাৎ যখন আয়েশ-আরামে গাফলাত অলসতার বিভোর হয়ে পড়ে থাকে, অথবা দুনিয়ার কাজকর্ম এবং খেলাধুলায় মত্ত থাকে, তখন হঠাৎ আল্লাহর আযাব এসে তাদের ঘিরে নেয়। তারা কেন এ সম্পর্কে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকছে। অথচ যেসব কারণে অতীতের জাতিগুলোর ওপর আযাব এসেছে, তাদের মধ্যেও সেসব কারণ বর্তমান রয়েছে, অর্থাৎ কুফরী, নবী রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ এবং সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ সংঘাত।

১২০. দুনিয়াবী স্বচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা এবং আরাম-আয়েশের পর আল্লাহর যে অকস্মাৎ পাকড়াও হয়, তাকেও 'মাকরুল্লাহ' (আল্লাহ তায়ালার কৌশল) বলা হয়েছে। আয়েশ-আরামে পড়ে কেবল তারাই আল্লাহর অকস্মাৎ পাকড়াও সম্পর্কে নিশ্চিন্ত-নির্ভয় হয়, যাদের কর্মদোষ তাদেরকে ধোকা দিয়েছে। মোমেনের শান হচ্ছে, সে কোনো অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলতে পারে না। কবি বলেছেন,

'যফর! তাকে মানুষ মনে করবে না, সে যতোই বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ হোক না কেন, আরাম-আয়েশে আল্লাহকে যে স্মরণ করে না, রোষ ক্রোধে যে আল্লাহকে ভয় করে না।'

www.icsbook.info

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ
عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا
لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

রুকূ ১৩

১০০. (আগের) লোকদের চলে যাওয়ার পর (তাদের জায়গায়) যারা পরে দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের কি এ বিষয়টি কখনো হেদায়াতের পথ দেখায় না, আমি ইচ্ছা করলে (যে কোনো সময়ই) তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করতে পারি[১২১] এবং (এমনভাবে) তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারি, যাতে তারা (সত্যের ডাক) শুনতেই পাবে না। ১০১. এই যে জনপদসমূহ– যাদের কিছু কিছু কাহিনী আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে রসূলরা এসেছিলো, কিন্তু তারা যে বিষয়টি এর আগে অস্বীকার করেছিলো, তার ওপর ঈমান আনলো না; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসী কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।[১২২] ১০২. আমি এদের বেশীসংখ্যক মানুষকেই (আমার সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসেবে পাইনি, বরং এদের অধিকাংশকেই আমি (বড়ো বড়ো অপরাধে) অপরাধী পেয়েছি।[১২৩]

১২১. আল্লাহ তায়ালা যেমন পূর্ববর্তীদের পাকড়াও করেছেন, তেমনি তোমাদেরও পাকড়াও করতে পারেন।

১২২. অর্থাৎ কাফেররা যা একবার অস্বীকার করে বসে, অতপর যত নিদর্শনই দেখুক, দুনিয়া এপার-ওপার হয়ে যাক, তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। যখন আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় কোনো জাতির জেদ হঠকারিতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তখন স্বভাবতই সংস্কার-সংশোধন এবং সত্য গ্রহণ করে নেয়ার সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট থাকে না। অন্তরে মোহর মেরে দেয়ারও এ অবস্থা হয়। এখানে অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

'ওয়া লাকাদ জাআতহুম রুসুলুহুম বিল-বাইয়েনাত'– এ আয়াত থেকে জানা যায়, যেসব আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নূহ, আদ, সামূদ, লূত জাতি এবং মাদইয়ানবাসীদের জনপদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, তাদের বাইয়েনাত বা সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো। সুতরাং হূদ আলাইহিস সালামের জাতি যে বলেছিলো, 'হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসোনি .....', তারা এটা বলেছিলো নিছক অস্বীকার হঠকারিতা এবং বিরুদ্ধাচরণের বশবর্তী হয়ে এটা।

১২৩. আহ্‌দ অঙ্গীকার দ্বারা সাধারণ অঙ্গীকার অর্থও হতে পারে অথবা 'আলাস্‌তু বেরাব্বেকুম'-এর বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে, অথবা বিপদে পড়ে তারা যে অঙ্গীকার

www.icsbook.info

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৩. এদের (ধ্বংসের) পর[১২৪] আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা (আমার) নিদর্শনসমূহের সাথে যুলুম করেছে, (আজ) তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো।[১২৫]

১০৪. মূসা বললো, হে ফেরাউন, আমি অবশ্যই সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল।

করতো, অমুক বিপদ তুলে নেয়া হলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো, তা বুঝানো হয়েছে। যেমন ফেরাউনের লোকজন বলেছিলো– 'তুমি যদি আমাদের কাছ থেকে আযাব অপসারিত করো, তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সঙ্গে পাঠাবো, কিন্তু আমি যখন তাদের ওপর থেকে আযাব অপসারিত করি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছার কথা ছিলো, তখন তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।' (আ'রাফ : আয়াত ১৩৪-১৩৫)

১২৪. অর্থাৎ যেসব আম্বিয়া সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে (নূহ, হূদ, সালেহ, লূত এবং শোয়ায়ব আলাইহিমুস সালাম), হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এদের সকলের পরে আগমন করেছেন। তাদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর মধ্যখানে 'সুন্নাতুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর নীতি' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা সে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে অব্যাহত ছিলো। এতে আনুষঙ্গিকভাবে বর্তমান কাফের দলকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ মধ্যবর্তী বিষয়ের আলোচনা শেষ করে নবী-রসূল প্রেরণের সিলসিলার এক বিরাট ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

১২৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর দূতকে অবিশ্বাস করে, তার চেয়ে বড়ো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হতে পারে? যে আল্লাহর আয়াত তথা নিদর্শন অস্বীকার করে, সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীব দ্বারা নিজের পূজা করায়, তার চেয়ে বড়ো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হবে? আগে জরুরী ঘটনা উল্লেখ করে এর পরিণাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ

إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৫. এটা নিশ্চিত, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবো না, আমি অবশ্যই তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন[১২৬] নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাঈলদের (মুক্তি দিয়ে) আমার সাথে যেতে দাও![১২৭] ১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি (সত্যিই তেমন) কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো এবং তুমি যদি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে তা (সামনে) নিয়ে এসো! ১০৭. অতপর সে তার হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা প্রকাশ্য একটি অজগরে পরিণত হয়ে গেলো।[১২৮]

১২৬. অধিকাংশ মোফাসসের 'হাকীক' শব্দের অর্থ করেছেন উপযুক্ত। এ কারণে 'আলা' শব্দের অর্থ গ্রহণ করতে হয়েছে 'বা' বলে। অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নাহক বা ভুল কথা বলবো না। কেউ কেউ 'হাকীক' শব্দের অর্থ 'হারীস' (আকাংখী) করেছেন, কিন্তু হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) 'হাকীক' শব্দের অর্থ করেছেন সুস্থির, দৃঢ়। যার মর্মার্থ হচ্ছে, আমি বিন্দুমাত্র অস্থিরতা-চঞ্চলতা ছাড়াই অত্যন্ত দৃঢ়তা-স্থিরতার সাথে এ ব্যাপারে অটল-অবিচল আছি, সত্য ব্যতীত কিছুই মুখ থেকে বের করবো না, কোনো প্রকার কাট-ছাঁট ছাড়াই আল্লাহর পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছেছে। তোমাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ আর ভয়-ভীতি প্রদর্শনের কারণে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হবো না।

১২৭. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে কয়েকভাবে নসীহত করেছিলেন। যেমন অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– 'অতপর আপনি বলুন, তোমার কি পবিত্র হওয়ার অভিপ্রায় আছে? এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।' (সূরা নাযেআ'ত : আয়াত ১৮-১৯)।

কিন্তু একটা বড়ো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের যুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দেয়া। বনী ইসরাঈলরা ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের বংশধর। ফেরাউনের লোকজন তাদের ঘৃণ্য জন্তু-জানোয়ারের মতো গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো। এখানে ফেরাউনকে সম্বোধন করে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলকে তোমার বন্দিদশা মুক্তি দাও, যাতে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের পরওয়ারদেগারের এবাদাতে মশগুল হতে এবং আমার সঙ্গে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি সিরিয়ায় চলে যেতে পারে। কারণ, তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারণে তারা মিসরে বসবাস অবলম্বন করে। এখন যেহেতু স্থানীয় অধিবাসী কিবতীরা তাদের নানাবিধ যুলুম-নির্যাতন শুরু করেছে; সুতরাং তাদের কিবতীদের নিকৃষ্ট গোলামী থেকে মুক্ত করে পৈতৃক নিবাসে ফিরিয়ে নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

১২৮. হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের সাথে সাক্ষাতে তাকে আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং বনী ইসরাঈলকে তার সাথে মিসর ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানালে, ফেরাউন তাকে

www.icsbook.info

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا
لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا
أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

১০৮. অতপর সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, সাথে সাথে তা (উৎসাহী) দর্শকদের জন্যে চমকাতে লাগলো।[১২৯]

রুকু ১৪

১০৯. (অবস্থা দেখে) ফেরাউনের জাতির প্রধান ব্যক্তিরা বললো, এ তো (দেখছি আসলেই) একজন সুদক্ষ যাদুকর![১৩০] ১১০. (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের সবাইকে তোমাদের (নিজেদের) দেশ থেকেই বের করে দিতে চায়, (এ পরিস্থিতিতে) তোমরা (আমাকে) কি পরামর্শ দিচ্ছো?[১৩১] ১১১. (অতপর) তারা ফেরাউনকে বললো, আপাতত তাকে এবং তার ভাইকে কিছু দিনের জন্যে এমনিই থাকতে দাও এবং (এ সুযোগে) তোমরা শহরে-বন্দরে (সরকারী) সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও।

বললো, তুমি যদি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে তা আনো। তখন হযরত মূসা (আ.) তার হাতের লাঠি মাটিতে ফেললে তা বিশাল এক আযদাহা বা অজগরের রূপ ধারণ করে। সেটা যে আসলেই বিশাল অজগর তাতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। কথিত আছে, আযদাহাটি মুখ খুলে ফেরাউনের দিকে ছুটে যায়। অবশেষে ফেরাউন ভীত হয়ে তাকে ধরার জন্য মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন জানায়। তার হাতের স্পর্শ লাগা মাত্রই তা লাঠিতে পরিণত হয়ে যায়।

১২৯. অর্থাৎ, হাত জামার বুকের ওপরের অংশের ভেতরে ঢুকিয়ে বা বগলে দাবিয়ে বের করলে মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায়, তা অসম্ভব রকম সাদা এবং চকচক করছে। এ আলো এবং চমক কোনো কুষ্ঠরোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ছিলো না; বরং মনে হয়, আলোকিত অন্তরের আলো মো'জেযা হিসাবে হাতে লেগেছে।

১৩০. জানা যায়, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মো'জেযা দেখে ভীত হয়ে ফেরাউন সাধারণ মানুষদের জড়ো করে। অতপর প্রথমে সে নিজে (যেমন সূরা শো'আরায় রয়েছে), তারপর বড়ো বড়ো নেতারা এ মত প্রকাশ করে, মনে হয় মূসা আলাইহিস সালাম কোনো বড়ো বিজ্ঞ যাদুকর। কারণ, যেসব স্বভাববিরুদ্ধ কর্মকান্ড মূসা আলাইহিস সালাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তাদের অনুভূতি অনুযায়ী জাদু ব্যতীত তার আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না।

১৩১. অর্থাৎ, বিস্ময়কর অভূতপূর্ব যাদুর চমক দেখিয়ে লোকদের তার প্রতি আকৃষ্ট করে, শেষ পর্যন্ত দেশে প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে এবং বনী ইসরাঈলের সাহায্য-সহযোগিতা ও আযাদীর নামে এখানকার আদিবাসী কিবতীদের তাদের জন্মভূমি (মিসর) থেকে বেদখল করতে চায়। এ সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্মুখে রেখে তোমরা পরামর্শ দাও, কি করা যায়।

www.icsbook.info

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ۝١١٢ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا
لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝١١٣ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝١١٤
قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝١١٥ قَالَ
أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ

১১২. যেন তারা দেশের সকল দক্ষ যাদুকরদের (অবিলম্বে) তোমার কাছে নিয়ে আসে।[১৩২] ১১৩. (সিদ্ধান্ত মোতাবেক) যাদুকররা যখন ফেরাউনের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা যদি (আজ মূসার মোকাবেলায়) বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্যে নিশ্চিত পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে তো![১৩৩] ১১৪. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই) এবং তোমরাই হবে (দরবারের) ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম।[১৩৪] ১১৫. তারা বললো, হে মূসা, (যাদুর বাণ) তুমি আগে নিক্ষেপ করবে– না আমরা তার নিক্ষেপকারী হবো![১৩৫] ১১৬. সে বললো, তোমরাই (বরং) আগে নিক্ষেপ করো,[১৩৬] অতপর তারা (তাদের বাণ) নিক্ষেপ করে মানুষদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করে ফেললো,

১৩২. তাদের নিজেদের পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত হয়, ফেরাউনের কাছে আবেদন করা হোক, সে যাতে এদের উভয়ের (মূসা ও হারূন) ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। এদের সর্বোত্তম প্রতিরোধ এবং কার্যকর জবাব এ হতে পারে, সারাদেশে চাপরাশি পাঠিয়ে যাদুবিদ্যায় সেরা পারদর্শীদের সমবেত করে তাদের দ্বারা তার মোকাবেলা করা হোক। অতএব এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হয়।

১৩৩. ফেরাউনের সংগৃহীত যাদুকররা প্রথম পদেই– 'নিশ্চয় আমাদের জন্যে মজুরি রয়েছে' বলে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম– যাদের প্রথম কথাই হচ্ছে, এজন্য আমি তোমাদের কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহর কাছেই পাওনা। তারা কোনো পেশাদার লোক নন।

১৩৪. অর্থাৎ মজুরি কি জিনিস, তা তো পাবেই। এর চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে, তোমরা আমার দরবারের নৈকট্যধন্য এবং বিশেষ সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩৫. সম্ভবত এটা এ জন্যে বলেছে, ইতিপূর্বে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের সামনে লাঠি নিক্ষেপ করে আল্লাহর হুকুমে তাকে আযদাহা বানিয়েছিলেন।

১৩৬. অর্থাৎ, এ মোকাবেলাই যখন তোমাদের মনযুর হয়েছে, আর এর ওপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে, তখন তোমরাই আগে নিক্ষেপ করে তোমাদের সবটুকু শক্তি পরীক্ষা করে না। কারণ, বাতিলের পুরোপুরি প্রদর্শনী এবং শক্তি পরীক্ষার পর যে সত্য প্রতিভাত হবে, আশা করা যায় তা মানুষের মনে বেশী বদ্ধমূল এবং কার্যকর হবে। মূলত এটা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে যাদুর সাথে মো'জেযার মোকাবেলার অনুমতি ছিলো না, বরং বাতিলের নিষপ্রভতা এবং সত্যের বিজয় ও বিকাশের কার্যকর প্রকাশ ঘটানোর অন্যতম উপায় ছিলো।

www.icsbook.info

وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا
هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ
وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾

(এতে করে) তারা তাদের ভীত-আতংকিত করে তুললো, তারা (সেদিন সত্য সত্যই) বড়ো যাদু (মন্ত্র) নিয়ে হাযির হয়েছিলো।[১৩৭] ১১৭. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম (এবং তাকে বললাম এবার) তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ করো, (নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা তাদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেললো। ১১৮. অতপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। ১১৯. সেখানে তারা সবাই পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেলো। ১২০. অতপর (সত্যের সামনে) তাদের অবনত করে দেয়া হলো।[১৩৮] ১২১. তারা (সবাই সমস্বরে) বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

১৩৭. অর্থাৎ, ফেরাউনের যাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমরা না আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন? মূসা (আ.) তাদের বললেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ করো। সেমতে তারাই আগে লাঠি নিক্ষেপ করে এবং যাদুর জোরে সমাবেশে আগতদের দৃষ্টিতে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্য আয়াতে আছে, তারা তাদের লাঠি এবং রশি মাটিতে নিক্ষেপ করে। এতে মনে হয় যেন মাটিতে সাপ আর সাপই ছুটাছুটি করছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– তাদের যাদুর ফলে তার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন ওটা দৌড়াচ্ছে। এ আয়াতগুলো থেকে প্রকাশ পায়, ফেরাউনের যাদুকররা তখন যে ভেলকিবাজি দেখিয়েছিলো, তাতে বাস্তবে মূল বস্তুতে প্রকৃতিগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা ছিলো নিছক ধারণা এবং চোখের ধাঁধা। এ থেকে সবরকম যাদু এতেই সীমাবদ্ধ থাকা জরুরী নয়। সম্ভবত তারা ধারণা করেছিলো, আমরা এতোটুকু কর্মকাণ্ড দেখিয়েই মূসা আলাইহিস সালামাকে অবদমিত করে ফেলবো। আরও কিছু অবকাশ পেলে এর চেয়েও বড়ো কোনো যাদু দেখানো সম্ভব ছিলো, কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের মো'জেযা প্রথম আঘাতেই যাদুকে নৈরাশ্যজনকভাবে পরাজিত করেছেন। মোকাবেলা অব্যাহত রাখার আর কোনো সুযোগই সামনে রইলো না।

১৩৮. অর্থাৎ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি সাপ হয়ে তাদের সব লাঠি এবং রশি গিলে ফেলে। তাদের সকল পাতানো খেলাই শেষ করে দেয়। এতে যাদুকরদের বোধোদয় ঘটে, এটা জাদুর চেয়েও বড়ো কোনো সত্য হবে। অবশেষে ফেরাউনের লোকেরা প্রকাশ্য সমাবেশে পরাজিত ও ধিক্কৃত হয়ে মোকাবেলার ময়দান ছেড়ে যায়। আর যাদুকররা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন দেখে তখনই সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। কথিত আছে, সত্য প্রকাশ পাওয়ায় হযরত মূসা এবং হারুন (আ.) শোকরের সাজদা আদায় করেন। তখন যাদুকররাও সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। 'উলকিয়াস্-সাহারাতু' শব্দ থেকে বুঝা যায়, তাদের এমন অবস্থা হয়েছিলো, যাতে বিনয় ও আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিলো না। আল্লাহ তায়ালার কি অপার রহমত, যারা কিছুক্ষণ আগেও আল্লাহর নবীর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত ছিলো,

www.icsbook.info

رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ
اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২২. (যিনি) মূসা ও হারূনের মালিক।[১৩৯] ১২৩. (ঘটনার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দেখে) ফেরাউন বললো, (একি!) আমি তোমাদের কোনো রকম অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আসলে আমি বুঝতে পারলাম,) এ ছিলো তোমাদের সবার নিশ্চিত একটা ষড়যন্ত্র! (এ) নগরে (বসেই) তোমরা তা পাকিয়েছো, যাতে করে তার অধিবাসীদের তোমরা সেখান থেকে বের করে দিতে পারো, অচিরেই তোমরা (এ বিদ্রোহের পরিণাম) জানতে পারবে।[১৪০] ১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের একদিকের হাতগুলো ও অন্যদিকের পাগুলো কেটে ফেলবো, এরপর আমি তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো। ১২৫. তারা বললো, আমরা তো (একদিন) আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবোই (তাই আমরা তোমার শাস্তির পরোয়া করি না)।[১৪১]

সাজদা থেকে মাথা তোলা মাত্রই তারা আওলিয়াআল্লাহ এবং আরেফে কামেলে পরিণত হয়ে গেলো।

১৩৯. যেহেতু ফেরাউনও নিজের সম্বন্ধে 'আনা রাববুকুমুল আলা' (আমিই তোমাদের বড়ো রব) বলতো। সম্ভবত এ কারণে রব্বুল আলামীন-এর সঙ্গে মূসা এবং হারূনের পরওয়ারদেগার বলার প্রয়োজন হয়েছিলো। এতে এ ইঙ্গিতও হয়ে গেছে, নিসন্দেহে বিশ্বের প্রতিপালক তিনিই হতে পারেন, যিনি তাঁর বিশেষ প্রতিপালন ব্যবস্থায় কোনো বাহ্যিক কার্যকারণের আশ্রয় না নিয়েই মূসা এবং হারূনকে এভাবে প্রকাশ্যে বিজয়ী করে দেখিয়েছেন।

১৪০. অর্থাৎ, এটা তো তোমাদের যাদুকরদের ষড়যন্ত্র। সম্ভবত মূসা তোমাদের বড়ো ওস্তাদ হবে। তাকে সামনে ঠেলে দিয়েছো, অতপর সবাই নিজেদের পরাজয় প্রকাশ করেছো, যাতে সাধারণ লোক প্রভাবিত হয়। এ গভীর ষড়যন্ত্র দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের আদি অধিবাসীদের দেশ-ছাড়া করে নিজেরা মিসরের রাজত্ব করায়ত্ত করবে। নিজের সুস্পষ্ট পরাজয় ঢাকা দেয়ার এবং জনগণকে বোকা বানানোর জন্যে ফেরাউন এ ভাষণ দিয়েছিলো। ফেরাউনের এ ভাষণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 'সে তার জাতিকে হালকা জ্ঞান করেছে অতপর তারা তার আনুগত্য করেছে', কিন্তু ফেরাউন এবং তার লোকজন যে জিনিসটিকে ভয় করছিলো, অবশেষে আল্লাহর অবধারিত বিধানে তাই ঘটেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা কাসাস-এ এরশাদ করেন- 'ফেরাউন হামান এবং তাদের লয়-লশকরকে আমি সেসব কিছুই দেখিয়েছি, তারা যার আশংকা করেছিলো।' (সূরা কাসাস)

১৪১. যাদুকররা তাওহীদ এবং আল্লাহর সাথে মিলনাকাংখার শরাব পান করে বুঁদ হয়েছিলো। জান্নাত-জাহান্নাম যেন তাদের চোখের সামনেই ছিলো। তারা এসব হুমকি-ধমকির

www.icsbook.info

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ

وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ

১২৬. তুমি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই (এই) প্রতিশোধ নিচ্ছো যে, আমাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ, যা তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি; (আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি,) হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং (তোমার) অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো।[১৪২]

রুকু ১৫

১২৭. ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বললো, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে[১৪৩] এবং তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন করেই চলবে?[১৪৪]

কি পরোয়া করতে পারে! তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, কোনো ক্ষতি নেই, যা খুশী করে যাও। শেষ পর্যন্ত আমাদের তো আল্লাহর কাছেই যেতে হবে। তোমার মুখোমুখি হলেই বা কি ক্ষতি হবে? সেখানকার আযাব থেকে এখানকার কষ্ট সহজ। তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির পথে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো কষ্ট এবং বিপদ বরদাশত করে নেয়া তার প্রেমিকদের জন্যে অনেক সহজ।

১৪২. অর্থাৎ, যে পরওয়ারদেগারের নিদর্শনরাজি মেনে নেয়ার কারণে আমরা তোমার দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি, সেই পরওয়ারদেগারের কাছেই আমাদের দোয়া হচ্ছে, তোমার বাড়াবাড়ি, কঠোরতায় তিনি আমাদের পরম ধৈর্যের তাওফীক দান করুন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর অটল-অবিচল রাখুন। এমন যেন না হয়, ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না বসি।

১৪৩. সত্যের নিদর্শন দেখে যাদুকররা যখন সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী হতে শুরু করে, এমনকি কোনো কোনো কিবতীর আকর্ষণও তাঁর দিকে বাড়তে শুরু করে, তখন ফেরাউনী নেতারা ঘাবড়ে যায় এবং এ বলে ফেরাউনকে বাড়াবাড়িতে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে, মূসা এবং তার জাতি বনী ইসরাঈলকে এ সুযোগ দেয়া উচিত নয় যে, তারা স্বাধীনভাবে দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়াবে, সাধারণ লোককে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে এবং ভবিষ্যতে তোমার ও দেশে তোমার মনোনিত মাবুদদের পূজা মওকূফ করে দেবে।

১৪৪. ফেরাউন নিজেকে 'রব্বে আ'লা' বা বড়ো পরওয়ারদেগার বলতো। সম্ভবত এ আ'লা পরওয়ারদেগারকে সাজিয়ে দেবার জন্যে কিছু আদনা পরওয়ারদেগারও করে থাকবে। এখানে তাদেরই 'আলেহাতুকা'– (তোমার প্রভু সকল) বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তা ছিলো গাভী ইত্যাদির প্রতিকৃতি। কেউ কেউ সূর্য এবং নক্ষত্রের পূজার সংকল্প করে। আবার কারো কারো মতে ফেরাউন পূজা করার জন্যে তার নিজের ছবিই বন্টন করেছিলো। সে যাই হোক না কেন, ফেরাউন নিজেকেই বড়ো মাবুদ বলে দাবী করতো। সে এই বলে আল্লাহর

www.icsbook.info

قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ

يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ

قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۖ

সে বললো (না, তা কখনো হবে না), আমি অচিরেই তাদের ছেলেদের হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো, অবশ্যই আমি তাদের ওপর বিপুল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।[১৪৫] ১২৮. মূসা এবার তার জাতিকে বললো, (তোমরা) আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো (মনে রেখো), অবশ্যই এ যমীন (হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ যমীনের ক্ষমতা দান করেন; চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্যেই– যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।[১৪৬] ১২৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে (নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও আমরা একইভাবে নির্যাতিত হচ্ছি;[১৪৭] (এর কি কোনো শেষ হবে না?)

অস্তিত্ব অস্বীকার করতো– 'আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অন্য কোনো ইলাহ সম্পর্কে আমার জানা নেই।' (নাউযু বিল্লাহ)

১৪৫. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের আগে থেকেই ফেরাউন বনী ইসরাঈলের প্রতি যুলুম শুরু করেছিলো। সে এ আশংকায় বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো যাতে ইসরাঈলের হাতে তার রাজত্বের পতনের যে খবর জ্যোতিষীরা দিয়েছিলো, এ নবজাত শিশু যেন সে সন্তান না হয়, কিন্তু সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদি কাজের জন্য কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকতে দিতো। এখন মূসা আলাইহিস সালামের প্রভাব দেখে তার আশংকা হয়, তার লালন-পালন এবং সাহায্য-সহায়তায় যাতে বনী ইসরাঈলীরা শক্তিশালী হয়ে না ওঠে। এ কারণে তাদের ভীত-বিহ্বল এবং অক্ষম করার জন্যে নিজের শক্তির নেশায় পুনরায় সেই পুরাতন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এ রক্তপাত ও যুলুমপূর্ণ প্রস্তাবের কথা শুনে বনী ইসরাঈল স্বভাবতই অস্থির ও ভীত হয়ে থাকবে। পরবর্তী আয়াতে মূসা আলাইহিস সালাম এর প্রতিকারের কথা বলে দিয়েছেন।

১৪৬. অর্থাৎ, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আল্লাহ্‌র সামনে কারো জোর চলে না। রাজ্য তাঁরই। তিনি যাকে ভালো মনে করেন রাজত্ব দান করেন। সুতরাং যালেমের মোকাবেলায় তাঁর কাছেই সাহায্য চাও। তার ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। তাঁকেই ভয় কর, সবর এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করো। বিশ্বাস করো, চূড়ান্ত কামিয়াবী কেবল মোত্তাকীদের জন্য।

১৪৭. অর্থাৎ, আমরা তো সবসময় মসিবতেই ডুবে আছি। তোমার আগমনের আগে আমাদের ঘৃণ্য কাজে বেগার খাটানো হতো। আমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করা হতো। তোমার আগমনের পরও আমাদের ওপর নানা রকম কঠোরতা এবং আমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যার পরামর্শ চলছে। এখন অপেক্ষা করে দেখো, কবে আমাদের মসিবতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.icsbook.info

قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا
هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا
طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

মূসা বললো (হাঁ, হবে), খুব তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের মালিক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং (এ) দুনিয়ায় তিনি তোমাদের (তাঁর) স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতপর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে (তার) কাজ করো![১৪৮]

রুকু ১৬

১৩০. ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ফেরাউনের লোকজনদের দুর্ভিক্ষ ও ফসলের স্বল্পতা দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, যেন তারা (কিছুটা হলেও) সতর্ক হতে পারে। ১৩১. যখন তাদের ওপর ভালো সময় আসতো তখন তারা বলতো, এ তো আমাদের নিজেদেরই (পাওনা), আবার যখন দুঃসময় তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার তারা মূসা এবং তার সংগী-সাথীদের ওপর আরোপ করতো; হাঁ, তাদের দুর্ভাগ্যের যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়।[১৪৯]

১৪৮. ফেরাউনের কল্যাণমুখী যুলুম নির্যাতনের কর্মকান্ডদৃষ্টে যারা অস্থিরতা ভয়বিহ্বলতা প্রকাশ করছিলো, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, খুব বেশী ঘাবড়াবে না। আল্লাহর সাহায্য নিকটে এসেছে। তোমরা দেখবে, তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করা হবে। তোমাদের তাদের মাল-সামানের মালিক করা হবে। আজ বিপদে-গোলামীতে তোমাদের যেমন পরীক্ষা হচ্ছে, তখন স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা, ধনাঢ্যতা ও আযাদী দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। তোমরা কতোটা তাঁর নেয়ামতের কদর এবং অনুগ্রহের শোকর আদায় করো, তিনি তা পরীক্ষা করবেন। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, মুসলমানদের শোনাবার জন্যে এ কথা বলা হয়েছে। এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তখন মুসলমানরা এরকমই মযলুম ছিলো। ভিন্ন ভংগিতে তাদের এসব সুসংবাদ শোনানো হয়েছে।

১৪৯. আগের আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের দুশমনদের ধ্বংস করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখান থেকে সেই প্রতিশ্রুত ধ্বংসের কিছু সূচনাকর্মের বিস্তারিত বিবরণ শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ পারার শুরুতে আল্লাহর যে নীতি বিবৃত হয়েছে, তদনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের লোকজনকে প্রাথমিক সতর্কীকরণ হিসাবে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি মামুলী কষ্টে বিপদে ফেলেছেন। যাতে করে তারা গাফলতের স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠতে এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পয়গম্বরসুলভ নসীহত কবুল করতে পারে, কিন্তু তারা তো এমন ছিলো না। তারা এসব সতর্কবাণীর কোনো পরোয়া-ই

www.icsbook.info

وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ

بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

১৩২. তারা (মূসাকে আরো) বললো, আমাদের ওপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তুমি যতো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা কখনো তোমার ওপর ঈমান আনবো না।[১৫০]

১৩৩. (এ ধৃষ্টতার জন্যে) অতপর আমি তাদের ওপর ঝড়-তুফান (দিলাম),[১৫১] পংগপাল (পাঠালাম), উকুন[১৫২] (ছড়ালাম),

করেনি; বরং আগের চেয়ে আরও বেশী ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং হঠকারি হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি যখন 'ছুম্মা বাদ্দালনা মাকানাস সাইয়েআতিল হাসানাতা' অর্থাৎ, আমি মন্দকে ভারো দ্বারা বদলে দিয়েছি। এ নিয়ম অনুযায়ী আকাল্ল ইত্যাদি দূর করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য দান করতাম, তখন তারা বলতো, দেখো, এ অবস্থা তো আমাদের সৌভাগ্যের উপযোগী। অতপর মধ্যস্থলে যখন অপ্রীতিকর খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তখন বলতো, এসব কিছুই মূসা এবং তার সঙ্গী-সাথীদের দুর্ভাগ্য এবং তাদের অলক্ষুণে হওয়ার কারণে ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে বলছেন, নিজেদের দুর্ভাগ্য এবং অলক্ষুণে অবস্থানে তোমরা আমার মকবুল বান্দাদের প্রতি কেন সম্পৃক্ত করছো? তোমাদের এ দুর্ভাগ্যের আসল কারণ তো আল্লাহর এলেমে রয়েছে। আর তা হচ্ছে, তোমাদের যুলুম, বাড়াবাড়ি, বিদ্রোহ ও দুষ্টামি। এ কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু সাময়িক শাস্তি এবং সতর্কবাণী হিসাবে তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। বাকী তোমাদের যুলুম এবং কুফরীর আসল দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণতি, অর্থাৎ পূর্ণ শাস্তি তো এখনো আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত রয়েছে, যা দুনিয়ায় বা আখেরাতে যথাসময়ে তোমাদের কাছে পৌঁছবে। এখনো অধিকাংশ লোকেরই এ সম্পর্কে খবর নেই।

১৫০. ফেরাউন অনুসারীরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মো'জেযা ও নিদর্শন দেখে বলতো, আপনি আমাদের ওপর যেমন যাদুই চালান না কেন এবং আপনার ধারণা অনুযায়ী যতো নিদর্শনই দেখান না কেন, আমরা কিছুতেই আপনার কথা মানার পাত্র নই। তারা যখন এ শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে এবং সত্য গ্রহণ করার সকল পথই নিজেদের ওপর বন্ধ করে নিয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর একের পর এক বিরাট বিরাট বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১৫১. অর্থাৎ, বৃষ্টি, সয়লাব, তুফান অথবা অন্য মতে প্লেগের কারণে মৃত্যুর তুফান ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

১৫২. কুম্মাল অর্থ উকুন, শায়খুল হেন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। অথবা গম ইত্যাদি শস্যের পোকা। এতে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাদের দেহে পোকা লেগেছে এবং খাদ্যশস্য ঘুণে ধরেছে।

www.icsbook.info

وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۚ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম) ও রক্ত (-পাতজনিত বিপর্যয়) পাঠালাম, এর সবকয়টিই (তাদের কাছে এসেছিলো আমার এক একটা) সুস্পষ্ট নিদর্শন (হিসেবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো একটি অপরাধী জাতি।[১৫৩] ১৩৪. যখনি তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় আসতো, তখন তারা বলতো হে মূসা! তোমার প্রতি প্রদত্ত তোমার মালিকের প্রতিশ্রুতিমতো তুমি আমাদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে দোয়া করো,[১৫৪] যদি (এবারের মতো) আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলদের তোমার সাথে যেতে দেবো।

১৫৩. অর্থাৎ সামান্য সামান্য বিরতি দিয়ে এসব নিদর্শন দেখানো হয়েছে, কিন্তু তারা এমনি দাম্ভিক, অপরাধী এবং পুরাতন পাপী ছিলো যে, কিছুতেই এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, ফেরাউন যখন মূসা আলাইহিস সালামের দাবী (বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দেয়া) স্বীকার করেনি, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাণ, এতে ফসল ইত্যাদি ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। অবশেষে ঘাবড়ে গিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন করলো, তুমি আল্লাহকে বলে এ তুফানের বিপদ দূর করে দাও। এটা করলে আমরা বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে তোমার সঙ্গে যেতে দেব। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দোয়ায় বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং ফসলের ক্ষতির পরিবর্তে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। ফেরাউনের লোকজন আযাব থেকে নিশ্চিত হয়ে অংগীকার ভঙ্গ করে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের তৈরী শস্য ক্ষেতে পঙ্গপাল পাঠান। এটা দেখে তারা আবারো ঘাবড়ে গেলো, এ নতুন বিপদ আবার কোথা থেকে আসলো! তারা আবারো মূসা আলাইহিস সালামের কাছে দোয়ার জন্য দরখাস্ত করে দৃঢ় অংগীকার করলেন, এ আযাব দূর হয়ে গেলে বনী ইসরাঈলকে আমরা অবশ্যই মুক্ত করে দেবো, কিন্তু যখন তাদের ওপর থেকে এ আযাব তুলে নেয়া হলো, তখন তারা ওয়াদা ভুলে বসে। অবশেষে খাদ্যশস্য তুলে ঘরে নিলে আল্লাহর হুকুমে তাতে ঘুণে ধরে। আবার তারা হযরত মূসা (আ.) দোয়া করায় এবং দৃঢ় অংগীকার করে, কিন্তু সে অবস্থা দূর হয়ে গেলে আগের নিয়ম অনুযায়ী ঔদ্ধত্য ও অংগীকার বিরুদ্ধ কাজ শুরু করে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের খাদ্য পানীয় বিস্বাদ করে দেন। তিনি এত বিপুল পরিমাণে ব্যাঙ সৃষ্টি করে দেন, যাতে সকল খাদ্য দ্রব্য এবং সকল থালা-বাসনেই ব্যাঙ দেখা দেয়। খাবার এবং কথা বলার জন্যে মুখ খুলতেই মুখে ব্যাঙ ঢুকে যায়। বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ তাদের জীবন ধারণই দুর্বিষহ করে তোলে। মোট কথা, তাদের পানাহার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর পরও তাদের দম্ভ-অহংকার এবং দুষ্টামি কমেনি।

১৫৪. অর্থাৎ দোয়ার যে কার্যকর পন্থা তিনি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবেই দোয়া করো। অথবা 'বেমা 'আহেদা এনদাকা'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী হিসাবে দোয়া করো। যেন এখানে 'عهد' শব্দটি নবুয়তের ওপর প্রয়োগ হয়েছে। কারণ, আল্লাহ এবং নবীর

www.icsbook.info

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا
عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ
وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

১৩৫. অতপর যখনি তাদের ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে- যে সময়টুকু সে জন্যে নির্ধারিত ছিলো- সে বালা-মসিবত আমি অপসারণ করে নিতাম, তখন সাথে সাথেই তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলতো।[১৫৫] ১৩৬. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম, তাদের আমি সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং (আমার) এ (শাস্তি) থেকে তারা উদাসীন হয়ে গিয়েছিলো।[১৫৬] ১৩৭. এবার আমি (সত্যি সত্যিই) তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম,[১৫৭] যাদের (এতোদিন) দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, (তাদের আমি) এ রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম (-সহ সব কয়টি) প্রান্তের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাতে আমি আমার প্রভূত কল্যাণ[১৫৮] ছড়িয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) বনী ইসরাঈলের ওপর প্রদত্ত তোমার মালিকের (প্রতিশ্রুতির) সেই কল্যাণবাণী সত্যে পরিণত হলো, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো; ফেরাউন ও তার জাতির যাবতীয় শিল্পকর্ম ও উঁচু প্রাসাদ-যা তারা নির্মাণ করেছিলো, আমি সব কিছুই ধ্বংস করে দিলাম।[১৫৯]

মধ্যে এক ধরনের অংগীকার থাকে যে, আল্লাহ নবীকে সাহায্য-সহায়তার খেলাতে বিভূষিত করবেন এবং নবী তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেয়ার কাজে কোনো ত্রুটি করবেন না। 'বেমা আহেদা এন্দাকা'র এ অর্থও হতে পারে, নবীদের মাধ্যমে জাতির সঙ্গে যে অংগীকার করা হয় তা বুঝানো হয়েছে। সে অংগীকার হচ্ছে, তোমরা কুফরী এবং নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ থেকে বিরত থাকলে তোমাদের ওপর থেকে আল্লাহর আযাব তুলে নেয়া হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৫৫. এই মুদ্দত দ্বারা হয় মৃত্যু এবং ডুবে মরার মুদ্দত বুঝানো হয়েছে, অথবা এও হতে পারে, এক বিপদ অপর বিপদ থেকে আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় বুঝানো হয়েছে।

১৫৬. কোনো কোনো মোফাস্‌সেরের মতে 'رجز' অর্থ প্লেগ মহামারী। যেমন কোনো কোনো হাদীসেও এ শব্দটি প্লেগ অর্থে ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মোফাসসেরেই এ আয়াতগুলোকে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোরই বিস্তারিত বিবরণ বলে উল্লেখ করেছেন। 'মো'যেহুল

www.icsbook.info

কোরআনে' আছে, তাদের ওপর এসব আযাব এসেছিলো এক এক সপ্তাহ বিরতির পর। আযাব আসার আগে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে বলে আসতেন, আল্লাহ তোমার ওপর এ আযাব নাযিল করবেন। তারপর সে আযাবই নাযিল হতো। অতপর সে অস্থির চঞ্চল হয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের খোশামদ করতো আর তাঁর দোয়ায় আযাব দূর হতো। এর পর আবার মূসা (আ.)-এর নবুওত অস্বীকার করতো। অবশেষে তাদের মাঝে কলেরা মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র শহরে সকলের প্রথম পুত্র মরে যায়। তারা মৃতদের জন্যে শোকে ডুবে যায়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যান। কয়েকদিন পরে ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) ও তার সংগী সাথীদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে। লোহিত সাগর পাড়ে গিয়ে সে হযরত মূসা (আ.) ও তার দলবলকে পেয়ে যায়। তিনি ও তার সংগী বনী ইসরাঈল নিরাপদে লোহিত সাগর অতিক্রম করে আর ফেরাউন সকল সৈন্য সামন্ত নিয়ে ডুবে মরে।

১৫৭. অর্থাৎ, বনী ইসরাঈল।

১৫৮. অধিকাংশ মোফাস্সেরের মতে এ যমীনের অর্থ হচ্ছে সিরিয়া, যাতে আল্লাহ যাহেরী-বাতেনী অনেক বরকত গচ্ছিত রেখেছেন। যাহেরী বরকত হচ্ছে, দেশটি অনেক সমজু শ্যামল, যেভাবে ভ্রমণে তৃপ্তি লাভ হয়, সুদৃশ্য এবং প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। আর বাতেনী বরকত হচ্ছে, দেশটি অনেক নবী-রসূলের জন্মস্থান এবং সে দেশের মাটিতে অনেক নবী-রসূল শুয়ে আছেন। বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে দীর্ঘ দিন তীহ ময়দানে ঘুরতে থাকে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর হযরত ইউশা (রা.)-এর সাথে মিলে আমালেকার সাথে জেহাদ করে এবং নিজেদের পৈতৃক ভূমি সিরিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করে। কোনো কোনো মোফাসসের এ দেশ অর্থ মিসর গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে মেরে বনী ইসরাঈলকে মিসরের ধন দওলতের ওয়ারিস করেছি যাতে, তারা স্বাধীনভাবে উপকৃত হতে পারে। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা দোখানের প্রথম রুকু এবং সূরা কাসাসের প্রথম রুকুতে বলেছেন। ওপরের আলোচনা থেকে মিসরের যাহেরী বরকত তো স্পষ্ট। আর বাতেনী বরকত হচ্ছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সেখানে দাফন করা হয়েছে। হযরত ইয়াকব আলাইহিস সালাম সেখানে গমন করেন। অবশেষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শৈশব থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সেখানে অতিবাহিত করেছেন। ইমাম বাগাবী মোফাস্সেরদের দুটো উক্তির উল্লেখ করে মিসর এবং শাম এ দু অর্থই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৫৯. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল যখন ফেরাউন ও তার দলবদলের কঠোর ধ্বংসাত্মক নির্যাতনে সবর করেছে, মূসা আলাইহিস সালামের হেদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছে এবং আল্লাহর পয়গম্বরের সঙ্গী হয়েছে, তখন আল্লাহ তাদের সাথে যে নেক ওয়াদা করেছিলেন তা পূরো করেছেন। ফেরাউন এবং তার জাতি নিজেদের দম্ভ-অহংকার প্রকাশ করার জন্যে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলো, তা সবই ধ্বংস বরবাদ। আল্লাহ তায়ালা তাদের সুউচ্চ ইমারত নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন।

www.icsbook.info

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৩৮. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতপর (সমুদ্রের ওপারে) তারা এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌঁছলো, যারা (সব সময়) তাদের মূর্তিদের ওপর পূজার অর্ঘ দেয়ার জন্যে বসে থাকতো,[১৬০] (এদের দেখে বনী ইসরাঈলের) লোকেরা বললো, হে মূসা, তুমি আমাদের জন্যেও (এ ধরনের) একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন দেবতা রয়েছে এদের; (এ কথা শুনে) সে তাদের বললো, নিসন্দেহে তোমরা এক মূর্খ জাতি।[১৬১] ১৩৯. এ লোকেরা যেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা (একদিন) ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এরা যা করছে তাও সম্পূর্ণ বাতিল (বলে গণ্য) হবে।[১৬২] ১৪০. (মূসা আরো) বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য একজন মাবুদ তালাশ করতে যাবো– অথচ তিনিই তোমাদের দুনিয়ার সব কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।[১৬৩]

১৬০. বনী ইসরাঈল লোহিত সাগর অতিক্রম করে এক সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজায়রত দেখতে পায়। এ সম্প্রদায়ের পরিচয় সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, এরা ছিলো লাখম গোত্রের লোক। কারো কারো মতে এরা হচ্ছে কেনানী আমালেকা। কথিত আছে, এদের মূর্তি ছিলো গাভীর আকৃতির।

১৬১. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার শান মান, মহত্ত্ব মর্যাদা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে তোমরা একেবারে জাহেল বলেই মনে হয়। ঘটনা হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরে মিসরীয় মূর্তিপূজারীদের ছত্রছায়ায় বসবাস করার ফলে এ ধরনের শেরেকী কর্মকান্ড ও রসমের প্রতি বার বার বনী ইসরাঈলদের আকর্ষণ দেখা দেয়। এ অর্থহীন অজ্ঞসুলভ আবেদনও বনী ইসরাঈলদের ওপর মিসরের আবহাওয়া এবং তথাকার মূর্তিপূজারীদের সংসর্গের প্রভাবই প্রকাশ করছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, জাহেল লোকেরা নিছক নিরাকার মাবুদের এবাদাতে মনে সান্ত্বনা পায় না, যতোক্ষণ তাদের সামনে একটা আকৃতি না থাকে। বনী ইসরাঈল দেখতে পেলেন, সে গোত্রের লোকেরা, গাভীর আকৃতির পূজা করছে। তাদের মনেও গাভীর আকৃতির পূজা করার আকাংখা জাগে। অবশেষে তারা স্বর্ণের বাছুর বানিয়ে তার পূজা করে।

১৬২. অর্থাৎ আগামীতে আমার এবং সত্যপন্থীদের হাতে তাদের মূর্তিপূজার ধর্ম ধ্বংস হবে। এ যাবত তারা যা কিছু সং বানিয়ে আসছে, তা সবই বাতিল, ভুল, অর্থহীন ও অন্তসারশূন্য।

১৬৩. অর্থাৎ গায়রুল্লাহর পূজা করে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করাই কি তাঁর মহান দানের শোকরগোযারী এবং সত্যের পরিচয় হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা যে মাখলুককে সারা দুনিয়ার ওপর ফযীলত দিয়েছেন, তারা নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির সামনে সাজদাবনত হবে, তা তো অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অধম কি উত্তমের মাবুদ হতে পারে?

www.icsbook.info

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾ وَوٰعَدْنَا
مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ
مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ

১৪১. (তোমরা সে সময়ের কথা স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকজনদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতো, আর তোমাদের মেয়েদের তারা জীবিত ছেড়ে দিতো; এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা[১৬৪] নিহিত ছিলো।

রুকু ১৭

১৪২. মূসাকে (আমার কাছে ডাকার জন্যে) আমি তিরিশটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (পরে) তাতে আরো দশ মিলিয়ে তা পূর্ণ করেছি, এভাবেই তার জন্যে তার মালিকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে,[১৬৫] (যাত্রার প্রাক্কালে) মূসা তার ভাই হারুনকে বললো, (আমার অবর্তমানে) আমার জাতির মাঝে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের (প্রয়োজনীয়)

১৬৪. প্রথম পারার এক-চতুর্থাংশের পর ফেরাউন ও তার অনুসারীদের বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যা এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখার তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দেখে নিন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এমাত্র তোমাদের ওপর এত বড়ো অনুগ্রহ করলেন, তাঁকে ত্যাগ করে তোমরা কি কাঠ-পাথরের সামনে মাথা নত করছো?

১৬৫. বনী ইসরাঈল নানা রকম পেরেশানী থেকে মুক্তি পেয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আরয করলো, এখন আমাদের জন্যে কোনো আসমানী শরীয়ত আনয়ন করুন। আমরা মনোযোগের সাথে তদনুযায়ী আমল করে দেখাবো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে তাদের আরয পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কমপক্ষে তিরিশ এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের ওয়াদা করলেন। বললেন, তোমরা একটানা এ দিনগুলোতে একটানা রোযা রেখে তূর পাহাড়ে এতেকাফ করলে তোমাদের তাওরাত শরীফ দান করা হবে। সম্ভবত (কম বেশী) দুটি মুদ্দত নির্ধারণের তাৎপর্য হচ্ছে, সাধনাকালে প্রত্যহিক কাজ, বন্দেগী এবং নৈকট্য লাভের আদব-কায়দায় কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ না করলে সর্বনিম্ন মুদ্দত তিরিশ দিনই যথেষ্ট হবে। অন্যথায় সর্বোচ্চ মুদ্দত পূর্ণ করতে হবে। অথবা শুরুর তিরিশ দিন হবে জরুরী মুদ্দত এবং চল্লিশ দিন পূর্ণ করা ঐচ্ছিক পছন্দনীয় বিষয় হিসেবে মূল মুদ্দতের সমাপ্তির জন্য রাখা হয়ে থাকবে। যেমন হযরত শোয়ায়ব আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে স্বীয় কন্যা দান কালে বলেছিলেন– 'এ শর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যা দান করছি, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। দশ বছর পূর্ণ করলে তা তোমার ইচ্ছা, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করতে চাই না।' – (সূরা কাসাস : ২৭)

www.icsbook.info

وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ
قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى
الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

সংশোধন করবে, কখনো বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কথামতো চলবে না।[১৬৬] ১৪৩. যখন মূসা আমার সাক্ষাতের জন্যে (নির্ধারিত স্থানে) এসে পৌঁছলো এবং তার মালিক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার মালিক, আমাকে (তোমার কুদরত) দেখাও, আমি তোমার দিকে তাকাই;[১৬৭] তিনি বললেন (না), তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না,[১৬৮] তুমি বরং (অনতিদূরের) পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে দেখো, যদি (আমার নূর দেখার পর) পাহাড়টি স্বস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তুমি অবশ্যই (সেখানে) আমায় দেখতে পাবে,[১৬৯] অতপর যখন তার মালিক পাহাড়ের ওপর (স্বীয়) জ্যোতি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, (সাথে সাথেই) মূসা বেহুশ হয়ে গেলো,[১৭০] পরে যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো তখন সে বললো, মহাপবিত্রতা তোমার (হে আল্লাহ), আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, আর তোমার ওপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই (হতে চাই) প্রথম।[১৭১] ১৪৪. তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন, হে মূসা, আমি মানুষের মাঝ থেকে তোমাকে আমার নবুওত ও আমার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়ে বাছাই করে নিয়েছি, অতএব আমি তোমাকে (হেদায়াতের) যা কিছু (বাণী) দিয়েছি তা (নিষ্ঠার সাথে) গ্রহণ করো এবং (এ জন্যে তুমি আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।[১৭২]

আমাদের সময়ের কোনো কোনো গ্রন্থকার বলেন, মূল মুদ্দত ছিলো চল্লিশ দিন। যেমন সূরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে 'ফাতাম্মা মীকাতা রব্বিহী' -তেও ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটা সে চল্লিশ দিনের কথা বর্ণনার একটা ধরণ, আমি চল্লিশ দিনের ওয়াদা করেছিলাম, এর পরিশিষ্ট ছিলো আরও দশ দিন। যাতে এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, একমাস ঠিক মতো (যিলকদ) পূর্ণ করে অপর মাস (যিলহজ্জ) থেকেও আরও দশ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এভাবে পয়লা যিলহজ্জ থেকে শুরু করে দশ যিলহজ্জ পর্যন্ত চল্লিশ দিনের মুদ্দত পূর্ণ হয়েছে। যেমন পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

'মো'যেহুল কোরআনে' আছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে কথা দিয়েছিলেন, পাহাড়ে ত্রিশ রাত নির্জনবাস করলে আমি তোমার জাতিকে তাওরাত দান

করবো। এ মুদ্দতের মধ্যে তারা একদিন মেসওয়াক করে। তাদের মুখের গন্ধে ফেরেশতারা আনন্দ পাচ্ছিলেন। এর বদলে আরও দশ রাত বৃদ্ধি করে মুদ্দত পূরো করা হয়।

১৬৬. অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে যাওয়ার আগে হযরত হারুন (আ.)-কে বলে গেলেন, আমার অবর্তমানে আপনি আমার প্রতিনিধি। আপনি আমার হিস্যার কাজ করবেন। যেন রাষ্ট্র ও শাসন কার্য পরিচালনার যে কাজ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তা হযরত হারুন আলাইহিস সালামের ওপর অর্পিত হয়েছে। যেহেতু বনী ইসরাঈলের রকমারি মেযাজ এবং আকীদা বিশ্বাসের দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিলো, এ জন্যে অত্যন্ত স্পষ্ট করে হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে সতর্ক করে দিলেন, আমার পেছনে এরা যদি কিছুটা গড়বড় করে, তবে আপনি তা সংশোধন করবেন এবং আমার কর্মধারায় অবিচল থাকবেন। গোলযোগকারীদের পথে চলবেন না। আল্লাহর এমনই ইচ্ছা, এদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই অসিয়ত করে যান আর ওদিকে বনী ইসরাঈল বাছুর পূজা শুরু করে দেয়। তবে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বর্তমান বাইবেল সংকলকদের মুখের উপর বলে দিলেন– 'হে আমার জাতি, এ দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হয়েছে, আর তোমাদের পরওয়ারদেগার তো হচ্ছেন অসীম দয়ালু, সুতরাং তোমরা আমার আনুগত্য করো এবং আমার নির্দেশ মেনে চলো'– এ কথা বলে তিনি নিজের অসন্তুষ্টির স্পষ্ট ঘোষণা দেন এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অসিয়ত অনুযায়ী অবস্থার সংস্কার-সংশোধনে সম্ভাব্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৬৭. চল্লিশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ করার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এক বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলেন। এ সময় তিনি সরাসরি আল্লাহর কালাম শোনার অসীম স্বাদ উপভোগ করেন। তখন অতি আগ্রহে আল্লাহকে দেখার আকাংখা ব্যক্ত করেন এবং কোনো রকম চিন্তা না করেই আবেদন করলেন– 'পরওয়ারদেগার, আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখবো।' অর্থাৎ আমার এবং তোমার মধ্যকার প্রতিবন্ধকতা তুলে নাও এবং বিনা প্রতিবন্ধকতায় তোমার নূরের চেহারা আমার সামনে উদ্ভাসিত কর, যাতে আমি তোমাকে এক নযর দেখে নিতে পারি।

১৬৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় কোনো মাখলূকের নশ্বর অস্তিত্ব এবং নশ্বর কায়া সম্মানিত প্রতাপান্বিত অবিনশ্বর সত্তার দীদার বরদাশ্‌ত করতে সক্ষম হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হয়, মৃত্যুর আগে দুনিয়ায় কারো পক্ষে আল্লাহর দীদারের মর্যাদা লাভ করা শরীয়তমতে অসম্ভব। যদিও জ্ঞান-বুদ্ধিমতে তা সম্ভব। কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধি মতে তা সম্ভব বলে স্বীকার না করলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মতো একজন জলীলুল কদর পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না যে, তিনি জ্ঞানত অসম্ভব জিনিসের জন্য আবেদন করেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হচ্ছে, আল্লাহর দর্শন দুনিয়ায় জ্ঞানত সম্ভব, কিন্তু শরীয়ত অনুযায়ী অসম্ভব। আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সূরা নাজমে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১৬৯. অর্থাৎ তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাকো। আমি আমার নূরের সামান্য ঝিলিক তার ওপর নিক্ষেপ করছি। পাহাড়ের মতো শক্ত-দৃঢ় জিনিস যদি তা বরদাশত্‌ করতে পারে,

www.icsbook.info

তবে তোমারও তা বরদাশ্‌ত করা সম্ভব। অন্যথায় বুঝে নিতে হবে, পাহাড়ের পক্ষে যা বরদাশ্‌ত করা সম্ভব নয়, কোনো মানুষের বস্তুগত গঠন-অবয়ব এবং বস্তুগত চক্ষু কি করে তা বরদাশ্‌ত করতে পারে? যদিও আত্মিক শক্তির বিচারে যমীন-আসমান, পাহাড়-পর্বত সবকিছু থেকেই মানুষ উর্ধ্বে। এ কারণে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে খোদায়ী ওহীর ধারক-বাহক ছিলেন; বরং অন্যান্য মানুষও যে মহান আমানতের ধারক-বাহক, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি তা ধারণ করতে সক্ষম নয় –'ওরা তার ভার বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে ভীত হয়ে পড়লো আর মানুষ তা তুলে নিলো।' (সূরা আহযাব : ৭২)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'আমি যদি এ কোরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে, তা নত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।' (সূরা হাশর : ২১)

তা সত্ত্বেও বাহ্যিক চক্ষু এবং দেহের বস্তুগত শক্তির সাথে যে জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে, তাতে মানুষ অন্যান্য বিরাটকায় বস্তু থেকে অনেক দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'আসমান-যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অবশ্যই বড়ো, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।' (সূরা মোমেন : ৫৭) 'এবং মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দুর্বল করে।' (সূরা আন নেসা : ২৮) এখানে মানুষের এ দুর্বল অস্তিত্বের প্রতিই মূসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

১৭০. আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লী অনেক রকমের। এটা আল্লাহর ঐচ্ছিক কাজ, তিনি যেখানে যেভাবে ইচ্ছা তাজাল্লী প্রকাশ করে থাকেন। পাহাড়ের ওপর যে তাজাল্লী হয়েছিলো, তাতে পাহাড়ের একটা বিশেষ অংশ তৎক্ষণাত টুকরো টুকরা হয়ে গেছে। আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু তাজাল্লীস্থলের কাছেই ছিলেন, তাই তাঁর ওপর এতো নিকটে থাকার এবং পাহাড়ের ভয়ংকর দৃশ্য দেখার প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেছেন। এর সাথে কোনো কিছুর উপমা না চললেও একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝা যেতে পারে। কোনো কিছুর ওপর বজ্রপাত হলে তা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। বজ্রপাত-স্থলের কাছের লোকও অনেক সময় আহত হয়।

১৭১. অর্থাৎ কোনো সৃষ্টজীব তাঁর মতো হবে এবং এ নশ্বর চক্ষু তাঁর দীদার বরদাশ্‌ত করতে পারবে, এ থেকে তিনি পবিত্র। তোমার পবিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হচ্ছে, তোমার অনুমতি ছাড়া কোনো কিছুই তলব না করা। অনুমতি ছাড়াই আগ্রহের আতিশয্যে আমি একটি অবাঞ্ছিত আবেদন করে ফেললাম, এ জন্যে আমি তাওবা করছি। আমি আমার সময়ের সব লোকের আগে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি এবং আমি প্রথম সে ব্যক্তি, যার কাছে চাক্ষুষভাবে এটা প্রতিভাত হয়েছে, এ বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দুনিয়ায় পাক-পবিত্র সত্তাকে দেখা সম্ভব নয়।

১৭২. অর্থাৎ, দীদার হতে পারেনি তাতে কি! আমি তোমাকে পয়গম্বর বানিয়েছি, তাওরাত দান করেছি, সরাসরি তোমার সাথে কথা বলেছি– এ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য কি কম কথা! সুতরাং আমার পক্ষ থেকে যতটুকু দান করা হয়েছে এও পাল্লায় বেঁধে নাও এবং আল্লাহর সেসব বান্দার অন্তর্ভুক্ত হও, যাদের তিনি 'শাকেরীন' (কৃতজ্ঞ) উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

www.icsbook.info

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ
لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ

১৪৫. এই ফলকের মধ্যে আমি তার জন্যে সর্ববিষয়ের উপদেশমালা ও সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিলাম,[১৭৩] অতএব এটা (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতির লোকদের বলো, তারা যেন এর উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করে; অচিরেই আমি তোমাদের (সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত) পাপীদের আস্তানা দেখাবো।[১৭৪] ১৪৬. অচিরেই আমি সেসব মানুষের দৃষ্টি আমার (এসব) নিদর্শন থেকে (ভিন্ন দিকে) ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাহাদুরী করে বেড়ায়; (আসলে) এ লোকেরা যদি (অতীত ধ্বংসাবশেষের) সব কয়টি চিহ্নও দেখতে পায়, তবু তারা তার ওপর ঈমান আনবে না, যদি তারা সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা (পথকে) পথ বলে গ্রহণ করবে না, যদি এর কোথাও কোনো বাঁকা পথ তারা দেখতে পায়, তাহলে তাকেই (অনুসরণযোগ্য) পথ হিসেবে গ্রহণ করবে; এটা এ কারণে, তারা আমার

১৭৩. কেউ কেউ বলেন, তাওরাত শরীফ এসব ফলকেই লেখা হয়েছিলো। আর কোনো কোনো আলেমের মতে এ ফলকগুলো তাওরাত ছাড়া ছিলো, তাওরাত নাযিলের আগেই এ ফলক দান করা হয়েছে। যা হোক, দীদার না হওয়ার কারণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যে মন ভেঙ্গেছিলো, তার অভাব পূরণ এবং যা হারিয়েছিলেন তা পূরণের উদ্দেশে তাঁকে এ ফলক দান করা হয়। এতে সব রকমের উপদেশ এবং সকল জরুরী বিধানের বিস্তারিত বিবরণ ছিলো।– (ইবনে কাসীর)

১৭৪. অর্থাৎ, নিজেও এ ফলকগুলো দৃঢ়ভাবে সতর্কতার সাথে ধারণ করো, যাতে তা হাতছাড়া হতে না পারে আর তোমার জাতিকেও বুঝাবে যেন তারাও এ ফলকগুলোর উত্তম হেদায়াত অনুযায়ী ভালোভাবে আমল করে এবং এমন উত্তম জিনিস হাতছাড়া না করে।

'আহসান' শব্দ দ্বারা সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তাতে উত্তম ছাড়া কিছু নেই। অথবা এর অর্থ হচ্ছে, যে বিধান দেয়া হয়েছে, মূলতই তা উত্তম, কিন্তু আবার তার কোনোটা কোনোটার চেয়েও উত্তম। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, যালেমের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয এবং ভালো, কিন্তু সবর করা ও মাফ করে দেয়া দৃঢ়তা প্রবণতার পরিচায়ক। যেন বনী ইসরাঈলকে এ জন্য উদ্বুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য, যাতে তারা দৃঢ়তার পরিচায়ক এবং পছন্দনীয় বিষয় অর্জনে সচেষ্ট হয় আর আল্লাহর সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে। নাফরমানী করলে তাদের নাফরমানদের ঘর দেখিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ, আখেরাতে জাহান্নাম এবং দুনিয়ায় ধ্বংস ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। (ইবনে কাসীর, বাগাবী)

www.icsbook.info

بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ

আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তারা এ (আযাব) থেকেও উদাসীন ছিলো।[১৭৫]
১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও পরকালে আমার সামনা সামনি হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে, তাদের সব কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে; আর তারা (এ দুনিয়ায়) যা কিছু করবে তাদের তেমনিই প্রতিফল দেয়া হবে।[১৭৬]

রুকু ১৮

১৪৮. মূসার জাতির লোকেরা তার (তূর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুর বানিয়ে নিলো,[১৭৭] (তা ছিলো জীবনবিহীন) একটি দেহমাত্র– যার আওয়ায ছিলো শুধু (গরুর) হাম্বা রব;

আর কেউ কেউ নাফরমানদের ঘর অর্থ করেছেন সিরিয়া এবং মিসর, যা নাফরমান আমালেকা এবং ফেরাউনীদের দেশ ছিলো। এ অর্থে আয়াতটি বনী ইসরাঈলদের জন্য সুসংবাদ। অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্য করলে নাফরমানদের দেশ তোমাদের দিয়ে দেয়া হবে। তবে প্রথম অর্থই বেশী গ্রহণযোগ্য। ইবনে কাসীর এ অর্থই গ্রহণ করেছেন।

১৭৫. যারা আল্লাহ এবং নবী রসূলদের মোকাবেলায় অন্যায়ভাবে দম্ভ-অহংকার করে, যাদের দম্ভ-অহমিকা আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অনুমতি দেয় না, আমিও আমার আয়াত হতে তাদের অন্তর ফিরিয়ে দেবো, যাতে ভবিষ্যতে সেসব আয়াত দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক হবে না। এ লোকদের অবস্থা হয়, তারা যতো নিদর্শনই দেখুক এবং যতো আয়াতই শুনুক না কেন, কিছুতেই নিজেদের অবস্থা থেকে নড়ে না। হেদায়াতের সড়ক যতোই সুস্পষ্ট এবং প্রশস্ত হোক না কেন, তারা সে পথে চলে না। অবশ্য নফসের মনষ্কামনার বশীবর্তী হয়ে গোমরাহীর পথে ছুটে চলে। মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অভ্যাস এবং দীর্ঘ অমনোযোগীতা উদাসীনতায় বিকৃত বিবর্তিত হয়ে যায়, মানুষ তখন এ অবস্থায় পৌঁছে।

১৭৬. অর্থাৎ, তাদের আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার তাওফীক হবে না। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী যে কাজ করবে তা আল্লাহর নিকট গ্রাহ্য হবে না। যেমন কাজ করবে তেমনি ফল ভোগ করবে। অবশ্য তাদের প্রাণহীন নেক কাজের যে বিনিময় পাওয়ার কথা, তা এ দুনিয়ায় পাবে।

১৭৭. তাওরাত কিতাব গ্রহণ করতে হযরত মূসা (আ.)-এর তূর পাহাড়ে গমনের পর বনী ইসরাঈল যে অলংকার গলিয়ে গো-বাছুর মূর্তি বানিয়েছিলো, আসলে তা ছিলো ফেরাউনের জাতি কিবতীদের। এমন অলংকার তাদের নিকট থেকে বনী ইসরাঈলের অধিকারে আসে। যেমন সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে– 'কিন্তু আমাদের ওপর লোকদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।' (আয়াত ৮৭)

www.icsbook.info

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا
ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا
لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ
مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ
أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ
قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي

এ লোকেরা কি দেখতে পায় না, সে (দেহ)-টি তাদের সাথে কোনো কথা বলে না, না সেটি তাদের কোনো পথের দিশা দেয়, (কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা সেটিকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করলো, তারা ছিলো (আসলেই) যালেম।[১৭৮] ১৪৯. অতপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং (নিজেরা) এটা দেখতে পেলো, তারা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তারা বললো, আমাদের মালিক যদি আমাদের ওপর দয়া না করেন এবং (গো-বাছুরকে মাবুদ বানানোর জন্যে) যদি তিনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবো।[১৭৯] ১৫০. (কিছু দিন পর) মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ[১৮০] হয়ে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এলো, তখন সে (এসব কথা শুনে) বললো, আমার (তূর পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা কি জঘন্য কাজই না করেছো![১৮১] তোমরা কি তোমাদের মালিকের আদেশ আসার আগেই (আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া (শুরু) করলে![১৮২] (রাগে ও ক্ষোভে) সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং তার ভাইর মাথা (-র চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলো;[১৮৩] (মূসাকে লক্ষ্য করে) সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে (আমার সহোদর ভাই), এ জাতির লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলো, তারা (এক পর্যায়ে) আমাকে তো মেরেই ফেলতে চেয়েছিলো,

১৭৮. সূরা ত্বাহায় এ গো-বাছুর সৃষ্টির কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে তাদের বোকামি-আহমকি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের বানানো একটা অবয়ব থেকে গাভীর শব্দ শুনে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে এবং বাছুরকেই খোদা বানিয়ে নেয়। অথচ সেটির অর্থহীন আওয়াযে কোনো কথা, কোনো বক্তব্য ও সম্বোধন ছিলো না, তা দ্বারা দীন-দুনিয়ার কোনো পথ প্রদর্শনও হতো না। এ ধরনের নিছক কোনো শব্দ তো কোনো জিনিসকে মানুষের পর্যায়েও নিয়ে যেতে পারে না। মহান স্রষ্টার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। একটা মামুলী জানোয়ারের আকৃতিকে খোদা বলা কতো বড়ো যুলুম এবং অন্যায় কথা! কথা হচ্ছে, এ রকম অন্যায় কথা বলার অভ্যাস সে জাতির আগে থেকেই ছিলো। ইতিপূর্বেও তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট এই বলে আবেদন জানিয়েছিলো– 'তাদের যেমন মূর্তি আছে, তেমনি আমাদের জন্যেও মূর্তি বানিয়ে দাও।' (সূরা আরাফ : ১৩৮)

www.icsbook.info

১৭৯. নিজেদের অপজ্ঞান ও বক্রতার কারণে তারা এমনি বে-মানান এবং বিশ্রী কাজ করেছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সতর্ক করার পর যখন তাদের বাতিলের জোশ ঠান্ডা হয়েছে এবং কিছুটা হুশ-জ্ঞান ফিরে এসেছে, তখন নিজেদের কাজের জন্যে লজ্জিত হয়েছে, যেন তারা লজ্জায় হাত কামড়াতে শুরু করেছে এবং ভয় ও নৈরাশ্যের কারণে হাতের পাখি উড়ে গেছে। তারা ঘাবড়ে গিয়ে বলতে থাকে, এখন কি হবে? আল্লাহ্ যদি দয়া করে তাওবা এবং ক্ষমার কোনো পথ বের করে না দেন, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই চিরন্তন ধ্বংস এবং স্থায়ী ক্ষতিতে নিপতিত হবো।

১৮০. হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত রুষ্ট ক্রুদ্ধ অবস্থায় স্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তূর পর্বতেই তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সামেরী তোমার জাতিকে গোমরাহ্ করে দিয়েছে। একথা শুনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত আক্ষেপ করেন এবং ক্ষিপ্ত হন।

১৮১. হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বত থেকে ফিরে স্ব-সম্প্রদায়ের বাছুর পূজারীদের সম্বোধন করে বললেন, আমার অবর্তমানে তোমরা আমার খুবই প্রতিনিধিত্ব করেছ। যে বিষয়ের ওপর আমি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব, তার পরিবর্তে ' এ তো হচ্ছে তোমাদের এবং মূসার ইলাহ' বলে তোমরা বাছুর পূজা শুরু করে দিলে। এ বক্তব্য হযরত হারূন আলাইহিস সালামের উদ্দেশেও হতে পারে। অর্থাৎ আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন– এ বলে আপনার ওপর আমার প্রতিনিধিত্বের যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো, তা ভালোভাবে পালন করেননি। আপনি তাদের বারণ করতে এবং দৃঢ়ভাবে এ ফেতনার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সূরা ত্বাহায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

১৮২. অর্থাৎ আমি তো পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে তোমাদের জন্য বিধান নিয়ে আসার জন্যেই গিয়েছিলাম, আর চল্লিশ দিনের মেয়াদও তো আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত মেয়াদ পূরণ হওয়ার এবং তাঁর বিধান নিয়ে আসারও অপেক্ষা করলে না! খুব বেশী একটা দীর্ঘ সময়ও তো অতিবাহিত হয়নি, এর মধ্যেই তোমরা ঘাবড়ে গিয়ে এতো তাড়াতাড়ি আল্লাহর কহর ও গযব তোমাদের প্রতি আসার জন্য আহ্বান জানালে। 'তবে কি প্রতিশ্রুতকাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছিলো, না কি তোমরা চেয়েছিলে তোমাদের পরওয়ারদেগারের ক্রোধ-গযব তোমাদের ওপর আপতিত হোক? সুতরাং তোমরা আমাকে দেয়া অংগীকার ভঙ্গ করলে?' (সূরা ত্বাহা : ৮৬)

১৮৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শেরেকী কর্মকান্ড দেখে এবং হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে নরম ও কোমল ভেবে এতোটা ক্ষিপ্ত এবং দ্বীনী জোশ-জযবায় এতোটা বেপরোয়া হয়ে উঠলেন যে, লাফিয়ে হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কাছে যান এবং ঈমানী উত্তেজনার অসীম জোশে তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল ধরে বসেন। মাআযাল্লাহ, হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে অপমান করার নিয়তে তিনি এটা করেননি। কারণ, হারূন আলাইহিস সালাম নিজেও ছিলেন একজন স্বতন্ত্র নবী এবং বয়সে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম থেকে তিন বছরের বড়ো। একজন উলুল আযম পয়গম্বরের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব, তিনি অপর একজন নবীকে অপমান করবেন, আর সেই নবী তাঁর নিজেরই ভাই। তিনি তাঁকে অপমান করার সামান্য ইচ্ছাও করতে পারেন না। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এ কাজ তখনই হয়েছে, যখন তিনি

www.icsbook.info

فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿١٥٠﴾

তুমি (আজ) আমার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যা শত্রুদের আনন্দিত করবে, আর তুমি আমাকে কখনো যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।[১৮৪]

জাতির কঠোর বেয়াদবীর ভিত্তিতে আল্লাহর জন্যে ঘৃণায় গোসসায় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে পড়েছিলেন। হযরত হারূন আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাঁর এ ধারণা জন্মেছিলো, সম্ভবত তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি সংস্কার-সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাননি। অথচ তিনি এ জন্যেও তাকিদ করে গিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, হযরত হারূন আলাইহিস সালামও নবী ছিলেন এবং বয়সেও হযরত মূসা (আ.)-এর বড়ো ছিলেন, কিন্তু মর্তবায় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর চাইতে বড়ো ছিলেন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে তাঁকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উযীর ও অধীন করা হয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের শান পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। যেন তাঁর পক্ষ থেকে এ জিজ্ঞাসাবাদ এবং কঠোরতা হযরত হারূন আলাইহিস সালামের কল্পিত ত্রুটি-অপরাধের জন্য কার্যত এক ধরনের তিরস্কার ছিলো, যা দ্বারা জাতিকেও ভালোভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, পয়গম্বরের অন্তর তাওহীদের প্রেরণায় কতোটা ভরপুর এবং কুফর-শেরেকের সামান্যতম নাম গন্ধ সম্পর্কেও কতোটা নাখোশ থাকে। কারণ, এ ক্ষেত্রে একজন নবী সামান্যতম অবহেলা বা নীরবতাও বরদাশত করতে পারেন না। এমনকি একজন নবী সম্পর্কে যদি এমন ধারণা জেগে থাকে, তিনি শেরেকের মোকাবেলায় আওয়ায বুলন্দ করতে সামান্যতম ত্রুটি-অবহেলাও করেছেন, তবে আল্লাহর কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা এবং বুযুর্গীও তাকে এমন কঠোর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে না।

যা হোক, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ অবস্থায় শরীয়তমতে মাযূর অক্ষম ছিলেন। রোষ ক্রোধের এহেন আতিশয্য এবং পাকড়াও করার হাঙ্গামায় তাঁর হাত থেকে ফলকগুলো পড়ে যায় (যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দান করা হয়েছিলো)। সতর্কতা এবং সংরক্ষণের অভাবের দরুন কঠোরতা অবলম্বন করে একে ইলকা বা নিক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বাহ্যত তিনি– 'অতপর সর্বশক্তি দিয়ে তা ধারণ কর' এ নির্দেশ কার্যকর করতে পারেননি। অথবা কোনো কোনো মোফাসসেরের মতে হযরত হারূন আলাইহিস সালামের প্রতি ছুটে যাওয়ার সময় হাত খালি করার জন্য খুব দ্রুত এবং তাড়াহুড়া করে ফলকগুলো এক পাশে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু এ দুটি আচরণ যা হযরত হারূন আলাইহিস সালাম বা ফলক সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে, দৃশ্যত পছন্দনীয় ছিলো না, যদিও নিয়তের বিবেচনায় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাযূর ছিলেন। এ কারণে পরে 'পরওয়ারদেগার, আমাকে ক্ষমা কর ....' বলে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমার দরখাস্ত করেন। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জানেন।

১৮৪. যদিও হযরত হারূন আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সহোদর ভাই। কোমলতা ও দয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তাক মায়ের সন্তান বলা হয়েছে। এ আয়াতে হযরত হারূন আলাইহিস সালামের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের সার কথা হচ্ছে, আমি তাদের যথাসাধ্য বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা আমার কোনো কথাই শোনেনি, আমার কোনো মূল্যই বুঝেনি; বরং উলটা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এখন আপনি এ ধরনের কাজ করে আমাকে তাদের কাছে হাস্যাস্পদ করবেন না। শাসানো এবং গোসসা প্রকাশ করার সময় আমাকেও যালেমদের সাথে এক করে দেখবেন না।

www.icsbook.info

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ
عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَ
فِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫১. সে (মূসা) বললো, হে আমার মালিক, আমাকে ও আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও এবং তুমি আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও, তুমিই সবচাইতে বড়ো দয়াবান।[১৮৫]

রুকু ১৯

১৫২. (আল্লাহ তায়ালা মূসাকে বললেন, হাঁ,) যেসব লোক গরুর বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে, অচিরেই তাদের ওপর তাদের মালিকের পক্ষ থেকে 'গযব' আসবে, আর দুনিয়ার জীবনেও (তাদের ওপর আসবে) অপমান এবং লাঞ্ছনা; (আল্লাহ তায়ালার নামে) মিথ্যা কথা রটনাকারীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।[১৮৬] ১৫৩. যেসব লোক অন্যায় কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং (যথাযথ) ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই এ (যথার্থ) তাওবার পর তোমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হিসেবে তাদের সাথে আচরণ করবেন)। ১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ (কিছুটা) প্রশমিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো, তার পাতায় হেদায়াত ও রহমত (সম্বলিত কথাবার্তা লিখিত) ছিলো এমন সব লোকের জন্যে, যারা তাদের মালিককে ভয় করে।[১৮৭]

১৮৫. অর্থাৎ গোসসার বশবর্তী হয়ে যে অসংযত আচরণ বা এজতেহাদী ভুল আমার দ্বারা হয়ে গেছে, আমি তাতে যতোই নেক নিয়তের অধিকারী হই না কেন, তাতে আমার উদ্দেশ্য যতোই ভালো হোক না কেন, আপনি তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভাই হারূনের দ্বারাও যদি তাঁর মর্যাদা এবং শানের বিচারে জাতির সংশোধনের ব্যাপারে কোনো ধরনের ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে তাঁকেও মাফ করে দিন।

১৮৬. এ গযব সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা এ কাজ করেনি এবং অন্যদের বারণ করার কাজেও যারা অংশ নেয়নি, তারা বাছুর পূজারীদের হত্যা করবে। এ থেকে জানা যায়, দুনিয়ায় মোরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।

১৮৭. অর্থাৎ, খারাপ কাজ করে এমনকি কুফর-শেরক করেও যদি তাওবা করে ঈমান আনে, তবে গাফুরুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার দরবারে রহমত এবং ক্ষমার কোনো কমতি নেই। এ ক্ষমা ইত্যাদি আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত। এতে যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে, বাছুর পূজারীদের যে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছে, এটা তাদের পক্ষে তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত

www.icsbook.info

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ

تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَاكْتُبْ

لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ

اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ

يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (এবার) সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে সমবেত হবার জন্যে বাছাই করে নিলো, যখন এক প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের পাকড়াও করলো (তখন) মূসা বললো, হে আমার মালিক, তুমি চাইলে তাদের সবাইকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে; (আজ) আমাদের মধ্যকার কয়েকটি নির্বোধ মানুষ যে আচরণ করেছে, (তার জন্যে) তুমি কি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে! অথচ সে ব্যাপারটা তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না;এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চাও তাকে তুমি বিপথগামী করো, আবার যাকে চাও তাকে সঠিক পথও তো দেখাও! তুমি হচ্ছো আমাদের অভিভাবক, অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, কেননা তুমিই হচ্ছো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার আধার।[১৮৮] ১৫৬. তুমি আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লিখে দাও, হেদায়াতের জন্যে আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি; তিনি (আল্লাহ তায়ালা) বললেন (হাঁ), আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই, আর আমার দয়া তো (আসমান-যমীনের) সবকয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে;আমি অবশ্যই তা লিখে দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।[১৮৯]

মনে করা হয়েছে। 'তোমরা তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবা কর এবং নিজেদের হত্যা কর।' (সূরা বাকারা)

এখন তাদের ওপর পরকালের কোনো পাকড়াও অবশিষ্ট নেই। দুনিয়ার শাস্তির পরে পরকালের শাস্তির বর্ণনা এখানে এমন, যেমন অন্যত্র 'আস-সারেকু ওয়াস-সারেকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা'-এর পরে বলা হয়েছে, 'অতপর যে ব্যক্তি যুলুমের পরে তাওবা করে সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে মাফ করে দেন। নিসন্দেহে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ো দয়ালু।'

১৮৮. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দান করার জন্য যে মীকাত (সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিলো, এ মীকাত তা থেকে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। তা ছাড়া বর্তমান

www.icsbook.info

আয়াতের ক্রমবিন্যাস থেকেও বাহ্যত এটাই বুঝা যায়, বাছুর-পূজা এবং তার দন্ড ভোগের পরই এ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সূরা নেসার আয়াতে বলা হয়েছে– 'অতপর তারা বললো, আমাদের প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। এতে তাদের যুলুমের কারণে ভূকম্পন তাদের পাকড়াও করলো। অতপর তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ পৌছার পরও তারা বাছুর ধারণ করেছে .....' এ আয়াত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, এ ঘটনার পর বাছুর পূজা শুরু হয়েছে। কোন্‌টি ঠিক তা তো কেবল আল্লাহই ভালো জানেন।

এ ঘটনার সংক্ষিপ্তসার সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলো, আমরা তোমার কথা কেবল তখনই মানতে পারি, যখন আমরা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে শোনবো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের সরদারদের মধ্য থেকে ১৭ জনকে বাছাই করে তূর পাহাড়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর কালাম শুনে বলতে লাগলো, আমরা যতোক্ষণ আল্লাহকে নিজ চোখে বিনা আড়ালে দেখতে না পাই, ততোক্ষণ বিশ্বাস করতে পারি না। তাদের এ ঔদ্ধত্যের কারণে নীচে থেকে তীব্র ভূকম্পন শুরু হয় আর ওপর হতে শুরু হয় বিজলীর গর্জন। তারা শেষ পর্যন্ত কম্পমান হয়ে মারা যায়, অথবা মুর্দার মতো অবস্থায় পৌছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজেকে তাদের সাথে একাত্ম করে অতি বিনয়ের সাথে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার সারকথা ছিলো, 'পরওয়ারদেগার, আপনি যদি ধ্বংস করতেই চাইতেন, তবে তাদের সকলকে বরং তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতেন। কারণ, আমিই তো তাদের নিয়ে এসেছি। এখানে ডেকে আনার এবং কালাম শোনাবার আগেই ধ্বংস করে দিতে আপনার ইচ্ছা রোধ করতে পারে এমন সাধ্য কার আছে? আপনি যেহেতু তা চাননি; বরং তাদেরকে এখানে আনার এবং আল্লাহর কালাম শুনাবার জন্য আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। কেবল গুটিকতেক বেওকুফের বোকামির শাস্তিতে আপনি আমাদের এখানে ডেকে ধ্বংস করে দিতে চাইবেন, আপনার সম্পর্কে এমন ধারণা কি করে করা যেতে পারে সন্দেহ নেই, রাজ্‌ফা (ভূকম্পন) ও সায়েকা (বিদ্যুৎ গর্জন)-এর দৃশ্য সবই আপনার পক্ষ থেকে আমাদের পরীক্ষা। আর এ সব কঠিন পরীক্ষায় স্থির-অটল রাখা না রাখাও আপনারই কবযায় রয়েছে। এ ধরনের পদযুগল কাঁপিয়ে তোলার মতো ভয়ংকর ঘটনায় আপনিই আমাদের রক্ষা এবং আমাদের সহায়তা করতে পারেন। আপনার সত্তা তো সকল মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস। সেই উৎসের কাছে আশা করা যায়, আমাদের সকলের অতীতের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসংযত আচরণ ক্ষমা করা হবে। ভবিষ্যতে আপনার রহমতে আমাদের এমন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হতে দেবেন না।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ দোয়ায় তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের নবজীবন দান করেন। যেমন, বলা হয়েছে, 'তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করেছি, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।'

১৮৯. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, সম্ভবত হযরত মূসা অলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতের পক্ষে দুনিয়া-আখেরাতের যে মঙ্গল কামনা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য হয় তো এ ছিলো, তারা দুনিয়া আখেরাতে সকলের ওপরে থাকুক। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমার আযাব এবং রহমত কোনো একটা বিশেষ দলের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাহ যাকে আযাব দিতে চান কেবল তারই তো আযাব হবে। আর সকল মাখলুক আল্লাহর সাধারণ রহমতে শামিল হয়ে আছে, কিন্তু তোমরা যে খাস রহমত তলব করছো, তা কেবল তাদের ভাগ্যেই লিখিত রয়েছে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং মালের যাকাত আদায় করে, অথবা যারা নফসের তাযকিয়া অর্থাৎ, তা নির্মল ও পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সব কথায় পরিপূর্ণ

www.icsbook.info

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ

১৫৭. যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর[১৯০] রসূলের অনুসরণ করে চলে– যা তারা তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইনজীলেও[১৯১] লিখিত দেখতে পাচ্ছে, যে (নবী) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে তাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করে, তাদের ঘাড় থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোঝা ছিলো তা সে নামিয়ে দেয় এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের গলার ওপর (ঝুলানো) ছিলো তা সে খুলে ফেলে;[১৯২] অতপর যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে,

বিশ্বাস স্থাপন করে। অর্থাৎ আখেরী উম্মত, যারা সব কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। সুতরাং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতের মধ্য থেকে যারা শেষ কিতাবে ঈমান আনবে, তারা এ নেয়ামত পাবে এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দোয়া তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

১৯০. উম্মী শব্দটি উম্ম বা মা শব্দ থেকে নির্গত। যেমনিভাবে শিশু মায়ের পেট থেকে জন্ম লাভ করে এবং কারো ছাত্র-শিষ্য হয় না। তেমনিভাবে নবী করীম (স.) গোটা জীবনে ছাত্র হিসাবে হাঁটু গেড়ে কারো কাছে বসেননি। এর পরও যেসব তত্ত্বজ্ঞান এবং বাস্তব তথ্য ও গোপন রহস্য তিনি উঘাটন করেছেন, অন্য কোনো মাখলুক তার এক-দশমাংশও করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং এ দৃষ্টিতে তাঁর জন্য 'উম্মী নবী' উপাধি এক বিরাট গর্বের বিষয়। অথবা নবী উম্মী উম্মুল কোরার প্রতি সম্বন্ধিত, যা মক্কা মোয়াযযামার উপাধি। এ মক্কা মোয়াযযামাই নবী করীম (স.)-এর পবিত্র জন্মস্থান।

১৯১. অর্থাৎ, নবী উম্মীর আগমনের সুসংবাদ এবং তার গুণাবলী অতীত আসমানী কিতাবগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি তখন থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪শ বছরের কাট-ছাঁটের পরও বর্তমান বাইবেলে অনেক সুসংবাদ এবং ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সকল যুগের আলেমরা কিতাবের বরাত দিয়ে এ সব সুসংবাদ এবং ইঙ্গিতের উল্লেখ করে আসছেন। এ জন্যে আল্লাহর হাজারো প্রশংসা।

১৯২. অর্থাৎ ইহুদীদের ওপর যে সব কঠোর বিধান এবং খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তাদের দুষ্টামির কারণে যে সংকীর্ণতা ছিলো– যারা ইহুদী হয়েছে, তাদের যুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর পাক-পবিত্র এবং হালাল বস্তু হারাম করে দিয়েছিলাম।' (সূরা নেসা : ২২ রুকূ)

এ দ্বীনে সে সব জিনিস সহজ করা হয়েছে। আর যে সব নাপাক জিনিস, যেমন শূকরের গোশ্ত এবং ঘৃণ্য বিষয়, যেমন সূদ খাওয়া ইত্যাদি তারা হালাল করে নিয়েছিলো, এ পয়গম্বর সেগুলো হারাম হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। মোট কথা, তাদের ওপর থেকে অনেক বোঝা হালকা করা হয়েছে, অনেক বিধি-নিষেধ রহিত করা হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'সহজ সরল দ্বীনে হানীফ সহকারে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'

www.icsbook.info

وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾ قُلْ
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ
مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

যারা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, (সর্বোপরি) তার সাথে (কোরআনের) যে আলো নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে,[১৯৩] তারাই হচ্ছে সফলকাম।

রুকু ২০

১৫৮. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রসূল (হিসেবে এসেছি), যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতপর তোমরা (সেই) মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপরও তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।[১৯৪]

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ও আছে, যারা (অন্যদের) সত্যের পথ দেখায় এবং নিজেরাও তা দিয়ে ইনসাফ করে।[১৯৫]

১৯৩. নূর অর্থ ওহী। তা তেলাওয়াত করা হোক বা না হোক, অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ।

১৯৪. অর্থাৎ, তাঁকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে সাধারণভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। আরবের উম্মী বা ইহুদী-নাসারাদের পর্যন্তই তাঁর প্রেরণ সীমাবদ্ধ নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা যেমন সর্বময় শাহানশাহ, তেমনি তিনিও তাঁর সর্বময় রসূল। যে ব্যাপক এবং বিশ্বজনীন সত্য নিয়ে তাঁর আগমন ঘটেছে, তাঁর অনুসরণ ছাড়া এখন আর হেদায়াতের কোনোই উপায় নেই। এ হচ্ছেন সে নবী, যাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং সকল নবী-রসূল ও সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা এক কথা।

১৯৫. যদিও অধিকাংশ ইহুদী ঔদ্ধত্য ও না-ইনসাফীর পথ অবলম্বন করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে এমন কিছু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও রয়েছেন, যারা অন্যদের সত্যের প্রতি আহ্বান জানান এবং তারা নিজেরাও সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল অবিচল থাকেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ।

www.icsbook.info

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اِذِ
اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰی ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا
ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾ وَاِذْ قِیْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا
هٰذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِیْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬০. আমি তাদের বারোটি গোত্রে[১৯৬] ভাগ করে তাদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছি, মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, অতপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উদ্ভূত হলো; প্রত্যেক দল তাদের (নিজেদের) পানি পান করার স্থান চিনে নিলো; আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়াও বিস্তার করে দিলাম, তাদের কাছে 'মান' ও 'সালওয়া' (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) পাঠালাম; (তাদের আমি এও বললাম,) তোমাদের আমি যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা তোমরা খাও; (আমার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ১৬১. (সে সময়ের কথাও স্মরণ করো,) যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই জনপদে[১৯৭] গিয়ে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা কিছু চাও তোমরা আহার করো এবং বলো (হে মালিক), আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (যখনি সেই) জনপদের দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে, (তখন) সাজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করবে, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো; আমি অচিরেই উত্তম লোকদের অতিরিক্ত দান করবো।[১৯৮]

১৯৬. অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলের সংস্কার-সংশোধন এবং শৃংখলার জন্যে তাদের বার-দাদার সন্তানদের ১২টি দলকে পৃথক করা হয়েছিলো। অতপর এক একটি দলের এক একজন নকীব নির্ধারণ করা হয়, যারা তাদের দেখাশোনা সংস্কার-সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য রাখতো। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জনকে নকীব করেছিলাম।'

১৯৭. অধিকাংশই এ শহরের অর্থ করেছেন আরীহা।

১৯৮. অর্থাৎ, এখন তো এক শহর বিজয় হয়েছে। ভবিষ্যতে তোমরা গোটা দেশ লাভ করবে (মোযেহুল কোরআন)

অথবা এর অর্থ হচ্ছে, অপরাধ ক্ষমা করে নেককারদের পুণ্য বৃদ্ধি করবেন। সাধারণ কিতাবাদিতে এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾ وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিলো, তারা তাদের যা (করতে) বলা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ভিন্ন কথা বললো, অতপর আমিও তাদের এ যুলুমের শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আযাব পাঠালাম।[১৯৯]

রুকু ২১

১৬৩. তাদের কাছ থেকে সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে (অবস্থিত)।[২০০] যখন সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালার বেঁধে দেয়া) সীমালংঘন করতো, যখন শনিবারে (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন তা আসতো না, (বস্তুত) তাদের অবাধ্যতার কারণেই আমি তাদের অনুরূপ পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।[২০১]

১৯৯. এ সব হচ্ছে তীহ উপত্যকার ঘটনা। প্রথম পারায় সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখে নিন।

২০০. অর্থাৎ, আপনার যমানার ইহুদীদের কাছে সেই জনপদে বসবাসকারী ইহুদীদের কাহিনী জেনে নিন, যা হযরত দাঊদ আলাইহিস সালামের যমানায় ছিলো। এ জানা এবং জিজ্ঞেস করা তাদের সতর্ক নির্বাক করার নিমিত্ত। অধিকাংশ মোফাস্‌সেরের মতে, এ জনপদ হচ্ছে আয়লা শহর, লোহিত সাগরের তীরে মাদইয়ান ও তূর পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিলো। নদীর তীরে বসবাস করার ফলে সেখানকার লোকেরা মৎস্য শিকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

২০১. আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের জন্যে শনিবার দিন শিকার করা হারাম করেছিলেন। আয়লার অধিবাসীরা নাফরমানী এবং আল্লাহর হুকুম লংঘনে অভ্যস্ত ছিলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর পরীক্ষা হতে থাকে। শনিবার দিন নদীতে অনেক মাছ দেখা দিতো। এ মাছগুলো পানির ওপরে সাঁতার কাটতে থাকতো। অন্যান্য দিনে এ মাছগুলো দেখা যেতো না। এ অবস্থায় আয়লাবাসী সবর করতে পারেনি। তারা আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে বাহানা কৌশল করতে থাকে। তারা হাউয বানিয়ে নদীর সাথে সংযোগ করে দেয়। শনিবার মাছ তাদের হাউযে আসলে বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দিতো। পরদিন রোববার মাছগুলো ধরতো। তাদের ধারণা মতে, এতে শনিবার মাছ ধরা হতো না। নাউযুবিল্লাহ, এ আচরণ দ্বারা তারা যেন আল্লাহকে ধোকা দিতে চাইতো। অবশেষে তাদের দুনিয়াতেই এর শাস্তি ভোগ করে। তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে নিকৃষ্ট বানরে পরিণত করে দেয়া হয়। এ থেকে প্রকাশ পায়, আল্লাহর সাথে প্রতারণা টালবাহানা চলে না।

www.icsbook.info

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا
عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ
لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ

১৬৪. (আরো স্মরণ করো,) যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছো, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে চান, অথবা (গুনাহের জন্যে) যাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন,[২০২] তারা বললো, এটা হচ্ছে তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের) একটা ওযর পেশ করা (যে, আমরা উপদেশ দিয়েছি), হতে পারে এর ফলে তারা সাবধান হবে।[২০৩] ১৬৫. অতপর যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হচ্ছিলো তা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গেলো, তখন আমি (সে দল থেকে) এমন লোকদের উদ্ধার করলাম, যারা নিজেরা গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতো, আর কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম তাদের– যারা যুলুম করেছে, তাদের নিজেদের গুনাহর জন্যে (আমি তাদের আযাব দিয়েছিলাম)।[২০৪] ১৬৬. তাদের যেসব (ঘৃণিত) কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, যখন তারা তা (ধৃষ্টতার সাথে) করে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাদের বললাম, এবার তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।[২০৫] ১৬৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক (ইহুদীদের উদ্দেশে) ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এ জাতির ওপর এমন লোকদের (শক্তিধর করে) পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি[২০৬] দিতে থাকবে;

২০২. মনে হচ্ছে, তারা যখন আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে ছল-চাতুরী শুরু করে, তখন শহরের অধিবাসীরা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে। এক, সে সব লোক, যারা এ ছল-চাতুরী, বাহানা আর কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। দুই, উপদেশদাতা– যারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের বিপরীতে ছলচাতুরীর পন্থা অবলম্বনকারীদের বুঝানো ও ভালো কাজের নির্দেশদানে ব্যস্ত ছিলো। তিন, সেসব লোক, যারা এক-আধ বার নসীহত করে অবশেষে নিরাশ হয়ে তাদের ঔদ্ধত্যে অবসন্ন হয়ে উপদেশ দান ছেড়ে দেয়। চার, সেসব লোক, যারা এ ঘৃণ্য কাজে অংশও নেয়নি এবং নিষেধ করার জন্য মুখও খোলেনি। তারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নীরব ছিলো। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোকেরা নিরবচ্ছিন্ন নসীহতকারীদের বলে থাকবে, এ ঔদ্ধত্যপরায়ণদের সাথে মাথা কুটাকুটি করে কেন দেমাগ খারাপ করছো। যাদের সত্য গ্রহণ করার কোনো আশা নেই, তাদের সম্পর্কে তো মনে হয় অবশ্যই দুটি বিষয়ের যে কোনো

www.icsbook.info

একটি সংঘটিত হবে। হয় আল্লাহ তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবেন, অথবা কোনো কঠোর আযাবে ফেলবেন। কারণ, তারা এখন আর কোনো নসীহত কানে তোলার মতো নয়।

২০৩. অর্থাৎ, অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্ন নসীহতকারীরা তাদের নসীহত থেকে বিরত থাকার উপদেশদানকারীদের বললো– আমাদের তাদের নসীহতদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হয়তো বুঝাতে থাকলে আশা করা যায় তারা ভয় করবে এবং নিজেদের ঘৃণ্য আচরণ থেকে বিরত হবে। অন্যথায় অন্তত আমরা আল্লাহর দরবারে ওযর-আপত্তি পেশ করতে পারবো, হে আল্লাহ, আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের বুঝাতে উপদেশ দিতে ত্রুটি করিনি। তারা না মানলে আমাদের কি দোষ? যেন এ উপদেশদাতারা প্রথমত সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলো না। দ্বিতীয়ত, তারা দৃঢ়তার সাথে আমল করে আসছিলো, নিরাশা সত্ত্বেও তাদের পিছু ছাড়েনি।

২০৪. অর্থাৎ, এই নালায়েকরা যখন সব নসীহত এমনভাবে ভুলে বসে যেন শোনেইনি, তখন আমি নসীহতকারীদের রক্ষা করে যালেমদের কঠোর আযাবে গ্রেপ্তার করি। 'আল্লাযীনা ইয়ানহাওনা আনিস সূয়ে' আয়াতাংশের শব্দের ব্যাপকতা প্রমাণ করে, যারা উপদেশে অবসন্ন হয়ে 'লেমা তায়েযূনা কাওমানিল্লাহু ....' বলছিলো, আর যারা শেষ পর্যন্ত ওয়ায-নসীহতের ধারা অব্যাহত রেখেছিলো, এ দুই শ্রেণীর লোক নাজাত পেয়েছে। কেবল যালেমরাই পাকড়াও হয়েছে। হযরত একরামা (রা.) থেকে একথাই বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন। অবশ্য যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চুপ ছিলো, আল্লাহ তায়ালাও তাদের আলোচনায় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইবনে কাসীর খুবই চমৎকার লিখেছেন–

'সুতরাং বারণকারীদের মুক্তি আর যালেমদের ধ্বংস সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, আর যারা চুপ ছিলো, তিনিও তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কারণ, প্রতিদান তো আমলেরই প্রকারভুক্ত। সুতরাং তারা কোনো প্রশংসার যোগ্য নয় যে তাদের প্রশংসা করা হবে, আর এমন কোনো বড়ো গুনাহও তারা করেনি যে তাদের নিন্দা করা যায়। অতপর তিনি একরামার উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

২০৫. শনিবার সম্পর্কিত আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকারীদের ওপর সম্ভবত আগে অন্য কোনো আযাব এসে থাকবে। তারা যখন একেবারেই সীমা লংঘন করে গেছে, তখন তাদের ঘৃণ্য বানরে পরিণত করা হয়। অথবা 'ফালাম্মা আতাও'-কে আগের আয়াত 'ফালাম্মা নাসূ মা যুক্কেরা বিহী'-এর তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ, এ ঘৃণ্য বানরে পরিণত করাই হচ্ছে সেই নিকৃষ্ট আযাব। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, বারণকারীরা শনিবারে মাছ শিকারকারীদের সাথে মেলামেশা ত্যাগ করে এবং নিজেদের ও তাদের মধ্যস্থলে প্রাচীর গড়ে তোলে। একদিন ভোরে উঠে প্রাচীরের অপর দিকে অবস্থিত মাছ শিকার সম্পর্কিত আদেশ লংঘনকারীদের কোনো আওয়ায শোনতে পেলো না। তখন তারা প্রাচীরের ওপর থেকে তাদের দেখে। তারা দেখলো, ওদের সকল ঘরেই বানর রয়েছে। তারা লোকজনকে চিনতে পেরে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করে। অবশেষে এ খারাপ অবস্থায় থেকে তিন দিনেই তারা মারা যায়।

২০৬. অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ইহুদীরা যদি তাওরাতের বিধান অনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত ঘনিয়ে আসার

www.icsbook.info

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ

فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم

بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

(একথা) নিশ্চিত,তোমার মালিক (যেমনি) সত্বর শাস্তি দান করেন, (তেমনি) তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[২০৭] ১৬৮. আমি তাদের দলে দলে বিভক্ত করে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছি,[২০৮] তাদের মধ্যে কিছু নেককার মানুষ (ছিলো), আবার তাদের কিছু (ছিলো) এর চাইতে ভিন্ন ধরনের, ভালো-মন্দ (উভয়) অবস্থার (সম্মুখীন) করে আমি তাদের পরীক্ষা নিয়েছি (এ আশায়), হয়তো তারা (কখনো হেদায়াতের পথে) প্রত্যাবর্তন করবে।[২০৯]

পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সময়ে তাদের ওপর এমন লোকদের চাপিয়ে দিতে থাকবেন, যারা তাদের খারাপ আযাবে নিক্ষেপ করে রাখবে। এখানে পরাধীনতার জীবনকেই খারাপ আযাব বলা হয়েছে। এ কারণে ইহুদী জাতি কখনো গ্রীক এবং কালদানীয়দের শাসনাধীন ছিলো, আবার কখনো বোখত নাসসারের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অবশেষে নবী করীম (স.)-এর সময় পর্যন্ত মাজুসী অগ্নিপূজারীদের করদাতা হিসাবে জীবন যাপন করেছে। অতপর তাদের ওপর মুসলিম শাসকদেরকে চাপিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা, সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত একটা জাতি হিসাবে তাদের ভাগ্যে কখনো সম্মান ও স্বাধীনতার জীবন যাপনের সুযোগ ঘটেনি এবং তারা যেখানেই বাস করেছে, অধিকাংশ শাসনকর্তার পক্ষ থেকেই কঠিন অপমান অপদস্থতা এবং ভয়ংকর কষ্ট ভোগ করেছে। ধন-দওলত কোনো কিছুই তাদের এ পরাধীনতার লানত থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। কেয়ামত পর্যন্তও দিতে পারবে না। সবশেষে এরা যখন দাজ্জালের সাহায্যকারী হয়ে বের হবে, তখন হযরত মাসীহ (আ.)-এর মুসলমান সঙ্গীদের হাতে নিহত হবে, যেমন হাদীস শরীফে ব্যক্তি হয়েছে।

২০৭. অর্থাৎ যে দুষ্টামি থেকে বিরত না হয়, আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো দুনিয়াতেই তার ওপর আযাব পাঠাতে শুরু করেন। আর যতো বড়ো অপরাধীই হোক তাওবা করে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর দান ও রহমত অসীম, ক্ষমা করতে তাঁর দেরী হয় না।

২০৮. ইহুদীদের রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেলে তারা পরস্পরে বিভেদ-বিচ্ছেদে লিপ্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কোনো সম্মিলিত শক্তি এবং শান শওকত, প্রভাব প্রতিপত্তিও অবশিষ্ট থাকেনি। তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মেরও উদ্ভব হয়। এ উম্মতের শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে এসব অবস্থার কথা শোনানো হচ্ছে।

২০৯. অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কিছু নেককার লোকও ছিলো, কিন্তু কাফের-ফাসেকের সংখ্যাই ছিলো বেশী। এ অধিকাংশের জন্যেও আমি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিতে থাকি। কখনো তাদের আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে রেখেছি। আবার কখনো বিপদে-আপদে, কঠোরতার কষ্টকর অবস্থায় ফেলেছি, যাতে অনুগ্রহ মেনে নিয়ে অথবা বিপদ কষ্ট কঠোরতার কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে তাওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

www.icsbook.info

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى
وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ
عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ
وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. (কিন্তু) তাদের (অযোগ্য) উত্তরসুরিরা (একের পর এক) এ যমীনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নিচ্ছিলো, (অপরদিকে মূর্খের মতো) বলতে থাকলো, আমাদের (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু (অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়;[২১০] (অথচ) তাদের কাছ থেকে (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! সেই কিতাবে যা আছে তা তো তারা (নিজেরা বহুবার) অধ্যয়নও করেছে; আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে তো তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি (এ বিষয়টি) অনুধাবন করো না?[২১১]

২১০. অর্থাৎ, আগের লোকদের মধ্যে তো কিছু নেককার লোকও ছিলো, কিন্তু পরবর্তীরা এমন অযোগ্য হয়েছে যে, তারা যে কিতাবের (তাওরাত শরীফ) ওয়ারিস এবং ধারক-বাহক হয়েছিলো, দুনিয়ার সামান্য সম্পদ গ্রহণ করে তাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং তা গোপন করতে এবং ঘুষ-রেশওয়াত নিয়ে তাওরাতের বিধানের বিপরীত ফায়সালা দিতে শুরু করে। এর পরও তাদের যালেমানা কৌতুক লক্ষ্য করুন। এমন সব হীন-ঘৃণ্য-জঘন্য আচরণ করেও তারা বিশ্বাস ও দাবী করে, এ সবের ফলে আমাদের ক্ষতির কোনো আশংকা নেই। আমরা তো আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র। আমরা যা কিছুই করি না কেন, তিনি আমাদের অবাঞ্ছিত আচরণ অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। এসব আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকতো, আগামীতে সুযোগ পেলে আবারও ঘুষ রেশওয়াত গ্রহণ করে পুনরায় এহেন বেঈমানীর পুনরাবৃত্তি করবে। যেন অতীত আচরণের জন্য লজ্জিত না হয়ে, ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ না করার সংকল্প গ্রহণ না করে আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে এসব দুষ্টামি-নষ্টামি এবং বেঈমানীরই পুনরাবৃত্তি করার জন্যে তারা ছিলো দৃঢ়সংকল্প। এর চেয়ে বড়ো নির্লজ্জতা ও আহমকি আর কি হতে পারে।

২১১. অর্থাৎ, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছুই আরোপ করবে না- এ মর্মে তাদের থেকে তাওরাতে যে অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছে, সে কথা কি তাদের জানা নেই? তবে কেন তারা তাওরাতের বিধানে কাট-ছাঁট করে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে? অথচ এরা তো নিজেরা কিতাবুল্লাহ (তাওরাত) পাঠ করে এবং অন্যদেরও পাঠ করায়। তবে এমন কথা কি করে বলা যায়, এর বিষয়বস্তু তাদের জানা নেই বা স্মরণ নেই। আসল কথা হচ্ছে, দুনিয়ার নশ্বর

www.icsbook.info

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ
بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾
وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓي

১৭০. অপরদিকে যারা (আল্লাহর) কিতাব (কঠোরভাবে) আঁকড়ে ধরে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে (তারা জানে), আমি কখনো সংশোধনকারীদের বিনিময় নষ্ট করি না।[২১২] ১৭১. যখন আমি তাদের (মাথার) ওপর পাহাড়কে উঁচু করে রেখেছিলাম, মনে হচ্ছিলো তা যেন একটি ছায়া, তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, তা বুঝি (এখনি) তাদের ওপর পড়ে যাবে (আমি তাদের বললাম,) তোমাদের আমি (হেদায়াত সম্বলিত) যে কিতাব দিয়েছি তা কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ করো, (এর ফলে) আশা করা যায় তোমরা (আযাব থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে।[২১৩]

রুকু ২২

১৭২. (তোমরা স্মরণ করো,) যখন তোমাদের মালিক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজেদের ওপর নিজেদের সাক্ষী

সম্পদের বিনিময়ে তারা দ্বীন- ঈমান বিক্রয় করে দিয়েছে এবং আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে নিয়েছে। তারা এতোটুকুও বোঝেনি যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, তাদের জন্যে পরকালের গৃহ ও সেখানকার সুখ-সম্ভোগ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের চেয়ে অনেক উত্তম, অনেক উন্নত। হায়! এখনো যদি তারা বুঝতে পারতো!

২১২. অর্থাৎ, তাওবা এবং অবস্থা সংস্কার-সংশোধনের দরজা এখনো খোলা রয়েছে। যারা দুষ্ট লোকদের পথ ত্যাগ করে তাওরাতের আসল হেদায়াত অনুযায়ী চলবে এবং তার হেদায়াত ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমানে কোরআন মজীদ শক্তভাবে ধারণ করবে, আল্লাহর বন্দেগী অর্থাৎ নামায ইত্যাদির হক ঠিকমতো আদায় করবে, মোট কথা, নিজের এবং অপরের সংশোধনে মনোনিবেশ করবে, আল্লাহ তাদের চেষ্টা-সাধনা বিফল করবেন না। তারা অবশ্যই নিজেদের শ্রমের সুমিষ্ট ফল ভোগ করবে ।

২১৩. অর্থাৎ, তাদের যে 'মীসাকুল কেতাব'– অংগীকার-প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, এমন গুরুত্ব সহকারে তা গ্রহণ করা হয়েছিলো, পাহাড় তুলে এনে তাদের মাথার ওপরে স্থাপন করা হয়েছিলো এবং তাদের বলে দেয়া হয়েছিলো, তোমাদের যা কিছু দেয়া হচ্ছে, অর্থাৎ তাওরাত ইত্যাদি, দৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে এবং যে উপদেশ দেয়া হয়েছে সব সময় তা স্মরণ রাখবে। এর ব্যতিক্রম করলে আল্লাহ পাহাড় নিক্ষেপ করে তোমাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন– এ কথা মনে রাখবে। এমন গুরুত্বের সাথে এবং এমন ভয়-ভীতি দেখিয়ে যে অংগীকার আদায় করা হয়েছে, দুঃখের বিষয়, তারা সে সবই সম্পূর্ণ ভুলে বসেছে। পাহাড় উত্তোলনের এ কাহিনী সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

www.icsbook.info

أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا
مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

বানিয়ে (এ মর্মে আনুগত্যের) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের মালিক নই? তারা (সবাই) বললো, হাঁ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষ্য দিলাম, (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো, আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম। ১৭৩. কিংবা (একথাও যেন না) বলো, (আল্লাহর সাথে) শেরেক তো আমাদের বাপ-দাদারা আগে করেছে– আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, বাতিলপন্থীদের কার্যক্রমের জন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?২১৪ ১৭৪. এভাবেই আমি (অতীতের) দৃষ্টান্তসমূহ তাদের কাছে খোলাখুলি বর্ণনা করি,সম্ভবত এরা (সোজা পথে) ফিরে আসবে।২১৫

২১৪. 'বিশেষ অঙ্গীকারে'র পর এখানে 'সাধারণ অংগীকার' সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। সকল সত্য আকীদা-বিশ্বাস এবং আসমানী দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব এবং সর্বাত্মক প্রতিপালন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ মূল ভিত্তির ওপরই দ্বীনের গোটা ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। যতোক্ষণ এ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা হবে না, ততোক্ষণ জ্ঞান-বুদ্ধির দিক-দর্শন এবং নবী-রসূলদের হেদায়াত কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে না। পুরো অভিনিবেশ সহকারে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যাবে, আসমানী ধর্মের সব নীতিমালা এবং তার শাখা- প্রশাখা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এ সর্বাত্মক প্রতিপালন ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপনে গিয়েই শেষ হয়; বরং সবকিছু এর আবরণেই আবৃত। সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ওহী ও ইলহাম এ সংক্ষিপ্ত বিষয়েরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। সুতরাং হেদায়াতের এ বীজ– যাকে সকল আসমানী শিক্ষার সূচনা ও সমাপ্তি, সকল রাব্বানী হেদায়াতের সামগ্রিক অস্তিত্ব বলা যেতে পারে, তা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া জরুরী ছিলো, যাতে সকলেই জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ওহী ও ইলহামের পানি সিঞ্চন দ্বারা এ বীজ ঈমান ও তাওহীদের বৃক্ষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বনী আদমের অন্তরে সূচনা লগ্নেই এ বীজ বপন না করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ মৌলিক বিষয়টির সমাধান যদি জ্ঞান-বুদ্ধির হাতে ছেড়ে দেয়া হতো, তা হলে এ বিষয়টাও নিশ্চিতই যুক্তি-প্রমাণের গোলকধাঁধায় পড়ে একটি দার্শনিক বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়তো। এরকম হলে সকলে তো দূরের কথা, অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে একমত হতে পারতো না। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, চিন্তাধারা ও যুক্তি-প্রমাণের গোলকধাঁধা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যে গিয়েই সমাপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা যেখানে বনী আদমের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করার ক্ষমতা এবং নূর এবং ওহী-ইলহাম গ্রহণ করার যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, সেখানে তাদের প্রকৃতিতেই এ মৌলিক বিশ্বাসের শিক্ষার বীজ বপন করেছেন, যাতে সংক্ষিপ্তভাবে সকল আসমানী হেদায়াতের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট রয়েছে। এ ছাড়া দ্বীনের ইমারতের কোনো খুঁটিই দাঁড়াতে পারে না। এ অনাদি এবং খোদায়ী শিক্ষার

www.icsbook.info

ফলেই আদম সন্তান সব যুগে এবং সকল প্রান্তেই আল্লাহ তায়ালার সর্বাত্মক প্রতিপালন নীতির আকীদা-বিশ্বাসে কোনো না কোনোভাবে ঐকমত্য পোষণ করে এসেছে। আর যে গুটিকতেক লোক কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি বা আত্মিক ব্যাধির কারণে এ সাধারণ প্রকৃতিগত অনুভূতির বিরুদ্ধে আওয়ায তুলেছে, তার পরিণামে দুনিয়ার সম্মুখে এবং নিজের কাছেও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, যেমন জ্বরে আক্রান্ত রোগী সুস্বাদু খাদ্যকে তিক্ত ও বিস্বাদ বলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

যাই হোক, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষের আল্লাহর মহান প্রতিপালন বিধান সম্পর্কে ঐকমত্য এর বড়ো প্রমাণ যে, জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষের আগেই প্রকৃতির অকৃত্রিম স্রষ্টার পক্ষ থেকে আদম সন্তানকে সরাসরি এ আকীদা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অন্যথায় চিন্তাধারা ও যুক্তি-প্রমাণের পথে এমন ঐকমত্য প্রায় অসম্ভব ছিলো। বর্তমান আয়াতে আকীদা-বিশ্বাসের এ প্রাকৃতিক ঐক্যের মূল রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এটা কোরআন মজীদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সন্দেহ নেই, এ মৌলিক বিশ্বাসের শিক্ষা আমাদেরকে কখন কোথায় এবং কোন্ পরিবেশে দেয়া হয়েছে, তা আমাদের স্মরণ নেই। তা সত্ত্বেও একজন লেকচারার বা একজন রচনাকার যেমন বিশ্বাস করে, জীবনের শুরুতেই কেউ তাকে অবশ্যই কথা বলা, শব্দ উচ্চারণ করা শিক্ষা দিয়েছে, সেখান থেকে উন্নতি করে আজ সে এ পর্যায়ে পৌঁছেছে– যদিও প্রথম শব্দটি কে শিক্ষা দিয়েছে, কোথায় কখন শিখিয়েছে, শিক্ষাদান স্থান অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এমনকি নিছক শিক্ষাদানের বিষয়টিও এখন আর তার কিছুই মনে নেই। তা সত্ত্বেও তার বর্তমান অবস্থা থেকে নিশ্চিত এ বিশ্বাস জন্মে, এমনটি অবশ্যই ঘটেছে। এমনিভাবে জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে আল্লাহর প্রতিপালন আকীদায় সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ঐকমত্য হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, সৃষ্টির সূচনাকালে কোনো শিক্ষক তাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্য সে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা সংরক্ষণ করতে না পারা তা স্বীকার করে নেয়ায় কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এ অনাদি এবং প্রাকৃতিক শিক্ষার প্রভাব আজও মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে। এটি প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর দলীল-প্রমাণের সম্মুখে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করেছে। যে ব্যক্তি নিজের নাস্তিকতা এবং শেরেককে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে নিজের অবহেলা অমনোযোগিতা, বেখবরী এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণকে দায়ী করে এ জন্যে ওযর আপত্তি করে, তার মোকাবেলায় আল্লাহর এ অকাট্য প্রমাণ– যাতে মানুষের মূল প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তাকে সিদ্ধান্তকর ও চূড়ান্ত জবাব হিসাবে পেশ করা যেতে পারে।

হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের এবং তাদের থেকে অন্যান্য সন্তানদের বের করে সকলের কাছ থেকে তাঁর খোদায়ীর স্বীকৃতি আদায় করেন। অতপর পুনরায় তাদেরকে পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহকে নিরংকুশ রব বলে স্বীকার করে নিতে প্রত্যে নিজেই যথেষ্ট। পিতার অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। পিতা শেরেক করলেও পুত্রের ঈমান আনা উচিত। কারো যদি সন্দেহ হয়, সে অঙ্গীকারের কথা তো এখন আর মনে নেই, তাহলে আর লাভ কি? তবে মনে রাখতে হবে, সে অঙ্গীকারের চিন্তা সকলের অন্তরেই রয়েছে। সকলের মুখে মুখেই এটা প্রসিদ্ধ, সকলেরই স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। গোটা দুনিয়াই একথা স্বীকার করে। আর যে অস্বীকার বা শেরেক করে, সে তা করে অপূর্ণ জ্ঞানের কারণে। অতপর সে নিজেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

২১৫. 'মোযেহুল কোরআনে' আছে, এ কাহিনী ইহুদীদের শোনানো হয়েছে। কারণ, ওরা অংগীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যেমন মুখ ফিরিয়ে নেয় মোশরেকেরা।

www.icsbook.info

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ
فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ
تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلًا ࣙالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ۚ
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একজন মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি (নবীর মাধ্যমে) আমার আয়াতসমূহ নাযিল করেছিলাম, অতপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, (এক সময়) শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৬. (অথচ) আমি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে তো (ঊর্ধ্বমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী যমীনের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়লো এবং (পার্থিব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করলো, তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো তবু সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা সেটিকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে; এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, হয় তো বা তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।[২১৬] ১৭৭. যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে আসছে, তাদের উদাহরণ কতোই না নিকৃষ্ট![২১৭] ১৭৮. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান সে (সঠিক) পথ পাবে, আবার যাকে তিনি গোমরাহ করেন তারাই হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।[২১৮]

২১৬. অধিকাংশ মোফাসসেরের মতে এ আয়াতগুলো বাল'আম ইবনে বাউরা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সে ছিলো একজন আলেম ও কারামতের অধিকারী দরবেশ। অবশেষে সে আল্লাহর আয়াত এবং হেদায়াত ত্যাগ করে নারীর প্ররোচনা এবং সম্পদের লোভে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় তার কারামত চালানো এবং অপবিত্র কলুষতাপূর্ণ কর্মকৌশল প্রদর্শনে প্রস্তুত হয়। অবশ্য সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি; বরং নিজেই চিরতরে মরদূদ হয়েছে। আল্লাহর আয়াতের যে জ্ঞান বালআমকে দেয়া হয়েছিলো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা দ্বারা তাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারতেন। আর এটা তখনই সম্ভব হতো, যখন সে যদি নিজের জ্ঞান অনুযায়ী চলার এবং

www.icsbook.info

আল্লাহর আয়াতের অনুসরণ করার তাওফীক লাভ করতো, কিন্তু এমনটি হয়নি। কারণ, সে নিজেই আসমানী বরকত ও আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পার্থিব লোভ-লালসার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো। আর শয়তানও তার পেছনে পড়েছিলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে পাক্কা গোমরাহদের সারিতে প্রবেশ করে। তখন তার অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো কুকুরের মতো, যার জিহ্বা বাইরে ঝুলে থাকে এবং সব সময় হাঁপাতে থাকে। সেটির ওপর যদি বোঝা চাপানো হয়, শাসানো হয়, বা কিছুই না করে, একেবারেই স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়, সকল অবস্থায়ই সে হাঁপাবে এবং জিহবা ঝুলিয়ে রেখে হাঁপাতে থাকে। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে অন্তরের দুর্বলতার কারণে সেটি সহজে গরম বায়ু বের করতে এবং তাজা ঠান্ডা বায়ু ভিতরে প্রবেশ করাতে সক্ষম নয়। বালআমের অবস্থাও দাঁড়িয়েছিলো নীচ স্বভাবের কুকুরের মতো। হীন নীচ স্বভাব এবং নৈতিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহর আয়াত দেয়া না দেয়া এবং সতর্ক করা-না করা তার জন্য এক সমান হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'তুমি, তাদের ভয় দেখাও বা না দেখাও, এক সমান কথা। তারা ঈমান আনার নয়।' দুনিয়ার লোভ-লালসার কারণে তার জিহ্বা বাইরে লটকে পড়ে, আর আয়াত ত্যাগ করার কুফল হিসাবে উদাসীনতা এবং মনের অস্থিরতার চিত্র সর্বদা হাঁপাতে থাকার দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাচ্ছে। হতে পারে বালআমের ভিতরের অবস্থা প্রকাশ করার জন্যে কেবল একটা উদাহরণস্বরূপ এ কথা বলা হয়ে থাকবে– 'তুমি তার ওপর বোঝা চাপাও বা তাকে ছেড়ে দাও, সে হাঁপাবেই।' এও হতে পারে, দুনিয়া বা আখেরাতে তার জন্যে এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, বাহ্যিক এবং অনুভূতির দিক থেকে কুকুরের মতো তার জিহবা বাইরে লটকে থাকবে এবং সব সময় অস্থির ও ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের মতো হাঁপাতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের এ অবস্থা থেকে পানাহ দিন।

আয়াতগুলোর শানে-নুযুল যাই হোক না কেন, এখানে সেসব নফসের দাসদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে, যারা সত্য গ্রহণ বা ভালোভাবে বুঝে নেয়ার পর নিছক পার্থিব লোভ-লালসা এবং নীচ-হীন মনস্কামনার অনুসরণে আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলতে শুরু করে। আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকারের কোনোই পরোওয়া করে না। যেন এখানে ইহুদীদেরও এ বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, নিছক কিতাবী জ্ঞান তেমন কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে না, যতোক্ষণ সঠিক অর্থে তা অনুসরণ করা না হয়। 'যাদের তাওরাতের বিধান দেয়া হয়েছে কিন্তু তারা তার অনুসরণ করে না, তাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহনকারী গাধার মতো।' (সূরা জুমুয়া : আয়াত ৫)।

মন্দ আলেমদের জন্যে এসব আয়াতে বড়োই শিক্ষণীয় সবক রয়েছে।

২১৭. মোশরেক ইত্যাদির উক্তির খন্ডনে কোরআন মজীদে স্থানে স্থানে মাকড়সা, মাছি, মশা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের উদাহরণ এতোই নিকৃষ্ট যে, কোনো শোধ-বোধসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে দিতে পারে না। আর যে বেহায়া-গান্দার নিজেকে সে পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়, সে তো কেবল নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

২১৮. জ্ঞান প্রজ্ঞা কেবল তখনই মানুষের কাজে আসে, যখন আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী সঠিক জ্ঞান মতে চলার তাওফীক হয়। সোজা-সরল পথে চলার জন্যে তিনি যাকে তাওফীক দেন না, তার যতো বড়ো জ্ঞানের মর্যাদা আর যোগ্যতাই থাকুক না কেন, বুঝে নিতে হবে যে, ক্ষতি আর বিনাশ ছাড়া কিছুই তার ভাগ্যে জুটবে না। এ জন্য জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর মানুষের কখনো অহংকার করা উচিত নয়। বরং তার উচিত হচ্ছে সব সময় আল্লাহর নিকট হেদায়াত ও তাওফীক ভিক্ষা করা।

www.icsbook.info

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ

لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ

بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. বস্তুত বহু সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন২১৯ (আছে, যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যেই পয়দা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্য) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না; (আসলে) এরা হচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী পথভ্রষ্ট; এসব লোকেরাই (মারাত্মক) উদাসীন।২২০

২১৯. বাহ্য দৃষ্টিতে এ আয়াতটিকে 'ওয়ামা খালাকুতুল জেন্না ওয়াল এনসা ইল্লা লেইয়াবুদূন'– এ আয়াতের বিপরীত বলেই মনে হয়। এ কারণে কোনো কোনো মোফাসসের সেখানে লেইয়াবুদূনা-এর লাম গায়াত অর্থ করেছেন আর এখানে 'লেজাহান্নামা'-এ লাম আকেবাত কিংবা চূড়ান্ত লক্ষ্যের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সকলের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এবাদাত। কিন্তু যেহেতু অনেক মানুষ এবং জিন এ উদ্দেশ্য পূরণ করবে না, ফলে পরিণামে তারা জাহান্নামে যাবে। এ পরিণামের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, জাহান্নামের জন্যই যেন তাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে– 'ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা তাকে তুলে নিল যাতে সে তাদের জন্য দুশমন এবং দুঃখের কারণ হতে পারে।' (সূরা কাসাসঃ ৮) অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মতে এতটা টানাটানি করে অর্থ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। তাদের মতে উভয় স্থানেই গায়াত অর্থে লাম ব্যবহার হয়েছে। অবশ্য লেইয়াবুদূনা-এ গায়াতে তাশরীঈ বা শরীয়ত নির্ধারিত লক্ষ্য এবং লেজাহান্নামা-এ গায়াতে তাকভীনী বা প্রাকৃতিক লক্ষ্য অর্থ করা হয়েছে।

২২০. অর্থাৎ অন্তর-চোখ-কান সব কিছুই আছে। কিন্তু অন্তর দিয়ে আল্লাহর আয়াত নিয়ে চিন্তা করে না, গভীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির নিদর্শন অধ্যয়ন করে না, কবুল করার কান নিয়ে আল্লাহর কথা শুনে না। যেমনিভাবে চতুষপদ জন্তুর সকল অনুভূতিই কেবল পানাহার এবং পাশবিক বৃত্তির আওতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাদেরও সেই একই অবস্থা। দিল- দেমাগ, হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সমস্ত শক্তিই কেবল দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ এবং বস্তুগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার কাজেই নিয়োজিত করেছে। মানবীয় পূর্ণতা এবং ফেরেশতাসুলভ স্বভাব-চরিত্র অর্জনের কোনো চেষ্টা-চরিত্রই নেই। বরং ভালোভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তাদের অবস্থা এক হিসাবে চতুষপদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। চতুষপদ জন্তু তো মালিক ডাক দিলে হাযির হয়। তিনি থামালে থেমে যায়, কিন্তু যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা এতোই নিকৃষ্ট যে, কখনো মালিকের কথায় কর্ণপাত করে না। উপরন্তু জানোয়ার তো তার স্বাভাবিক শক্তি সে কাজেই ব্যয় করে, যা প্রকৃতি তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই, কিন্তু আত্মিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধনের যেসব যোগ্যতা-ক্ষমতা ওই সব লোকের মধ্যে সুপ্ত রাখা হয়েছে, ক্ষতিকর অবহেলা আর বিপথগামিতা দ্বারা তারা নিজেরা নিজেদের হাতেই সে শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে।

www.icsbook.info

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

১৮০. আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সুন্দর নামসমূহ (নিবেদিত), অতএব তোমরা সে সব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়; যা কিছু তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে, অচিরেই তার যথাযথ ফল তাদের দেয়া হবে।[২২১] ১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মাঝে (আবার) এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং (সেমতে) নিজেরাও (নিজেদের জীবনে) ইনসাফ কায়েম করে।[২২২]

রুকু ২৩

১৮২. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ক্রমে ক্রমে আমি তাদের এমনভাবে (ধ্বংসের দিকে ঠেলে) নিয়ে যাবো,তারা (তা) টেরও পাবে না। ১৮৩. আমি তাদের (বিদ্রোহের) জন্যে অবকাশ দিয়ে রাখবো এবং (এ ব্যাপারে) আমার কৌশল (কিন্তু) অত্যন্ত শক্ত।[২২৩]

২২১. গাফেলদের অবস্থা আলোচনার পর মোমেনদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা গাফলত অবলম্বন করবে না। গাফলত দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। সুতরাং তোমরা সব সময় তাঁকে ভালো নামে ডাকবে এবং উত্তম গুণাবলীতে স্মরণ করবে। যারা তাঁর নাম এবং গুণাবলীর ব্যাপারে বাঁকা পথ ও পন্থা অবলম্বন করে, তাদের থেকে দূরে থাকবে। তারা যেমন কাজ করবে তেমনি ফল ভোগ করবে। আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে বাঁকা পথ অবলম্বন করা হচ্ছে, আল্লাহ সম্পর্কে এমন নাম এবং গুণাবলী প্রয়োগ করা, শরীয়ত যার অনুমতি দেয় না এবং যা আল্লাহ তায়ালার সম্মান মর্যাদার যোগ্য নয়। বা তাঁর জন্যে নির্ধারিত নাম এবং গুণাবলী গায়রুল্লাহ সম্পর্কে প্রয়োগ করা, তার অর্থ বর্ণনায় নীতিহীন ব্যাখ্যা এবং টানা-হেঁচড়া করা, বা গুনাহ -মা'সিয়াতের কাজে যেমন সেহের যাদু ইত্যাদি প্রসঙ্গে তা ব্যবহার করা। এ সবই হচ্ছে বাঁকা পন্থা অবলম্বন করা।

২২২. এ হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদী, যারা সব রকম হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বাঁকা পন্থা অবলম্বন থেকে দূরে থেকে সততা, ইনসাফ এবং মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করেছে আর সে দিকে অন্যদেরও আহবান জানায়। পরবর্তী আয়াতে এ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং সত্য অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

২২৩. অবিশ্বাসী অপরাধীদের অনেক সময় তৎক্ষণাত শাস্তি দেয়া হয় না। বরং তাদের জন্য দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং প্রাচুর্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়। এমনকি তারা খোদায়ী শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে অপরাধ সংঘটনে আরও তৎপর হয়ে ওঠে।

এমনিভাবে যে চূড়ান্ত শাস্তি তাদের ওপর প্রয়োগ করার ছিলো, তারা ধীরে ধীরে এবং প্রকাশ্যে পরিপূর্ণরূপে নিজেদের সে শাস্তির যোগ্য করে তোলে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ

www.icsbook.info

مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي

مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن

يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن

يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তা করে দেখে না! তাদের সাথী (মোহাম্মদ) কোনো পাগল নয়; সে তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। ১৮৫. তারা কি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের (বিষয়টির) দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে না এবং তাকিয়ে দেখে না– আল্লাহ তায়ালা এখানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তার প্রতি– এখানে,) তাদের (অবস্থানের) মেয়াদও হয়তো নিকটবর্তী হয়ে এসেছে,[২২৪] অতপর আর কোন্ কথা আছে যার পর এরা ঈমান আনবে?[২২৫] ১৮৬. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথহারা করে দেন তাকে পথে আনার আর (দ্বিতীয়) কেউই নেই; তিনি তো তাদের (সবাইকেই) তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেন।[২২৬]

থেকে ঢিল দেয়া– কোরআন মজীদের ভাষায় এস্তেদরাজ। তারা বোকামি ও নির্লজ্জতাবশত মনে করে, আমাদের ওপর বুঝি মেহেরবানী হচ্ছে। অথচ চূড়ান্ত শাস্তির জন্যই তাদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। একেও আল্লাহর 'কায়দ' বা গোপন তদবীর বলা হয়েছে তা হলো, এমন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, যার যাহের হচ্ছে রহমত, কিন্তু বাতেন হচ্ছে কহর ও আযাব। সন্দেহ নেই, আল্লাহর কৌশল হচ্ছে অত্যন্ত মযবুত এবং পাকাপোক্ত, কোনো কৌশল আর কোনো তদবীরেই তা ঠেকানো যাবে না।

২২৪. অর্থাৎ, অবশেষে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার এবং তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কারণ কি? এ আয়াতগুলো যিনি নিয়ে আসেন, তিনি তো নাউযু বিল্লাহ কোনো নির্বোধ বা পাগল নন। তিনি গোটা জীবনটাই তো তোমাদের সামনে কাটিয়েছেন। তাঁর ছোটো-বড়ো সব অবস্থাই তোমরা জানো। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি এবং আমানত-দিয়ানত পূর্ব থেকেই স্বীকৃত ও পরিচিত। যাঁর নিকট থেকে তিনি এ আয়াতগুলো নিয়ে এসেছেন, তিনি তো হচ্ছেন সারা জাহানের মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি এবং সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা এবং তাঁর সৃষ্ট ছোটো-বড়ো সব কিছুতে চিন্তা করলে এ সব প্রাকৃতিক নিদর্শন নাযিল করা আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করবে। অতপর আল্লাহর আয়াত মেনে নিতে কি ওযর-আপত্তি বাকী থাকতে পারে? তাদের বুঝা উচিত, সম্ভবত তাদের মৃত্যু বা ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখন তাদের উচিত হচ্ছে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

২২৫. অর্থাৎ, তারা যদি কোরআনের আয়াতের প্রতিই ঈমান না আনে, তবে দুনিয়ায় এমন কোন্ বিষয়, এমন কোন্ বাণী আছে, যার প্রতি তাদের ঈমান আনার আশা করা যেতে পারে? সুতরাং বুঝে নিতে হবে, এ হতভাগ্যদের তাকদীরে ঈমানের দওলত লেখাই নেই।

২২৬. হেদায়াত ও গোমরাহী সব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারে। তিনি না চাইলে হেদায়াতের সকল আয়োজন-উপকরণই ব্যর্থ হবে। মানুষ কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারবে

www.icsbook.info

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕۘ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. তারা তোমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) বলো, এ জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডল ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই;[২২৭] তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে, মনে হয় তুমি বুঝি বিষয়টি সম্পর্কে সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কেয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সত্যটুকু) জানে না।[২২৮]

না। হাঁ, স্বভাবতই তিনি কেবল তখনই হেদায়াতের তাওফীক দেন, যখন বান্দা নিজের ইচ্ছা এখতিয়ারে সে পথে চলতে চায়। অবশ্য যে ব্যক্তি দেখে-শুনে খারাপ ও দুষ্টামির পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহও পথ দেখাবার পর তাকে সে অবস্থায়ই ছেড়ে দেন।

২২৭. ইতিপূর্বে 'হয়তো তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে' বলে একটি বিশেষ জাতির মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কখন মৃত্যুর সময় আসবে, সে সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা নেই। এখানে গোটা দুনিয়ার মৃত্যু অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কেই যখন কেউ জানে না কখন তা আসবে, তখন গোটা বিশ্বের মৃত্যু, অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কে কে বলতে পারে, তা কখন্ কোন্ তারিখে কোন্ বছরে সংঘটিত হবে? আল্লাহ আলেমুল গায়ব ছাড়া কেউই তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। নির্ধারিত সময়ে তিনিই তা সংঘটিত করে প্রকাশ করে দেবেন, আল্লাহর জ্ঞানে তার জন্য এ সময় নির্ধারিত রয়েছে। আসমান-যমীনে তা হবে এক বিরাট ঘটনা। তার জ্ঞানও মোটেই হালকা কিছু নয়। আল্লাহ ছাড়া তা কেউই জানে না। যদিও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং বিশেষ করে আমাদের শেষ নবী তার বড়ো বড়ো নিদর্শনগুলো বলে দিয়েছেন, কিন্তু সে সব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও সম্পূর্ণ বেখবর অবস্থায় হঠাৎ করেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। বোখারী শরীফের একাধিক হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

২২৮. তাদের প্রশ্নের ধরন থেকে প্রকাশ পাচ্ছে তারা যেন আপনার সম্পর্কে মনে করে, আপনিও যেন বিষয়টির অনুসন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন এবং অনুসন্ধানের পর সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। অথচ এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্যে নির্দিষ্ট। যে বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের ভিত্তিতে বারণ করেছেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সে বিষয়ের পেছনে ছুটতেন না। আর চেষ্টা-সাধনা করে খোঁজ-খবর নিয়ে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

www.icsbook.info

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১৮৮. তুমি (আরো) বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও তো আমি নই, তবে আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয়; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (নিজের জন্যে সে জ্ঞানের জোরে) অনেক ফায়দাই হাসিল করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না,[২২৯] আমি তো শুধু (একজন নবী, জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু সে জাতির জন্যে যারা (আমার ওপর) ঈমান আনে।

রুকু ২৪

১৮৯. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার (জুড়ির) কাছে (গিয়ে) সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে, অতপর যখন (পুরুষ) সাথীটি (তার) মহিলা সাথীটিকে (দৈহিক প্রয়োজনের জন্যে) ঢেকে দিলো, তখন মহিলা সাথীটি এক লঘু গর্ভ ধারণ করলো (এবং প্রথম দিকে) সে এ নিয়েই চলাফেরা করলো; পরে যখন সে (গর্ভের কারণে ওযনে) ভারী হয়ে এলো, তখন তারা উভয়েই তাদের মালিককে ডেকে বললো, হে আল্লাহ তায়ালা, যদি তুমি আমাদের একটি সুস্থ ও পূর্ণাংগ সন্তান দান করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায়কারীদের দলে শামিল হবো। ১৯০. পরে (সত্যিই) যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি (নিখুঁত) ও ভালো সন্তান দান করলেন, তখন তারা যা কিছু (সন্তানের আকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের দেয়া হয়েছে (সে ব্যাপারেই) অন্যদের শরীক বানিয়ে নিলো, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তাদের এ শরীক বানানো থেকে অনেক পবিত্র।[২৩০]

তাদের এখতিয়ারভুক্তও নয়। তাদের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব জ্ঞান ও কামালিয়াত দান করা হয়, কৃতজ্ঞতা এবং মর্যাদার সাথে তা কবুল করে নেয়া, কিন্তু অধিকাংশ পশুসুলভ সাধারণ লোক এ কথাগুলো কি করে বুঝবে?

২২৯. এ আয়াতে বলা হয়েছে, কোনো বান্দা যতোই বড়ো হোক না কেন, তার নিজস্ব কোনো এখতিয়ার নেই, নেই কোনো সর্বব্যাপক জ্ঞান। সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু

www.icsbook.info

আলাইহে ওয়া সাল্লাম– যাঁকে আগে পরের সকল মানুষের সব জ্ঞানের অধিকারী করা হয়েছে, করা হয়েছে বিশ্বের সকল গুপ্তধনের চাবিকাঠির আমানতদার– তাঁকেও এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অন্যদের তো দূরের কথা, আমি তো আমার নিজেরই কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারি না। পারি না কোনো ক্ষতি থেকে আমার নিজেকে রক্ষা করতে, কিন্তু আল্লাহ যেটুকু চান, কেবল তার ওপরই আমার ক্ষমতা আছে। আমি যদি গায়বের সব কিছু জেনে নিতে পারতাম, তা হলে তো অনেক মঙ্গল, অনেক সাফল্য অর্জন করে নিতে সক্ষম হতাম। গায়বের জ্ঞান না থাকার কারণে যা আয়ত্তের বাইরে থেকে যেতে পারে। উপরন্তু আমাকে কখনো অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হতো না। যেমন ইফকের ঘটনায় অনেক দিন ওহী আসা বন্ধ থাকলে নবী করীম (স.)-কে অস্থিরতা ও মানসিক যাতনায় কাটাতে হয়। বিদায় হজ্জে তো তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন– 'পরে যা কিছু ঘটেছে আমি যদি পূর্ব থেকে তা জানতাম, তা হলে কোরবানীর জন্তু আমার সঙ্গে আনতাম না।' এমন অনেক ঘটনা আছে, সর্বাত্মক জ্ঞানের অধিকারী হলে যা অতি সহজেই রোধ করা সম্ভব হতো। এ সব কিছু থেকেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, হাদীসে জিবরাঈলের কোনো কোনো বর্ণনায় তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ফিরে যাওয়ার সময় পর্যন্তও আমি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে চিনতে পারিনি। যখন তিনি চলে গেছেন, তখন জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন জিবরাঈল। মোহাদ্দেসদের মতে এ ঘটনা নবী করীম (স.)-এর শেষ জীবনের। এতে কেয়ামত প্রশ্নে বলা হয়েছে– 'যিনি প্রশ্ন করছেন, তার চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি বেশী জানেন না।' যেন বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া কারো সর্বাত্মক জ্ঞান নেই। গায়বের জ্ঞান তো দূরের কথা, চোখে দেখা যায় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, এমন জিনিসের পরিপূর্ণ জ্ঞানও অর্জিত হয় আল্লাহর দান করার ফলেই। কোনো সময় তিনি না চাইলে আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতিও লোপ পেতে পারে।

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, নিজস্ব এখতিয়ার বা সর্বাত্মক জ্ঞান নবুয়তের অবশ্যম্ভাবী অংশ নয়, যেমন কোনো কোনো জাহেল ধারণা করে থাকে। অবশ্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়তের জ্ঞান অবশ্যই পরিপূর্ণ হতে হবে। আর প্রাকৃতিক জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা যার জন্য যতোটুকু ভালো মনে করেন, দান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের নবী (স.) পূর্বাপর সকলের চেয়ে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এতো বিপুল জ্ঞান দান করেছেন, যা আয়ত্ত করার সাধ্য কোনো মানুষের নেই।

২৩০. আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকেই আদম থেকে পয়দা করেছেন। আদমের সুখ-শান্তি লাভের জন্যে তাঁরই মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া অর্থাৎ হাওয়াকে। এ দুজন থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চালু হয়। পুরুষ নারীর কাছে স্বাভাবিক খাহেশ পূরণ করলে নারী গর্ভবতী হয়। গর্ভ ধারণের প্রথম দিকে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না, ওঠা-বসা, চলাফেরা স্বাভাবিকভাবেই চলে। তার পেটে কি আছে তা কে বলতে পারে? পেট ভারী হয়ে ওঠলে নারী-পুরুষ উভয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরয করে– আপন অনুগ্রহে সুস্থ সবল কাজের সন্তান দান করলে আমরা উভয়েই বরং আমার বংশধরও তোমার শোকর আদায় করবে। আল্লাহ যখন তাদের এ আকাংখা পূরণ করলেন, তখন তারা আমার দেয়া জিনিসে অন্যদের অংশ নিরূপণ করতে শুরু করে। যেমন কেউ বিশ্বাস জমিয়ে নেয়, অমুক জীবিত বা মৃত ব্যক্তি আমাদের এ সন্তান দান করেছেন। কেউ এতে নীতিগতভাবে বিশ্বাস না

www.icsbook.info

করলেও কার্যত তার নযর-নেয়ায শুরু করে দেয়, বা তার সম্মুখে সন্তানের কপাল ঠোকায় বা সন্তানের এমন নাম রাখে, যাতে শেরেকের প্রকাশ ঘটে। যেমন আবদুল ওয্যা, আবদুশ শাম্‌স্ ইত্যাদি। মোট কথা, সত্যিকার নেয়ামত ছাড়া আল্লাহ তায়ালার যে হক ছিলো, বিশ্বাস, কর্ম বা বাক্যে অন্যকে সে হক দেয়া হয়েছে। এখানে ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত, আল্লাহ তায়ালা শেরেকের সব রকম-ধরন এবং পর্যায় থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

হযরত হাসান বসরী প্রমুখের মতে এ আয়াতগুলোতে কেবল বিশেষভাবে আদম ও হাওয়ারই নয়; বরং সাধারণ মানুষের অবস্থার চিত্র অংকন করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, শুরুতে 'তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সংগিনী বানিয়েছেন' বলে ভূমিকা হিসাবে আদম ও হাওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর পর সাধারণ নারী-পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের আলোচনার পর গোটা সম্প্রদায়ের আলোচনা শুরু করার এ ধারা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যেমন বলা হয়েছে, আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (সূরা মুলক : ৫)

এ আয়াতে যে নক্ষত্রকে 'মাসাবীহ' বলা হয়েছে, তা পতনশীল নক্ষত্র নয়, যা দ্বারা শয়তানকে তাড়ানো হয়, কিন্তু মাসাবীহ বলে বাকধারাকে মাসাবীহ জাতীয় জিনিসের প্রতি পরিবর্তন করানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'জাআলা লাহু শুরাকাআ' বাক্যাংশে কোনো জটিলতা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ অতীত মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতগুলোতে কেবল আদম-হাওয়ার কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে।

কথিত আছে, ইবলীস একজন ভালো মানুষের ছবি ধরে হযরত হাওয়ার কাছে আসে এবং প্রতারণা করে তার কাছ থেকে এ ওয়াদা নেয়, পুত্র সন্তান হলে তার নাম রাখবে আবদুল হারেস। হাওয়া এ ব্যাপারে হযরত আদম (আ.)-কেও রাযি করান। শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উভয়ে মিলে তার নাম রাখেন আবদুল হারেস। হারেস ছিলো ইবলীসের নাম। ফেরেশতাদের মধ্যে তাকে এ নামেই ডাকা হতো। এটা জানা কথা, নামে আভিধানিক অর্থ ধর্তব্য নয়। আর তা হলেও আবদুল হারেস অর্থ শয়তানকে মাবুদ মনে করে তার পূজা করা নয়। আরবরা একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিকে বলে আবদুয যাইফ বা মেহমানের দাস। এর কখনো এ অর্থ হয় না, মেযবান মেহমানের পূজা করে।

আবদুল হারেস নাম রাখার এ ঘটনা সত্য হলেও এমন কথা বলা যায় না, আদম আলাইহিস সালাম শেরেক করেছিলেন। শেরেক করা তো আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিষপাপ হওয়ার মর্যাদা পরিপন্থী। অবশ্য এটা সত্য, শিশুর এমন নাম রাখা, যা থেকে বাহ্যিকভাবে শেরেকের গন্ধ আসে, মাসুম নবীর মহান শান এবং তাওহীদের মূল ধারার বিচারে উচিত নয়। কোরআন মজীদে স্বভাবতই নৈকট্য-ধন্য নবীদের সামান্যতম পদস্খলন এবং সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তিকেও 'নেককারদের পুণ্য ও নৈকট্যধন্যদের জন্য পাপকর্ম'– এ নীতি অনুযায়ী কঠোরভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কাহিনীতে বলা হয়েছে 'এবং সে মনে করেছিলো, আমি তাকে সংকটে ফেলবো না।' অথবা বলা হয়েছে– 'অবশেষে যখন রসূলরা নিরাশ হলো এবং ভাবলো, তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে।' কোনো কোনো তাফসীরকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে হযরত আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদার বিচারে নাম রাখার এ সন্দেহজনক শেরেককে কঠোরভাবে এ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে– 'আল্লাহর দেয়া জিনিসে তাঁর সঙ্গে শরীক করতে শুরু করে।' অর্থাৎ, যে নাম

www.icsbook.info

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ
نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا
يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ

১৯১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার) সাথে এমন কিছুকে শরীক (মনে) করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়! ১৯২. তারা তাদের কাউকে কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা নিজেদেরও কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না।[২৩১] ১৯৩. তোমরা যদি এ (মূর্খ) লোকদের হেদায়াতের পথের দিকে আহবান করো, তারা তোমাদের কথা শুনবে না, (তাই) তোমরা তাদের হেদায়াতের পথে ডাকো কিংবা চুপ করে থাকো– উভয়টাই তোমাদের জন্যে সমান কথা। ১৯৪. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের (সাহায্যের জন্যে) ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই কতিপয় বান্দা, তোমরা তাদের ডেকেই দেখো না, তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া। ১৯৫. তাদের কি কোনো পা আছে যার (ওপর ভর) দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি কোনো (ক্ষমতাধর) হাত আছে যা দিয়ে তারা সব কিছু ধরতে পারে, কিংবা তাদের কি কোনো চোখ আছে যা দিয়ে তারা (সব কিছু) দেখতে পারে, কিংবা আছে তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে!

থেকে শেরেকের ধারণা জন্ম দিতে পারে, এমন নাম রাখা তাঁর শানের উপযোগী ছিলো না। যদিও আসলে এটা কোনো শেরেক ছিলো না। সম্ভবত এ জন্যই 'ফাকাদ আশরাকা' (অতপর তারা দু'জন শেরেক করেছে) ইত্যাদি কোনো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছেড়ে এ দীর্ঘ শিরোণাম ব্যবহার করা হয়েছে– 'জাআলা লাহু শুরাকাআ ফীমা আতাহুমা'। আল্লাহই ভালো জানেন।

হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর বলেছেন, তিরমিযী শরীফে আবদুল হারেস নাম রাখা সংক্রান্ত যে মারূফ হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে, তিনটি কারণে সেটি ক্রুটিপূর্ণ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যেসব আছার, অর্থাৎ সাহাবীদের উক্তির উল্লেখ রয়েছে, সম্ভবত তা আহলে কিতাবের বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

২৩১. আগে এক ধরনের শেরেকের উল্লেখ ছিলো। তার সাথে সামঞ্জস্যের কারণে এ আয়াতগুলোতে মূর্তিপূজার খন্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, যে কাউকে সৃষ্টি করতে পারেনি; বরং সে নিজেই তোমাদের বানানো, সে কি করে তোমাদের আল্লাহ বা মাবুদ হতে পারে?

www.icsbook.info

قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ
الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

তুমি বলো, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, এরপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, (ষড়যন্ত্র করার সময়) আমাকে কোনো অবকাশও দিয়ো না।[২৩২] ১৯৬. (তুমি তাদের বলো,) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি হামেশাই ভালো লোকদের অভিভাবকত্ব করেন।[২৩৩] ১৯৭. তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, (এমন কি) তারা নিজেদেরও কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না।

২৩২. তোমরা যেসব মূর্তি-প্রতিমাকে মাবুদ- উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো এবং খোদায়ীর অধিকার দিয়েছো, তারা তোমাদের কি কাজে আসবে, তারা তো নিজেদেরই রক্ষা করতেই সক্ষম নয়। যেসব মহত্ত্ব-পূর্ণতার কারণে এক সৃষ্টি অপর সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে, সৃষ্টজীব হিসাবে তারা সে সব থেকে বঞ্চিত। যদিও তোমরা তাদের বাহ্যিক হাত-পা-কান সব কিছুই বানিয়ে রেখেছো, কিন্তু এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সে শক্তি নেই, যার কারণে সেগুলোকে অঙ্গ বলা যেতে পারে। এসব কৃত্রিম পা দ্বারা সেগুলো তোমাদের ডাকে হাযির হতে পারে না, হাত দ্বারা কোনো কিছু ধরতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পারে না, কর্ণ দ্বারা শুনতে পারে না। ডাকতে ডাকতে তোমাদের গলা ফেটে গেলেও তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায় না, ডাকে সাড়া দিতে পারে না। তোমরা তাদের সম্মুখে হাযির হও বা চুপ থাকো, উভয়ই এক সমান। এতে কোনোই কল্যাণ সাধিত হবে না। যেসব জিনিস অপরের সৃষ্টি এবং অন্যের মালিকানাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মতোই অচল-অক্ষম; বরং নিজেদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়েও অনেক নিকৃষ্ট। সে সব জিনিসকে আল্লাহ বানানো এবং এ জন্যে প্রতিবাদকারীকে ক্ষতির হুমকি দেয়া সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। মক্কার মোশরেকরা নবী করীম (স.)-কে বলতো, আপনি আমাদের মূর্তির সাথে বেয়াদবী করা ছেড়ে দিন। অন্যথায় আপনার ওপর তারা কি আযাব নিয়ে আসবে কে বলতে পারে। 'আর তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়।' (সূরা ঝুমার : ৩৬)

'বলো, তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো' বলে তারই জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের সকল শরীক অংশীদারকে ডেকে আনো এবং আমার বিরুদ্ধে সব পরিকল্পনা, সব কৌশল পরিপূর্ণ করো, অতপর আমাকে এক মিনিটও অবকাশ দিও না, আমি দেখবো তোমরা আমার কি ক্ষতিটা করতে পারো।

২৩৩. অর্থাৎ, যিনি আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং আমাকে নবুওতের দায়িত্বে অভিষিক্ত করেছেন, তিনিই সারা বিশ্বের মোকাবেলায় আমার সাহায্য-সহায়তা করবেন, আমাকে হেফাযত করবেন। কারণ, তিনি স্বীয় নেক বান্দাদের সহায়তা ও হেফাযত করে থাকেন।

www.icsbook.info

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

১৯৮. তোমরা যদি (কখনো) তাদের হেদায়াতের পথে আসার আহ্বান জানাও, তবে তারা শুনতেই পাবে না; (কথা বলার সময়) যদিও তুমি দেখছো, তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু এরা (সত্য) দেখতেই পায় না।[২৩৪] ১৯৯. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো। ২০০. কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, সাথে সাথেই তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।[২৩৫] ২০১. (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

২৩৪. অর্থাৎ, বাহ্যিক চক্ষু থাকলেও তাতে দৃষ্টিশক্তি কোথায়?

২৩৫.'খুযিল আফওয়া' বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। অধিকাংশ অর্থেরই সারকথা হচ্ছে, কঠোরতা অবলম্বন এবং কঠোর মেযাজ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) এর তরজমা করেছেন 'ক্ষমার অভ্যাস'। বিগত কয়েকটি আয়াতে মূর্তিপূজা যে বোকামি ও অজ্ঞতার কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাতে জাহেল মোশরেকরা ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কোনো অসমীচীন আচরণ করতে পারে, কোনো কটুবাক্য উচ্চারণ করতে পারে। এ জন্যে হেদায়াতদান করা হয়েছে, ক্ষমা ও মার্জনার অভ্যাস গড়ে তুলবে। উপদেশদান থেকে বিরত থাকবে না। যুক্তিসঙ্গত কথা বলে যাবে এবং জাহেলদের থেকে দূরে থাকবে। অর্থাৎ, তাদের অজ্ঞতাসুলভ আচরণে রোজ রোজ জড়িয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন সময় আসবে সামান্য সময়েই তাদের সব হিসাব চুকে যাবে। আর কখনো যদি মানুষ হিসেবে তাদের কোনো আচরণে কোনো কর্মকান্ডে আপনার ক্রোধ জন্মে আর বিতাড়িত শয়তান দূর থেকে কাঠি নেড়ে আপনাকে এমন সব কাজে জড়িয়ে ফেলতে চায়, যা সমীচীন নয় বা আপনার মহান চরিত্র এবং জ্ঞান ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী, তবে আপনি তৎক্ষণাত আল্লাহর কাছে পানাহ তলব করুন। আপনার নিষ্কলুষতা ও মর্যাদার সামনে শয়তানের কোনো চক্রান্তই কার্যকর হবে না। কারণ, মহান আল্লাহ সকল আশ্রয়প্রার্থীর ফরিয়াদ শোনেন এবং সকলের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তিনিই আপনার হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

www.icsbook.info

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ

بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۗ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০২. তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের বিদ্রোহের পথেই টেনে নিয়ে যেতে চায়, অতপর তারা (এ জন্যে চেষ্টার) কোনো ত্রুটি করে না।[২৩৬] ২০৩. (আবার) যখন তুমি (কিছু দিন পর) তাদের কাছে কোনো আয়াত এনে হাযির না করো, তখন তারা বলে, ভালো হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে! তুমি বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার মালিকের কাছ থেকে আমার কাছে নাযিল হয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন) নিদর্শন ও দলিল, যারা ঈমান এনেছে (এ কিতাব) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।[২৩৭]

২৩৬. আগে তো কেবল নবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশে সকলেই শামিল ছিলো। এখন সাধারণ মোত্তাকী-পরহেযগারদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, সাধারণ মোত্তাকীদের কাছে শয়তানের আগমন অসম্ভব নয়। তাদের শয়তানের স্পর্শও অসম্ভব কিছু নয়। অবশ্য মোত্তাকীদের শান হচ্ছে, তারা শয়তানের প্ররোচনায় দীর্ঘ গাফলতে- উদাসীনতায় অমনোযোগিতায় পড়েন না; বরং সামান্য গাফলতে পড়েই আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁরা জেগে উঠে। সামান্য হোঁচট খেয়েই সচকিত হয়ে ওঠে। তখনই তাদের চক্ষু খুলে যায়। গাফলতের পর্দা দূর হয়ে যায়। ভালো-মন্দের পরিণতি সম্মুখে আসে। অসমীচীন আচরণ থেকে তারা তৎক্ষণাত ফিরে আসে। অবশ্য যারা মোত্তাকী নয়, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই এবং যাদের শয়তানের চেলা বলা যায়, তাদের অবস্থা হচ্ছে, শয়তান সর্বদা তাদের গোমরাহীতে টেনে নিয়ে যায়। এ টানা-হেঁচড়ায় শয়তান একটুও ত্রুটি করে না। আর তারাও শয়তানের অনুসরণে কোনো ত্রুটি করে না। এমনিভাবে শয়তানের ঔদ্ধত্য তারা আরও বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু মোত্তাকীদের অবস্থা হচ্ছে যে, শয়তান যখনই তাদের উত্ত্যক্ত করে, তারা তৎক্ষণাত আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। এতে একটুও বিলম্ব করে না। অন্যথায় গাফলতে ডুবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীকও হবে না।

২৩৭. ওহীর আগমনে বিলম্ব ঘটলে কাফেররা উপহাস করে বলতো, এখন কেন কোনো আয়াত রচনা করে আনো না? গোটা কোরআনই তো তোমার রচনা (নাউযু বিল্লাহ)। কখনো নবী করীম (স.)-কে উত্ত্যক্ত করার জন্যে তারা এমন কিছু নিদর্শন-মোজেযা দাবী করতো যা দেখানো আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তিনি সে সব নিদর্শন দেখাতে অপারগতা প্রকাশ করতেন। তারা বলতো, তোমার আল্লাহকে বলে কেন আমাদের তলব করা নিদর্শন বাছাই করে আনো না? তাদের উভয় উক্তির জবাবে বলা হয়েছে, নবীর কাজ এ নয় যে, নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, বা মানুষের কথায় পড়ে আল্লাহর কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করবে, যা দেয়া আল্লাহর প্রজ্ঞার পরিপন্থী বা তাঁর কাছে যা চাওয়ার অনুমতি নেই।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

২০৪. যখন (তোমার সামনে) কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন (মনোযোগের সাথে) তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।[২৩৮] ২০৫. (হে নবী,) স্মরণ করো তোমার মালিককে মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায় সবিনয়ে ও সশংক চিত্তে, অনুচ্চ স্বরের[২৩৯] কথাবার্তা দিয়েও (তাঁকে তুমি স্মরণ করো), কখনো গাফেলদের দলে শামিল হয়ো না। ২০৬. নিসন্দেহে যারা তোমার মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে আছে, তারা কখনো অহংকার করে তাঁর এবাদাত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তাসবীহ করে এবং তাঁর জন্যে সাজদা করে।[২৪০]

নবীর কাজ তো হচ্ছে কেবল, আল্লাহ যা কিছু ওহী করেন তা কবুল করা, তদনুযায়ী আমল করা এবং অন্যদেরও অনুরূপ আমল করার জন্যে দাওয়াত দেয়া। অবশ্য তোমরা আমার কাছে যে অবতারিত বা প্রাকৃতিক নির্দশন দাবী করছো, সে ক্ষেত্রে কোরআনের চেয়ে বড়ো কোন্ নিদর্শন হতে পারে, এর চেয়ে আর কোন্ মোজেযা বড়ো হতে পারে, যা গোটা বিশ্বের জন্যে দিব্যজ্ঞান এবং তত্ত্ব-তথ্যের অনুপম ভান্ডার, ঈমানদারদের জন্য যাতে নিহিত থাকতে পারে সব রকমের হেদায়াত ও রহমত। তোমরা তাই মেনে নেয়ার জন্যে কখন তৈরী ছিলে যে, ফরমায়েশী নিদর্শন মেনে নেবে?

২৩৮. কোরআন যখন এমনই অমূল্য সম্পদ এবং জ্ঞান ও হেদায়াতের খনি, তখন শ্রোতাদের জন্যে তার হক হচ্ছে, সম্পূর্ণ মনে-প্রাণে সেদিকে মনোনিবেশ করতে হবে। অভিনিবেশ সহকারে তার হেদায়াতের কথা শুনবে এবং সব রকমের কথাবার্তা, শোরগোল, চিন্তা-চেতনা বাদ দিয়ে আদবের সাথে চুপ থাকবে, যাতে আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানীর ভাগী হতে পারে। কাফেররা যদি এভাবে কোরআন শ্রবণ করে, তবে আল্লাহর রহমতে ঈমানের ভাগী হওয়া কি অসম্ভব ব্যাপার? আগে থেকেই মুসলমান হয়ে থাকলে ওলীতে পরিণত হবে। অথবা কমপক্ষে এ কাজের পুণ্যের ভাগী হবে।

এ আয়াত থেকে ওলামায়ে কেরাম এ মাসআলাও বের করেছেন, ইমাম নামাযে কেরাআত পাঠ করলে মোক্তাদীদের চুপ থেকে শোনা উচিত। যেমন আবু মূসা (রা.) এবং আবু হোরায়রা (রা.)-এর হাদীসে নবী করীম (স.) বলেছেন– 'ইমাম যখন নামাযে কেরাআত পাঠ করেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।' এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। সহীহ মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২৩৯. বড়ো যেকের তো হচ্ছে কোরআন মজীদ। এখানে তার আদব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখন আল্লাহর সাধারণ যেকের-এর কিছু আদব সম্পর্কে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, আল্লাহর সাধারণ যেকের-এর আসল প্রাণসত্তা হচ্ছে, মুখে যা উচ্চারণ করবে অন্তরে তার ধ্যান করবে। যাতে যেকের-এর পূর্ণ উপকার প্রকাশ পায় এবং মুখ ও অন্তর উভয় অঙ্গই আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হতে পারে। যেকের করার সময় অন্তর বিগলিত হওয়া উচিত। সত্যিকার আগ্রহ এবং ভয়ের সাথে আল্লাহকে ডাকবে। যেমন কোনো তোষামোদকারী ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি কাউকে ডেকে থাকে। যেকেরকারীর ভঙ্গি, আওয়ায এবং অবস্থায় বিনয় ও ভয়ের রং অনুভূত হওয়া উচিত। যেকের এবং যাঁর যেকের করা হচ্ছে, তাঁর আযমত ও জালালের ফলে আওয়ায ক্ষীণ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। 'আর দয়াময়ের সামনে সকল শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, সুতরাং তুমি মৃদু গুঞ্জনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবে না।' (সূরা ত্বাহা : ১৮)

এ কারণে যেকের করার সময় বেশী চিৎকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। ক্ষীণ কণ্ঠে চুপিসারে বা প্রকাশ্যে আল্লাহর যেকের করলে আল্লাহও তার যেকের করবেন। আশেকের জন্য এরে চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?

২৪০. অর্থাৎ রাত-দিন বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হবে না। নৈকট্যধন্য ফেরেশতাদের যখন তাঁর বন্দেগীতে কোনো লজ্জা নেই; বরং সর্বদা তাঁর এবাদতে নিয়োজিত থাকেন, তাঁকেই সাজদা করেন, তখন তাঁর যেকের, এবাদাত ও সাজদা থেকে গাফেল না হওয়া মানুষের জন্যে তো আরও বেশী জরুরী। তাই এ আয়াত পাঠ করে সাজদা করা কর্তব্য।

সূরা আ'রাফের তাফসীর সমাপ্ত

www.icsbook.info

সূরা আল আনফাল[১]

আয়াত ৭৫ রুকু ১০

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①

১. (হে মোহাম্মদ,) লোকেরা তোমার কাছে (যুদ্ধলব্ধ ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত) অতিরিক্ত (মাল-সামান) সম্পর্কে (আল্লাহ তায়ালার হুকুম) জানতে চাচ্ছে; তুমি (তাদের) বলো, (এ) অতিরিক্ত সম্পদ হচ্ছে (মূলত) আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং (তাঁর) রসূলের জন্যে, অতএব (এ ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ নির্দেশের আলোকে) নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন করে নাও, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার (অর্থে) মোমেন হও!

১. এ সূরা বদর যুদ্ধের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে। মক্কার তের বছরের জীবনে মোশরেকরা মুষ্টিমেয় মুসলমানের প্রতি যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিলো আর মুসলমানরা যে অসীম ধৈর্য-স্থৈর্য এবং অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা-স্থিরতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তা বরদাশ্ত করেছিলো, তা দুনিয়ার ইতিহাসের এক নযিরবিহীন ঘটনা। কোরায়শ এবং তাদের সহযোগীরা যুলুম-সিতমের কোনো দিকই বাকী রাখেনি। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এই বর্বর যালেমদের বিরুদ্ধে হাত তোলার অনুমতি দেননি। ধৈর্যের পরীক্ষার চূড়ান্ত সীমা ছিলো, মুসলমানরা প্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে কেবল আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। যখন মোশরেকদের যুলুম-ঔদ্ধত্য এবং মুসলমানদের অসহায়তা ও নির্যাতন সীমা ছেড়ে যায়, অপরদিকে ঈমানদারদের অন্তর দেশ, জাতি, স্ত্রী-পুত্র, পরিজন, বিষয়-সম্পত্তি এক কথায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুর সম্পর্ক থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে কেবল আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ভালোবাসা এবং তাওহীদ ও এখলাস-নিষ্ঠার দওলতে এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেন তাতে আর গায়রুল্লাহর কোনো অবকাশই ছিলো না, তখন সেই মযলুমরা দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত একাধারে কাফেরদের সব রকমের হামলা সহ্য করে আসছিলো। দেশ ত্যাগের পরও যখন তারা স্বস্তি শান্তি লাভ করতে পারেনি, তখন তাদের যালেমদের সাথে যুদ্ধ করার এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়–'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ, তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে কেবল এ কারণে, তারা বলে– আমাদের প্রতিপালক তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই।' (সূরা হজ্জ : ৩৯)

www.icsbook.info

মুসলমানদের শুরুতেই মক্কার ওপর হামলা চালাতে মক্কার আদব ও মর্যাদা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ কারণে হিজরতের পর প্রায় দেড় বছর কর্মসূচী ছিলো, শাম-ইয়ামান ইত্যাদি দেশের সাথে মক্কার মোশরেকদের যে বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে, তাতে ফাটল ধরিয়ে যালেমদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল এবং মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করা। এ প্রসঙ্গে হিজরতের প্রথম বসর আব্ওয়া, বুয়াত, ওশায়রা ইত্যাদি গাযওয়া ও সারিয়্যা সংঘটিত হয়। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় সালে মহানবী (স.) জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাণিজ্য দল সিরিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেছে। এ বাণিজ্য দলে ছিলো ৬০ জন কোরায়শী, এক হাজার উট এবং ৫০ হাজার দীনারের মাল। এ বাণিজ্য দলটি যখন সিরিয়া থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়, তখন নবী করীম (স.) এ সম্পর্কে খবর পেলেন। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম (স.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন, এ দলটিকে বাধা দেয়া যায় কিনা। তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী অনেকেই এ অভিযানে গমন করতে ইতস্তত করে। কারণ, তাদের মতে এখানে তেমন কোনো বড়ো যুদ্ধের আশংকা নেই, যার জন্যে বিরাট উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আনসারদের সম্পর্কে সাধারণত এ ধারণা করা হতো, তারা নবী করীম (স.)-এর সাথে সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তি কেবল সে ক্ষেত্রেই করেছিলেন, যখন কোনো জাতি মদীনার ওপর হামলা করতে বা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে। শুরুতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া– তা যে কোনো শর্তেই হোক না কেন, তাদের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। সমাবেশের এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) এবং আনসারদের নেতা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহসিকতাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অবশেষে নবী করীম (স.) তিনশর চেয়ে কিছু বেশী লোকের দল নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। যেহেতু কোনো বড়ো সশস্ত্র দলের সাথে সংঘর্ষে জড়ানোর সম্ভাবনা ছিলো না, এ কারণে বিপুল সংখ্যক মোজাহেদ এবং অস্ত্র ও রসদ ইত্যাদির তেমন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাৎক্ষণিক যেসব মোজাহেদ জড়ো হয়েছিলেন তাদের সহ মামুলী সামান সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। এ কারণে বোখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, ' যারা বদর যুদ্ধে শরীক হয়নি, তাদের কোনো রকম তিরস্কার করা হয়নি। কারণ, নবী করীম (স.) কেবল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন। হঠাৎ করে আল্লাহ তায়ালা যথারীতি যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

কিন্তু আবু সুফিয়ান নবী করীম (স.)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তিনি তখনই মক্কায় লোক পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে প্রায় এক হাজার লোক পূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কোরায়শের বড়ো বড়ো সরদারও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে নবী করীম (স.) জানতে পারলেন, আবু জাহল প্রমুখ বড়ো বড়ো কাফের দলপতির নেতৃত্বে মোশরেক বাহিনী ছুটে আসছে। এ অপ্রত্যাশিত অবস্থায় নবী করীম (স.) সাহাবীদের জানালেন, এখন তোমাদের সম্মুখে দুটি বাহিনী রয়েছে। বাণিজ্য কাফেলা এবং সামরিক বাহিনী। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, এ দুটি দলের কোনো একটির ওপর তোমাদের বিজয়ী করবেন। এখন তোমরাই বল, কোনো দলের প্রতি অগ্রসর হওয়া উচিত?

www.icsbook.info

... এ বিরাট সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসেনি, এ কারণে ... এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ এ মত প্রকাশ করলেন, ...ফেলার ওপর হামলা চালানো বেশী কল্যাণকর এবং সহজ হবে, কিন্তু এ মতে ...করীম (স.) সন্তুষ্ট ছিলেন না। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম উদ্দীপনাপূর্ণ জবাব দেন। অবশেষে হযরত সা'দ ইবনে মো'য়ায (রা.)-এর বক্তৃতার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সামরিক বাহিনীর মোকাবেলায় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তাই বদর নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বিরাট বিজয় দান করেন। কাফেরদের বড়ো বড়ো ৭০ জন নেতা মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। এমনিভাবে কুফরীর দর্প চূর্ণ হয়।

সূরাটিতে এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশের বর্ণনা রয়েছে। যারা মনে করেন, এ সফরে নবী করীম (স.) শুরু থেকেই কাফের বাহিনীর মোকাবেলায় বহির্গত হয়েছিলেন, যারা মদীনায় আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনও বাণিজ্য কাফেলার ওপর হামলা করার ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিলো না, আসলে তারা নিজেদের একটা মনগড়া মূলনীতির ওপর হাদীস, সীরাত গ্রন্থ এবং কোরআন মজীদের ইংগিতসূচক সমগ্র উৎসকেই কোরবান করতে চায়। যে যুদ্ধংদেহী কাফেরদের হস্তক্ষেপ থেকে মুসলমানদের জানমাল কোনো কিছুই রক্ষা পায়নি, ভবিষ্যতেও রক্ষা পাওয়ার কোনো আশাই ছিলো না, তাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করা তো জায়েয মনে করা হবে, কিন্তু তাদের বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনকে মনে করা হবে সভ্যতা ও মানবতার পরিপন্থী, এমন কথা আমাদের বোধগম্য নয়। অর্থাৎ, যুলুম, দুষ্টামি এবং কুফরী-অবাধ্যতার কারণে তাদের জান নিরাপদে থাকবে না, কিন্তু তাদের অর্থনীতি ও ধন-সম্পদ যথারীতি নিরাপদ থাকবে। যেন তারা বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তো বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু জীবন-জীবিকার উপকরণ থেকে বঞ্চিত হবে না। এ তো এক অবাক করার মতো বিষয়!

অবশ্য এ দাবী করা, যারা হামলা করেনি, মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর হামলা করা জায়েয নয়। এমন দাবী করা এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ, এমনটি করা কোরআনের নির্দেশ– 'যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো'-এর বিরোধী। বর্তমান ঘটনার সাথে এ নির্দেশের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, মক্কার কাফেররা ইতিপূর্বেই মুসলমানদের ওপর সব রকম যুলুম আক্রমণ চালিয়েছিলো এবং ভবিষ্যতের জন্য রীতিমতো হুমকি দিয়ে চলছিলো; বরং এ ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্র ও যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো– মূলত এ দাবীও যথার্থ নয়। কারণ, এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো হিজরতের প্রথম দিকে। এরপর অন্যান্য আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে সাধারণ যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এও ভেবে দেখার বিষয়, হামলাকারীদের প্রতিহত কর–কেবল এটুকু বলার ফলে জরুরী হয়ে পড়ে না যে, কোনো অবস্থায়ই হামলা করার অনুমতি নেই।

আমার বন্ধু এবং এ তাফসীর রচনায় আমার সহকারী মওলবী মোহাম্মদ ইয়াহইয়া 'আল জেহাদুল কাবীর' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমিও 'আশ-শেহাব' সাময়িকীতে এ বিষয়ে কিছু মোদ্দা কথা আলোচনা করেছি। সময় সুযোগমতো এ তাফসীরেও স্থানে স্থানে তা আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.icsbook.info

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤

২. আসলে মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা (সব সময়) তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে। ৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে। ৪. (মূলত) এ (গুণসম্পন্ন) লোকগুলোই হচ্ছে সত্যিকার মোমেন, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা) রয়েছে।[২]

২. বদর যুদ্ধে যে গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ। যেসব নওজোয়ান সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা সব মালে গনীমত তাদের নিজেদের হক বলে মনে করতেন। যেসব বয়স্ক লোক নওজোয়ানদের পেছনে ছিলে, তাদের বক্তব্য ছিলো যেহেতু আমাদের ছত্রছায়ায়ই বিজয় অর্জিত হয়েছে, তাই গনীমতের মাল আমরাই পাবো। যে দলটি নবী করীম (স.)-এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলেন, তারা নিজেদের গনীমতের মালের যথার্থ যোগ্য অধিকারী মনে করতেন। এ আয়াতগুলোতে বলে দেয়া হয়েছে, কেবল আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই বিজয় অর্জিত হয়েছে। অন্য কারো ছত্রছায়ায় এবং গায়ের জোরে বিজয় হয়নি। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন গনীমতের মালের মালিক। রসূল হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের মাধ্যমে যেভাবে হুকুম দেন, গনীমতের মাল সেভাবে বন্টন হওয়া উচিত (এ হুকুম সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)। সত্যিকার মুসলমানের কাজ হচ্ছে সব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলা, নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা, সামান্য ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত না হওয়া, নিজেদের মতো এবং আবেগ বর্জন করে কেবল আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের হুকুম মেনে চলা, মধ্যখানে আল্লাহর নাম আসলে ভয়ে কেঁপে ওঠা। আল্লাহর আয়াত ও বিধানের কথা শুনলে তাদের ঈমান ও একীন আরো বেশী মযবুত হয়। এতোটা মযবুত ও শক্তিশালী হয়ে যায় যে, সব ব্যাপারেই তাদের সত্যিকার আস্থা ভরসা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ওপর অবশিষ্ট থাকে না। তাঁরই সম্মুখে দাসত্বের মস্তক অবনত করে। তাঁরই নামে মাল-দওলত উজাড় করে দেয়। মোট কথা, আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-আমল এবং মাল–সব কিছুতেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এমন লোকদেরই তো সত্যিকার ঈমানদার বলা যায়। তারা আল্লাহর নিকট নিজেদের মর্যাদা অনুযায়ী বড়ো বড়ো স্থান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। ছোটোখাটো ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের ইযযতের জীবিকায় ধন্য করা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও তাঁর দয়া অনুগ্রহের ভাগী করুন।

www.icsbook.info

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

৫. (সেভাবেই তোমাদের বের হওয়া উচিত ছিলো) যেভাবে তোমার মালিক তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনও) মোমেনদের একদল লোক (ছিলো (এ কাজের) দারুণ অপছন্দকারী। ৬. সত্য (তোমার কাছে) প্রকাশিত হওয়ার পরও এরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, (মনে হচ্ছিলো) তারা যেন দেখতে পাচ্ছিলো, ধীরে ধীরে তাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে।৩

৩. অর্থাৎ, ভেবে দেখো, এ বদর যুদ্ধে কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সাহায্য-সহায়তা এবং তাওফীক মুসলমানদের পক্ষে কার্যকর হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই তো ছিলেন, যিনি দ্বীন-ইসলামের সাহায্যের সত্যিকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর নবীকে একটা সত্য বিষয় অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে মদীনার বাইরে বদর ময়দানে এমন এক সময়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন, যখন মুসলমানদের একটা দল কোরায়শ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়াতে রাযি ছিলো না। তারা এমন একটা সত্য ও চূড়ান্ত বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করছিলো এবং হুজ্জত করছিলো, যে বিষয়টা পয়গম্বরের মাধ্যমে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে, তা নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার অটল সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের জেহাদের মাধ্যমে বিজয়ী করা। আবু জাহলের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাদের কাছে এতোই কঠিন ছিলো যেমন কারো চোখে দেখে মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা আপন তাওফীকে তাদের যুদ্ধের ময়দানে হাযির করেছিলেন এবং তাঁরই সাহায্যে বিজয়ী করে ফিরিয়ে এনেছেন। সুতরাং যেভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই এ অভিযান সম্পন্ন হয়েছে, তেমনি গনীমতের মালও তাঁরই মনে করতে হবে। তিনি তাঁর পয়গম্বরের মাধ্যমে যেভাবে বলবেন, সে ভাবেই তা ব্যয় করতে হবে।

'কামা আখরাজাকা রব্বুকা ....' আয়াতে 'কাফ' অক্ষরকে আমি কেবল সাদৃশ্য অর্থে গ্রহণ করিনি; বরং আবু হাইয়ানের গবেষণা অনুযায়ী কারণ অর্থে গ্রহণ করেছি। যেমনটি বিজ্ঞ আলেমরা 'এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে'– আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন এবং 'যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ থেকে বের করেছিলেন' আয়াতের শেষ পর্যন্ত গোটা বিষয়বস্তুকে 'আনফাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের'– আয়াতের একটা কারণ বলে সাব্যস্ত করেছি। আবু হাইয়ানের মতো 'আয়াযযাকাল্লাহু' (আল্লাহ তায়ালা তোমার সম্মানিত করেছেন) ইত্যাদি উহ্য স্বীকার করিনি। উপরন্তু আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে 'রূহুল মাআনীর' রচয়িতার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইঙ্গিত করেছি, তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ থেকে বের করে ছিলেন'–এতে কেবল গৃহ থেকে বের হওয়ার মুহূর্তটাই উদ্দেশ্য নয় বরং গৃহ থেকে বহির্গত হওয়া থেকে

www.icsbook.info

وَاِذۡ یَعِدُکُمُ اللّٰهُ اِحۡدَی الطَّآئِفَتَیۡنِ اَنَّهَا لَکُمۡ وَتَوَدُّوۡنَ اَنَّ غَیۡرَ ذَاتِ الشَّوۡکَۃِ تَکُوۡنُ لَکُمۡ وَیُرِیۡدُ اللّٰهُ اَنۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ بِکَلِمٰتِهٖ وَیَقۡطَعَ دَابِرَ الۡکٰفِرِیۡنَ ۙ﴿۷﴾ لِیُحِقَّ الۡحَقَّ وَیُبۡطِلَ الۡبَاطِلَ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ۚ﴿۸﴾ اِذۡ تَسۡتَغِیۡثُوۡنَ رَبَّکُمۡ فَاسۡتَجَابَ لَکُمۡ اَنِّیۡ مُمِدُّکُمۡ بِاَلۡفٍ مِّنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ مُرۡدِفِیۡنَ ﴿۹﴾

৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন– দুটি দলের মধ্যে একটি দল তোমাদের (করায়ত্ত) হবে, (অবশ্য) তোমরা (তখন) চাচ্ছিলে (দুর্বল) নিরস্ত্র দলটিই তোমাদের (করায়ত্ত) হোক, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন এবং (এর মাঝ দিয়ে তিনি) কাফেরদের শেকড় কেটে (তাদের নির্মূল করে) দিতে চেয়েছিলেন, ৮. (এর উদ্দেশ্য ছিলো) সত্যকে যেন (তার) সত্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং বাতিলকে যাতে করে (বাতিলের মতোই) নির্মূল করা যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা (একে) পছন্দ করেনি।[৪] ৯. (আরো স্মরণ করো,) যখন তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ফরিয়াদ পেশ করছিলে, অতপর তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হাঁ, আমি তোমাদের (এ যুদ্ধের ময়দানে) পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো।

জেহাদে শামিল হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টাই এর লক্ষ্য। যাতে 'অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি। সত্য সম্পর্কে তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়'–এসব ঘটনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটা দলের অপছন্দ তো মদীনা থেকে বের হওয়ার সময়ই প্রকাশ পেয়েছিলো। সহীহ মুসলিম এবং তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এ বিষয়টি সূরার শুরুতেই আলোচনা করেছি। সম্ভবত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাফরা নামক স্থানে শত্রু বাহিনী আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিলো। এটা অনুধাবন করতে পারলে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান হবে।

৪. মুসলমানরা বাণিজ্য দলের ওপর হামলা করতে চেয়েছিলো, যাতে কাঁটা না বিঁধে এবং অনেক সম্পদ হস্তগত হয়। আর আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিলো এ ক্ষুদ্র নিরস্ত্র দলকে একটি বৃহৎ দলের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মুখোমুখি করে তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত করে কাফেরদের মূলোৎপাটন করতে, যাতে বিস্ময়করভাবে তাদের প্রতি তাঁর ওয়াদার সত্যতা প্রকাশ পায়। কাফেরদের সামনে সত্য সত্য এবং মিথ্যা মিথ্যা বলে প্রকাশিত হয়। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েছেও তাই। বদর যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন সরদার নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে আবু জাহলও ছিলো। ৭০ জন আহত হয়েছে। এমনিভাবে কুফরীর কোমর ভেঙ্গে যায়। মক্কার মোশরেকদের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

www.icsbook.info

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾

১০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শুভ সংবাদ দেয়া ও তা দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশান্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে এটা বলেননি, (নতুবা আসল) সাহায্য তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই আসে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।[৫]

রুকু ২

১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্যে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন, যেন এ (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের ধুয়ে পাক-সাফ করতে পারেন, তোমাদের মন থেকে যেন শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে পারেন, তোমাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করতে পারেন, (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের কদম মযবুত করতে পারেন।[৬]

৫. চতুর্থ পারায় সূরা আলে ইমরানেও এ ধরনের আয়াত ছিলো। এ আয়াতের তাফসীর সেখানে দ্রষ্টব্য। অবশ্য সেখানে ফেরেশতাদের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত বলা হয়েছে। যদি একই ঘটনা হয়ে থাকে, তবে বলা হবে, প্রথমে এক হাজারের বাহিনী এসে থাকবে, অতপর অন্য বাহিনী এসে থাকবে, যার সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। সম্ভবত 'মোরদেফীন' শব্দে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬. বস্তুত বদর যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য বিরাট পরীক্ষার বিষয় ছিলো। তারা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য এবং নিরস্ত্র। তারা একটা বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরও হননি। প্রতিপক্ষে ছিলো তাদের চেয়ে তিন গুণ বেশী সংখ্যক সৈন্য। এরা বের হয়েছে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, দম্ভ-অহমিকার নেশায় মত্ত হয়ে। এটা ছিলো মুসলমান এবং কাফেরদের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ। অতপর এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাতে কাফেররা আগে থেকে ভালো জায়গা এবং পানি ইত্যাদি দখল করে নেয়। আর মুসলমানরা ছিলো নিম্নস্থানে। সেখানে বালু ছিলো বেশী। এ বালুর মধ্যে হাঁটতে গেলে পা ডুবে যেতো। ধুলাবালিও তাদের অস্থির করে তুলেছিলো। পানির অভাবে একদিকে অযু-গোসলের কষ্ট, অপরদিকে পিপাসা তাদের অস্থির করে তুলেছিলো। এসব দেখে মুসলমানরা ভয় পেয়ে যায়, কারণ এসব তো হচ্ছে পরাজয়ের বাহ্যিক লক্ষণ। শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তোমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহর মকবুল বান্দা হয়ে থাকলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করতেন। এমন অস্থির নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

www.icsbook.info

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن
يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ
وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

১২. (তাও স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক ফেরেশতাদের কাছে (এই মর্মে) ওহী পাঠালেন, আমি তোমাদের সাথেই আছি, অতএব তোমরা মোমেনদের সাহস দাও (তাদের কদম অবিচল রাখো); অচিরেই আমি কাফেরদের মনে দারুণ এক ভীতির সঞ্চার করে দেবো, অতএব তোমরা (তাদের) ঘাড়ের ওপর আঘাত হানোএবং তাদের (হাড়ের) প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো। ১৩. এ (কাজ)-টা এ কারণে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় নেমেছে, আর যারাই (এভাবে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে (তাদের জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা আযাবদানে অত্যন্ত কঠোর। ১৪. (হে কাফেররা,) এ হচ্ছে তোমাদের (যথার্থ পাওনা), অতপর (ভালো করে) তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, কাফেরদের জন্যে দোযখের (ভয়াবহ) আযাব তো রয়েছেই।[৭] ১৫. হে মানুষ– যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মুখোমুখি মোকাবেলা করবে,তখন কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।[৮] ১৬. (জেনে রেখো,) এ (যুদ্ধের) দিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার গজব অর্জন করবে, তবে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজ) বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া (যদি কেউ এমনটি করে তাহলে),

এ সময় আল্লাহ্র মেহেরবানীতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে বালু বসে যায়। অযু-গোসল এবং খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা হয়। ধুলা-বালি থেকে মুক্তি মেলে। কাফের বাহিনী যেখানে ছিলো, সেখানে কাদা জমে চলাচল কষ্টকর হয়ে ওঠে। এ বাহ্যিক অস্থিরতা যখন দূর হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর এক ধরনের তন্দ্রাভাব সৃষ্টি করে দেন। চোখ খোলার পর তাদের ভয়-ভীতি সব দূর হয়ে যায়।

কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, নবী করীম (স.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সারারাত ওরায়শে (রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত ছাপড়ায়) দোয়ায় কাটিয়ে

www.icsbook.info

দেন। শেষে নবী করীম (স.) হালকা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। তন্দ্রা থেকে জেগে তিনি বললেন, তোমরা শুনে খুশী হবে, হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমাদের সাহায্যের জন্য আগমন করেছেন। তিনি যখন ওরায়শ থেকে বাইরে আসেন, তখন তাঁর যবান মোবারকে এ আয়াত ছিলো- 'অচিরেই কাফের বাহিনী পরাভূত হবে এবং তারা পশ্চাৎপদ হবে।' রহমতের এ বারিধারা তাদের দেহকে নাপাক থেকে এবং অন্তরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে পবিত্র করে দেয়। ওদিকে বালি জমে যাওয়ায় বাহ্যিকভাবে পা ফেলতে সুবিধা হয়। আর ভিতর থেকে ভয় দূর হয়ে অন্তর মযবুত হয়ে ওঠে।

৭. বদর যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে এ থেকে ধারণা করা যায়, এ যুদ্ধে স্বয়ং অভিশপ্ত ইবলীস বনু কেনানার প্রধান সরদার সোরাকা ইবনে মালেক মোদলেজীর আকৃতি ধারণ করে আবু জাহলের কাছে এসে মোশরেকদের উৎসাহিত করে বলে, আজ কেউই তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না। আমি এবং আমার গোটা বংশ তোমাদের সঙ্গে আছি। ইবলীসের পতাকাতলে ছিলো শয়তানের বিশাল বাহিনী। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এই বলে মুসলমানদের সাহায্যে হযরত জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন, আমি স্বয়ং তোমাদের সাথে আছি। শয়তান মানুষের আকৃতিতে কাফেরদের সাহস বৃদ্ধি করছে এবং তাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তারা মুসলমানদের অন্তরে প্ররোচনা দিয়ে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করছে। তোমরাও মযলুম এবং দুর্বল মুসলমানদের অন্তরে সাহস সঞ্চার কর। একদিকে তোমরা তাদের মনে সাহস সঞ্চার করবে, অপরদিকে আমি কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো। তোমরা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে যালেমদের আঘাত হানে, তাদের শিকড় উপড়ে ফেলো। কারণ, আজ এসব জ্বিন এও মানুষ কাফেররা মিলিত হয়ে আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর বিরোধিতাকারীদের কেমন শাস্তি হওয়া উচিত, তারা যেন এটা বুঝতে পারে। পরকালের শাস্তি তো রয়েছেই, কিন্তু দুনিয়াতেই ওটার সামান্য নমুনা দেখে নিক এবং আল্লাহর আযাবের কিছু স্বাদ আস্বাদন করুক।

বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, বদর যুদ্ধে মানুষ স্বচক্ষে ফেরেশতাদের দেখেছে এবং ফেরেশতাদের হত্যা করা কাফেরদের মানুষের হত্যা করা কাফেরদের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতো। আল্লাহ তায়ালা এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষ এবং জ্বিন শয়তানরা যদি এমন অস্বাভাবিকভাবে সত্যের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তিনি সত্যপন্থী এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বান্দাদের এমন অস্বাভাবিকভাবে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য এমনিতে বিজয় এবং ছোটো-বড়ো সব কাজই তো আল্লাহর ইচ্ছা এবং শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাঁর ফেরেশতার কোনো প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন কোনো মানুষেরও। আর যখন ফেরেশতাদের দ্বারা কোনো কাজ আঞ্জাম দিতেই ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাদের এমন শক্তি দান করেন, যাতে একজন ফেরেশতা একাই বড়ো বড়ো জনপদকে উঠিয়ে আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারেন। এখানে কেবল কার্যকারণ পরম্পরায় সামান্য সতর্কীকরণ হিসাবে শয়তানের অস্বাভাবিক কর্মকান্ডের জবাব দেয়াই উদ্দেশ্য।

৮. 'মিনায যাহফ' অর্থাৎ, জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। যুদ্ধে কাফেরদের পিঠ দেখানো 'আকবারুল কাবায়ের'। কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে একটি। কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ হলেও ফকীহরা পশ্চাদপসরণের অনুমতি দেন না।

www.icsbook.info

وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۖ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً

حَسَنًا ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾

তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম; আর জাহান্নাম সত্যিই নিকৃষ্ট জায়গা।[৯] ১৭. (যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, আর তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং করেছেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং, যেন তিনি নিজের থেকে মোমেনদের উত্তম পুরস্কার দান করে (তাদের বিজয়) দিতে পারেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।[১০] ১৮. এটা হচ্ছে তোমাদের (ব্যাপারে তাঁর নীতি), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।[১১]

৯. অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ যদি যুদ্ধের কোনো কৌশলগত কারণে হয়ে থাকে, যেমন পেছনে সরে আক্রমণ চালানো বেশী ফলপ্রসূ হয়, অথবা সৈন্যদের একটা দল কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য পেছনে সরে কেন্দ্রের সাথে মিলিত হতে চায়, এমন পশ্চাদপসরণ অপরাধ নয়। গুনাহ তখন হবে, যখন যুদ্ধ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়নের উদ্দেশে পশ্চাদপসরণ করবে।

১০. তীব্র যুদ্ধ শুরু হলে নবী করীম (স.) কাফেরদের প্রতি এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ করে তিন বার 'শাহাতিল উজুহ' বলেন। আল্লাহর কুদরতে কংকরের টুকরা প্রতিটি কাফেরের চোখে পড়ে। তারা চক্ষু মলতে থাকে। এ দিক থেকে মুসলমানরা তৎক্ষণাত হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত অনেক কাফের ঢের হয়ে পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাহ্যত তুমি নিজের হাতে কংকর নিক্ষেপ করেছিলে, কিন্তু কোনো মানুষের এ কাজ সাধারণত এমন হতে পারে না যে, এক মুষ্টি কংকর প্রতিটি কাফের সৈন্যের পতিত হয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হবে। এতে কেবল আল্লাহরই হাত ছিলো, যিনি এক মুষ্টি কংকর দ্বারা তোমাদের শত্রু সৈন্যদের মুখ তোমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সহায়-সম্বলহীন মুষ্টিমেয় মুসলমানের মধ্যে এ শক্তি কোথায় ছিলো যে, নিছক বাহুবলে এমন সেরা সেরা কাফেররা মারা যায়? এ তো আল্লাহর কুদরতের খেলা, তিনি এমন দাম্ভিক বিদ্রোহীদের নিপাত করেছেন। অবশ্য এটা ঠিক, বাহ্যত এ কাজ তোমাদের হাতেই করানো হয়েছে। আর তাতে এমন অস্বাভাবিক শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, নিজেদের ইচ্ছা আর ক্ষমতা দ্বারা তোমরা যা অর্জন করতে পারতে না। এটি করা হয়েছে এ জন্যে, যাতে আল্লাহর কুদরত প্রকাশিত হয়। মুসলমানদের প্রতি পূর্ণ মেহেরবানী এবং অনুগ্রহ ভালো রকমে প্রকাশ পায়। সন্দেহ নেই, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের দোয়া-ফরিয়াদ শোনেন এবং তাদের অবস্থা ও কার্যাবলী সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত আছেন। মকবুল বান্দাদের প্রতি কখন এবং কিভাবে অনুগ্রহ করা সমীচীন তিনি তাও জানেন।

১১. অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এ সময়ও মক্কার কাফেরদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তাদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়া হবে।

www.icsbook.info

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا
تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

১৯. (হে কাফেররা,) তোমরা একটা সিদ্ধান্ত চেয়েছিলে, হাঁ, (আজ) সে সিদ্ধান্ত (-কর মুহূর্তটি) তোমাদের সামনে এসে গেছে, যদি এখনও তোমরা (ভবিষ্যতের জন্যে যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকতে চাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, তোমরা যদি (আবার যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসো, তাহলে আমরাও (ময়দানে) ফিরে আসবো, আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতো বেশীই হোক না কেন তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন।[১২]

রুকু ৩

২০. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, (বিশেষ করে) যখন তোমরা (সব কিছুই) শুনতে পাচ্ছো।[১৩]

১২. এ সম্বোধন মক্কার কাফেরদের উদ্দেশে করা হয়েছে। হিজরতের পূর্বে তারা নবী করীম (স.)-কে বলতো, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এ ফায়সালা কবে হবে? তোমাদের জেনে রাখা উচিত, চূড়ান্ত ফায়সালা তো কেয়ামতের দিন হবে, কিন্তু আজ বদর ময়দানেও তোমরা এক ধরনের ফায়সালা দেখতে পেয়েছো। কেমন অলৌকিকভাবে তোমরা দুর্বল মুসলমানদের হাতে শাস্তি ভোগ করলে। এখন নবী করীম (স.)-এর বিরোধিতা এবং কুফর-শেরেক থেকে নিবৃত্ত হলে তোমাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ। অন্যথায় এভাবে আবার যুদ্ধ করলে আমিও ঠিক এভাবেই মুসলমানদের সাহায্য করবো, আর পরিণামে তোমরা হবে লাঞ্ছিত অপমানিত। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছে, তখন তোমাদের দলবল যতই ভারী হোক না কেন, তা কোনো কাজেই আসবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, আবু জাহল প্রমুখ মক্কা থেকে রওয়ানাকালে কাবার গেলাফ স্পর্শ করে দোয়া করেছিলো, 'হে খোদা, উভয় দলের মধ্যে যে উন্নত এবং সম্মানিত, তুমি তাকে বিজয়ী করো। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে তুমি পরাজিত করো। এ আয়াতে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। সত্যি সত্যিই যারা উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ, তাদের বিজয় দেয়া হয়েছে আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করা হয়েছে।

১৩. আগে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথে আছেন, আর এখন ঈমানদারদের হেদায়াত দান করা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের সাথে তাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত। যার বদৌলত তারা আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, একজন সত্যিকার মোমেনের কাজ হচ্ছে, সে সর্বতোভাবে আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের অনুগত হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং ঘটনাপ্রবাহ তার মুখ

www.icsbook.info

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২১. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (মুখে) বলে, হাঁ, আমরা (নবীর কথা) শোনলাম, কিন্তু তারা আসলে কিছুই শোনে না।[১৪] ২২. আল্লাহ তায়ালার কাছে (তাঁর সৃষ্টির) নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই বধির ও মূক (মানুষগুলো), যারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) কিছু বুঝে না।[১৫] ২৩. আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, এদের ভেতর (সামান্য) কোনো ভালো (গুণও) অবশিষ্ট আছে, তাহলে তিনি তাদের অবশ্যই (হেদায়াতের কথা) শোনাতেন; (অবশ্য) তিনি তাদের শোনালেও তারা তাকে উপেক্ষাই করতো এবং অন্যদিকে ফিরে যেতো।[১৬]

যতোই ভিন্ন দিকে ফেরাতে চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু সে যখন আল্লাহ তায়ালার বাণী বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছে, তখন কথায় এবং কাজে কোনো অবস্থায়ই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তার জন্যে উচিত হবে না।

১৪. অর্থাৎ, কাফেররা মুখে বলে, আমরা শুনেছি। অথচ তা কেমন শোনা, যাতে মানুষ সাদা সিধা কথা শুনে হৃদয়ংগম করতে পারে না? অথবা বুঝেও মানে না। পূর্বে ইহুদীরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলো, আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না। মক্কার মোশরেকদের উক্তি সম্পর্কে পরে বলা হয়েছে, 'আপনি যে কোরআন শুনিয়েছেন, তা তো আমরা শুনে নিয়েছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এ ধরনের বাণী রচনা করতে পারি।' মদীনার মোনাফেকদের তো স্বভাবই ছিলো, নবী করীম (স.) এবং মুসলমানদের সামনে মুখে স্বীকার করে যেতো, কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করতো। যাই হোক, সত্যিকার মোমেনদের শান এ ইহুদী-মোশরেক এবং মোনাফেকদের মতো হওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের শান হচ্ছে, অন্তরে, মুখে এবং কাজে আল্লাহ তায়ালা রসূলের উপস্থিত-অনুপস্থিত নির্দেশ আর বিধানের জন্য সর্বদা নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে।

১৫. আল্লাহ তায়ালা যাদের শোনার জন্যে কান, বলার জন্যে যবান এং বুঝার জন্যে মস্তিষ্ক দিয়েছেন, অতপর তারা এ সব শক্তিকে বেকার করে রেখেছে, যবান দ্বারা সত্য কথা বলার এবং সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার তাওফীক হয়নি, কান দ্বারা সত্যের আওয়ায শোনেনি, অন্তর এবং মস্তিষ্ক দ্বারা সত্য বুঝার চেষ্টাও করেনি; অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দেয়া এসব শক্তি যে কাজের জন্যে দেয়া হয়েছে, সে কাজে সেগুলো ব্যবহার করেনি। নিসন্দেহে এসব লোক জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

১৬. অর্থাৎ, মূল কথা হচ্ছে, তাদের মধ্যে মঙ্গল এবং কল্যাণের বুনিয়াদই নেই। কারণ, সত্যিকার কল্যাণ মানুষ তখন লাভ করতে পারে, যখন তার অন্তরে সত্য অন্বেষণ করার সত্যিকার আকাংখা এবং হেদায়াতের নূর গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা বর্তমান থাকে। যে জাতি সত্য অন্বেষণের প্রাণশক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, আর এভাবে নিজেদের হাতে আল্লাহ

www.icsbook.info

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন[১৭] যা তোমাদের সত্যিকার অর্থে জীবন দান করবে, (এ কথাটা) জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন; (এটাও জেনে রেখো) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।[১৮]

তায়ালার দেয়া শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছে, সে জাতির সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। তাই এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা এবং কল্যাণ দেখতে পান না। তাদের মধ্যে কোনো যোগ্যতা দেখতে পেলে আল্লাহ তাঁর স্বভাব অনুযায়ী অবশ্যই তাদের আয়াত শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। অবশ্য বর্তমান অবস্থায় তাদের আয়াত শুনিয়ে-বুঝিয়ে দিলেও এসব হঠকারী বিরুদ্ধবাদীরা তা শুনে-বুঝেও মেনে নেবে না।

১৭. অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এবং রসূল তোমাদের যে কাজের প্রতি আহ্বান জানান (যেমন জেহাদ ইত্যাদি) তাতে আগা-গোড়া তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাঁদের আহ্বানে তোমাদের জন্য দুনিয়ায় ইযযত ও শান্তির জীবন এবং আখেরাতে চিরন্তন জীবনের পয়গাম রয়েছে। সুতরাং মোমেনদের শান হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের আহ্বানে তৎক্ষণাত সাড়া দেবে। যখন যেদিকে তাঁরা ডাকবেন সব কিছু ত্যাগ করে সে দিকে ছুটে যাবে।

১৮. অর্থাৎ, নির্দেশ পালনে বিল' করবে না। হয় তো একটু পরই মনের পরিবর্তন হতে পারে। অন্তরের ওপর মানুষের হাত নেই; বরং অন্তর তো আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ফিরিয়ে দেন। অবশ্য তিনি নিজ রহমতে কারো অন্তর শুরুতেই রুদ্ধ করেন না। তাতে মোহরও মারেন না। অবশ্য বান্দা যখন নির্দেশ পালনে অবহেলা করে, তখন শাস্তি হিসাবে তার অন্তর রুদ্ধ করে দেন। অথবা বান্দা যখন সত্যান্বেষণ ত্যাগ করে হঠকারিতা এবং বিরুদ্ধাচরণকে স্বভাবে পরিণত করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। (মোযেহুল কোরআন)

কেউ কেউ 'আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন'– আয়াতকে নৈকট্য অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বান্দার এতই নিকটবর্তী যে, তার অন্তরও ততটা নিকটবর্তী নয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– 'এবং আমরা তার শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী।' (সূরা ক্বাফ : ১৬)

সুতরাং সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করবে। তোমার মনের গোপন কথা আল্লাহ তায়ালা তোমার চেয়েও বেশী জানেন। তাঁর সামনে খেয়ানত চলে না। তাঁর কাছে সকলকে একত্রিত হতে হবে। সেখানে সকল গোপন বিষয় ফাস করা হবে।

www.icsbook.info

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا
اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৫. তোমরা (আল্লাহদ্রোহিতার) সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার শাস্তি– যারা তোমাদের মধ্যে যালেম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরো জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।[১৯] ২৬. স্মরণ করো, যখন তোমরা (সংখ্যায়) ছিলে (নিতান্ত) কম, (এই) যমীনে তোমাদের অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হতো, তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে (আতংকিত) থাকতে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে, অতপর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের (একটি ভূখন্ডে এনে) আশ্রয় দিলেন, তাঁর (একান্ত) সাহায্য দিয়ে তিনি তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তিনি তোমাদের (বহুবিধ) উত্তম রেযেক দান করলেন, সম্ভবত তোমরা (আল্লাহর এসব নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে।[২০] ২৭. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খেয়ানত করো না।[২১]

১৯. অর্থাৎ ধরে নাও, একটা জাতির অধিকাংশ লোক যুলুম-অবাধ্যতার নীতি গ্রহণ করেছে। কিছু লোক– যারা তাদের থেকে দূরে রয়েছে, তারাও অলসতা করেছে, উপদেশ দেয়নি, ঘৃণাও প্রকাশ করেনি। এ হচ্ছে একটা ফেতনা। যালেম এবং নীরব দর্শক সকলেই এ ফেতনার আওতায় পড়বে। আযাব আসলে পর্যায়ক্রমে সকলেই তাতে নিপতিত হবে। কেউই বাঁচতে পারবে না। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্যে নিজেরা প্রস্তুত থাকবে এবং নাফরমানদের উপদেশ দেবে এবং বুঝাবে। তারা না মানলে অসন্তোষ প্রকাশ করবে। অবশ্য হযরত শাহ সাহেব (র.) এ আয়াতের অর্থ করেছেন, এমন ফাসাদ বা গুনাহ থেকে মুসলমানদের বিশেষভাবে দূরে থাকতে হবে, যার বিরূপ প্রভাব পাপকারীকে ছেড়ে গিয়ে অন্যদের পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আগে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালনে সামান্যতম বিলম্ব অবহেলা করবে না। বিলম্ব করার কারণে যেন অন্তরের পরিবর্তন না হয়। এখন তাকিদ করে বলা হচ্ছে, ভালো লোকেরা অবহেলা করলে সাধারণ লোকেরা একেবারেই ছেড়ে দেবে এবং তখন খারাপ প্রথা ছড়িয়ে পড়বে। এর বিরূপ প্রভাব সকলের ওপর পড়বে। যেমন যুদ্ধে বীর-বাহাদুররা অবহেলা করলে ভীরু-কাপুরুষরা পলায়ন করবে। অতপর এর ফলে পরাজয় দেখা দিলে তা ঠেকাবার সাধ্য বীর পুরুষদেরও আর থাকবে না।

www.icsbook.info

২০. অর্থাৎ, নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা এবং দুর্বলতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর নির্দেশ (জেহাদ) পালনে আলস্য করবে না। দেখো, হিজরতের আগে এবং তার পরেও তোমাদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। রসদ-সম্ভারও ছিলো না। তোমাদের দুর্বল দেখে গিলে খাওয়ার জন্য মানুষের লোভ হতো। সর্বদা তোমাদের আশংকা হতো ইসলামের দুশমনরা যেন তোমাদের গিলে না খায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মদীনায় ঠিকানা দিয়েছেন। আনসার-মোহাজেরদের মধ্যে নযিরবিহীন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। অতপর বদর যুদ্ধে কেমন স্পষ্ট গায়েবী সাহায্য করেছেন। কাফেরদের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। তোমাদের বিজয় দিয়েছেন। অতিরিক্ত মালে গনীমত এবং বন্দী বিনিময়ের ফেদিয়াও দিয়েছেন। মোট কথা, হালাল পবিত্র পরিচ্ছন্ন বস্তু এবং নানা প্রকার নেয়ামত দান করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর শোকরগোযার বান্দা হতে পারো।

২১. আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের নির্দেশ অমান্য করাই হচ্ছে তাদের খেয়ানত করা, মুখে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া এবং কাফেরদের মতো কাজ করা। অথবা আল্লাহ ও রসূল যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা অথবা গনীমতের মাল চুরি করা ইত্যাদি। মোট কথা, আল্লাহ-রসূল এবং বান্দাদের পক্ষ থেকে যে সব বস্তু তোমাদের কাছে অর্পণ করা হয়েছে, তাতে খেয়ানত থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর এবং বান্দার সব রকম হক এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণনা সমূহে রয়েছে, বনু কোরায়যার ইহুদীরা যখন নবী করীম (স.)-এর সাথে সন্ধির জন্যে দরখাস্ত করে এবং তাদের সাথে বনু নযীরের অনুরূপ আচরণ করার আবেদন জানায়, তখন নবী করীম (স.) বললেন, না, আমি তোমাদের এতোটুকু অধিকার দিচ্ছি, তোমরা সা'দ ইবনে মোয়াযকে সালিস মানবে। তোমাদের সম্পর্কে তিনি যে ফয়সালা দেবেন তা মেনে নেবে। তারা নবী করীম (স.)-এর অনুমতি নিয়ে হযরত আবু লোবাবাকে তাদের সেখানে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যাপারে তোমার কি মত? আমরা সা'দ ইবনে মোয়ায্কে সালিস মেনে নেবো কি-না? বনু কোরায়যার এলাকায় ছিলো আবু লোবাবার পরিবারের লোকজন এবং অর্থ-সম্পদ। এ কারণে তিনি তাদের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি হাত দিয়ে নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা সা'দ ইবনে মোয়াযকে সালিস মেনে নেয়ার অর্থ হবে নিজেদের যবাই করা। আবু লোবাবা তো ইঙ্গিতে এ কথা বলে দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয়েছে, আমি তো আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের খেয়ানত করেছি। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে নিজেকে মাসজিদে নববীর একটা স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, মৃত্যু হওয়া অথবা আল্লাহ তায়ালা আমার তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি কিছু পানাহার করবো না। সাত-আট দিন এভাবে খুঁটির সাথে বাঁধা ছিলেন। ক্ষুধায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশেষে সুসংবাদ আসে, আল্লাহ তায়ালা তোমার তাওবা কবুল করেছেন। তিনি বললেন, নবী করীম (স.) এসে তাঁর মোবারক হাতে আমার রশি না খুললে আমি নিজে তা খুলবো না। নবী করীম (স.) আগমন করে নিজ হাতে তার রশি খুললেন। এ কাহিনী অনেক দীর্ঘ (ইবনে আবদুল বার দাবী করেন, তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার প্রেক্ষিতে এ ঘটনা ঘটেছে)।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾ وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ

২৮. জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পরীক্ষামাত্র, (যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।[২২]

রুকু ৪

২৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে (অন্যদের সাথে) পার্থক্য নির্ণয়কারী (কিছু স্বতন্ত্র মর্যাদা) দান করবেন,[২৩] তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়ো দানের মালিক। ৩০. (স্মরণ করো,) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (আপন ভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে; (এ সময় একদিকে) তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো,

২২. মানুষ বহু ক্ষেত্রে সম্পদ এবং সন্তানের খাতিরে আল্লাহ এবং বান্দার ধন চুরি করে। এ কারণে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট আমানতদারীর যে মূল্য রয়েছে, তা দুনিয়ার মাল-আওলাদ সব কিছুর চাইতে বেশী।

২৩. অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তোমাদের বিরোধীদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। তা দুনিয়াতে এ ভাবে করবেন যে, তোমাদের সম্মান দেবেন আর তাদের অপমান বা ধ্বংস করবেন, যেমন করেছেন বদর যুদ্ধে। আর আখেরাতে তা করবেন এভাবে, সেখানে তোমরা চিরন্তন নেয়ামত ভোগ করবে আর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। 'হে অপরাধীরা, তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।' (সূরা ইয়াসীন : ৫৯)

'এটাই ফয়সালার দিন।' (সূরা মুরসালাত : ২১)

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাকওয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে একটা নূর সৃষ্টি করবেন, যার বদৌলতে তোমরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হক ও বাতিল, নেক ও বদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারবে। এছাড়া হযরত শাহ সাহেব (র.) আরো একটি কথা লিখেছেন। বদর বিজয়ে হয় তো মুসলমানদের অন্তরে জেগেছিলো, এ হয় তো আকস্মিক বিজয়। তারা হয় তো নবী করীম (স.)-এর নিকট গোপন করে কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলো, যাতে মক্কায় তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি তারা অবিচার না করে। প্রথম আয়াতে খেয়া· করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে

www.icsbook.info

وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ

سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

(আরেক দিকে) আল্লাহ তায়ালাও (তোমাকে উদ্ধারের) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কুশলী।২৪ ৩১. যখন তাদের সামনে আমার কোনো আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন তারা বলতো, (হাঁ) আমরা একথা (আগেও) শুনেছি, আমরা চাইলে এ ধরনের কথা তো নিজেরাও বলতে পারি, এগুলো তো আগের লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।২৫

ফায়সালা হয়ে যাবে। তোমাদের পরিবার-পরিজন কাফেরদের কাছে আটকা পড়ে থাকবে না।

২৪. হিজরতের পূর্বে মক্কার কাফেররা 'দারুন নাদওয়া'য় পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে পরামর্শ করে, মোহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কি করা যায়? তিনি গোটা জাতিকে অস্থির করে তুলেছেন। বাইরের কিছু লোকও তার জালে জড়িয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে তিনি যাতে বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে না বসেন, যার মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে। কেউ বলে, তাকে ভালোভাবে আহত করে আটক করে রাখা হোক। কেউ এ মত প্রকাশ করে, তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক, যাতে সব সময়ের চিন্তা থেকে আমরা মুক্তি পাই। সবশেষে আবু জাহলের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়, আরবের সকল গোত্র থেকে এক একজন যুবককে বাছাই করে সকলে এক সঙ্গে মিলে একই সময়ে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করবে। এমনটি করলে বনু হাশেম গোটা আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। আর এ হত্যার জন্য রক্তপণ দিতে হলে আরবের সকল গোত্র মিলে তা পরিশোধ করবে। একদিকে এসব দুষ্ট লোকেরা এ পরিকল্পনা আঁটছিলো, অন্যদিকে তাদের এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলো আল্লাহর উত্তম এবং সূক্ষ্ম পরিকল্পনা। ফেরেশতা আগমন করে নবী করীম (স.)-কে কাফেরদের গোপন পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন। নবী করীম (স.) হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বিছানায় রেখে সমবেত জনতার মুখে ধুলা নিক্ষেপ করে তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হয়ে যান। তাঁর এবং হযরত আলীর কোনো ক্ষতিই হয়নি। দুশমনরা ব্যর্থ হয়। যারা নবী করীম (স.)-কে হত্যা করার পরামর্শ করেছিলো, অবশেষে বদর যুদ্ধে তারা নিজেরাই নিহত হয়েছে। এ দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সহায় হলে কেউই কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি যেমনিভাবে তাঁর নবীকে রক্ষা করেছেন, তেমনিভাবে মক্কায় তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও হেফাযত করতে পারেন। দুশমন শক্তিশালী হয়ে থাকলে রক্ষাকারী তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী।

২৫. নযর ইবনুল হারেস বলতো, আমি ইচ্ছা করলে কোরআনের মতো কালাম রচনা করতে পারি। তাতে কেসসা-কাহিনী ছাড়া এমন কি-ইবা আর রয়েছে, কিন্তু কোরআন তো তাদের একথার ওপরই সব কিছু ফয়সালার ভার রয়েছিলো। তবে কেন তারা সেটা করলো না? কেউ বলে, আমার ঘোড়া চললে তো এক দিনেই লন্ডন পৌঁছতে পারে, কিন্তু সে যে চলে

www.icsbook.info

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩২. তারা যখন বলেছিলো, হে আল্লাহ তায়ালা, (মোহাম্মদের আনীত) কিতাব যদি তোমার কাছ থেকে পাঠানো সত্য হয়, তাহলে (একে অমান্য করার কারণে) তুমি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো, কিংবা তুমি আমাদের ওপর কোনো কঠিন শাস্তি পাঠিয়ে দাও।[২৬] ৩৩. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোনো আযাব দেবেন,[২৭] অথচ তুমি (সশরীরে) তাদের মধ্যে (বর্তমান) রয়েছো; আর আল্লাহ তায়ালা এমনও নন, কোনো (জাতির) মানুষদের তিনি শাস্তি দেবেন, অথচ তারা (কিছু লোক) তখনও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।[২৮]

না। যাই হোক, অতীত জাতির অবস্থা শুনে তারা বলতো, সবই তো কেসসা-কাহিনী, কিন্তু বদর যুদ্ধে তারা দেখতে পেয়েছে, সবই কেসসা-কাহিনী নয়। অতীত জাতির মতো তোমাদের ওপর আযাবের ওয়াদা কার্যকর হয়েছে।

২৬. এ আয়াতে মক্কার মোশরেকদের নিতান্ত অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষ বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, তারা বলতো, হে খোদা, আমরা দীর্ঘ দিন ধরে একান্ত জোরেশোরে যে দ্বীনের বিরোধিতা করে আসছি তাই যদি সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আর দেরী কেন, কেন বিগত জাতিসমূহের মতো আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয় না? অথবা তেমন কোনো আযাবে নিপতিত করে কেন আমাদের সমূলে উৎপাটিত করা হয় না? কথিত আছে, আবু জাহল মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় কা'বার সম্মুখে এ দোয়াই করেছিলো। যা কিছু প্রার্থনা করেছিলো, শেষ পর্যন্ত তার একটা নমুনা বদরে দেখতে পেয়েছে। দুর্বল এবং সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের হাতে ৬৯ জন সরদারসহ সে নিজেও নিহত হয়েছে। ৭০ জন সরদার অত্যন্ত যিল্লতী অপমান অপদস্থতার সাথে গ্রেফতার হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। অবশ্য লূত জাতির মতো তাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হয়নি, কিন্তু মোহাম্মদ (স.)-এর হাতে নিক্ষিপ্ত এক মুষ্টি কংকর ছিলো আসমান থেকে পাথর বর্ষণের একটা ক্ষুদ্র নমুনা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'তুমি তাদের হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, আর যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছিলেন।' (সূরা আনফাল :১৭)

২৭. আল্লাহর সুন্নাত বা নির্ধারিত রীতি হচ্ছে, নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে যখন কোনো জাতির ওপর আযাব নাযিল হয়, তখন নবীকে সেখান থেকে বের করে নেন। আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে মক্কা থেকে বের করে নেন, তখন মক্কাবাসীরা বদরের আযাবে নিপতিত হয়।

২৮. দু'টি বিষয় আযাব নাযিলের পরিপন্থী। এক, তাদের মধ্যে নবীর অবস্থান। দুই, এস্‌তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। অর্থাৎ, মক্কায় নবী করীম (স.)-এর অবস্থানের ফলে

www.icsbook.info

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا
اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. কেনইবা আল্লাহ তায়ালা (যারা কাফের) তাদের আযাব দেবেন না– যখন তারা (আল্লাহর বান্দাদের) মাসজিদুল হারামে আসার পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তো (এ ঘরের) অভিভাবকও নয়; এ ঘরের (আসল) অভিভাবক হচ্ছে তারা, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটা) জানে না।[২৯]

আযাব আটকে ছিলো। এখন তাদের ওপর আযাব এসেছে। তেমনিভাবে গুনাহগার যতোক্ষণ লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে থাকে, ততোক্ষণ তাকে পাকড়াও করা হয় না। তা যতো বড়ো গুনাহই হোক না কেন। নবী করীম (স.) বলেছেন, গুনাহগারদের আশ্রয় হচ্ছে দু'টি জিনিস। এক, আমার অস্তিত্ব। দুই, এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা। (মোযেহুল কোরআন)

হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহকে শান্তি দিন) 'আল্লাহ তায়ালা এরূপ নন যে তিনি তাদের শাস্তি দেবেন' আয়াতাংশের যে অর্থ করেছেন তা কোনো কোনো তাফসীরকারের অনুরূপ, কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, মোশরেকরা এমন আযাব দাবী করছিলো, যা স্বভাববিরুদ্ধ এবং যা গোটা জাতিকে অকস্মাৎ ধ্বংস করে দেয়। এমন ধরনের আযাব নাযিল করতে দুটি জিনিস বারণ করে। এক, নবী করীম (স.)-এর ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি। তাঁর ব্যক্তিসত্তার বরকতে এ উম্মতের ওপর– চাই সে উম্মতে দাওয়াতই হোক না কেন, সমূলে উৎপাটনকারী স্বভাববিরুদ্ধ আযাব নাযিল হয় না। অবশ্য কখনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপর এমন আযাব নাযিল হলে তা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। দুই, ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের উপস্থিতি, তারা মুসলমান হোক বা অমুসলমান। যেমন বর্ণিত আছে, মক্কার মোশরেকরাও তালবিয়া-তাওয়াফ ইত্যাদির সময় গুফরানাকা গুফরানাকা–'আমরা তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করি' বলতো। অবশ্য মামুলী আযাব (যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা গণহত্যা) পয়গম্বর বা কোনো কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারীর উপস্থিতিতেও নাযিল হতে পারে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারা যদি শেষ পর্যন্ত দুষ্টামিই করতে থাকে, তবে কেন তাদের সতর্ক করা হবে না। পরে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ, ওপরে যে দু'টি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে, তার ফলে আযাব আসছে না। অন্যথায় তোমাদের দুষ্টামি আর যুলুম-অনাচার তো এমন যে, তৎক্ষণাত আযাব নাযিল হওয়া উচিত। এর চাইতে বড়ো যুলুম আর কি হতে পারে, তাওহীদবাদীদেরে হারাম শরীফে আসতে বা এবাদাত করতে নানা কূট-কৌশল অবলম্বন করে বারণ করা হয়; বরং তাদের দেশ (মক্কা মোয়াযযামা) থেকে তাদের বিতাড়িত করে আল্লাহর এ পাক-পবিত্র এবাদাতগুযার বান্দারা যাতে কখনো সেখানে আসতে না পারে সেই চেষ্টা করা হয়। এর চাইতেও বড়ো যুলুম হচ্ছে, এ যুলুমের বৈধতার জন্য সনদ পেশ করা হচ্ছে, আমরা হারাম শরীফের ক্ষমতাশালী মোতাওয়াল্লী। যাকে ইচ্ছা, আসতে দেবো আর যাকে খুশী বারণ করবো। এটা আমাদের হক। অথচ প্রথমত মোতাওয়াল্লীরও এ ক্ষমতা নেই যে, মাসজিদে নামায এবং এবাদাত থেকে লোকদের বারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মোতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকারও তাদের নেই। কেবল পরহেযগার-মোত্তাকী বান্দাই হারাম শরীফের মোতাওয়াল্লী হতে পারে। মোশরেক

www.icsbook.info

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৫. এ ঘরের পাশে তাদের (জাহেলী যুগের) নামায তো কিছু শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; (এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন,) এখন তোমরা তোমাদের কুফরী কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করো।[৩০] ৩৬. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ (এ খাতেই) ব্যয় করেছে, (এর দ্বারা) মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে;[৩১] (এদের জন্যে তুমি ভেবো না,) এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরো ব্যয় করতে থাকবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা)-টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে, অতপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরী করেছে আখেরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।[৩২]

এবং বদমাশদের এ অধিকার নেই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মনে করছে, আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। আমরা অমুক গোত্রের লোক। সুতরাং কাবার মোতাওয়াল্লী হওয়া আমাদের বংশগত অধিকার। এ জন্যে বিশেষ কোনো সীমা-শর্ত নেই। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে যারা পরহেযগার, তাদের কাবার মোতাওয়াল্লী হওয়ার যথার্থ অধিকার রয়েছে। এমন বে-ইনসাফদের এ অধিকার নেই, তারা যার সম্পর্কে নাখোশ, তাকে মাসজিদে হারামে আসতে দেবে না।

৩০. অর্থাৎ, যারা নিজেদের কাবার মোতাওয়াল্লী বলে দাবী করছে তারা প্রকৃত নামাযীদের মাসজিদে আসতে বারণ করছে। অথচ তাদের নিজেদের নামায কি? উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করা এবং আল্লাহর যেকেরের পরিবর্তে হুইসেল এবং তালি বাজানো, যেমন আজও অনেক জাতি ঘন্টা এবং শংখ বাজানো বড়ো এবাদাত মনে করে থাকে। মোট কথা, তারা নিজেরাও আল্লাহর এবাদাত করে না এবং অন্যদেরও করতে দেয় না। তারা উক্ত সব অর্থহীন কর্মকান্ডকে এবাদাত মনে করে বসেছে। কারো কারো মতে শিস দেয়া এবং তালি বাজানো হতো মুসলমানদের এবাদাতে বিঘ্ন ঘটানোর জন্যে, অথবা উপহাস হিসাবে এ সব করা হতো।

৩১. বদরে ১২ জন সরদার এক এক দিনের দায়িত্ব নিয়েছিলো তারা প্রতিদিন একজন সৈন্যদের খাবার পরিবেশন করবে। সে অনুযায়ী প্রতিদিন এক জনের পক্ষ থেকে দশটি উট যবাহ করা হতো। অতপর পরাজয় হলে পরাজিত দল মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান প্রমুখকে বলে, বাণিজ্য দল যে সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই মোহাম্মদ (স.) থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যয় করা হোক। এতে সকলে সম্মত হয়। এ ধরনের ব্যয় সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে।

৩২. দুনিয়ায় পরাজিত তিরস্কৃত এবং আখেরাতে অভিশপ্ত হলে তখন ক্ষোভে-দুঃখে হাত কামড়ে বলবে, অর্থও গেছে, সফলতাও অর্জিত হয়নি। সুতরাং তারা প্রথমে বদরে পরে ওহুদ

www.icsbook.info

لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَّنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَّعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৩৭. (এভাবেই) আল্লাহ তায়ালা ভালোকে খারাপ থেকে পৃথক করে দেবেন এবং খারাপগুলোর একটাকে আরেকটার ওপর রেখে সবগুলো এক জায়গায় স্তূপীকৃত করবেন, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন;[৩৩] (মূলত) এ লোকগুলো সেদিন (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৪]

রুকু ৫

৩৮. (হে মোহাম্মদ,) যারা তাঁকে (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তাদের তুমি বলো, তারা যদি এ থেকে (এখনো) ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে,[৩৫] তবে যদি তারা (তাদের আগের কার্যকলাপের দিকে) ফিরে যায়,তাহলে তাদের (সামনে) আগের (জাতিসমূহের ভয়াবহ) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো (মজুদ) রয়েছেই।[৩৬] ৩৯. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (আল্লাহর যমীনে কুফরীর) ফেতনা বাকী থাকবে[৩৭] এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে,[৩৮] (হাঁ,) তারা যদি (কুফুর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই (হবেন) তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী।[৩৯] ৪০. (এসব কিছু সত্ত্বেও) যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক তিনি; (তিনি) কতো উত্তম সাহায্যকারী![৪০]

ইত্যাদিতে শারীরিক এবং আর্থিক সমুদয় শক্তি ব্যয় করে দেখতে পায়, কিছুই করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ধ্বংস বা লাঞ্ছিত-অনুতপ্ত হয়ে কুফরী থেকে তাওবা করেছে।

৩৩. 'মোযেহুল কোরআনে' আছে, আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে ইসলামকে বিজয়ী করবেন। এ সময়ে কাফেররা জান-মালের শক্তি ক্ষয় করবে, যাতে নেক-বদ পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ যাদের কিসমতে ইসলাম লেখা আছে, তারা সকলে মুসলমান হবে আর যাদের কাফের অবস্থায় মরার কথা, তারা সমবেত হয়ে জাহান্নামে যাবে।

৩৪. অর্থাৎ ইহকাল এবং পরকালে উভয় প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

www.icsbook.info

৩৫. অর্থাৎ, এখনো যদি তারা কুফরী-নাফরমানী এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হয়ে ফিরে আসে এবং নবী করীম (স.)-এর আনুগত্য গ্রহণ করে, তবে ইতিপূর্বে কুফরী অবস্থায় যেসব গুনাহ করেছিলো তা সবই ক্ষমা করা হবে। 'ইসলাম আগের সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়' (অবশ্য বান্দার হক মাফ হবে না। তার মাসআলা ভিন্ন)।

৩৬. অর্থাৎ যেভাবে আগের লোকেরা পয়গম্বরদের মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং তাদের সাথে শত্রুতা করে ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনিভাবে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা এর অর্থ হচ্ছে, বদরে যেমনি তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের শাস্তি দেয়া হয়েছে, তেমনি তাদেরও শাস্তি দেয়া হবে।

৩৭. অর্থাৎ ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখা বা সত্য ধর্ম ধ্বংসের হুমকি দেয়ার ক্ষমতা কাফেরদের থাকবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখনই কাফেররা বিজয়ী হয়েছে, তখন মুসলমানদের ঈমান ও ধর্ম বিপন্ন হয়েছে। স্পেনের দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সামনে রয়েছে, শক্তি এবং সুযোগ হাতে আসার পর কিভাবে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, মোরতাদ বানানো হয়েছে। মোট কথা, যুদ্ধ-জেহাদের সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলমানরা যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করতে পারে, ঈমান আর তাওহীদের ধন যাতে কাফেরদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে। হযরত ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস গ্রন্থে ফেতনার এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে।

৩৮. জেহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে কুফরীর দর্প চূর্ণ করা, কাফেরদের দাপট হ্রাস করা। যেখানে কেবল আল্লাহরই হুকুম চলবে, সকল ধর্মের ওপর সত্য ধর্ম বিজয়ী হবে। অন্যান্য বাতিল ধর্ম বিদ্যমান থেকে হোক, যেমনটি ছিলো খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায়, অথবা সকল বাতিল ধর্মের বিনাশ সাধন করে হোক, যেমন হবে হযরত মাসীহ (আ.)-এর অবতরণ কালে। এ আয়াত এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ, জেহাদ-যুদ্ধ, তা আক্রমণাত্মক হোক বা প্রতিরক্ষামূলক, মুসলমানদের জন্যে তা ততোক্ষণ বিধিবদ্ধ, যতোক্ষণ এ দুটি অর্জিত না হয়। এ জন্যেই হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে, 'জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে' (জেহাদের শর্ত ও বিধান ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কেতাবে দ্রষ্টব্য)।

৩৯. অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যারা দুষ্টামি-কুফরী হতে বিরত থাকে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। তাদের অন্তরের অবস্থা এবং ভবিষ্যত আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তারা যে কাজই করবে, আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মুসলমানরা কেবল বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। হাদীস শরীফে আছে–

লোকেরা যতোক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মেনে না নেয়, ততোক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। তারা তা মেনে নিলে তাদের ধন-প্রাণ আমার কাছে নিরাপদ। অবশ্য কোনো অপরাধ করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাদের হিসাব আল্লাহর ওপর।

৪০. অর্থাৎ, মুসলমানদের উচিত আল্লাহর সাহায্য-সহায়তার ওপর ভরসা করে জেহাদ করা। কাফেরদের বিপুল সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জাম দেখে ভয় পাওয়া তাদের উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কি চমৎকার সাহায্য-সহায়তা করেন, বদর যুদ্ধে তো তা প্রমাণ হয়েছে।

www.icsbook.info

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی
الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ

৪১. (হে মোমেনরা,) তোমরা জেনে রেখো, যুদ্ধে যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছো, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, রসূলের জন্যে, (তাঁর) স্বজনদের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মেসকীনদের জন্যে ও পথচারী মোসাফেরদের জন্যে।[৪১] তোমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করো এবং (বিশ্বাস করো বিজয়ঘটিত) সে বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন–[৪২] একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছিলাম;

৪১. সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, 'বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রসূলের জন্যে।' এখানে তার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যে গনীমতের মাল হস্তগত হয়, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্যে থাকবে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে নবী করীম (স.) উসুল করে পাঁচ স্থানে ব্যয় করতে পারেন। এক, নিজের জন্যে। দুই, নিজের সেসব আত্মীয়-স্বজন (বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেব)-এর জন্যে, যারা আগে থেকে আল্লাহর কাজে নবী করীম (স.)-কে সাহায্য-সহায়তা করেছে এবং ইসলামের খাতিরে বা নিছক আত্মীয়তার খাতিরে নবী করীম (স.)-এর সহায়তা করে এবং যাকাত ইত্যাদি গ্রহণ করা যাদের জন্যে হারাম। তিন, এতীমদের জন্যে। চার, অভাবীদের জন্যে। পাঁচ, মোসাফেরদের জন্যে। গনীমতের অপর চার হিসসা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সওয়ার দুই অংশ আর পদাতিক এক অংশ পাবে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মতে নবী করীম (স.)-এর ওফাতের পর খুমুসের পাঁচটি খাতের মধ্যে শেষ তিনটি অবশিষ্ট রয়েছে। কারণ নবী করীম (স.)-এর তিরোধানের পর তাঁর ব্যক্তিগত খাত নেই। প্রাচীনকাল থেকে নবী করীম (স.)-এর সাহায্য-সহায়তা করায় যেসব আত্মীয়-স্বজন অংশ পেতো, তাদের অংশও আর থাকেনি। অবশ্য অভাবীদের যে অংশ রয়েছে তাতে নবী করীম (স.)-এর অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনো কোনো আলেমের মতে, নবী করীম (স.)-এর পর আমীরুল মোমেনীন খুমুসের এক পঞ্চমাংশ পাবেন। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ (যা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত) যখন পৃথক করা হতো, তখন নবী করীম (স.) তা থেকে সবার আগে কিছু অংশ বায়তুল্লাহর জন্যে পৃথক করে রাখতেন। কোনো কোনো ফকীহ লিখেছেন, যেখান থেকে কা'বা অনেক দূরে সেখানে মসজিদের জন্যে দিতে হবে।

৪২. ফয়সালার দিনের অর্থ হচ্ছে বদরের দিন। যেখানে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের স্পষ্ট ফায়সালা হয়ে গেছে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সবচেয়ে বড়ো কামেল বান্দার ওপর সাহায্য ও বিজয় অবতরণ করেছেন এবং ফেরেশতাদের সহায়ক দল প্রেরণ করেছেন। শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর গায়েবী সাহায্যের ওপর যাদের ঈমান আছে, তাদের জন্যে গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করা কঠিন হতে পারে না।

www.icsbook.info

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ

(তাহলে তোমরা জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।[৪৩]
৪২. (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে, তারা ছিলো দূর প্রান্তে,[৪৪] আর (কোরায়শ) কাফেলা ছিলো তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে;[৪৫] যদি তোমরা আগেই (এ ব্যাপারে) তাদের সাথে কোনো (অগ্রিম চুক্তির) সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তাহলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা অবশ্যই মতবিরোধ করতে,[৪৬] কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ঘটানো তাঁর মনযুর ছিলো (এ জন্যেই তিনি উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সামনাসামনি করালেন, যাতে করে), যে দলটি ধ্বংস হবে সেটি যেন সত্য (মিথ্যা) স্পষ্ট হওয়ার পরই ধ্বংস হয়, আবার যে দলটি বেঁচে থাকবে সেটিও যেন সত্যাসত্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে;[৪৭]

৪৩. সেদিন যেমন তিনি তোমাদের সাহায্য করে বিজয়ী করেছিলেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তিনি তোমাদের বিজয়ী করতে সক্ষম।

৪৪. 'আল উদ্ওয়াতুদ্-দুন্ইয়া' অর্থ যুদ্ধক্ষেত্রের সে দিক, যা মদীনা তাইয়েবার নিকটবর্তী। আর 'উদওয়াতুল কুসওয়া' অর্থ সে দিক যেখান থেকে মদীনা তাইয়েবা দূরে।

৪৫. অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য দল নীচের দিকে সরে গিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে যাচ্ছিলো। এ বাণিজ্য দল এবং মুসলমানদের মধ্যস্থলে কোরায়শ সৈন্যরা আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।

৪৬. অর্থাৎ, উভয়পক্ষ যদি আগে থেকেই যুদ্ধের কোনো সময় নির্ধারণ করতে চাইতো তা হলে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারতো, অথবা নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে কোনো দল ইতস্তত করতো। কারণ, একদিকে কাফেরদের সংখ্যা এবং বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম দেখে মুসলমানরা ভীত ছিলো, অন্যদিকে মুসলমানদের সত্যপ্রীতি, খোদাভীতি এবং বীরত্ব দেখে কাফেররা ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উভয় পক্ষই ইতস্তত করে পিঠটান দিতে পারতো।

৪৭. অর্থাৎ কোরায়শরা এসেছিলো তাদের কাফেলার সাহায্যের জন্যে, আর তোমরা এসেছিলে কাফেলার ওপর হামলা করার জন্যে। কাফেলা রক্ষা পায় এবং উভয় বাহিনী এক ময়দানের উভয় প্রান্তে সমবেত হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের কোনো খবর জানবে না। এটা ছিলো আল্লাহর পরিকল্পনা। তোমরা স্বেচ্ছায় গেলে এমন যথার্থ সময়ে উপস্থিত হতে পারতে না। এ বিজয়ের পর কাফেরদের কাছে নবীর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে মরেছে সে নিশ্চিত জেনেই মরেছে। আর যে বেঁচেছে সেও সত্যের পরিচয় পেয়েই বেঁচেছে। এটা এ জন্যে, যাতে আল্লাহ্‌র অভিযোগ পূর্ণ হয়। (মো'যেহুল কোরআন)।

www.icsbook.info

وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٤٢ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ
أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٤٣ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ
قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى
اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝٤٤

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪৮] ৪৩. (আরো স্মরণ করো,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যখন স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন,[৪৯] (তখন) যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (এটা না করে তোমাদের) নিরাপদ করে দিয়েছেন; কেননা তিনি মানুষের অন্তরে যা কিছু (লুকিয়ে) থাকে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।[৫০] ৪৪. (সে সময়ের কথাও স্মরণ করো,) যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের সামনাসামনি হলে, তখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যা (নিতান্ত) কম (করে) দেখালেন এবং তাদের চোখেও তিনি তোমাদের (সংখ্যা) দেখালেন কম (এর উদ্দেশ্য ছিলো), যেন আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটিয়ে দেখান যা কিছু তিনি (এ ঘটনার মাধ্যমে) ঘটাতে চান; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।[৫১]

মরা বাঁচার অর্থ কুফর এবং ঈমানও হতে পারে। অর্থাৎ এখন যে ঈমান আনবে এবং যে কুফরীতে অটল থাকবে। উভয়ের ঈমান বা কুফর সত্য প্রকাশ হওয়ার পরই হবে।

৪৮. অর্থাৎ, আল্লাহ দুর্বল মুসলমানদের ফরিয়াদ শোনেন আর কিভাবে তাদের সাহায্য করতে হয় তাও তিনি জানেন। দেখো, বদর ময়দানে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ফরিয়াদ শুনেছেন এবং কিভাবে তাদের সাহায্য করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ, মুসলমানদের উচিত আল্লাহর সাহায্য-সহায়তার ওপর ভরসা করে জেহাদ করা, কাফেরদের বিপুল সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জাম দেখে তাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ মুসলমানদের কি চমৎকার সাহায্য-সহায়তা করেছেন, বদর যুদ্ধে তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছো।

৫০. অর্থাৎ তাদের বেশী মনে করে কেউ যুদ্ধ করার সাহস করতো আর কেউ করতো না। এভাবে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটতো, কিন্তু আল্লাহ নবী করীম (স.)-কে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়ে এ কাপুরুষতা এবং পারস্পরিক বিরোধ থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। কিসে অন্তরে সাহস আর বীরত্বের সঞ্চার হয়, আর কিসে ভয় ও কাপুরুষতা জন্ম নেয়, আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

৫১. নবী করীম (স.) স্বপ্নে কাফেরদের সংখ্যা কম দেখতে পান এবং দেখেন, মুসলমানরা বীরবিক্রমে লড়াই করেছে। নবী করীম (স.)-এর স্বপ্ন যথার্থই ছিলো। তাদের মধ্যে শেষ

www.icsbook.info

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا

وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

রুকু ৬

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও, তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং (বিজয়ের আসল উৎস) আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকবে,[৫২] আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে,[৫৩] তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[৫৪]

পর্যন্ত কাফেরের সংখ্যা কমই ছিলো। তাদের অধিকাংশই পরে মুসলমান হয়েছে। স্বপ্নের এ ব্যাখ্যাও হতে পারে, সামান্য সংখ্যার অর্থ তাদের পরাজিত হওয়ার কথা প্রকাশ করা। অবশ্য কাফেরদের নযরে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখানো ছিলো বাস্তব। আসলেই তাদের সংখ্যা কম ছিলো। এটা সে সময়ের ঘটনা, যখন উভয় পক্ষের সৈন্যরা প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হয়। অবশ্য মুসলমানরা যখন বীরবিক্রমে হামলা চালায় এবং দলে দলে ফেরেশতারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তখন কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখতে পায়। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে– 'আর অপর দল ছিলো কাফের, তারা ওদের নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিলো চোখে দেখার মতো।' (আয়াত ১৩)

৫২. নামায-দোয়া-তাকবীর এবং আল্লাহর সব রকম যেকের এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহর যেকেরের ক্রিয়া হচ্ছে, যে যেকের করে তার অন্তর দৃঢ় এবং নিশ্চিন্ত হয়, জেহাদে যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিলো আল্লাহর যেকের। 'যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র যেকেরে তাদের অন্তর শান্ত-তৃপ্ত হয়, জেনে রাখো, আল্লাহ্র যেকেরেই সব অন্তর শান্তি পায়।' (সূরা রা'দ: ১৪)

৫৩. অর্থাৎ, এ চিত্তের এ দৃঢ়তা দূর হয়ে তোমাদের অগ্রগামিতা ও সম্ভ্রম হ্রাস পাবে। এমন হলে বিজয় আর সাফল্য কিভাবে অর্জন করবে?

৫৪. জেহাদের সময় যেসব বিপদাপদ এবং কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়, ধৈর্য আর দৃঢ়তা-স্থিরতা দ্বারা সে সবের মোকাবেলা করবে, হিম্মতহারা হবে না। প্রবাদ আছে, আল্লাহ হিম্মতের সহায়ক। কামিয়াবীর চাবিকাঠি কি, এ আয়াতে মুসলমানদের তা বলে দেয়া হয়েছে। এটা জানা কথা, সম্পদ-সৈন্য আর অস্ত্র দ্বারা বিজয় অর্জিত হয় না; বরং বিজয় অর্জিত হয় দৃঢ়তা-স্থিরতা, ধৈর্য-স্থৈর্য, চিত্তের প্রশান্তি, আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহ, রসূল ও তাঁদের স্থলাভিষিক্ত নেতার আনুগত্য-অনুসরণ এবং পরস্পরের ঐক্য-সংহতির মাধ্যমে। এখানে স্বতস্ফূর্তভাবে মন চাচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে ইবনে কাসীরের কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করতে। নিষ্ঠা আর ঈমানের অতি গভীর থেকে এ বাক্যগুলো উদ্ভূত হয়েছে। তিনি লিখেছেন– 'বীরত্ব প্রদর্শন এবং আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু

www.icsbook.info

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا
تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ
مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৪৭. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যারা অহংকার ও লোকদের (নিজেদের শান-শওকত) দেখানোর জন্যে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষদের যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (মূলত) তাদের সমুদয় কার্যকলাপই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।[৫৫] ৪৮. যখন শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে তাদের বলেছিলো, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং আমি তো তোমাদের পাশেই আছি, অতপর যখন উভয় দল সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন কঠোর শাস্তিদাতা।[৫৬]

আনহুম এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা তাঁদের পূর্বে অন্য কোনো জাতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কেউ সক্ষম হবে না। কারণ, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে অসংখ্য মানুষের হৃদয় এবং বিপুল অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোম, পারস্য, তুর্কী, সিসিলি, বারবার, সুদানী, কিবতী ইত্যাদি দেশের সৈন্যদের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। তারা সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে পদানত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বের সকল ধর্মের ওপর আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে এবং তিরিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রাচ্যে প্রতীচ্যে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সকলকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদের তাদের দলভুক্ত করুন। তিনি তো দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।'

৫৫. আবু জাহল অতি ধুমধামের সাথে বাদ্য বাজাতে বাজাতে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হয়েছিলো, যাতে এসব দেখে মুসলমানরা ভয় পেয়ে যায় এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের ওপরও মোশরেকদের প্রভাব পড়ে। পথিমধ্যে তার কাছে আবু সুফিয়ানের পয়গাম পৌঁছে, কাফেলা অত্যন্ত বিপদ-সংকুল অবস্থা অতিক্রম করে বেরিয়ে এসেছে। এখন তোমরা মক্কায় ফিরে যাও। আবু জাহল অত্যন্ত দম্ভের সাথে বললো, আমরা তখনই ফিরে যেতে পারি, যখন বদর প্রান্তরের ফোয়ারায় পৌঁছে আনন্দ-উল্লাসের আসর সরগরম করবো। সেখানে নর্তকী

www.icsbook.info

গায়িকারা ফুর্তি এবং সাফল্যের গান গাইবে, মদ্য পান করবে, মজা লুটবে। উট যবাহ্ করে তিন দিন ধরে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজনকে খাওয়ানো হবে। আরবে এ দিনটি যাতে আমাদের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে, সে জন্যে এ মহাভোজের আয়োজন। এ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের আগামীতে যেন আর কোনো দিন সাহস না হয়। ভবিষ্যতে আর কোনো দিন তারা যেন আমাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করতে না পারে।

সে কি এ কথা জানতো, তার পরিকল্পনা আর প্রস্তাব সবই তো ছিলো আল্লাহর মুঠির মধ্যে। এসব চলতে দেয়া না দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা হলে এসব উলটিয়েও দিতে পারেন। কার্যত তাই হয়েছে। বদরের ফোয়ারার পানি আর পান পাত্রের পরিবর্তে তাদের মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হয়েছে। গান-বাজনা আর আনন্দ-ফুর্তির আসর তো তারা জমাতে পারেনি। তার পরিবর্তে বিলাপ-শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়েছিলো বদর থেকে মক্কা পর্যন্ত। দম্ভ-অহমিকা আর প্রদর্শনীতে যে সব অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে চেয়েছিলো, তা গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। ঈমান এবং তাওহীদের চিরন্তন বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে বদর প্রান্তরে। যেন ক্ষুদ্র এ ভূখন্ডে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ভাগ্যের ফায়সালা করে দিয়েছেন। যা হোক, এ আয়াতে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, জেহাদ নিছক খুন-খারাবীর নাম নয়; বরং এটা হচ্ছে এক বিরাট এবাদাত। লোক দেখানো বা দম্ভ প্রকাশের জন্যে এবাদাত করলে তা কবুল হবে না। সুতরাং গর্ব-অহংকার এবং প্রদর্শনীতে তোমরা কাফেরদের অনুসরণ করো না।

৫৬. কোরায়শ নিজেদের শক্তি-সামর্থ এবং জনবলের জন্য গর্বিত ছিলো, কিন্তু বনু কেনানার সাথে তাদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলতো। তাদের আশংকা ছিলো, বনু কেনানা যেন তাদের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। তাদের পিঠ চাপড়ানো এবং সাহস বাড়ানোর জন্যে তৎক্ষণাত শয়তান বনু কেনানার বড়ো সরদার সোরাকা ইবনে মালেকের রূপ ধারণ করে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়। শয়তান আবু জাহল প্রমুখকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললো, আমরা সকলে তোমার সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। কেনানার ব্যাপারে তোমরা কোনো চিন্তা করবে না। আমি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। বদর ময়দানে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় এবং শয়তান জিবরাঈল প্রমুখ ফেরেশতাকে দেখতে পায়, তখন সে আবু জাহলের হাত ছেড়ে পালাতে থাকে। আবু জাহল বললো, সোরাকা, এ বিপদের সময় ধোকা দিয়ে কোথায় যাচ্ছো? সে বললো, আমি তোমাদের সাথে থাকতে পারি না। আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা, অর্থাৎ ফেরেশতা। আল্লাহ তথা তাঁর এ বাহিনীর ভয়ে আমার অন্তর কাঁপছে। এখন আর আমার দাঁড়াবার সাহস হচ্ছে না। আমার আশংকা হচ্ছে, যেন এর চেয়েও বড়ো কোনো আযাব আর বিপদে না পড়ে যাই। কাতাদা বলেন, মালউন মিথ্যা বলেছে। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিলো না, অবশ্য সে বুঝতে পারছিলো, এখন কোরায়শ বাহিনী বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। কোনো শক্তিই তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অনুসারীদের ধোকা দিয়ে বিপদে ফাঁসিয়ে মোক্ষম সময়ে কেটে পড়া শয়তানের চিরাচরিত রীতি। এক্ষেত্রেও সে তাই করেছে– 'সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে, আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা নিছক ছলনা মাত্র।' (সূরা নেসা : ১২০)

'যেমন শয়তান, সে মানুষকে বলে, কুফরী কর। অতপর সে কুফরী করলে শয়তান বলে, তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় করি।' (সূরা হাশর : ১৬)

www.icsbook.info

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

রুকু ৭

৪৯. মোনাফেক ও তাদের দলবল– যাদের দিলে (গোমরাহীর) ব্যাধি রয়েছে, যখন তারা বললো, এ লোকদের (মূলত) তাদের (নতুন) দ্বীন (মারাত্মকভাবে) প্রতারিত করে রেখেছে; (সত্য কথা হচ্ছে,) যে কোনো ব্যক্তিই (বিপদে-আপদে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে (সে বুঝতে পারবে), আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।[৫৭] ৫০. তুমি যদি (সত্যিই) সেই (করুণ) অবস্থা দেখতে পেতে, যখন (আল্লাহর) ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা (তখন) তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে (ক্রমাগত) আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং বলছিলো), তোমরা আগুনের আযাব উপভোগ করো।[৫৮]

'যখন সব কিছু মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন– সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, অতপর আমি তার খেলাফ করেছি। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো আধিপত্য ছিলো না। আমি কেবল তোমাদের ডাক দিয়েছিলাম। তোমরা আমার সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না। নিজেদেরই দোষারোপ করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে পারি না, তোমরাও পার না আমাকে উদ্ধারে সাহায্য করতে। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। নিসন্দেহে যালেমদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' (সূরা ইবরাহীম : ২২)

৫৭. মুসলমানরা সংখ্যায় অতি নগণ্য, সাজ-সরঞ্জামও নেই। এরপরও তাদের বীরত্ব দেখে মোনাফেক এবং দুর্বল কালেমাগো মুসলমানরা বলতে শুরু করে, এ মুসলমানরা তাদের দ্বীন এবং সত্যতা সম্পর্কে গর্বিত। এ কারণেই তারা এ ভাবে নিজেদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারছে। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, এটি কোনো গর্বের বিষয় নয়, বরং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের ফল।

আল্লাহর অসীম শক্তিতে যার ঈমান-আস্থা আছে, সে একান্তভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা হবে, তাই ঠিক। এমন লোকেরা সত্যের ব্যাপারে এমনই পরাক্রমশালী বীর-বাহাদুর হয়ে থাকে।

৫৮. অর্থাৎ মেরে বলে, এখনকার জন্য এটা গ্রহণ কর। ভবিষ্যতে জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে। অনেক তাফসীরকার একেও বদর ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ সে সময় যে কাফের মার যেতো, তার সাথে ফেরেশতারা এ কথা বলতেন। অবশ্য আয়াতের

www.icsbook.info

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾
كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذٰلِكَ
بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫১. (মূলত) এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের উভয় হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছিলে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দার ওপর যুলুম করেন না,[৫৯] ৫২. (এদের পরিণতি হবে,) ফেরাউনের আপনজন ও তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই; তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের গুনাহের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদানকারী।[৬০] ৫৩. এটা এ কারণে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সে নেয়ামত কখনো (তাদের জন্যে) বদলে দেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন,[৬১]

শব্দ সকল কাফেরকেই অন্তর্ভুক্ত করছে। এ কারণে এটাই অগ্রগণ্য বলে প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনা আলমে বরযখের। অবশ্য বদরের ঘটনার সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে, সেই কাফেরদের এ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে দুনিয়ায়। বরযখেও এমনিই হবে। আর আখেরাতের আযাবের কথা তো না বলা-ই ভালো।

৫৯. অর্থাৎ এসব কিছুই হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের ফল। অন্যথায় আল্লাহর কাছে যুলুম কিছুই নেই। খোদা না করুন, তাঁর পক্ষ থেকে যদি এক রত্তি পরিমাণ যুলুমের সম্ভাবনা থাকতো, তা হলে মহান মর্যাদার বিবেচনায় তিনি যালেম না হয়ে বরং যাল্লাম তথা বড়ো যালেম সাব্যস্ত হতেন। কারণ, যিনি পরিপূর্ণ, তাঁর সব সেফাত বা গুণও পরিপূর্ণ হওয়াই বিধেয়।

৬০. অর্থাৎ, অতীতকাল থেকে এ নিয়ম চলে আসছে, লোকেরা আল্লাহর আয়াত মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে তাঁর নবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উদ্যত হলে আল্লাহ তাদের কোনো না কোনো আযাবে পাকড়াও করেছেন।

৬১. অর্থাৎ, মানুষ যখন ভারসাম্যহীনতা এবং অপকর্ম দ্বারা পুণ্যের স্বাভাবিক শক্তি-ক্ষমতা পরিবর্তন করে ফেলে এবং তাঁর দেয়া বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ নেয়ামতকে তাঁর প্রদর্শিত কাজে যথাসময়ে ব্যয় না করে, বরং তাঁর বিরোধিতায় ব্যয় করতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া নেয়ামত ছিনিয়ে নেন এবং তার পুরস্কারের শানকে প্রতিশোধের শানে পরিবর্তন

www.icsbook.info

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾
اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾ ۖۚ اَلَّذِيْنَ
عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৪. (এরা হচ্ছে) ফেরাউন, তার স্বজন ও তাদের আগের লোকদের মতো;যারা তাদের মালিকের আয়াত (সরাসরি) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, ফলে আমি তাদের (কুফরীর) অপরাধের জন্যে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফেরাউনের স্বজনদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, (মূলত) তারা সবাই ছিলো যালেম।[৬২] ৫৫. নিশ্চয়ই (আল্লাহর এ) যমীনে (বিচরণশীল) জীবের মধ্যে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা (স্বয়ং এ যমীনের স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করে এবং তারা (তাঁর ওপর) ঈমানও আনে না। ৫৬. (তারাও এ নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম,) যাদের সাথে তুমি (বাকায়দা) সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছো, অতপর তারা প্রতিবার সুযোগ পেয়েই সে চুক্তি ভংগ করেছে এবং (এ চুক্তি লংঘনের ব্যাপারে) তারা (কাউকেই) পরোয়া করেনি।[৬৩]

করেন। তিনি বান্দাদের সব কথা শোনেন এবং সকল অবস্থা জানেন। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। সুতরাং তিনি যার সাথে যে ব্যবহার করেন, তাই যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত। হযরত শাহ্ সাহেব (র.) লেখেন, যতোক্ষণ নিয়ত এবং আকীদার পরিবর্তন না হয়, ততোক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া নেয়ামত ছিনিয়ে নেন না। এতে মনে হয় 'মা বেআনফুসেহিম' দ্বারা বিশেষ নিয়ত এবং আকীদা অর্থ নেয়া হয়েছে।

৬২. ফেরাউন ও তার সৈন্য-সামন্ত এবং তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে তাদের অপরাধের দন্ড হিসাবে ধ্বংস করা হয়েছে। বিশেষ করে ফেরাউন সঙ্গী-সাথীদের নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। এ সব হয়েছে তখন, যখন তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর নষ্টামি-দুষ্টামি করে নিজেদের ওপরই যুলুম করেছিলো। নতুবা কোনো মাখলুকের সাথে আল্লাহর কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।

৬৩. যারা সব সময়ের জন্য কুফরী-বেঈমানীতে জেদ ধরে বসেছে এবং পরিণতির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে গাদ্দারী আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে, আল্লাহর নিকট তারা নিকৃষ্ট জীব। গাদ্দারী আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ফেরাউনীদের অবস্থা এমনই ছিলো। ফেরাউন ও তার দলবল সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

'আর যখন তাদের ওপর শাস্তি আসতো তখন তারা বলতো, হে মূসা, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে দোয়া কর, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে যে অংগীকার করেছেন, সে অনুযায়ী তুমি আমাদের থেকে শাস্তি অপসারিত করলে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সঙ্গে যেতে দেবো; অতপর যখন আমি তাদের ওপর থেকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে শাস্তি অপসারিত করলাম,

www.icsbook.info

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا

تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৭. অতএব এ লোকদের যদি কখনো তুমি ধরতে পারো, তাহলে তাদের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পরবর্তী বাহিনী (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করে। ৫৮. যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার এ আশংকা হয়, তারা (চুক্তি ভংগ করে) বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাহলে তুমিও (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর ছুঁড়ে দাও (তবে তোমরা নিজেরা তা আগে লংঘন করো না); নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।[৬৪]

যে সময়টা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তখন তারা অংগীকার ভঙ্গ করলো।' (আল আ'রাফ : ১৩৪-৩৫)

নবী করীম (স.)-এর সময়ে বনু কোরায়যার ইহুদীদেরও এ অভ্যাস ছিলো। তারা তাঁর সাথে অংগীকার করতো, আমরা মক্কার মোশরেকদের সাহায্য করবো না। পরে তাদের সাহায্য করতো এবং বলতো, অংগীকারের কথা আমাদের স্মরণ ছিলো না। তারা পর পর এরূপ করেছে। এমন গাদ্দারদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত, পরবর্তী আয়াতে তা বলা হয়েছে।

৬৪. অর্থাৎ, এ সব প্রতারক প্রবঞ্চক গাদ্দার যদি অংগীকার প্রত্যাখ্যান করে প্রকাশ্যে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন, যা দেখে অন্যেরা এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা শিক্ষা গ্রহণ ও ভবিষ্যতে আর কখনো তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ঔদ্ধত্য না দেখাতে পারে। কোনো জাতি যদি প্রকাশ্যে প্রতারণা প্রবঞ্চনা না করে, অবশ্য লক্ষণ থেকে বুঝা যায়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তারা প্রস্তুত রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনার জন্য অনুমতি রয়েছে। ভালো মনে করলে প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে দিতে পারেন, চুক্তি বাতিল করার কথা জানিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এমনটি করলে উভয় পক্ষ পরবর্তী চুক্তি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে থাকবে না। উভয় পক্ষ সমভাবে সচেতন হয়ে নিজ নিজ প্রস্তুতি এবং প্রতিরক্ষায় প্রবৃত্ত হবে। আপনার পক্ষ থেকে যেন কোনো কারচুপি এবং খেয়ানত না হয়। কাজ-কারবার যেন পরিষ্কার থাকে। খেয়ানতের মতো কাজ– তা কাফেরের সাথেই হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

সুনানে বর্ণিত আছে, আমীর মোআবিয়া (রা.) এবং রোম সরকারের মধ্যে মেয়াদী চুক্তি ছিলো। আমীর মোআবিয়া (রা.) মেয়াদের মধ্যে তাঁর সৈন্যদের রোম সীমান্তের দিকে পাঠাতে শুরু করেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো রোম সীমান্তের নিকটে গিয়ে পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকা, যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালাতে পারেন। যখন এ কার্যক্রম চলছিলো, তখন এক বৃদ্ধ 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়াফাআন লা-গাদরান' বলতে বলতে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অগ্রসর হন। তার বক্তব্যের অর্থ ছিলো অংগীকার পূর্ণ করো, তা ভঙ্গ করবে না। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, কোনো জাতির সাথে চুক্তি থাকলে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তার কোনো শর্ত ভংগ করা বা নতুন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না। অথবা অন্য পক্ষকে সমভাবে চুক্তি বাতিলের কথা জানিয়ে দেবে। হযরত মোআবিয়া (রা.) এ কথা শুনে ফিরে আসেন। তিনি দেখতে পান, বৃদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

www.icsbook.info

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ

مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ

রুকু ৮

৫৯. আর কাফেররা যেন কখনোই এমন ধারণা করতে না পারে যে, ওরা (তোমাদের পেছনে ফেলে নিজেরা) এগিয়ে গেছে; (আসলে) কোনো অবস্থায়ই তারা (তোমাদের) অক্ষম করে দিতে পারবে না।[৬৫] ৬০. তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে[৬৬] এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, শুধু আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন;[৬৭] আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের (পরকালে) আদায় করে দেয়া হবে

৬৫. চুক্তি বাতিলের যে বিধানের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফেররা তাকে মুসলমানদের সরলতা মনে করে খুশী হওয়ার কথা। চুক্তির বিপরীত কাজ এবং খেয়ানত করা যেহেতু মুসলমানদের নিকট বৈধ নয়; সুতরাং আমরা সতর্ক সচেতন হয়ে নিজেদের রক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবার সুযোগ পাবো। এর জবাবে বলা হয়েছে, তোমরা যতোই প্রস্তুতি নাও আর যতোই ব্যবস্থা গ্রহণ করো না কেন, আল্লাহ যখন মুসলমানদের হাতে তোমাদের পরাভূত ও লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করবেন এবং দুনিয়া বা আখেরাতে শাস্তিদানের মনস্থ করবেন, তখন তোমরা যতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করো না কেন, তাঁকে ঠেকাতে পারবে না। তাঁর শক্তি-প্রতিপত্তির আওতার বাইরেও যেতে পারবে না। যেন এখানে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চললে সকলের ওপর বিজয়ী হতে পারবে।

৬৬. আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, শরীয়তসম্মত প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ত্যাগ করতে হবে। না, তা নয়। যতোদূর সম্ভব জেহাদের উপায় উপকরণ সংগ্রহ করা মুসলমানদের জন্যে ফরয। নবী করীম (স.)-এর মোবারক যুগে অশ্বারোহণ, তীর-তরবারি চালনা ইত্যাদি অনুশীলন করা ছিলো জেহাদের উপকরণ। বর্তমানে তোপ-কামান, বিমান, ডুবোজাহাজ, ক্রুজার, মিজাইল ইত্যাদি প্রস্তুত এবং ব্যবহার করা, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা; বরং ব্যায়াম ইত্যাদি করাও জেহাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ। ভবিষ্যতে যে সব যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হবে, ইনশাআল্লাহ সেসবও আয়াতের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঘোড়া সম্পর্কে তো নবী (স.) নিজেই বলেছেন– 'কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।'

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জেহাদের নিয়তে ঘোড়া পোষে, সেটির খানা-পিনা এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপেই পুণ্য লাভ হয়। সে ঘোড়ার আহার ইত্যাদিও কেয়ামতের দিন পাল্লায় ওযন করা হবে।

৬৭. অর্থাৎ এ সব উপায়-উপকরণ দুশমনদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার বাহ্যিক অবলম্বন মাত্র। অবশ্য সাফল্য আর বিজয়ের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য। এ সম্পর্কে আগেই

www.icsbook.info

وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى

اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ

حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।[৬৮] ৬১. (হে মোহাম্মদ,) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সন্ধির জন্যে ঝুঁকে যাবে এবং (সর্বদা) আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন।[৬৯] ৬২. আর যদি কখনো তারা (সন্ধির আড়ালে) তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে (তোমার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই, কেননা) তোমার (রক্ষার) জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; (অতীতেও) তিনি তাঁর (সরাসরি) সাহায্য ও মোমেনদের দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন,[৭০] ৬৩. আর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাদের অন্তরসমূহের মাঝে পারস্পরিক (ভালোবাসা ও) সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন; অথচ তুমি যদি দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদও (এর পেছনে) ব্যয় করতে, তবু তুমি এ মানুষদের দিলগুলোর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন

উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাদের সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চিত করে কিছু জানা নেই, যারা ছদ্মবেশী মুসলমান, তারা বনু কোরায়যার ইহুদী হোক বা রোমক, পারস্য ইত্যাদি, তারা মোনাফেক। ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গেই তোমাদের মোকাবেলা হবে।

৬৮. এখানে আর্থিক জেহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জেহাদের প্রস্তুতিতে যে অর্থ ব্যয় করবে, তার ঠিক ঠিক বিনিময় পাবে। মানে এক দেরহামের বিনিময়ে সাতশ দেরহাম লাভ করবে। আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দেন। কখনো কখনো দুনিয়াতেও এরচেয়ে বেশী বিনিময় পাওয়া যায়।

৬৯. মুসলমানদের প্রস্তুতি এবং মোজাহেদসুলভ কোরবানী দেখে কাফেররা ভীত হয়ে সন্ধি আর বন্ধুত্বের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স.)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তারা সন্ধির জন্যে হাত প্রসারিত করলে শুভবুদ্ধি অনুযায়ী আপনিও হাত প্রসারিত করুন। কারণ, জেহাদের উদ্দেশ্য রক্তপাত নয়; বরং আল্লাহর বাণী ঊর্ধ্বে তুলে ধরাই হচ্ছে জেহাদের উদ্দেশ্য। বিপর্যয় প্রতিরোধ হচ্ছে জেহাদের লক্ষ্য। রক্তপাত ছাড়াই এ লক্ষ্য অর্জিত হলে শুধু শুধু রক্তপাতের কি প্রয়োজন। যদি এ আশংকা থাকে, কাফেররা সন্ধির আড়ালে মুসলমানদের ধোকা দিতে চায়, তবে কোনো পরোয়া না করে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ তাদের মনের খবর রাখেন এবং গোপন পরামর্শও শোনেন। তাঁর সাহায্য-সহায়তার সম্মুখে তাদের কুমতলব কোনো কাজে আসবে না। আপনি নিজের নিয়ত সাফ রাখুন।

৭০. তারা যদি চুক্তি করে ধোকা প্রবঞ্চনা এবং চুক্তি ভঙ্গের ইচ্ছা করে, তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সাহায্যের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে

www.icsbook.info

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ

اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন; অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।[৭১] ৬৪. হে নবী, তোমার জন্যে এবং মোমেনদের মাঝে যারা তোমাকে অনুবর্তন করে তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।[৭২]

দেবেন। তিনি বদর যুদ্ধে আপনাকে গায়বী সাহায্য করেছেন এবং বাহ্যিকভাবেও জানবায আত্মোৎসর্গকারী মুসলমানদের দ্বারা আপনার সহায়তা করেছেন।

৭১. ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই ছিলো। ছোটো খাটো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন গোত্র যুদ্ধে জড়াতো। দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে শত শত বছর যুদ্ধের আগুন শীতল হতো না। মদীনার দুটি প্রভাবশালী 'আওস' এবং 'খাযরাজ' গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধ এবং পুরাতন শত্রুতা কিছুতেই শেষ হবার ছিলো না। তারা একে অপরের রক্ত-পিপাসু এবং ইযযত-আবরুর ভুখা ছিলো। এ পরিস্থিতিতে আকায়ে নামদার মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ-মারেফাত এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীন পয়গাম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। লোকেরা তাঁকেও একটা পক্ষ সাব্যস্ত করে সকলে মিলে তাঁর পেছনে পড়ে। পুরাতন হিংসা-বিদ্বেষ আর শত্রুতা ছেড়ে সব রকম দুশমনীর জন্য তাঁকেই বেছে নেয়। তারা নবী করীম (সঃ)-এর উপদেশকে ভয় পেতো, ভয় পেতো তাঁর ছায়াকেও। পশু দলের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় এবং নবীর ভালোবাসার ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে তাওহীদের শরাবে মাতোয়ারা করে সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে, পারে পূত-পবিত্র সত্তার আশেকে পরিণত করতে, এমন কোনো শক্তি দুনিয়ায় ছিলো না। অথচ কিছু দিন আগেও তাঁর চেয়ে বড়ো ঘৃণার পাত্র আর কেউ এ পশুস্বভাব মানব দলের কাছে ছিলো না। সন্দেহ নেই, আল্লাহর রহমত এবং সাহায্যে যা এতো সহজে অর্জিত হয়েছে, পৃথিবীর সব সম্পদ ব্যয় করেও তা অর্জন করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তায়ালা একজনের অন্তরে অপর জনের সত্যিকার ভাইয়ের চেয়েও বেশী ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর সকল ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন নবী করীম (স.)-এর সত্তাকে। মানুষের মনে হঠাৎ করে এমন পরিবর্তন আনা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার লীলা। এমন তীব্র প্রয়োজনের সময় সকলকে প্রীতি-ভালোবাসার একটা কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করা তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ।

৭২. এর দুটি অর্থ হতে পারে। অধিকাংশ অতীত মনীষীর মতে এর অর্থ হচ্ছে, হে নবী, আপনার এবং আপনার সঙ্গী-সাথীদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ অল্প সংখ্যা এবং উপায়-উপকরণের অভাব দেখে চিন্তা করবেন না। কোনো কোনো আলেম এর অর্থ করেছেন, হে নবী, বস্তুত আপনার আল্লাহ একাই যথেষ্ট। বাহ্যিক উপায় উপকরণের বিবেচনায় নিষ্ঠাবান মুসলমানের সংখ্যা যতোই কম হোক না কেন, তারাই যথেষ্ট। আগে যে 'তোমাকে তার সাহায্য দ্বারা এবং মোমেনদের দ্বারা শক্তিশালী করবেন' বলা হয়েছে, এ যেন তারই সারকথা।

www.icsbook.info

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ
عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا۟
أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

রুকু ৯

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো (মনে রেখো); তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দুশ' লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি 'একশ' হয় তাহলে তারা কাফেরদের এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।৭৩

৭৩. এ আয়াতে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সংখ্যায় কম হলেও হতোদ্যম হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহর রহমতে দশ গুণ বেশী দুশমনের ওপর তোমরা জয়ী হবে। এর কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা কেবল আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করে। তারা আল্লাহ এবং তাঁর মরযি বুঝে এ মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাই হচ্ছে আসল জীবন। তারা বিশ্বাস করে, আমি বিজয়ী হই বা পরাজিত, আমার সব কোরবানীর ফল অবশ্যই পরকালে পাওয়া যাবে। আল্লাহর বাণী উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে আমি যে কষ্ট স্বীকার করছি, মূলত তাই আমাকে চিরন্তন সুখ-শান্তি দান করবে। মুসলমান যখন এ মনে করে যুদ্ধ করে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার সহায় হয়। তার মৃত্যু ভয় থাকে না। এ জন্যে তারা পূর্ণ বীরত্বের সাথে প্রাণপণে লড়াই করে। আর কাফেররা যেহেতু এ তত্ত্বকথা বুঝতে পারে না, এ কারণে তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো যুদ্ধ করে বৈষয়িক স্বার্থের খাতিরে। তাদের মনোবল থাকে না, গায়েবী সাহায্যও তারা পায় না। এ কারণে সুসংবাদের ধারায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মোমেনদের দৃঢ়তার সাথে লড়াই করতে হবে দশ গুণ বেশী দুশমনের বিরুদ্ধে। ২০ জন মুসলমান হলে দুইশ জনের মোকাবেলা করতে পশ্চাৎপদ হবে না। একশ জন হলে হাজার জনের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে।

এখানে ২০ এবং ১০০ সংখ্যা দুটি সম্ভবত এ জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন সংখ্যার বিচারে 'সারিয়্যায়' মুসলমানের সংখ্যা ছিলো কমপক্ষে ২০ এবং 'জায়শে' ছিলো অন্তত একশ। পরবর্তী আয়াত বেশ কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে। তখন মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে তখন সারিয়্যায় ছিলো অন্তত একশ জন এবং 'জায়শে' এক হাজার জন। উভয় আয়াতে উল্লিখিত সংখ্যা থেকে বুঝা যায়, পরবর্তী আয়াত নাযিল হওয়ার সময় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

www.icsbook.info

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ

مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. (এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে; (অতপর) তোমাদের মধ্যে যদি একশ' ধৈর্যশীল মানুষ থাকে তাহলে তারা দুশ'র ওপর বিজয়ী হবে, আবার যদি থাকে তোমাদের এক হাজার ধৈর্যশীল ব্যক্তি, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বিজয়ী হবে দু'হাজার লোকের ওপর; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।৭৪

৭৪. বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, বিগত আয়াত-যাতে দশ গুণ বেশী কাফেরের মোকাবেলায় অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, মুসলমানদের নিকট তা কঠিন ঠেকলে 'আল-আনা খাফ্ফাল্লাহু আনকুম ......' আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা লক্ষ্য করে পূর্বের বিধান রহিত করেছেন। এখন তোমাদের দ্বিগুণ বেশী লোকের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকতে হবে। আর সেখান থেকে পলায়ন করা হারাম। যে দুর্বলতার কারণে বিধান নমনীয় করা হয়েছে, তা কয়েক রকমে হতে পারে। হিজরতের প্রথম দিকে মুসলমানের সংখ্যা ছিলো মুষ্টিমেয়। যাদের শক্তি-সামর্থ ছিলো সীমিত। কিছুকাল পরে তাদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়েন। নতুন করে যারা এসেছেন, তাদের মধ্যে পুরাতন মোহাজের-আনসারদের মতো প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করার মতো অবস্থা ছিলো না। সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতাও কিছুটা হ্রাস পেয়ে থাকবে। এমনিতেও মানুষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোনো কঠিন কাজ কয়েকজন লোকের ওপর ন্যস্ত হলে তাদের মধ্যে কাজ করার জোশ বৃদ্ধি পায়, প্রতিটি লোক তার সামর্থের চাইতে বেশী সাহস করে, কিন্তু সে একই কাজ যদি অনেক লোকের ওপর ন্যস্ত করা হয়, তখন একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে থাকে এবং মনে করে, কেবল আমাকেই এ কাজ করতে হবে না। তখন জোশ-জযবা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সাহসে ভাটা পড়ে। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, আগের মুসলমানদের পূর্ণ একীন ছিলো। তাদের হুকুম দেয়া হয়েছিলো নিজেদের চেয়ে দশ গুণ বেশী কাফেরের সাথে জেহাদ করার। পরবর্তী মুসলমানরা পূর্ববর্তীদের চাইতে কম ছিলেন। তখন নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী লোকের সাথে জেহাদ করো। এখনও এ নির্দেশই বহাল রয়েছে, কিন্তু দ্বিগুণের চেয়ে বেশী লোকের ওপর হামলা করলে বেশী পুণ্য লাভ হবে। নবী করীম (স.)-এর সময়ে হাজার মুসলমান ৮০ হাজারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মুতার যুদ্ধে তিন হাজার মুসলমান দুই লক্ষ কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা ভূরি ভূরি রয়েছে।

www.icsbook.info

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭. কোনো নবীর পক্ষেই এটা শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দীরা থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যমীনে (আল্লাহর দুশমনদের) রক্তপাত ঘটাবে; আসলে তোমরা তো দুনিয়ার (সামান্য) স্বার্থটুকুই চাও, আর আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) আখেরাতের কল্যাণ চান; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৭৫]

৭৫. বদর যুদ্ধে সত্তুর জন কাফের মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের সামনে দুটি উপায় উপস্থাপন করেন– হত্যা করা অথবা ফেদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া এ শর্তে, পরবর্তী বছর সমসংখ্যক লোক হত্যা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এ দুটি উপায় উপস্থিত করেছিলেন পরীক্ষা স্বরূপ। তিনি দেখতে চান, মুসলমানরা নিজেদের মন-মানসিকতা এবং মতামতের দিক থেকে কোনটিকে গ্রহণ করে। যেমন আযওয়াজে মোতাহহারাতকেও দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। তাদের বলা হয়– 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসিতা চাও তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং ভালোভাবে তোমাদের বিদায় করি।' (সূরা আহযাব : ২৮)

অথবা যেমন মে'রাজে নবী করীম (স.)-এর সম্মুখে দুধ এবং মদের দুটি পাত্র পেশ করা হয়েছিলো। নবী করীম (স.) দুধের পাত্রটি গ্রহণ করেন। জিবরাঈল (আ.) বলেন, আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করলে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হতো।

যা হোক, নবী করীম (স.) যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মতামত জানতে চান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মত প্রকাশ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এ সব বন্দী তো আপনার নিজেরই আত্মীয়-প্রতিবেশী। এদের ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। তাদের প্রতি এ নরম আচরণ-অনুগ্রহের ফলে তাদের মধ্যকার কিছু লোক, তাদের সন্তান-সন্তুতি এবং বন্ধু-বান্ধব আমাদের বাহুবলে পরিণত হতে পারে। এতে যে অর্থ হস্তগত হবে তা জেহাদ ইত্যাদি দ্বীনী কাজে লাগবে। অবশ্য পরবর্তী বছর আমাদের ৭০ জন লোক শহীদ হলে কোনো ক্ষতি নেই। তাঁরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন। চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতা এবং আত্মীয়তার টানে নবী করীম (স.)-এর ঝোঁকও ছিলো এ মতের দিকেই। কেবল নবী করীম (স.)-এরই নয়, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ মতও ছিলো এদিকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের বর্ণিত কারণে অনেকে এবং কেউ কেউ নিছক আর্থিক দিকের কথা বিবেচনা করে এ মত সমর্থন করেন।

হাফেয ইবনে হাজার এবং হাফেয ইবনে কাইয়েম (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী– 'তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করো' দ্বারা এটাই প্রমাণ হয়। হযরত ওমর এবং হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায (রা.) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এ বন্দীরা হচ্ছে কুফরীর ইমাম এবং মোশরেকদের সরদার। তাদের শেষ করা

www.icsbook.info

হলে কুফর-শেরক বিনাশ ঘটবে। সব মোশরেক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠবে। ভবিষ্যতে মুসলমানদের উত্ত্যক্ত করার এবং আল্লাহর পথ থেকে ফেরাবার সাহস তাদের থাকবে না। মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর নিকট আমাদের ঘৃণা-অসন্তুষ্টি ভালোভাবে প্রকাশ পাবে। তাঁর সামনে এও প্রতিপন্ন হবে, আল্লাহর ব্যাপারে আমরা আত্মীয়তা এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধার কোনো পরোয়া করিনি। এ জন্যে বন্দীদের মধ্যে যারা আমাদের কারো আত্মীয়-বন্ধু, তাকে নিজ হাতে হত্যা করাই উচিত হবে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শই গৃহীত হয়। কারণ, এটাই ছিলো অধিকাংশের মত। স্বাভাবিক কোমল হৃদয়তার কারণে নবী করীম (স.) নিজেও এ মতের সমর্থক ছিলেন। নৈতিক এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে এ মতই সবচেয়ে উত্তম ও যথার্থ বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ইসলাম তখন যে পরিস্থিতি অতিক্রম করছিলো, তা দৃষ্টে সময়ের দাবী ছিলো কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর নীতি গ্রহণ করা। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে যারা যুলুম-নির্যাতন বরদাশত করে আসছিলো, এ প্রথম বারের মতো তারা তাগূতের পূজারীদের কাছে একথা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছে, তোমাদের অর্থ-সম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লোকবল কোনো কিছুই এখন তোমাদের আল্লাহর প্রতিশোধের তরবারি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রথমে একবার যালেম-মোশরেকদের ওপর আতংকের ভাব সৃষ্টি করার পর কোমলতা এবং আত্মীয়তার দাবী পূরণ করার জন্য ভবিষ্যতে অনেক সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। ওদিকে আগামীতে ৭০ জন মুসলমানের হত্যায় রাযি হওয়াও সহজ ব্যাপার ছিলো না। এ কারণে এ মত গ্রহণ করা সময়ের দাবী এবং জরুরী পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয়নি।

কোরআনের আয়াতে আল্লাহর এ অসন্তুষ্টির প্রতি রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর এ এজতেহাদ মারাত্মক ভুল বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং যারা অধিকতর আর্থিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে এ মত সমর্থন করেন, তাদের 'তোমরা চাও দুনিয়ার সম্পদ' বলে সম্বোধন করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার নশ্বর বিলীয়মান উপায় উপকরণের প্রতি তোমরা দৃষ্টি দিচ্ছো। অথচ মোমেনের নযর পরিণামের প্রতিই থাকা উচিত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাহ্যিক উপায় উপকরণ ছাড়াও তোমাদের কাজ করে দিতে পারেন।

যা হোক, ফেদিয়া নিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়া তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী বিরাট ভুল বলে অভিহিত করা হয়। এতটুকু স্মরণ রাখা দরকার, হাদীসের বর্ণনা দ্বারা নবী করীম (স.) সম্পর্কে কেবল এতোটুকু প্রমাণিত হয়, নিছক আত্মীয়তার দাবী এবং কোমল-হৃদয়তার কারণে এ মতের প্রতি তাঁর টান ছিলো। অবশ্য সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি সামনে রাখে এবং অধিকাংশ অন্যান্য দ্বীনী সুযোগ-সুবিধা নৈতিক দাবীর সাথে আর্থিক প্রয়োজন সামনে রেখে এই মত পেশ করেন। যেন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে সর্বতোভাবে বা আংশিকভাবে আর্থিক দিকটা অবশ্যই সামনে ছিলো। কোনো অবস্থায় আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিষয় চিন্তা করে 'বোগযু ফিল্লাহ' বা আল্লাহর জন্যে ঘৃণায় ক্রটি করা, আসল উদ্দেশ্য জেহাদের ব্যাপারে গাফলতি করা এবং ৭০ জন মুসলমানের হত্যা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়া সাহাবায়ে কেরামের মতো নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মহান শান ও মর্যাদার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। এ কারণে এ আয়াতসমূহে কঠোর তিরস্কারমূলক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি যুদ্ধে মাথায় আঘাত পায়। তার গোসল করার

www.icsbook.info

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পূর্বের কোনো (ফরমান) লেখা না থাকতো, তাহলে (বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা) যা কিছু নিয়েছো, তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করতো।[৭৬]

প্রয়োজন হয়। মাথায় পানি লাগানো ছিলো বেশ ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে সঙ্গীদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন, পানি থাকতে আমরা তো তোমার জন্যে অন্য কোনো উপায় দেখি না। আহত লোকটি গোসল করার ফলে মারা যায়। নবী করীম (স.) এ ঘটনা জানতে পেরে বলেন, 'তারা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের হত্যা করুন।' এ থেকে জানা যায়, এজতেহাদী ভুল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মারাত্মক হলে সে জন্যে তিরস্কার করা যায়। এতে এ প্রতীয়মান হয়, মোজতাহেদ এজতেহাদে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে ত্রুটি করেছেন।

৭৬. অর্থাৎ, এ ভুল তো কার্যত এমনই ছিলো, যারা বৈষয়িক সুবিধার কথা চিন্তা করে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া যেতো, কিন্তু এ শাস্তিতে সে তাই বাধা দিয়েছে, যা আল্লাহ আগে থেকে লিখে দিয়েছেন বা সিদ্ধান্ত করেছেন। তা কয়েকটি বিষয় হতে পারে, (১) মোজতাহেদ এ ধরনের ইজতেহাদী ভুলের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবেন না। (২) আল্লাহ তায়ালা যতোক্ষণ ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না দেন, ততোক্ষণ এমন কাজের কর্তাকে শাস্তি দেন না। (৩) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভুলত্রুটি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। (৪) ভুল-ত্রুটির সময় হওয়ার আগে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ ফেদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া, আল্লাহর এলেমে এটা আগে থেকে সিদ্ধান্ত করা ছিলো, আগামীতে এর অনুমতি দেয়া হবে। (৫) এও সিদ্ধান্ত করা ছিলো, যতোক্ষণ পয়গম্বর আলাইহিস সালাম তাদের মধ্যে বর্তমান থাকেন, অথবা যতোক্ষণ লোকেরা সরল অন্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, ততোক্ষণ তাদের ওপর আযাব আসবে না। (৬) এ বন্দীদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যেই ইসলাম গ্রহণ করার কথা লেখা ছিলো।

মোট কথা, এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সে ভুল এত বড়ো এবং ভারী ছিলো, যার ওপর কঠোর শাস্তি নাযিল হওয়ার কথা ছিলো। এক বর্ণনায় দেখা যায়, এ ধরনের মারাত্মক ভুলের জন্যে যে আযাব আসতে পারে, কথা দ্বারা সতর্ক করার পর নবী করীম (স.)-এর সামনে তা অতি নিকট থেকে উপস্থিত করা হয়। এটা যেন এ বাচনিক সতর্কীকরণকে আরো অধিক কার্যকর করার একটা উপায় ছিলো। নবী করীম (স.) এ দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হযরত ওমর (রা.) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (স.) বলেন, আমার সম্মুখে তাদের শাস্তি উপস্থিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে শাস্তি তাদের ওপর আসতে পারতো, তা আমাকে দেখানো হয়েছে। উপরোক্ত প্রতিবন্ধক না হলে সে শাস্তি আসতো। স্মরণ রাখা দরকার, নবী করীম (স.)-এর সামনে তা পেশ করা ছিলো তেমনি, যেমন সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করার সময় কেবলার দেয়ালে চিত্রিত করে জান্নাত-জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়েছিলো। অর্থাৎ কেবল সম্ভাব্য আযাবের দৃশ্য দেখানো উদ্দেশ্য ছিলো।

www.icsbook.info

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ

قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ

رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ

مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৬৯. অতএব যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছো, (নিসংকোচে) তোমরা তা খাও, (কেননা তা) হালাল ও পবিত্র, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭৭]

রুকু ১০

৭০. হে নবী, তোমার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে, তাদের তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের দিলে ভালো কিছু (গ্রহণের যোগ্যতা আছে বলে) জানতে পান, তাহলে তিনি তোমাদের (ঈমানের) এমন এক কল্যাণ দান করবেন– যা তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) নেয়া হয়েছে তার চাইতে অনেক ভালো এবং তিনি তোমাদের (গুনাহসমূহও) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়াবান। ৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় (তাহলে তুমি ভেবো না), এরা তো এর আগে আল্লাহ তায়ালার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অতপর তাদের মধ্য থেকে তিনি তোমাদের বিজয় (ক্ষমতা) দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জ্ঞানবান, কুশলী।[৭৮]

৭৭. আগের তিরস্কার এবং হুমকি-শাসানিতে মুসলমানরা ভয় পেয়ে যায়। তারা মনে করে, মুক্তিপণও গনীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তারা মনে করে বসে, এখন আর গনীমতের মালও স্পর্শ করা উচিত নয়। এ আয়াতে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, গনীমতের মাল আল্লাহর দান। তোমরা সানন্দে তা ভোগ করো। অবশ্য জেহাদের ব্যাপারে গনীমতের মাল ইত্যাদিকে মূল লক্ষ্যবস্তু বানানো বা এতোটা গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়, যাতে মহান লক্ষ্য এবং সার্বিক কল্যাণ থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরে যায়। সন্দেহ নেই, সাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং যুক্তিযুক্ততার বিচারে তোমরা ভুল কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলে, কিন্তু মূল মালের মধ্যে কোনো কদর্যতা নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চললে তিনি নিজ রহমতে তোমাদের ভুলক্রটি মাফ করে দেবেন।

৭৮. কোনো কোনো বন্দী (যেমন হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ) নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহ দেখবেন– সত্যি সত্যি তোমাদের অন্তরে ঈমান-বিশ্বাস বর্তমান আছে কি-না। তা থাকলে এখন তোমাদের কাছ থেকে যে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের তার চাইতে উত্তম কিছু দান করতে

www.icsbook.info

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ
وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

৭২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং এ ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু; (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই, (তবে কখনো) যদি তারা (একান্ত) দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের (কোনো রকম) চুক্তি রয়েছে; (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।[৭৯]

এবং তোমাদের অতীত ত্রুটি ক্ষমাও করতে পারেন। আর যদি ইসলাম প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কেবল নবী করীম (স.)-কে ধোকা দেয়া এবং প্রতারণা করা হয়ে থাকে, তবে আগে তো আল্লাহর সাথে প্রতারণা করেছ অর্থাৎ 'আলাসতু বেরাব্বেকুম'-এর স্বাভাবিক অংগীকারের বিরুদ্ধে কুফর-শেরেক অবলম্বন করেছো। অথবা বনু হাশেমের যেসব লোক আবু তালেবের জীবদ্দশায় প্রতিজ্ঞা করে নবী করীম (স.)-এর সাহায্য-সহায়তায় ঐকমত্যে পৌঁছেছিলো এবং পরে কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে, তাদের পরিণতি তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছো, আজ কিভাবে তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। ভবিষ্যতেও প্রতারণা প্রবঞ্চনার এমনি শাস্তি হতে পারে। আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের অন্তর আর নিয়ত গোপন করতে পারবে না। তাঁর বিচক্ষণ ব্যবস্থাও রদ করতে পারবে না। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, আল্লাহ তাদের বেশুমার সম্পদ দান করেছেন, আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হয়েছে।

৭৯. বন্দীদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা মনে-প্রাণে মুসলমান ছিলো, কিন্তু নবী করীম (স.)-এর সাথে হিজরত করতে পারেনি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাফেরদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। বর্তমান আয়াতগুলোতে এমন মুসলমানদের বিধান দেয়া হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, নবী করীম (স.)-এর সাহাবীরা দুই দল ছিলেন। মোহাজের এবং আনসার। মোহাজেররা পরিবার-পরিজন এবং বাড়ী-ঘর ত্যাগ করেন এবং আনসাররা তাদের আশ্রয় দেন, সাহায্য সহায়তা করেন। নবী করীম (স.) তাদের উভয় দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী করীম (স.)-এর সাথে যেসব মুসলমান রয়েছে, তাদের সকলের যুদ্ধ এবং সন্ধি এক, একজনের যা অনুকূল,

www.icsbook.info

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরা যদি (একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে (আল্লাহর এ) যমীনে ফেতনা-ফাসাদ ও বড়ো ধরনের বিপর্যয় (সৃষ্টি) হবে।[৮০] ৭৪. যারা ঈমান এনেছে, (এ ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (এ মোহাজেরদের) থাকার জায়গা দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে, (মূলত) এরা সবাই হচ্ছে সত্যিকারের মোমেন; এদের জন্যে (আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে) ক্ষমা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।[৮১]

সকলের তা অনুকূল। একজনের যা বিরোধী, সকলের তা বিরোধী; বরং হিজরতের প্রথম দিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে একজন অপর জনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসও হতো। আর যেসব মুসলমান নিজেদের দেশেই ছিলো, যেখানে ছিলো কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থাৎ যারা দারুল হরব থেকে হিজরত করতে পারেনি, তাদের যুদ্ধ এবং সন্ধিতে দারুল ইসলামের অধিবাসীরা (মোহাজের-আনসার) শরীক নয়। দারুল হরবের মুসলমানরা যদি কোনো কাফের দলের সাথে সন্ধি করে, তবে দারুল ইসলামের আযাদ মুসলমানরা এ চুক্তি মানতে বাধ্য নয়; বরং প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধও করতে পারে। অবশ্য দারুল হরবের মুসলমানরা দ্বীনী ব্যাপারে আযাদ মুসলমানদের কাছে সাহায্য চাইলে যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করা উচিত। অবশ্য যে দলের সাথে এ আযাদ মুসলমানদের চুক্তি হয়েছে, চুক্তি বর্তমান থাকা অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে দারুল হরবের মুসলমানদের সাহায্য করা যাবে না। মোহাজের-আনসারদের মধ্যে যে একে অপরের মীরাস লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, দারুল হরবের মুসলমানরা তাতেও অন্তর্ভুক্ত নয়।

৮০. অর্থাৎ, কাফের এবং মুসলিমের মধ্যে সত্যিকার কোনো বন্ধুত্ব নেই এবং তারা একে অপরের ওয়ারিসও হতে পারে না। অবশ্য কাফের কাফেরের বন্ধু এবং ওয়ারিস হবে; বরং তোমাদের সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারে সব কাফের পরস্পর এক। তারা যেখানেই দুর্বল মুসলমানদের পাবে, উত্ত্যক্ত করবে। পক্ষান্তরে এক মুসলমান যদি অপর মুসলমানের বন্ধু এবং সাহায্যকারী না হয়, অথবা দুর্বল মুসলমানরা যদি নিজেদের আযাদ মুসলমানের সঙ্গী-সাথী করার চেষ্টা না করে, তবে কঠিন বিকৃতি-বিপর্যয় দেখা দেবে। অর্থাৎ দুর্বল মুসলমানরা নিরাপদ থাকতে পারবে না, তাদের ঈমানও বিপন্ন হবে।

৮১. অর্থাৎ, দুনিয়া এবং আখেরাতে ঘরে বসে থাকা মুসলমানদের চাইতে সরদারের সাথে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানরা উত্তম। আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট পুরস্কার আর দুনিয়াতে রয়েছে মর্যাদা ও জীবিকা, অর্থাৎ গনীমত এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো অধিকার।

www.icsbook.info

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তারাও একে অন্যের (উত্তরাধিকারের বেশী) হকদার,[৮৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল।[৮৩]

৮২. অর্থাৎ মোহাজেরদের মধ্যে যারা পরে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে, তারা বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক মোহাজেরদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। আগে বা পরে হিজরত করার কারণে যুদ্ধ-সন্ধি বা মীরাসের বিধানে কোনো প্রভাব পড়বে না। অবশ্য প্রাচীন মোহাজেরের কোনো আত্মীয় যদি পরে মুসলমান হয় বা পরে হিজরত করে আসে, তবে সে আগের মোহাজেরের মীরাসের বেশী হকদার হবে। যদিও অপর প্রাচীনদের সাথে তার বন্ধুত্ব না থাকুক।

৮৩. কার কতো পরিমাণ অধিকার থাকা উচিত তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সুতরাং তাঁর বিধান আগাগোড়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞাভিত্তিক।

সূরা আনফাল সমাপ্ত

www.icsbook.info

সূরা আত্ তাওবা

আয়াত ১২৯ রুকু ১৬

মদীনায় অবতীর্ণ

(এ সূরায় বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ)

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١

রুকু ১

১. (হে মুসলমানরা,) মোশরেকদের সাথে তোমরা যে (সন্ধি) চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিলে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের (তা থেকে) অব্যাহতি রয়েছে।[১]

১. সূরা আনফাল হিজরতের প্রথম দিকে এবং সূরা বারাআত হিজরতের শেষ দিকে নাযিল হয়। নবী (স.)-এর নিয়ম ছিলো কোনো আয়াত নাযিল হলে বলে দিতেন যে, তা অমুক সূরায় অমুক স্থানে স্থাপন কর। এই আয়াতগুলো সম্পর্কে (যেগুলোকে এখন সূরা তাওবা বা সূরা বারাআত বলা হয়) নবী (স.) স্পষ্ট করে কিছু বলেননি কোন্ সূরায় বা কোথায় রাখতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, এ দুটো স্বতন্ত্র সূরা, অন্য কোনো সূরার অংশ নয়। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ছিলো এই যে, কোনো নতুন সূরা নাযিল হলে আগের সূরা থেকে পৃথক করার জন্য বিসমিল্লাহ নাযিল হতো, কিন্তু সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নাযিল হয়নি। এ থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, এটি কোনো নতুন সূরা নয়। 'মাসাহেফে ওসমানী'তে এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি, কিন্তু লেখার সময় এ সূরা এবং সূরা আনফালের মধ্যে ফাঁক রাখা হয়। এতে মনে হয়, এটা কোনো নতুন সূরা নয়, আর অন্য সূরার অংশও নয়। অবশ্য একে সূরা আনফালের অব্যবহিত পরে স্থান দেয়ার কারণ হচ্ছে, আনফাল আগে নাযিল হয়েছে। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া কেন পরে স্থান দেয়া হবে। অবশ্য উভয় সূরার বিষয়বস্তু এতোই সম্পৃক্ত, তাতে বারাআতকে আনফালের পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। গোটা সূরা আনফাল জুড়ে রয়েছে বদর যুদ্ধ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়। বদরের দিনটিকে কোরআন মাজীদে 'ইয়াওমূল ফোরকান' বলা হয়েছে। কারণ, তা সত্য-মিথ্যা, ইসলাম-কুফর এবং মোওয়াহহেদ (তাওহীদবাদী) ও মোশরেকের অবস্থা-অবস্থান সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে।

বস্তুত বদর যুদ্ধ ছিলো ইসলামের বিশ্বজনীন এবং শক্তিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর। একে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভূমিকাও বলা যায়। 'কাফেররা একে অপরের বন্ধু'– এর বিরুদ্ধে নিরেট ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি সূরা আনফালের শেষের দিকে 'যদি তোমরা তা না করো, তবে দেশে ফেতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে' বলে যেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে, তার সুস্পষ্ট দাবী ছিলো, সেই বিশ্বজনীন সমাজের একটা শক্তিশালী কেন্দ্র অবশ্যই এ দুনিয়ায় স্থাপন করতে হবে। এও সুস্পষ্ট, জাযিরাতুল আরব ছাড়া অন্য কোথাও এ কেন্দ্র হতে পারে না। জাযিরাতুল আরবের কেন্দ্রস্থল ছিলো মক্কা মোয়ায্যামা। সূরা আনফালের শেষ দিকে এও বলে দেয়া হয়েছে, যেসব মুসলমান মক্কা থেকে হিজরত করে আসেনি এবং যারা কাফেরদের

অধীনে জীবন যাপন করছে, দারুল ইসলামের আযাদ মুসলমানদের ওপর তাদের বন্ধুত্বের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই যতোক্ষণ না তারা হিজরত করে।

অবশ্য শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী তাদের দ্বীনী সাহায্য করতে হবে। এ থেকে এ পরিণতি দাঁড়ায়, ইসলামের কেন্দ্রে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্যে দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটা আবশ্যক। হয় গোটা আরবের মুসলমানরা দেশত্যাগ করে মদীনায় আগমন করবে এবং নির্দ্বিধায় ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। অথবা আযাদ মুসলমানরা মোজাহেদসুলভ কোরবানী দ্বারা কুফরীর দর্প চূর্ণ করে জাযিরাতুল আরবের ভূমিকে এমন সমতল করে তুলবে, যাতে কোনো মুসলমানের হিজরতের প্রয়োজনই না হয়। অর্থাৎ, প্রায় গোটা জাযিরাতুল আরব নিরেট ইসলামী সমাজের এমন সুদৃঢ় কেন্দ্র এবং নির্ভেজাল দুর্গে পরিণত হবে, যার সাথে বিশ্বজনীন ইসলামী সমাজের সুদৃঢ় এবং গৌরবময় ভবিষ্যত যুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয় উপায়টি এমন, যা দ্বারা নিত্যদিনকার গোলযোগ আর বিপর্যয়ের মূলোৎপাটন হতে পারে এবং ইসলামের কেন্দ্র কাফেরদের আভ্যন্তরীণ ফেতনা-ফাসাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নিত্যদিনের যুলুম-নির্যাতন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে গোটা বিশ্বকে বিশ্বজনীন ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাতে পারে। এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে মুসলমানরা হিজরী দ্বিতীয় সালে বদর ময়দানের প্রতি প্রথম পদবিক্ষেপ করেন। অবশেষে হিজরী ৮ সালে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং হেফাযতের পথে যেসব ফেতনা অন্তরায় ছিলো, মক্কা বিজয় তার মূলে আঘাত হেনেছে, কিন্তু 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ ফেতনা নির্মূল হয়ে না যায়।' (সূরা আনফাল: ৩৯)-এর শিক্ষা অনুযায়ী ইসলামী সমাজের কেন্দ্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র আবাসভূমি (জাযিরাতুল আরব)-কে ফেতনার জীবাণু হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা প্রয়োজন ছিলো, যাতে সেখান থেকে সারা বিশ্বে ইসলামের বাণী ও সংস্কৃতি প্রচারে গোটা জাযিরাতুল আরব এক-দেহ এক-প্রাণ হয়ে কাজ করতে পারে। কোনো অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বা অনৈক্য বাইরের শক্তির সাথে মিলে যেন ইসলামী মিশনের ক্ষতি সাধন করতে না পারে। সুতরাং জাযিরাতুল আরবকে সব রকম দুর্বলতা ও ফেতনা থেকে মুক্ত করা এবং বিশ্বজনীন ইসলামী মিশনের কেন্দ্রস্থলকে সত্যিকার অর্থে ইসলামের রঙ্গে রঙ্গিন হওয়া অত্যাবশ্যক ছিলো। তার অন্তরাত্মা থেকে সত্যের আহ্বান ছাড়া অন্য কোনো আওয়ায যেন বিশ্ববাসীর কানে না পৌঁছে। গোটা জাযিরা যেন সারা বিশ্বের শিক্ষক এবং পথ প্রদর্শক হতে পারে। ঈমান এবং কুফরীর দ্বন্দ্বের যেন চির অবসান ঘটে। এটাই হচ্ছে সূরা বারাআতের বিষয়বস্তুর সারকথা। আল্লাহ্‌র রহমত আর সত্যের ক্ষমতাবলে ইসলামের কেন্দ্রভূমি সব রকম কুফর-শেরকের লেশ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং গোটা আরব উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ একই ব্যক্তির রূপ ধারণ করে গোটা বিশ্বে ইসলামের আলো এবং বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ জন্যে আল্লাহর শত শত প্রশংসা আর লাখো শোকর। মোট কথা, সূরা আনফালে যে বিষয়ের সূচনা হয়েছিলো, সূরা তাওবায় তার সমাপ্তি হয়েছে। এ কারণে সূরা তাওবাকে সূরা আনফালের সাথে পরিশিষ্ট হিসাবে যোগ করা হয়েছে। আরও অনেক সামঞ্জস্য আছে, যা তাফসীরবেত্তা ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

www.icsbook.info

فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ۝٢ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ

২. অতপর (হে মোশরেকরা), তোমরা (আরো) চার মাস পর্যন্ত (এ পবিত্র) ভূখণ্ডে চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের অপমানিত করবেন।[২] ৩. (আজ) মহান হজ্জের[৩] (এ) দিনে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ঘোষণা (এই যে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোশরেকদের (সাথে চুক্তির বাধ্যবাধকতা) থেকে মুক্ত এবং (মুক্ত) তাঁর রসূলও; (হে মোশরেকরা,) যদি তোমরা (এখনো) তাওবা করো তাহলে তাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না;

২. হিজরী ষষ্ঠ সালে হোদায়বিয়ায় কোরায়শের সঙ্গে নবী করীম (স.)-এর সন্ধি হলে বনু খোযাআ মুসলমানদের এবং বনু বকর কোরায়শকে সমর্থন করে। বনু বকর এ চুক্তির কোনো পরোয়া না করে বনু খোযাআর ওপর হামলা চালায়। কোরায়শরা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যালেম হামলাকারীদের সহায়তা করে। এমনিভাবে কোরায়শ এবং তাদের সহায়করা হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এর জবাবে নবী করীম (স.) অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সহজে মক্কা জয় করেন। এ গোত্র দুটি ছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্রের সাথে মুসলমানদের মেয়াদী বা অ-মেয়াদী চুক্তি ছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুক্তি পালন করে। এমন অনেক গোত্র ছিলো, যাদের সাথে কোনো রকম চুক্তি ছিলো না। এ সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। প্রথম দিকের আয়াতে সম্ভবত সেসব মোশরেকের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সাথে চুক্তি ছিলো, কিন্তু চুক্তির কোনো মেয়াদ ছিলো না। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে আমরা তোমাদের সাথে চুক্তি বলবত রাখবো না। তোমাদের চার মাসের সময় দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো, অথবা দেশ ত্যাগ করে ঈমান ও তাওহীদের কেন্দ্রকে তোমাদের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করতে পারো অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। অবশ্য ভালো করে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারবে না। তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে অপদস্থ করবেন। তোমরা তোমাদের কূট-কৌশল এবং চক্রান্ত দ্বারা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না। অবশ্য যেসব গোত্রের সাথে কোনো চুক্তি ছিলো না, সম্ভবত তাদেরও চার মাসের সময় দেয়া হয়েছে। হিজরী নবম সালে হজ্জের সমাবেশে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রকাশ্যে এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতগুলোর ঘোষণা প্রচার করেন।

৩. হজ্জকে আকবর বলা হয়েছে এ জন্যে, ওমরা হচ্ছে হজ্জে আসগার বা ছোটো হজ্জ। বড়ো হজ্জের দিন অর্থ যিলহজ্জের দশ তারিখ ঈদুল আযহার দিন বা নবম যিলহজ্জ আরাফার দিন।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٣ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا
اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٤ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ
الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ
وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

(হে নবী,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি এক কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও,[৪] ৪. তবে সেসব লোকের কথা আলাদা, যে সব মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, অতপর তারা (চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে) এতোটুকুও ত্রুটি করেনি– না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি তাদের মেয়াদ (শেষ হওয়া) পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা মেনে চলবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।[৫] ৫. অতপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মোশরেকদের তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের (ধরার) জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে, তবে এরপরও তারা যদি তাওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে,

৪. যেসব গোত্র মেয়াদী চুক্তি করে পরে তা ভঙ্গ করেছিলো, সম্ভবত এ ঘোষণা তাদের জন্যে (যেমন বনু বকর বা কোরায়শ প্রমুখ)। অর্থাৎ এমন লোকদের সাথে এখন আর কোনো চুক্তি বহাল নেই। এরা কুফর-শেরেক থেকে তাওবা করলে তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ হবে। অন্যথায় আল্লাহর যা ইচ্ছা আছে (জাযিরাতুল আরবকে পবিত্র ও মুক্ত করা) তা পরিপূর্ণ হবে। কোনো শক্তি আর কোনো ক্রিয়াই তাঁকে পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেররা তাদের কুফরী এবং সন্ধি ভঙ্গের শাস্তি অবশ্যই পাবে।

যদিও এসব গোত্র ৮ হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের আগেই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো এবং এর জবাবে মক্কা বিজয় হয়েছে। হিজরী নবম সালে হজ্জ উপলক্ষেও তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে এটা প্রকাশ পায়, এ ধরনের যত লোক আছে, তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি অবশিষ্ট নেই।

৫. এ ব্যতিক্রম সেসব গোত্রের জন্যে, যাদের সাথে মেয়াদী চুক্তি ছিলো এবং তারা তাতে অটল ছিলো। চুক্তি পুরো করাতে তারা কোনো ত্রুটি করেনি। অন্য চুক্তি ভঙ্গকারীদের কোনো রকম সাহায্য-সহায়তাও করেনি (যেমন বনী যামরা ও বনী মোদলেজ)। এদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা যথারীতি চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। অবশ্য চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর নতুন কোনো চুক্তি করা হবে না। অন্যদের জন্যে যে পথ, তখন তাদের জন্যেও সে পথ খোলা থাকবে।

www.icsbook.info

فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ

فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝

তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, বড়ো দয়াময়।[৬]
৬. আর মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনতে পায়, অতপর তাকে তার (কোনো) নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে; (এটা) এ জন্যেই যে, এরা (আসলেই) এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কিছুই জানে না।[৭]

৬. ব্যতিক্রমের আলোচনা শেষ করে যাদের ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ সেসব চুক্তি ভঙ্গকারীর সাথে যেহেতু এখন আর কোনো চুক্তি নেই, তাই এখনই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও তাদের ওপর হামলা চালাতে 'মাহে হারামের' মর্যাদা বারণ করছে। তা হয়তো এ জন্যে, তখন পর্যন্ত মাহে হারামে নিজেদের পক্ষ এগিয়ে এসে হামলা করা নিষিদ্ধ ছিলো। অথবা এ জন্যে, সামান্য বিষয় নিয়ে সাধারণ লোকদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না বলে মনে করা হয়। কারণ, হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা তাদের নিকট আগে থেকেই নিষিদ্ধ ছিলো। তারা সকলে তা মেনে চলতো। যা হোক, মহররম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সময় দেয়া হয়। বলা হয়েছে, এ সময়ের মধ্যে তোমরা নিজেরা ব্যবস্থা করে নাও। অবশ্য এর পর জাযিরাতুল আরবকে পবিত্র ও মুক্ত করার জন্যে যুদ্ধ ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না। যুদ্ধে যেসব আচরণ হয়ে থাকে (হত্যা করা, পাকড়াও করা, ঘেরাও করা, ওঁৎ পেতে থাকা ইত্যাদি) সব কিছুই হবে। অবশ্য যদি বাহ্যিকভাবে কুফরী থেকে তাওবা করে ইসলামী সমাজে প্রবেশ করো, যার বড়ো আলামত হচ্ছে নামায আদায় করা এবং যাকাত দান করা, তবে তাদেরকে উত্ত্যক্ত এবং তাদের পথ রোধ করার অনুমতি মুসলমানদের জন্যে নেই। অবশ্য বাতেনের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। বাইরের দিক দেখে তাদের সাথে মুসলমানের মতো আচরণ করতে হবে।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, কেউ যদি ইসলামের কালেমা পড়ে নামায না পড়ে এবং যাকাত না দেয়, তবে মুসলমানরা তাদের পথ রোধ করতে পারে। ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালেক (রা.)-এর মতে বেনামাযী তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে ফরয। ইমাম আহমদের মতে ইসলামত্যাগী বলে হত্যা করা হবে আর ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে ইসলামের দন্ডবিধি অনুযায়ী হত্যা করা হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বেনামাযীকে আটক করে মৃত্যু অথবা তাওবা না করা পর্যন্ত তা মারপিট করতে হবে। যা হোক, বে-নামাযীকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার কথা কোনো ইমামই বলেন না। যাকাত দিতে যারা অস্বীকার করে, ইসলামী রাষ্ট্র তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করবে। তারা সকলে মিলে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে উদ্যত হয়, তবে তাদের সৎপথে আনার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যাকাত দিতে যারা অস্বীকার করেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জেহাদের ঘটনা হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

৭. আগে বলা হয়েছে, কুফরী কর্মকান্ড ত্যাগ করে তাওবা করে যদি ইসলামে প্রবেশ করে, তবে নিরাপদ হবে। ইসলামের নীতি সম্পর্কে কারো জানা না থাকতে পারে এবং সে

www.icsbook.info

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖٓ اِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
⑦ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ يُرْضُونَكُمْ
بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ ⑧

রুকু ২

৭. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কাছে মোশরেকদের এ চুক্তি কিভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের পাশে (বসে) তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের কথা আলাদা), যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে (সম্পাদিত এ) চুক্তির ওপর বহাল থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের জন্যে (সম্পাদিত চুক্তিতে) বহাল থেকো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (চুক্তি ও ওয়াদার ব্যাপারে) তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। ৮. কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে?) এরা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয় লাভ করে, তাহলে তারা (যেমনি) আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও তারা দেবে না; তারা (শুধু) মুখ দিয়ে তোমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা (কিছুতেই) মেনে নেয় না, (মূলত) এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ফাসেক,[৮]

বিষয় জেনে সন্দেহ দূর করার জন্যে মুসলমানদের কাছে আসতে পারে, এমন লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিজেদের আশ্রয় এবং হেফাযতে এনে তাকে আল্লাহর কালাম ইসলামের যুক্তি-প্রমাণ শোনাও। না শোনলে তাকে হত্যা করবে না; বরং তাকে এমন স্থানে নিয়ে যাও, যেখানে পৌঁছে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এর পর তারা সকলেই কাফেরের সমান। তাদের নিরাপত্তা দেয়ার নির্দেশ এ জন্যে দেয়া হয়েছে, ইসলামের নীতি এবং তত্ত্ব সম্পর্কে তারা তখনো অবগত নয়। সুতরাং তাদের সম্মুখে সত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। এর পরও যদি বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে 'গোমরাহী থেকে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে গেছে'– এর পর দ্বীনে আর কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।

৮. আগের আয়াতে যে সম্পর্কহীনতার কথা বলা হয়েছে, এখানে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আরবের সে সব মোশরেকের সাথে কি অংগীকার রক্ষা করা যায়, ভবিষ্যতেও তাদের সাথে কি চুক্তি করা যেতে পারে, মুসলমানদের সাথে যাদের আচরণের অবস্থা হচ্ছে, তারা একটু সুযোগ পেলেই মুসলমানদের উত্যক্ত করতে, তাদের ক্ষতি সাধন করতে আত্মীয়তা এবং অংগীকারের কথা একটুও স্মরণ করে না। যেহেতু তারা তোমাদের ওপর কোনো সুযোগ পাচ্ছে না, তাই কেবল মৌখিক কথা দিয়ে তোমাদের খুশি করতে চায়, কিন্তু তাদের অন্তর এক মুহূর্তের জন্যও এতে সন্তুষ্ট নয়। তারা সব সময় চুক্তি ভঙ্গের মওকা তালাশ করে। তাদের অধিকাংশই গাদ্দার– প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। তাদের মধ্যে দুই-একজন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কথা চিন্তা করলেও বিপুল সংখ্যার তুলনায় তাদের কোনো

www.icsbook.info

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا

يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

৯. এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ সামান্য (কিছু বৈষয়িক) মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং (মানুষকে) তাঁর পথ থেকে দূরে রেখেছে; নিশ্চয়ই এটা খুব জঘন্য কাজ, যা তারা করছে।[৯] ১০. (কোনো) ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোনো অংগীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না; (মূলত) এরা হচ্ছে সীমালংঘনকারী।[১০] ১১. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই;[১১]

অস্তিত্ব নেই। এমন দাগাবাজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী জাতির সাথে আল্লাহ এবং রসূলের কি অংগীকার হতে পারে? অবশ্য যেসব গোত্রের সাথে বিশেষ করে মসজিদে হারামের কাছে তোমরা অংগীকারবদ্ধ হয়েছ, (তোমরা নিজেরা সে অংগীকার ভঙ্গের সূচনা করবে না। তারা যতোক্ষণ ওফাদারীর পথে সোজা থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সোজাভাবে চলবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এমন কোনো তুচ্ছ ব্যাপার যেন না ঘটে, যাতে তোমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কলুষতায় জড়িয়ে পড়তে পারো। যারা পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন। বনু কেনানা প্রমুখ গোত্র মুসলমানদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি। মুসলমানরাও অত্যন্ত সততার সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করার সময় তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হতে আরও নয় মাস বাকী ছিলো। এ সময়েও চুক্তি পুরাপুরি মেনে চলা হয়।

৯. অর্থাৎ, এ মোশরেকেরা এমন লোক, যারা দুনিয়ার ক্ষুদ্র লোভ-লালসা এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরে আল্লাহর বিধান ও আয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনিভাবে তারা নিজেরাও আল্লাহর রাস্তায় চলে না এবং অন্যদেরও চলতে দেয় না। যারা এমন ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত এবং আল্লাহকে ভয় করে না, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তিকে কি ভয় করবে আর নিজেদের কথায় কি করে অটল থাকবে।

১০. অর্থাৎ, কেবল তোমাদের সাথেই নয়, মুসলমান নামের সাথেই তাদের বিদ্বেষ। কোনো মুসলমানের ক্ষতি করার জন্যে তারা সকল সম্পর্ক, আত্মীয়তা এবং ওয়াদা-অংগীকার বিসর্জন দিতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের যুলুম-নির্যাতন সীমা অতিক্রম করেছে।

১১. অর্থাৎ, এখনো যদি কুফরী থেকে তাওবা করে দ্বীনের বিধান (নামায-যাকাত ইত্যাদি) মেনে নেয়, তবে কেবল ভবিষ্যতের জন্যে নিরাপদই হবে না; বরং ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলমানরা যেসব অধিকার ভোগ করে, তারাও সেসব ভোগ করার যোগ্য হবে। আগে যেসব অপকর্ম এবং চুক্তি ভঙ্গ করেছে, সবই মাফ করা হবে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন,

www.icsbook.info

وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا
بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ
اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। ১২. তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ঘোষণা) করো, কেননা তাদের জন্যে (তখন) আর কোনো চুক্তিই (বহাল) নেই, (এর ফলে) আশা করা যায় তারা তাদের মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে।[১২] ১৩. তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা (বার বার) নিজেদের অংগীকার ভংগ করেছে! যারা রসূলকে (স্বদেশ থেকে) বের করার সংকল্প করেছে এবং তারাই তো প্রথম (তোমাদের ওপর হামলা) শুরু করেছে; তোমরা কি (সত্যিই) তাদের ভয় করো? অথচ যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী ভয় করা উচিত।[১৩]

'ফা-ইখওয়ানুকুম ফিদ্দীন' বলা থেকে বুঝা যায়, যে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয় কিন্তু অন্তরে ঈমান আনে না, যাহেরী হুকুমে তাকে মুসলমান বলা হবে, অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

১২. অর্থাৎ তারা যদি অংগীকার ভঙ্গ করে (যেমন বনু বকর চুক্তি ভংগ করে বনু খোযাআর ওপর হামলা করে আর কোরায়শরা হামলাকারীদের সহায়তা করে) এবং কুফরী থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপবাদ দিতে এবং বেয়াদবী করে দোষ খুঁজতে থাকে, তবে মনে করবে, এমন লোকেরা কুফরীর সরদার, কর্তাব্যক্তি। কারণ, তাদের আচরণ দেখে এবং কথাবার্তা শুনে অনেক বাঁকা স্বভাবের বেকুফ তাদের অনুসরণ করে। এমন কর্তাব্যক্তিদের সাথে পূর্ণ মোকাবেলা করবে। কারণ, তাদের কোনো উক্তি-কসম, কোনো প্রতিশ্রুতি-অংগীকারই আর অবশিষ্ট নেই। হয়তো তোমাদের হাতে কিছু শাস্তি পেয়ে দুষ্টামি আর বিদ্রোহ থেকে তারা ফিরে আসতে পারে।

১৩. কোরায়শরা কসম এবং চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। কারণ, তারা চুক্তির বিরুদ্ধে বনু খোযাআর মোকাবেলায় বনু বকরকে সাহায্য করেছে এবং হিজরতের পূর্বে নবী (স.)-কে প্রিয় মাতৃভূমি (মক্কা মোয়াযযামা) থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেছিলো এবং তারাই তাঁর মক্কা ত্যাগের কারণ হয়েছিলো। মক্কায় অবস্থানরত নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর শুধু শুধু অত্যাচারের সূচনা করেছিলো। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য দল রক্ষা পেলে দম্ভকরে মুসলমানের

www.icsbook.info

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা (আসলে) তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (এভাবে) তিনি মোমেন সম্প্রদায়ের মনগুলোকেও নিরাময় করে দেবেন, ১৫. তিনি (এর দ্বারা) তাদের দিলের ক্ষোভ বিদূরিত করে দেবেন; আল্লাহ যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন;[১৪] আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন এবং তিনি হচ্ছেন সুবিজ্ঞ কুশলী।[১৫] ১৬. তোমরা কি (একথা) মনে করে নিয়েছো, তোমাদের (এমনি এমনিই) ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ (এখনো) আল্লাহ তায়ালা (ভালো করে) পরখ করে নেননি, তোমাদের মাঝে কারা (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের ছাড়া অন্য কাউকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি, (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।[১৬]

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বদর ময়দানে উপস্থিত হয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরও নিজেদের পক্ষ থেকেই সন্ধি ভঙ্গের সূচনা করে। মুসলমানদের বন্ধু বনু খোযাআর বিরুদ্ধে বনু বকরের পিঠ চাপড়ায় এবং আসলান প্রভৃতি গোত্রকে দিয়ে তাদের সহায়তা করতে থাকে। অবশেষে মুসলমানরা লড়াই করে মক্কা মোয়াযযামা মোশরেকদের অধিকার থেকে মুক্ত করে। মোটকথা, 'আলা তুকাতেলূনা..' আয়াত থেকে জানা যায়, যে জাতির এ অবস্থা, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে মুসলমানদের কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। যদি তাদের শক্তি, জনবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের ভয় হয়, তবে মোমেনদের তো আল্লাহকেই বেশী ভয় করা উচিত। মনে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হলে সব ভয় দূর হয়ে যায়। ঈমানের দাবী হচ্ছে, বান্দা আল্লাহর নাফরমানীকে ভয় করবে এবং তাঁর রোষ ক্রোধের প্রতি সদা সন্ত্রস্ত থাকবে। কারণ, ক্ষতি উপকার সব কিছুই তাঁর হাতে নিহিত। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো শক্তি সামান্যতম ক্ষতি বা উপকারও করতে সক্ষম নয়।

১৪. এ আয়াতগুলোতে জেহাদ বিধিবদ্ধ করার মূল রহস্য আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন মজীদে অতীত জাতিসমূহের যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, কোনো জাতি কুফরী দুষ্টামি এবং নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং শত্রুতায় সীমা লংঘন করে

www.icsbook.info

গেলে তাদের ওপর আসমান থেকে আল্লাহর কোনো ধ্বংসাত্মক আযাব নাযিল করা হতো। এতে তাদের সকল যুলুম, অন্যায় এবং কুফরীর তৎক্ষণাত অবসান ঘটতো।

'তাদের সকলকেই আমি পাকড়াও করেছি তাদের অপরাধের জন্যে। তাদের কারো ওপর আমি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝড়। কাউকে পাকড়াও করেছে মহাগর্জন, কাউকে আমি প্রোথিত করেছি ভূগর্ভে আর কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।' (সূরা আনকাবূত: ৪০)

সন্দেহ নেই, নানা ধরনের এসব আযাব ছিলো মারাত্মক এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে শিক্ষণীয়, কিন্তু এ অবস্থায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুনিয়ায় থেকে নিজেদের অবমাননার দৃশ্য দেখতে হয় না। ভবিষ্যতের জন্যও তাওবা এবং প্রত্যাবর্তনের কোনো সুযোগ থাকে না। জেহাদ বিধিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী-পাপাচারীদের সরাসরি শাস্তি না দিয়ে তাঁর নিষ্ঠাবান ওফাদার, অনুগত, কৃতজ্ঞ বান্দাদের হাতে শাস্তি দিতে চান। এভাবে শাস্তি দিলে অপরাধীদের অপদস্থ করা হয় এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ওফাদার বান্দাহদের সাহায্য ও বিজয় সরাসরি প্রকাশ পায়। যারা গতকাল পর্যন্ত তাদের তুচ্ছ ও শক্তি-সামর্থহীন জ্ঞান করে যুলুম-সেতম এবং ঠাট্টা-মস্করার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিলো, আল্লাহর সাহায্য ও রহমতে আজ তারাই এদের দয়ার পাত্র হয়েছে– এ দৃশ্য দেখে এদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কুফরী ও বাতিলের শক্তি সামর্থ এবং জাঁকজমক দেখে যেসব সত্যাশ্রয়ী মনে ব্যথা পেতো, অথবা যেসব দুর্বল এবং মযলুম মুসলমান কাফেরদের যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পেরে মনে মনে ব্যথা হযম করে চুপ করে থাকতো, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের বদৌলত তাদের অন্তর শান্তি লাভ করতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বয়ং অপরাধীদের জন্যও শাস্তিদানের এ পন্থা তুলনামূলকভাবে অনেক উপকারী। কারণ, এভাবে শাস্তি পাওয়ার পরও ফিরে আসা এবং তাওবা করার দরজা খোলা থাকে। পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনেক অপরাধী তাওবা করে ফিরে আসতে পারে। নবী করীম (স.)-এর সময় তা-ই হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটা আরব মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

১৫. অর্থাৎ তিনি সকলের অবস্থা জেনে হেকমত অনুযায়ী আচরণ এবং সকল যুগের উপযোগী বিধান প্রেরণ করেন।

১৬. এখানে জেহাদ বিধিবদ্ধ করার আর একটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুখে মুখে ঈমান আর বন্দেগী দাবী করার লোক তো অনেক, কিন্তু পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই না করা পর্যন্ত খাঁটি আর মেকির পরখ হয় না। জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান, কতো বান্দা তাঁর রাস্তায় জান-মাল উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত। তিনি এও দেখতে চান, কারা আল্লাহ এবং রসূলকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষ বন্ধু বানাতে চায় না, সে যতোই নিকটাত্মীয় হোক না কেন। এ মানদন্ডে মোমেনদের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। কার্যত জেহাদ না করে মুখের জমা-খরচে কামিয়াবী হয় না। আর যে কাজই করা হোক না কেন, আল্লাহ তার খবর রাখেন। সত্য আর নিষ্ঠার সাথে কাজ করা হয়েছে, না লোক দেখানোর জন্য, তাও তিনি জানেন। কাজ যেমন হবে, আল্লাহর নিকট থেকে তেমনি ফল পাওয়া যাবে।

www.icsbook.info

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

بِالْكُفْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ښ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ

مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰۗىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

রুকু ৩

১৭. মোশরেকেরা আল্লাহ তায়ালার মাসজিদ আবাদ করবে এটা তো হতেই পারে না, তারা তো নিজেরাই নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে; মূলত এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোযখের আগুনেই কাটাবে। ১৮. আল্লাহ তায়ালার (ঘর) মাসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরা হবে হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত।[১৭]

১৭. আগে বলা হয়েছে, মুসলমানদের বিনা পরীক্ষায় এমনিতেই ছেড়ে দেয়া যায় না; বরং বড়ো বড়ো কাজ (যেমন জেহাদ ইত্যাদি) দ্বারা তাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা হবে। সারা দুনিয়ার সম্পর্ক-সম্বন্ধের ওপর কিভাবে আল্লাহ এবং রসূলের ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, তাও যাচাই করা হবে। বর্তমান রুকুতে বলা হয়েছে, আল্লাহর মাসজিদগুলো এমন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মুসলমানদের দ্বারাই আবাদ হতে পারে। মাসজিদের সত্যিকার আবাদী হচ্ছে, তাতে কেবল এক আল্লাহর যথাযোগ্য এবাদাত করা হবে। আল্লাহকে স্মরণ করার লোক বিপুলভাবে উপস্থিত থাকবে এবং বিনা বাধায় আল্লাহকে স্মরণ করবে। অহেতুক কর্মকান্ড থেকে এসব পাক-পবিত্র স্থানকে নিরাপদ রাখা হবে। কাফের-মোশরেকদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। মক্কার মোশরেকেরা অত্যন্ত গর্বের সাথে নিজেদের মাসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী এবং খাদেম বলে দাবী করতো, কিন্তু তাদের মাসজিদে হারামের বড়ো খেদমত, তারা পাথরের শত শত মূর্তি কা'বা গৃহে স্থাপন করে এ সবের নামে নযর-নিয়ায করতো, মানত করতো। অনেকেই উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতো। আল্লাহর যেকেরের পরিবর্তে শিস দিতো, তালি বাজাতো। এক আল্লাহর সত্যিকার উপাসকদের সেখানে যেতে অনুমতি দিতো না। অনেক কষ্ট পরিশ্রমের ফল তাদের বড়ো এবাদাত ছিলো, তারা হাজীদের জন্যে পানির নালা স্থাপন করা অথবা হেরেম শরীফে বাতি জ্বালানো, কাবায় গেলাফ লাগানো এবং কখনো প্রয়োজন হলে টুটা-ফাটা মেরামত করা, কিন্তু তাদের এসব কাজও ছিলো নিতান্ত প্রাণহীন। কারণ, মোশরেকেরা যেহেতু আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানে না, তাই কোনো কাজেই 'আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু' তাদের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। এ কারণে কাফেরদের কোনো কাজই আল্লাহর নিকট জীবন্ত ও উল্লেখযোগ্য ছিলো না (একেই 'হাবেতাত আ'মালুহুম' বলা হয়েছে)। মোট কথা, কাফের-মোশরেকেরা কথায় কাজে সর্বদা কুফর এবং শেরেকের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং তাদের দ্বারা আল্লাহর মাসজিদ বিশেষ করে মাসজিদে হারাম সত্যিকার আবাদ

www.icsbook.info

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা কি (হজ্জের মওসুমে) হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘর আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান (মর্যাদার) নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।[১৮]

হতে পারে না। তারা এ কাজের যোগ্যও নয়। এ কাজ কেবল তাদের দ্বারা হতে পারে, যারা মনে-প্রাণে এক আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নামায প্রতিষ্ঠা করায় নিয়োজিত থাকে, অর্থ-সম্পদের নিয়মিত যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এ কারণে মাসজিদের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে জেহাদের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকে। এমন মোমেন– যারা অন্তর-মুখ, হস্ত-পদ, ধন-সম্পদ সব কিছু দিয়ে আল্লাহর অনুগত, তাদের বড়ো দায়িত্ব হচ্ছে মাসজিদ আবাদ করা। মাসজিদ আবাদকারী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার মোশরেকরা যতোই নিকটাত্মীয় হোক না কেন, তাদের সেখান থেকে বের করে দেয়াও এ সব মুসলমানের কর্তব্য। কারণ, তাদের দ্বারা মাসজিদ আবাদ নয়, বরবাদ হচ্ছে।

১৮. মক্কার মোশরেকরা এ জন্যে বড়ো গর্ব করতো, আমরা হাজীদের খেদমত করি, তাদের পানি পান করাই, খাদ্য ও বস্ত্র দিই, মাসজিদে হারাম মেরামতের কাজ করি, কাবার গায়ে গেলাফ পরাই, তেল-বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। মুসলমানরা যদি হিজরত-জেহাদ ইত্যাদির জন্যে গর্ব করে, তবে আমাদেরও গর্ব করার মতো এবাদাতের এ বিপুল সম্ভার রয়েছে। এক সময় হযরত আব্বাস (রা.)-ও হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে এসব কথা বলেন। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, একবার কয়েকজন মুসলমানের মধ্যে এ নিয়ে ঝগড়া হয়। কেউ বলে, আমার মতে ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদের পানি পান করানোর চেয়ে বড়ো কোনো এবাদাত নেই। অপর জন বলে, আমার ধারণায় ইসলামের পর সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে মাসজিদে হারামের খেদমত করা (যেমন ঝাড় দেয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি)। তৃতীয় ব্যক্তি বলে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা সব এবাদাতের মধ্যে উত্তম। হযরত ওমর (রা.) তাদের শাসিয়ে বললেন, তোমরা জুমার সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিম্বরের কাছে বসে এ ধরনের বাহাছ বিতর্ক করছো! একটু অপেক্ষা করো। একটু অপেক্ষা করো। নবী (স.) নামায শেষ করলে এ বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে জেনে নেয়া হবে। জুমার নামাযের পর নবী করীম (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে'আজাআলতুম সিকায়াতুল হাজ্জে .....' এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানো এবং মাসজিদে হারামের বাহ্যিক আযাদী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করার সমান হতে পারে না (উত্তম হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না)। এখানে জেহাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মোশরেকদের গর্ব-অহংকারের জবাবও পাওয়া যায়। কারণ, সকল এবাদাতের

www.icsbook.info

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم

بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ

أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, (তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার চাইতে বড়ো এবং এ ধরনের লোকেরাই (পরিণামে) সফলকাম হবে। ২১. তাদের মালিক তাদের জন্যে নিজ তরফ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি ও এমন এক (সুরম্য) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামতের সামগ্রীসমূহ (সাজানো) রয়েছে, ২২. সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের জন্যে) মহাপুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে।[১৯]

প্রাণশক্তি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান। এ প্রাণশক্তি ছাড়া হাজীদের পানি পান করানো এবং মাসজিদে হারামের খেদমত নিতান্তই প্রাণহীন কাজ। এ প্রাণহীন কাজ কি করে একটা জীবন্ত কাজের সমান হতে পারে। 'আর জীবিত ও মৃত এক সমান হতে পারে না।' (সূরা ফাতের; রুকু ৩)

আর কেবল মোমেনদের আমলের তুলনা করলে আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমানের উল্লেখ করতে হয় জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদের ভূমিকা হিসাবে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহাদ ইত্যাদি বড়ো আমলের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা। ঈমানের উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ বা অন্য যে কোনো আমলই হোক না কেন, ঈমান ছাড়া তা একেবারেই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। এ সব বড়ো বড়ো আমল (জেহাদ, হিজরত ইত্যাদি)-ও ঈমানের কারণেই শ্রেষ্ঠ। যাদের সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে, কেবল তারাই এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারে। যারা যালেম (যথাস্থানে কাজ না করে ভিন্নস্থানে কাজ করে) তারা এ তত্ত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম নয়।

১৯. অর্থাৎ তাঁর দরবারে সাওয়াব আর মর্যাদার কোনো কমতি নেই। যাকে যতোটা খুশি দান করেন। আগের আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে– ঈমান, জেহাদ এবং হিজরত। এ জন্য সুসংবাদও দেয়া হয়েছে তিনটি জিনিসের– রহমত, রেযওয়ান বা সন্তুষ্টি এবং জান্নাতে চিরন্তন আবাস। আবু হাইয়্যান লিখেছেন, ঈমানের ফলে রহমত লাভ হয়। ঈমান না থাকলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত-মেহেরবানীর কোনো অংশই লাভ হবে না। আর রেযওয়ান হচ্ছে অনেক উচ্চস্থান। এটি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের বিনিময়। মোজাহেদ ফী সাবীলিল্লাহ নফসের সকল কামনা-বাসনা, সকল সম্বন্ধ-সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল উৎসর্গ করে। সুতরাং তার বিনিময়ও শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। আর তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান। আর আল্লাহর নিমিত্ত প্রিয় জন্মভূমি এবং বাড়ী-ঘর ত্যাগ করার নাম হচ্ছে

www.icsbook.info

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ
تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا
حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফরীকেই বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এ (ধরনের) লোকদের (নিজেদের) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) যালেম।[২০] ২৪. (হে নবী,) বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন, তোমাদের বংশ-গোত্র এবং তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য– যা অচল হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ীঘরসমূহ, যা তোমরা (একান্তভাবে) কামনা করো, যদি (এগুলো) তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চাইতে বেশী ভালোবাসো, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালার (পক্ষ থেকে তাঁর (আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো (জেনে রেখো); আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।[২১]

হিজরত। এ জন্য মোহাজেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তোমার দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ দেশ এবং তোমার বাড়ী-ঘর থেকে শ্রেষ্ঠ বাড়ী-ঘর তোমাকে দেয়া হবে। সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশে তোমরা বসবাস করবে, যেখান থেকে হিজরত করার আর কখনো প্রয়োজন হবে না।

২০. আগের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, জেহাদ এবং হিজরত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আমল– শ্রেষ্ঠ এবাদাত। কখনো কখনো এসব কাজে আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে বলা হয়েছে, যাদের নিকট ঈমানের চেয়ে কুফর বেশী প্রিয়, একজন মোমেন কি করে এমন লোককে ভালোবাসতে পারে? তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা মুসলমানের শান নয়। এ সব সম্পর্ক তাকে জেহাদ এবং হিজরত থেকে বিরত রাখতে পারে। যারা এমন করে, তারা গুনাহগার হয়ে নিজেদের ওপর যুলুম করে।

২১. অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ মেনে নিতে এবং হিজরত-জেহাদ করতে যদি এসব চিন্তা বারণ করে যে, গোত্র-গোষ্ঠী, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছুটে যাবে, অর্থ-সম্পদ নষ্ট হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘাটতি হবে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে অসুবিধায় পড়তে হবে, তবে আল্লাহর

www.icsbook.info

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ
وَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

রুকু ৪

২৫. আল্লাহ তায়ালা তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হোনায়নের দিনে (যে সাহায্য করেছিলেন তা স্মরণ করো, সেদিন), যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিলো, অথচ সংখ্যার (এ) বিপুলতা তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও (সেদিন) তোমাদের ওপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, অতপর তোমরা (এক সময়) ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েও গেলে। ২৬. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও (ময়দানে অটল হয়ে থাকা) মোমেনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন, (ময়দানে) তিনি এমন এক লশকর (বাহিনী) পাঠালেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং (তাদের দিয়ে) তিনি কাফেরদের (এক চরম) শাস্তি দিলেন, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, (মূলত) এই হচ্ছে তাদের (যথাযথ) পাওনা।[২২]

পক্ষ থেকে শাস্তির হুকুমের অপেক্ষা করো, যা এ আরামপ্রিয়তা আর দুনিয়া লাভের জন্যে অবশ্যম্ভাবী। মোশরেকদের বন্ধুত্ব এবং দুনিয়ার লোভে জড়িয়ে পড়ে যারা আল্লাহর হুকুম পালন করে না, তারা সত্যিকার সফলতার পথ পেতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে, তোমরা যখন বলদের লেজ ধরে ক্ষেত-খামার নিয়ে তুষ্ট থাকবে এবং জেহাদ ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন যিল্লতী অপমান অপদস্থতা চাপিয়ে দেবেন, যেখান থেকে তোমরা আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। যতোক্ষণ না দ্বীন তথা জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দিকে ফিরে আসবে।

২২. আগের আয়াতে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সময় স্বজন-পরিজন, অর্থ-সম্পদ কোনো কিছুর দিকে মোমেনদের দৃষ্টি থাকা উচিত নয়। এখানে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, মোজাহেদদের নিজেদের সামরিক শক্তি-সামর্থ এবং সংখ্যাধিক্যের ওপর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। সাফল্য আর বিজয় কেবল আল্লাহর সাহায্যেই হয়ে থাকে, অতীতে বহুবার তোমরা প্রত্যক্ষ করেছো। বদর, কোরায়যা, নযীর, হোদায়বিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে পরিণতি দেখা দিয়েছিলো, তা ছিলো কেবল আল্লাহর সাহায্য ও গায়বী মদদের ফল। আর সবশেষে এখন শেষে হোনায়নের যুদ্ধ তো আসমানী সাহায্যের এমন সুস্পষ্ট ও বিস্ময়কর নিদর্শন, যা কট্টর দুশমনদেরও স্বীকার করতে হয়েছে।

www.icsbook.info

মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রসূলুল্লাহ (সা.) জানতে পারেন, হাওয়াযেন, সাকীফ প্রমুখ গোত্র বিপুল সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এ খবর পেয়ে নবী করীম (স.) মোহাজের ও আনসারের দশ হাজার সৈন্য নিয়ে– যারা মক্কা বিজয়ের জন্য মদীনা থেকে তার সঙ্গে এসেছিলেন– তায়েফের উদ্দেশে রওয়ানা হন। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছে এমন দুই হাজার সৈন্যও সঙ্গে ছিলো। এ প্রথম বারের মতো ১২ হাজার মুসলমানের বিশাল বাহিনী জেহাদের জন্যে বের হয়। অনেক সাহাবীই আনন্দে ফেটে পড়েন এবং কেউ কেউ বলেও ওঠেন (সংখ্যায় আমরা যখন কম ছিলাম, তখনো সব সময় বিজয়ী হয়েছি), আজ আমাদের বিশাল বাহিনী কারো কাছে পরাজিত হতে পারে না। তাওহীদবাদীদের মুখ থেকে এমন কথা বের হওয়া আল্লাহর দরবারে পছন্দ হয়নি। মক্কা থেকে কিছু দূর যাওয়ার পরই উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিলো চার হাজার। তারা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে নারী-পুরুষ-শিশু সকলকে নিয়ে একটা সিদ্ধান্তকর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে বের হয়েছে। উট, ঘোড়া চতুষপদ জন্তু এবং ঘরে সঞ্চিত সব কিছু নিজেদের সাথে নিয়ে আসে। হাওয়াযেন গোত্র তীর নিক্ষেপ বিদ্যায় গোটা আরবের মধ্যে খ্যাত ছিলো। তাদের মধ্যে তীর নিক্ষেপ বিশেষজ্ঞ দলটি হোনায়ন উপত্যকায় পাহাড়ে ওঁৎ পেতে ছিলো। বোখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধের প্রথম দিকে কাফেররা পরাজিত হয়। তারা অনেক মাল সম্পদ ছেড়ে পিছু হটে যায়। তা দেখে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ সময় হাওয়াযেনের তীরন্দাজ দল গোপন স্থান থেকে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এক সঙ্গে চারদিক থেকে এমনভাবে তীর বর্ষিত হতে থাকে, যাতে মুসলমানদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। আগে নবদীক্ষিত মুসলমানরা পলায়ন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সকলেই পলায়নে উদ্যত হয়। বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। কোথাও আশ্রয় নেয়ার স্থান নেই। নবী করীম (স.) কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে দুশমনদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহ আনহুম) সহ আনুমানিক একশ বা ৮০ জন সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে টিকে ছিলেন। কোনো কোনো জীবনচরিত লেখকের মতে যুদ্ধের ময়দানে যারা টিকে ছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র দশ। অবশ্য তাদের পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ় দেখাচ্ছিলো। এ প্রথমবারের মতো দুনিয়া নবীর সত্যতা ও তাওয়াক্কুল এবং মো'জেযাসুলভ বীরত্বের এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে।

নবী করীম (স.) সফেদ খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আছেন। হযরত আব্বাস (রা.) খচ্চরের এক রেকাব ধরে টানছেন আর অপর রেকাব ধরে টানছেন হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস (রা.)। শত্রুবাহিনীর চার হাজার সশস্ত্র সৈন্য প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায় ফেটে পড়ছে। চতুর্দিক থেকে তীরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। সঙ্গী-সাথীরা সকলে দূরে সরে গেছে, কিন্তু সর্বোচ্চ বন্ধু মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। খোদায়ী সাহায্য এবং আসমানী প্রশান্তির অদৃশ্য বৃষ্টি নবী করীম (স.)-এর মুষ্টিমেয় সঙ্গীর ওপর বর্ষিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পলায়নপর লোকদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে। যেদিক থেকে হাওয়াযেন-সাকীফের সয়লাব অগ্রসর হচ্ছিলো, নবী করীম (স.)-এর সওয়ারীর মুখ তখনো সেদিকে ছিলো। সেদিকেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্যে খচ্চরকে তাড়া করা হচ্ছে। নবী করীম (স.)-এর অন্তরে আল্লাহর ধ্যান আর মুখে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে উচ্চারিত হচ্ছে– 'নিসন্দেহে আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।'

www.icsbook.info

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ

عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ

২৭. এর পরেও আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে তাওবা করার তাওফীক দেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৩] ২৮. ওহে (মানুষ), তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো (জেনে রেখো), মোশরেকরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, অতএব (এ অপবিত্রতা নিয়ে) তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো এ পবিত্র মাসজিদের কাছে না আসে,[২৪] যদি (তাদের না আসার কারণে) তোমরা (আশু) দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে (জেনে রেখো), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন;

এ সময় নবী করীম (স.) সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর বান্দারা, এ দিকে এসো, এ দিকে এসো। আমি আল্লাহর রসূল।' অতপর নবী করীম (স.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আব্বাস (যিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ) আসহাবে সামুরাকে ডাক দেন। যারা গাছের নীচে নবী করীম (স.)-এর হাতে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। আওয়ায কানে পৌঁছামাত্র পলায়নরতরা সকলে তাদের বহনকারী উটের মুখ জেহাদের ময়দানের দিকে ফিরিয়ে দেন। কারো উট যুদ্ধ ময়দানের দিকে মুখ ফেরাতে বিলম্ব করলে তিনি গলায় বর্ম রেখে উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে নবী করীম (স.)-এর পানে ছুটে আসেন। এ সময় নবী করীম (স.) সামান্য মাটি এবং কংকর হাতে নিয়ে কাফের দলের সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর কুদরতে তা প্রতিটি কাফেরের চোখে-মুখে পড়ে। ওদিকে আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেন। ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ অদৃশ্যভাবে মুসলমানদের শক্তি-সাহস যোগায় এবং কাফেরদের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ হয়। অতপর কাফেররা কংকরের প্রতিক্রিয়ায় চোখ মলতে থাকে। যেসব মুসলমান কাছে ছিলো, তারা পেছনে ফিরে হামলা চালায়। দেখতে না দেখতে সব দিগন্ত সাফ হয়ে যায়। অনেক পলাতক মুসলমান ফিরে এসে নবী করীম (স.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখে, যুদ্ধ শেষ। হাজার হাজার কয়েদী বন্দী হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। রাশি রাশি সারি সারি গনীমতের মাল। এমনিভাবে কাফেরদের দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হয়েছে।

২৩. পরে হাওয়াযেন প্রমুখ গোত্রের তাওবা নসীব হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

২৪. যখন আল্লাহ তায়ালা শেরেকের দাপট চূর্ণ করে জাযিরাতুল আরবের সদর দফতর (মক্কা মোয়াযযামা) জয় করান এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে, তখন নবম হিজরীতে এ ঘোষণা দেয়া হয়, ভবিষ্যতে কোনো মোশরেক (বা কাফের) যেন মসজিদে হারামে প্রবেশ না করে; বরং এর নিকটে অর্থাৎ হেরেম শরীফের চতুসীমায়ও

www.icsbook.info

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও কুশলী।[২৫] ২৯. যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম (বলে স্বীকার) করে না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে শুরু করে।[২৬]

যেন আসতে না পারে। কারণ তাদের অন্তর শেরেক ও কুফরের পংকিলতায় এতোই অপবিত্র যে, তা সবচেয়ে পবিত্র স্থান তাওহীদ ও ঈমানের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করার উপযুক্ত নয়। সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, এর পর নবী করীম (স.) জাযিরাতুল আরব থেকে মোশরেক এবং ইহুদী-নাসারা সকলকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম (স.)-এর শেষ অসিয়ত অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে এ নির্দেশ বাস্তবে কার্যকর করা হয়। এখন প্রভাব প্রতিপত্তি এবং জন্মভূমি হিসেবে সেখানে কাফেরদের বসবাসে রাযি হওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়; বরং জাযিরাতুল আরবকে যথাসম্ভব কাফেরদের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করা মুসলমানদের কর্তব্য। অবশ্য হানাফী মাযহাব মতে কোনো কাফের সফর উপলক্ষে সাময়িকভাবে ইমামের অনুমতি নিয়ে সেখানে যেতে পারে। তবে সে জন্যে শর্ত হচ্ছে, এতোটুকু অনুমতি দেয়াও যদি ইমাম ইসলামের স্বার্থবিরোধী মনে না করেন, কিন্তু হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি উদ্দেশে কোনো কাফেরের সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।

২৫. হেরেম শরীফে মোশরেকদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়ার ফলে মুসলমানদের আশংকা জাগে, এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট ক্ষতি হবে। তারা মনে করেন, মোশরেকরা যেসব পণ্যসামগ্রী সেখানে নিয়ে আসতো, তা বুঝি আর পাওয়া যাবে না। এ কারণে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা ঘাবড়াবে না। তোমাদের ধন-দওলত দান করা তো নিছক তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে কোনো বিলম্ব হবে না। বাস্তবে তাই হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের গোটা দেশ দান করেন। বিভিন্ন দেশ এবং শহর থেকে পণ্যসামগ্রী আসতে থাকে। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দেশ জয় আর গনীমতের দরজা খুলে যায়। আহলে কিতাব প্রমুখদের নিকট থেকে জিযিয়ার অর্থ আদায় করা হয়। মোট কথা, আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে মুসলমানদের ধনী হওয়ার উপায় করে দেন। সন্দেহ নেই, আল্লাহর কোনো বিধানই রহস্য আর তাৎপর্যমুক্ত নয়।

২৬. মোশরেকদের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসলে নির্দেশ দেয়া হয়, আহলে কিতাব (ইহুদী-নাসারা)-দের শক্তি-দম্ভ চূর্ণ করো। মোশরেকদের অস্তিত্ব থেকে আরবভূমিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই এ নির্দেশদানের উদ্দেশ্য ছিলো, কিন্তু ইহুদী-নাসারা

www.icsbook.info

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذٰلِكَ

রুকু ৫

৩০. ইহুদীরা বলে ওযায়র আল্লাহর পুত্র,[২৭] (আবার) খৃষ্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র;

সম্পর্কে তখন কেবল এটাই লক্ষ্য ছিলো, তারা যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে, ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতে পারে। তাই অনুমতি দেয়া হয়েছে, এরা যদি অধীনস্থ প্রজা হয়ে জিযিয়া দেয়া মেনে নেয়, তবে কোনো ক্ষতি নেই, তা মেনে নাও। ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তা গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাদের সাথেও সে আচরণই করা হবে, যা মোশরেকদের সাথে করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। কারণ তারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি কাম্য ঈমান পোষণ করে না। তারা আল্লাহ এবং রসূলের বিধানের কোনো পরোয়া করে না। নবী করীম (স.) তো দূরের কথা, তাদের নিজেদের স্বীকার করা নবী হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামেরও সত্যিকার অনুসরণ করে না। তারা কেবল নিজেদের ইচ্ছা আর খাহেশেরই অনুসরণ করে। হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের যমানায় যে সত্য দ্বীনের আগমন ঘটেছিলো এবং বর্তমানে শেষ নবী যে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার কোনোটারই তারা অনুসরণ করে না, কোনোটাই স্বীকার করে না; বরং তারা এ চেষ্টায়ই নিয়োজিত রয়েছে, যাতে আল্লাহর জ্বালানো বাতি এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে পারে। এসব বদ-বাতেন নালায়েকদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হলে দেশে ফেতনা-ফাসাদ এবং কুফরী-ঔদ্ধত্যের স্ফুলিঙ্গ নিয়মিত জ্বলতে থাকবে।

২৭. বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, তখন কোনো কোনো ইহুদীর বিশ্বাস ছিলো, হযরত ওযায়র (আ.) আল্লাহর পুত্র, কিন্তু এ বিশ্বাস সকল ইহুদীর ছিলো না। পরবর্তীকালে কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এখন কোনো ইহুদী-ই আর এ বিশ্বাস পোষণ করে না। নবী (স.)-এর সময়ে ইহুদীদের কোনো উপদল হযরত ওযায়র (আ.) আল্লাহর পুত্র এ বিশ্বাস পোষণ করলে তারা অবশ্যই কোরআন মাজীদের এতদসংক্রান্ত বিবরণকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করতো। যেমন 'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী পুরোহিতদের তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে' আয়াত নাযিল হলে আদী ইবনে হাতেম প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, আহবার-রোহবান তথা পাদ্রী-পুরোহিতদের তো আমাদের কেউ রব বলে স্বীকার করে না। নবী করীম (স.) তার যে জবাব দিয়েছেন পরে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। ইহুদীরা হযরত ওযায়রকে আল্লাহর পুত্র মনে করে, তাদের সম্পর্কে এ কথার উল্লেখ এবং তারা এটি অস্বীকার করেছে, প্রতিবাদ করেছে বলে কোথাও উল্লেখ না থাকাই প্রমাণ করে, অবশ্যই তখন এ বিশ্বাস পোষণ করার লোক বর্তমান ছিলো। অবশ্য কালের বিবর্তনে যেমনি অনেক ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তেমনি তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা অসম্ভবও নয়। একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত বুযুর্গ হাজী আমীর শাহ খান মরহুম আমাকে বলেছেন, ফিলিস্তীন সফরকালে তিনি এ বিশ্বাস পোষণকারী কিছু ইহুদীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এ বিশ্বাস পোষণ করার ফলে তাদের ওযায়রী বলা হয়।

www.icsbook.info

قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ
أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

(আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, (এসব কথার মাধ্যমে) এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র;[২৮] আল্লাহ তায়ালা এদের (সবাইকে) ধ্বংস করুন, (তাকিয়ে দেখো) এদের কিভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে![২৯] ৩১. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম, তাদের পীর-দরবেশদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে[৩০] এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও (কেউ কেউ মাবুদ বানিয়ে রেখেছে), অথচ এদের এক ইলাহ তিনি (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া অন্য কারোই বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি এসব (কথাবার্তা) থেকে অনেক পবিত্র।

২৮. অর্থাৎ হযরত ওযায়রকে আল্লাহর পুত্র বা স্বয়ং আল্লাহ বলে বিশ্বাস করা পুরাতন মোশরেকদের আকীদার অনুরূপ; বরং তাদের অনুসরণেই এ বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আমরা আলোচনা করেছি।

২৯. আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তাওহীদের স্বচ্ছ-স্পষ্ট আলো বিকশিত হওয়ার পরও তারা অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

৩০. ইহুদীদের ওলামা-মাশায়েখরা নিজেদের পক্ষ থেকে যেসব মাসআলা বলে দিতেন, এমনকিহারামকে হালাল আর হালালকে হারাম বলে দিলেও তাকেই তারা দলীল বলে মেনে নিতো এবং মনে করতো, এতেই বুঝি আল্লাহর কাছে আমরা ছাড়া পেয়ে যাবো। আসমানী কিতাবের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না; বরং তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের হুকুমমতো চলতো। আর পাদ্রী-পুরোহিতদের অবস্থা ছিলো, সামান্য অর্থ বা সম্মানের লোভে তারা শরীয়তের বিধান পরিবর্তন করে ফেলতো। দুই-তিন আয়াত পরে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর যে মর্যাদা ছিলো (অর্থাৎ হালাল-হারামের বিধায়ক), পাদ্রী-পুরোহিতদের সেই মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো। এ হিসাবেই বলা হয়েছে, তারা আলেম-দরবেশদের খোদা সাব্যস্ত করে নিয়েছিলো। নবী করীম (স.) আদী ইবনে হাতেমের আপত্তির জবাবে এ ধরনের ব্যাখ্যাই করেছিলেন। হযরত হোযায়ফা (রা.) থেকেও এমনি বর্ণিত আছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, 'আলেমের কথা সাধারণ মানুষের জন্যে দলীল, যদি আলেম শরীয়ত বুঝে সে কথা বলে। যখন প্রমাণিত হয়, আলেম শরীয়ত অনুযায়ী কথা বলেনি, বা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে বলেছে, তখন তা আর দলীল নয়।'

www.icsbook.info

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ
نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

৩২. এ (মূর্খ) লোকেরা তাদের মুখের (এক) ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নূরকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর মনে হয়।[৩১] ৩৩. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবনবিধান সহকারে তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এ (বিধান)-কে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, মোশরেকরা (এ বিজয়কে) যতো খারাপই মনে করুক না কেন![৩২] ৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই (আহলে কিতাবদের) বহু পন্ডিত ও ফকির-দরবেশ এমন আছে, যারা অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বান্দাদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েও রাখে;[৩৩]

৩১. অর্থাৎ খালেস তাওহীদ এবং ইসলামের সূর্য যখন উজ্জ্বল চকচক করে উদিত হয়েছে, তখন এসব আজে-বাজে কথা ও মোশরেকী দাবী কি করে চলতে পারে? অর্থহীন মুন্ডহীন কথাবার্তা বলে, ফালতু ঝগড়া-বিবাদ করে সত্যের আলো নির্বাপণের চেষ্টা করা মুখের ফুৎকারে চন্দ্র-সূর্যের আলো নিভানোর প্রচেষ্টার মতোই বোকামি। মনে রাখবে, তারা যতোই জ্বলে-পুড়ে মরুক না কেন, আল্লাহ ইসলামের আলো পূর্ণরূপে বিকশিত করবেনই।

৩২. যুক্তি-প্রমাণের বিচারে সব যুগে সকল ধর্মমতের ওপর ইসলামের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত ছিলো। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি হিসাবেও ইসলাম তখন শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যখন মুসলমানরা ইসলামের নীতি পরিপূর্ণরূপে মেনে চলেছিলো, যখন তারাঈমান ও তাকওয়ার পথে অটল ছিলো এবং জেহাদ ফী সাবীলিল্লায় ছিলো অটল-অবিচল। এ গুণাবলী সৃষ্টি হলে ভবিষ্যতেও রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে ইসলাম বিজয়ী হতে পারে। ইসলামের এমন বিজয় যা ইসলাম বিরুদ্ধ সকল ধর্মমত পরাভূত করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম নাযিল হওয়ার পর কেয়ামত ঘনিয়ে আসলে তা সংঘটিত হবে।

৩৩. অর্থাৎ, টাকা-পয়সা গ্রহণ করে শরীয়তের বিধান এবং আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলছে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ তাদের খোদার মর্যাদায় অভিষিক্ত করে নিয়েছিলো। তারা শুদ্ধ-অশুদ্ধ যা কিছু বলতো, সাধারণ মানুষের কাছে তাই ছিলো দলীল-প্রমাণ। এ সব আলেম-মাশায়েখ নযর-নিয়ায উসুল করা এবং নিজেদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব

www.icsbook.info

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا

مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

(এদের মাঝে) যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং (কখনো) তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।[৩৪] ৩৫. (এমন একদিন আসবে) যেদিন (পুঞ্জীভূত) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে (যারা এগুলো জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (এঁকে) দেয়া হবে (এবং তাদের উদ্দেশ করে বলা হবে), এ হচ্ছে তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো।[৩৫]

প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে জনগণকে প্রতারণার জালে জড়িয়ে সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ, সাধারণ লোকেরা যদি তাদের জালে না জড়িয়ে সত্য দ্বীন গ্রহণ করে, তবে তাদের সব আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। মুসলমানরা যাতে সতর্ক হতে পারে, এ জন্যে তাদের এ অবস্থার কথা শোনানো হয়েছে। কারণ, গোটা উম্মতের বিকৃতি-গোমরাহীর সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে তিনটি সম্প্রদায়ের বিকৃতি ঃ (১) ওলামা-মাশায়েখ, পীর-বুযুর্গ ও পাদ্রী-পুরোহিত, (২) ধনীক শ্রেণী এবং (৩) কর্তাব্যক্তি। এদের মধ্যে দুই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মোবারক (র.) চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তিনটি শ্রেণী ছাড়া অন্য কেউ দ্বীনের ধ্বংস সাধন করেনি। এরা হচ্ছে শাসক শ্রেণী, বাতিলপন্থী আলেম এবং পাদ্রী-পুরোহিত।

৩৪. যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, তা হালাল উপায়েই হোক না কেন, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না (যথা যাকাত দেয় না এবং ওয়াজেব হক আদায় করে না), তাদের জন্যে এ শাস্তি। এ থেকে আলেম ওলামা এবং পাদ্রী পুরোহিতদের সম্পর্কেও জানা যায়, যারা সত্য গোপন বা পরিবর্তন করে অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার লোভে জনগণকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে রাখে। মূলত সে সম্পদই উত্তম, যা পরকালে শাস্তির কারণ না হয়।

৩৫. কৃপণ ধনীকে যখন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্যে বলা হয়, তখন তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। বেশী বললে আপত্তি জানিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর পরও নিজেকে বাঁচাতে না পারলে পিঠ ফিরিয়ে দূরে সরে যায়। এ কারণে স্বর্ণ-রৌপ্য গরম করে ওই তিন স্থানে (মুখ, পার্শ্ব ও পিঠে) দাগানো হবে। যাতে তা জমা করার এবং পুঁতে রাখার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

www.icsbook.info

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿৩৬﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ
زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ

৩৬. আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই' আল্লাহ তায়ালার বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি, হাঁ (নির্ধারিত) রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কিতাবে, এ (বারোটি)-র মধ্যে চারটি হচ্ছে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) নিষিদ্ধ মাস; এটা (আল্লাহর প্রণীত) নির্ভুল ব্যবস্থা,৩৬ অতএব তার ভেতরে (হানাহানি করে) তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না, তোমরা (যখন) মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করবে, (তখন সবাই) এক সাথে মিলিত হয়ে (তাদের) মোকাবেলা করবে, যেমনিভাবে তারাও এক সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; জেনে রেখো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন।৩৭ ৩৭. নিষিদ্ধ মাসকে হীন স্বার্থে মুলতবি করা কিংবা তা আগ পাছ করা তো কুফরীর মাত্রাই বৃদ্ধি করে, এর ফলে কাফেরদের (আরো বেশী) গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়, এ লোকেরা এক বছর কোনো মাসকে (প্রয়োজনে) হালাল করে নেয়, আবার (পরবর্তী) বছরে কোনো মাসকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়,

৩৬. আমার মতে বিষয়বস্তুর পূর্বাপর সম্পর্ক হচ্ছে, বিগত রুকুতে মোশরেকদের পর আহলে কেতাব তথা ইহুদী-নাসারাদের সাথে জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমান রুকুর শুরুতে বলা হয়েছে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস আচার-আচরণও মোশরেকদের অনুরূপ। তারা ওযায়র এবং মাসীহকে আল্লাহর পুত্র বলে, যেমন মোশরেকরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলতো; বরং নাসারাদের মধ্যে মাসীহকে আল্লাহর পুত্র মনে করার আকীদা মোশরেকদের অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছে। তারা মূর্তি-প্রতিমাকে খোদার মর্যাদা দেয়, মাসীহ এবং রূহুল কুদুস বা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে খোদা বলে মনে করে। কিতাবের বিধান মেনে চলার কথা দাবী করা সত্ত্বেও আহবার-রোহবান তথা পাদ্রী-পুরোহিতদের নির্দেশকে খোদায়ী বিধানের বিকল্প বলে মেনে নেয়। অর্থাৎ, এরা ঘুষ গ্রহণ করে হারাম অর্থ খেয়ে যে জিনিসকে হালাল বা হারাম বলতো, আসমানী বিধানের পরিবর্তে তাই মেনে নেয়া হতো। তাদের এ পন্থা ঠিক মোশরেকদের অনুরূপ। তাদের কর্তাব্যক্তিরাও ইচ্ছানুযায়ী কোনো বস্তুকে হালাল-হারাম করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতো। এ সম্পর্কে সূরা আনআমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও তার একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

আরবে প্রাচীনকাল থেকে এ রীতি চালু ছিলো যে, বছরের বার মাসের মধ্যে চার মাস ছিলো 'আশহুরে হুরুম'– বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের মাস। এ চারটি মাস হচ্ছে যিলকদ,

www.icsbook.info

যিলহজ্জ, মহররম এবং রজব। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতো। লোকজন এ মাসগুলোতে হজ্জ-ওমরা এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্যে স্বাধীনভাবে সফর করতে পারতো। এ মাসগুলোতে কেউ আপন পিতার হত্যাকারীকেও কিছু বলতো না; বরং কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, মূল মিল্লাতে ইবরাহীমীতেও এ চারটি মাস ছিলো 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মান মর্যাদার মাস। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে যখন আরবের অজ্ঞতা-বর্বরতা সীমা গিয়েছিলো, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হত্যাকান্ডের ব্যাপারে কোনো কোনো গোত্রের পাশবিকতা ও প্রতিশোধস্পৃহা কোনো আসমানী বা যমীনী বিধানই মেনে চলতো না, তখন তারা 'নাসী' প্রথা চালু করে। অর্থাৎ, কোনো শক্তিশালী গোত্র মহররম মাসে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলে একজন সরদার এসে ঘোষণা করতো, এবার আমরা মহররম মাসকে হারাম মাস থেকে বের করে দিয়ে তার স্থলে সফর মাসকে হারাম করে নিয়েছি। আবার পরের বছর বলতো, এ বছর প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী মহররম হারাম এবং সফর হালাল থাকবে। এ ভাবে বছরের বার মাস গণনা করা হতো ঠিকই, কিন্তু তাতে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রদবদল করতো। ইবনে কাসীরের অনুসন্ধান অনুযায়ী 'নাসী' বা মাসের আগ-পিছ করার এ প্রথা কেবল মহররম এবং সফর মাসেই কার্যকর হতো। এটি কিভাবে করা হতো, সে বিষয়ে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মাগাযী তথা যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ের ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক লেখেন, কুলমুস কেনানী সর্বপ্রথম এ প্রথা জারি করে। অতপর তার অধস্তন বংশধরদের মাঝে বংশানুক্রমে এ প্রথা চালু থাকে। অবশেষে তার বংশের আবু সুমামা জোনাদা ইবনে আওফ কেনানীর নিয়ম ছিলো, প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় সে ঘোষণা করতো, এবার আশহুরে হুরুমে মহররম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, না সফর। এমনিভাবে মহররম এবং সফরের মধ্য থেকে একটি মাসকে হালাল আর অপরটিকে হারাম করা হতো। সাধারণত মানুষ তাই মেনে নিতো। জাহেলী যুগে কাফেরদের কুফরী গোমরাহী বৃদ্ধিকর। এমন একটি বিষয় এও ছিলো, আল্লাহর হারাম বা হালাল করা মাসকে পরিবর্তন করার অধিকার জনৈক কেনানী সরদারের ওপর অর্পণ করা হয়। ঠিক এমনি অবস্থা ছিলো ইহুদী নাসারাদেরও। তারাও হারাম-হালাল করার ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলো লোভাতুর ও স্বার্থপর আহবার-রোহবানদের হাতে। উভয় দলের সাদৃশ্য প্রকাশ করার জন্যে এখানে নাসীর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। 'ইন্না ইদ্দাতাশশুহুরে' থেকে শেষ পর্যন্ত তা রদ করার ভূমিকা। অর্থাৎ কেবল আজই নয়, যখন থেকে আসমান যমীন পয়দা করা হয়েছে, তখন থেকে শরীয়তের অনেক বিধান জারি করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা বছরে বারোটি মাস রেখেছেন। এ বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে আশুহুরে হুরুম– আদব ও সম্মানের মাস। এ মাসগুলোতে যুলুম এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বেশী যত্নবান হওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে (হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের) সত্য-সরল দ্বীন।

৩৭. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কাফেরদের সাথে সব সময় যুদ্ধ করা বৈধ (তাই তবুক যুদ্ধ রজব মাসেই সংঘটিত হয়েছে। আর পরস্পরে যুলুম করা সব সময়েই গুনাহ এবং এ মাসগুলোতে বেশী গুনাহ। অধিকাংশ আলেমেরই এ মত। তবে কোনো কাফের যদি এ মাসগুলোর সম্মান করে, তবে আমরাও তার সাথে এ মাসগুলোতে যুদ্ধের সূচনা করবো না।

www.icsbook.info

عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ
أَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ
اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى
الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

যেন এভাবে আল্লাহ তায়ালা যে মাসগুলো হারাম করেছেন তার সংখ্যাও পূরণ হয়ে যায়, আবার আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তাও (মাঝে মাঝে) হালাল করে নেয়া যায়; (বস্তুত) তাদের অন্যায় কাজগুলো (এভাবেই) তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।৩৮

রুকু ৬

৩৮. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকেই বেশী ভালোবাসো, (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার (এই) মালসামানা নিতান্তই কম।৩৯

৩৮. অর্থাৎ, কাফেররা তাদের খারাপ কাজকে ভালো কাজ মনে করছে। তাদের বোধ-বুদ্ধিই উলটে গেলে কল্যাণের পথ কি করে পাবে? এ আয়াতে নাসী প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো জাতি মাসের হিসাব ঠিক রাখার জন্যে প্রতি তিন বছরে এক মাস বৃদ্ধি করে, তা নাসীর পর্যায়ে পড়ে না। কোনো কোনো অতীত মনীষী নাসী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, জাহেলী যুগে আরবরা বছরে মাসের সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটাতো। যেমন ১২ মাসের পরিবর্তে ১৪ মাসে বছর হিসাব করতো, বা হিসাবে এমন 'পরিবর্তন করতো যাতে যিলক্বদ যিলহজ্জ হয়ে যেতো। এমনকি হিজরী নবম সালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হজ্জও তাদের হিসাব মতে যিলক্বদ মাসেই হয়েছে। আর বর্ণিত 'যমানা তার আসল রূপে ফিরে এসেছে' হাদীসের ব্যাখ্যাও এ মূলনীতি অনুযায়ীই করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাসীর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এখানে সে রকম দীর্ঘ আলোচনা করার অবকাশ নেই। কোরআন মজীদের স্বতন্ত্র তাফসীর লেখার ইচ্ছা আছে। সে তাওফীক হলে তখন বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। (দুর্ভাগ্য মাওলানা ওসমানীর এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি- সম্পাদক)

www.icsbook.info

৩৯. এখান থেকে তবুক যুদ্ধের জন্য মোমেনদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আগের রুকুতে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিলো। মধ্যখানে যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে, স্বস্থানে তার সংযোগও প্রকাশ পেয়েছে। সে সবকে বর্তমান রুকুর ভূমিকা বলা যেতে পারে। আর বর্তমান রুকু তবুক যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার ভূমিকা।

মক্কা বিজয় এবং হোনায়ন যুদ্ধের পর রসূল (স.) জানতে পারেন, সিরিয়ার খৃষ্টান শাসনকর্তা মালেক গাসসান রোম সম্রাট কায়সারের সহায়তায় মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তিনি সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এর জবাব দেয়া সমীচীন মনে করেন। এ জন্যে নবী করীম (স.) সাধারণভাবে মুসলমানদের জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তখন ছিলো ভীষণ গরম। ওদিকে দেশে ছিলো দুর্ভিক্ষ। বাগানে তখন খেজুর পাকছে। গাছের ছায়া আরামদায়ক। এত দীর্ঘ দূরত্বের পথ পাড়ি দেয়া এবং কেবল মালেক গাসসানই নয়; বরং রোম সম্রাট কায়সারের নিয়মিত সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কোনো তামাশা নয়। এহেন অভিযানে যাওয়া নিষ্ঠাবান মোমেন ছাড়া অন্যদের কাজও নয়। মুসলমানদের প্রস্তুতি দেখে মোনাফেকরা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে পিছু হটতে থাকে। কোনো কোনো মুসলমানও এমন কঠিন সময়ে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে ইতস্তত করে। এদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত যোগ দেয় এবং গুটিকতেক লোক এ মহান মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। নবী করীম (স.) আনুমানিক ত্রিশ হাজার জানবায সৈন্যের দল নিয়ে সিরিয়া সীমান্ত অভিমুখে রওয়ানা হন। তারা তবুক নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে অবস্থান নেন। ওদিকে নবী করীম (স.) রোম সম্রাটের নামে পত্র লিখেন। পত্রে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হয়। পত্র পেয়ে নবী করীম (স.)-এর সত্যতা তার অন্তরে স্থান করে নেয়। কিন্তু তার জাতি এ বিষয়ে তাকে সহায়তা সহযোগিতা করেনি। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। সিরিয়াবাসী নবী করীম (স.)-এর অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে পেরে রোম সম্রাটকে অবহিত করে, কিন্তু রোম সম্রাট কোনো সাহায্য করেনি। তারা নবী করীম (স.)-এর আনুগত্য করে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিছু দিন পর নবী করীম (স.)-এর ওফাত হলে হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে গোটা সিরিয়া বিজয় হয়। নবী (স.) যখন বিজয়ীর বেশে তবুক থেকে ফিরে আসেন এবং আল্লাহ তায়ালা যখন বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর ইসলামের প্রভাব ফেলেন, তখন মদীনার মোনাফেকরা অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করে। যে মুষ্টিমেয় সাচ্চা মুসলমান নিতান্ত অবহেলা-অলসতাবশত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, তারাও লজ্জিত অনুতপ্ত হয়। বর্তমান রুকুর শুরু থেকে অনেক দূর পর্যন্ত এসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে বেশীর ভাগই উল্লেখ করা হয়েছে মোনাফেকদের আচরণের কথা। কোথাও কোথাও মুসলমানদের সম্বোধন করে তাদের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে মুসলমানদের তীব্রভাবে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে বলা হয়েছে, সামান্য আরাম-আয়েশে জড়িয়ে পড়ে জেহাদ ছেড়ে দেয়া ওপর থেকে নীচে পড়ে যাওয়ার সমার্থক। সত্যিকার মোমেনের দৃষ্টিতে আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ায় আয়েশ-আরামের কোনো মূল্যই থাকা উচিত নয়। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর কাছে যদি দুনিয়ার মর্যাদা মাছির পাখার সমানও হতো, তবে তিনি কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও দিতেন না।

www.icsbook.info

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ
اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

৩৯. তোমরা যদি (কোনো অভিযানে) বের না হও, তাহলে (এ অবাধ্যতার জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা তিনি বদল করে দেবেন, তোমরা কিন্তু তাঁর কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৪০] ৪০. (হে মোমেনরা,) তোমরা যদি তাঁকে (এ কাজে) সাহায্য না করো তাহলে (আল্লাহ তায়ালাই তাকে সাহায্য করবেন) আল্লাহ তায়ালা (তখনো) তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে তার ভিটে-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো- (বিশেষ করে) যখন সে (নবী) ছিলো মাত্র দু'জনের মধ্যে একজন, (তাও আবার) তারা দু'জন ছিলো (অন্ধকার এক) গুহার মধ্যে, সে (নবী) যখন তার সাথীকে বলছিলো, কোনো দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল (করে তাকে সাহায্য) করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা (সেদিন) দেখতে পাওনি এবং যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অমান্য করেছে, তিনি তাদের (ধৃষ্টতামূলক) বক্তব্য নীচু করে দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার কথাই ওপরে (থাকলো); আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।[৪১]

৪০. অর্থাৎ, আল্লাহর কাজ তোমাদের ওপরই নির্ভর করে না। তোমরা আলস্য-অবহেলা করলে তিনি তাঁর অসীম শক্তিবলে অন্য কোনো জাতিকে সত্য দ্বীনের খেদমতের জন্য হাযির করবেন। তোমরা এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে তা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতির কারণ হবে।

৪১. অর্থাৎ, তোমরা নবী করীম (স.)-এর সাহায্য না করলে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। তাঁর কামিয়াব হওয়া কেবল তোমাদের ওপরই নির্ভর করে না। এমন এক সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন পর্বত গুহায় কেবল একজন সাথী ছাড়া কেউই তাঁর সাথে ছিলো না। গুটিকতেক মুসলমান মক্কাবাসীদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করেছিলো। অবশেষে নবী করীম (স.)-কেও হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোশরেকদের সর্বশেষ পরামর্শে সাব্যস্ত হয়, প্রতিটি গোত্র এক একজন নওজোয়ানকে বাছাই করে সকলে মিলে একই সঙ্গে তরবারির আঘাতে তাঁকে হত্যা করবে। এমনভাবে হত্যা করার পর যদি রক্তপণ দিতে হয়, তবে সকল

www.icsbook.info

গোত্র তা ভাগ করে দেবে। হত্যার প্রতিশোধে গোটা আরবের সাথে যুদ্ধ করার সাহস বনী হাশেমের হবে না। যে রাতে এ নাপাক কোশেশ কার্যকর করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিলো, সে রাতে নবী করীম (স.) তাঁর বিছানায় হযরত আলী (রা.)-কে রেখে বের হন। নবী করীম (স.)-এর নিকট রক্ষিত আমানত হযরত আলীর হাতে তুলে দিয়ে সযত্নে সতর্কতার সাথে মালিকদের নিকট ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। নবী করীম (স.) হযরত আলী (রা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অতপর 'শাহাতিল উজূহ্' বলে তাদের চোখে ধুলা নিক্ষেপ করে তিনি বের হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কার কয়েক মাইল দূরে সাওর গুহায় আশ্রয় নেন। এ গুহা পাহাড় চূড়ায় এক বিরাট প্রস্তরখন্ডের মধ্যে। তাতে প্রবেশ করার একটা মাত্র পথ, তাও এত সংকীর্ণ যে, দাঁড়িয়ে বা বসে প্রবেশ করা যায় না। কেবল শুয়ে প্রবেশ করতে হয়। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) ভিতরে গিয়ে তা পরিষ্কার করেন। তিনি কাপড় দিয়ে গুহা গাত্রের সব ছিদ্র বন্ধ করেন, যাতে কোনো পোকা-মাকড় ক্ষতি করতে না পারে। একটা ছিদ্র ছিলো তা পা দিয়ে বন্ধ করেন। সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তিনি নবী করীম (স.)-কে ভেতরে প্রবেশের অনুরোধ করেন। ভেতরে প্রবেশ করে নবী করীম (স.) হযরত আবু বকর (রা.) রানের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এ সময় একটি সাপ হযরত আবু বকর (রা.) পায়ে দংশন করে, কিন্তু নবী করীম (স.)-এর আরামের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্যে হযরত আবু বকর (রা.) পা নাড়াচাড়া করেননি। নবী (স.)-এর চক্ষু খুললে ঘটনা জানতে পেরে তিনি মুখের লালা নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পায়ে লাগাবার সাথে সাথে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ওদিকে কাফেররা পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (স.)-এর তালাশে বের হয়। সে সাওর গুহা পর্যন্ত পদচিহ্ন শনাক্ত করে, কিন্তু আল্লাহর কি লীলা। মাকড়সা গুহার মুখে জাল বোনে আর পাহাড়ী কবুতর তাতে ডিম পেড়ে রাখে। এ সব দেখে সকলে কায়েফকে তিরস্কার করে বললো, মাকড়সার এ জাল তো তাঁর (নবীর) জন্মেরও আগের বলে মনে হয়। ভিতরে কেউ প্রবেশ করলে এ জাল আর ডিম কি করে বহাল থাকতে পারে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভেতর থেকে কাফেরদের পা পর্যন্ত দেখতে পান। তাঁর বড়ো চিন্তা, প্রাণের চেয়েও প্রিয় যে সত্তার জন্যে সব কিছু উৎসর্গ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি দুশমনদের নযর না পড়ে। তিনি অস্থির হয়ে বললেন, ইয়া রসূল্লাল্লাহ, তারা একটু অগ্রসর হয়ে নিজেদের পায়ের দিকে তাকালেই তো আমাদের দেখে ফেলবে। নবী করীম (স.) বললেন, আবু বকর, যে দুজনের তৃতীয়জন আল্লাহ, তাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু আমাদের সঙ্গে আছেন। সুতরাং আমাদের আর ভয় কিসের। এ সময় আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (স.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্তরে এক বিশেষ ধরনের প্রশান্তি নাযিল করেন। তিনি ফেরেশতাদের দ্বারা তাদের হেফাযতের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহর গায়বী সাহায্যের লীলা, মাকড়সার জাল যাকে বলা হয় সবচেয়ে দুর্বল নিবাস, তা সুদৃঢ় দুর্গের চেয়ে বড়ো সংরক্ষণাগারে পরিণত হয়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন। নবী করীম (স.) তিন দিন এ গুহায় অবস্থান শেষে সম্পূর্ণ নিরাপদে মদীনায় পৌছেন। সন্দেহ নেই, অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছারই বিজয় হয়। তিনি সব কিছুর ওপর বিজয়ী। তাঁর কোনো কাজই তৎপর্যহীন নয়।

কেউ কেউ 'ওয়া আইয়াদাহু বেজুনূদিল্ লাম তারাওহা'-এর অর্থ করেছেন বদর, হোনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধে ফেরেশতা নাযিল হওয়া, কিন্তু কোরআনের বাচনভঙ্গিতে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাই বুঝা যায়। বাকী আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا

وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط وَسَيَحْلِفُوْنَ

بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ج يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ

৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো– কম হোক কিংবা বেশী (রণসম্ভারে) হোক[৪২] এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে![৪৩] ৪২. (হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) সফর সহজ সুগম, তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার পেছনে পেছনে যেতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ (যাত্রাপথ) অনেক দীর্ঘ (ও দুর্গম) ঠেকেছে;[৪৪] তারা অচিরেই আল্লাহর নামে (তোমার কাছে) কসম করে বলবে, আমরা যদি সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের হতাম, (মিথ্যা অজুহাতে) তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[৪৫]

রুকু ৭

৪৩. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করুন, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী– এ বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগেই কেন তুমি তাদের

৪২. অর্থাৎ, পদব্রজে হোক বা যানবাহনে আরোহণ করে হোক, ধনী হোক বা দরিদ্র, জওয়ান বা বৃদ্ধ হোক, যে অবস্থায়ই থাকো না কেন বের হয়ে পড়ো। গণডাক পড়লে কোনো ওযর আপত্তি উত্থাপন করে না।

৪৩. অর্থাৎ পার্থিব-অপার্থিব সকল বিবেচনায়।

৪৪. এ কথা মোনাফেকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কারণ, সফর হালকা হলে, বিনা পরিশ্রমে গনীমতের মাল হাতে আসার আশা থাকলে তারা তাড়াতাড়ি যোগ দিতো, কিন্তু এমন কঠিন মনযিল অতিক্রম করা তাদের দ্বারা কি করে সম্ভব।

৪৫. বের হওয়ার আগেই মোনাফেকরা নানা প্রকার কসম খেয়ে নানা অজুহাত দাঁড় করাবে যেন, আপনি তাদের মদীনায় অবস্থানের অনুমতি দিন। অথবা আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে নানা বানোয়াট কথা বলবে, যাতে নিজেদের মোনাফেকী গোপন করতে পারে। অথচ আল্লাহর কাছে তাদের মোনাফেকী আর মিথ্যা কসম গোপন থাকতে পারে না। এ প্রতারণা-মোনাফেকী এবং মিথ্যা কসম শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যেই ক্ষতিকর হবে।

www.icsbook.info

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

(যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি দিলে?[৪৬] ৪৪. যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্যে তোমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইতে আসবে না; আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) সেসব লোককে জানেন যারা (তাঁকে) ভয় করে। ৪৫. (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অব্যাহতি চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর (কোনো রকম) ঈমান রাখে না, তাদের মন সংশয়যুক্ত, আর তারা নিজেরাও সংশয়ে দোদুল্যমান থাকে।[৪৭]

৪৬. মোনাফেকেরা যখন মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করে মদীনায় অবস্থান করার অনুমতি চাইতো, তখন নবী করীম (স.) তাদের চক্রান্ত আর মোনাফেকী না জানার ভান করে এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে ফাসাদ ছাড়া কোনো লাভ হবে না, এ সব বিবেচনা করে তাদের মদীনায় অবস্থান করারই অনুমতি দিতেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আপনি তাদের মদীনায় অবস্থানের অনুমতি না দিলে ভালো হতো। কারণ তখন প্রমাণিত হতো, তারা না যাওয়ার জন্যে আপনার অনুমতির অপেক্ষায় থাকতো না। কোনো অবস্থায়ই তাদের যাওয়ার তাওফীক হতো না। আপনার সামনে তাদের সত্য-মিথ্যা প্রকাশ পেতো। অবশ্য অনুমতি দেয়া কোনো গুনাহের কাজ হয়নি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুমতি না দেয়াই অধিক সমীচীন হতো। এ উন্নত ও শ্রেয় কাজটা না করার কারণে 'আফাল্লাহু আনকা' 'আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন' বলে সম্বোধন শুরু করা হয়েছে। 'মুল্লুশ্ছ' শব্দটি কেবল গুনাহের বিপরীতেই ব্যবহার হয় না। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ কথার শুরুতে ব্যবহৃত 'আফাল্লাহু আনকা' বাক্যাংশকে কেবল দোয়া ও সম্মান দেখানো অর্থে গ্রহণ করেছেন। আরবের বাগধারায় এমন রীতি চালু ছিলো, কিন্তু অতীত মনীষীদের থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'লেমা আযেনতা লাহুম'– 'কেনো তাদের অনুমতি দিলে' দ্বারা আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।

৪৭. অর্থাৎ, যাদের অন্তরে ঈমান ও তাকওয়ার নূর আছে, জেহাদ থেকে দূরে থাকার জন্যে এভাবে অগ্রসর হয়ে অনুমতি নেয়া তাদের মর্যাদার নয়। তাদের সম্পর্কে তো তাই হওয়া উচিত যা এ পারার শেষ ভাগে বলা হয়েছে। অর্থাৎ'উপায়-উপকরণহীনতা ইত্যাদি ওযরে যদি জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে এ মর্যাদা ছুটে যাওয়ার কারণে তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। বেহায়া হয়ে জেহাদ থেকে দূরে থাকার অনুমতি নেয়া তাদের স্বভাব, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি যাদের কোনো আস্থা নেই, যারা পরকালের জীবন বুঝে না, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার যে সুসংবাদ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সর্বদা নানা সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত থাকে।

www.icsbook.info

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ
إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৬. যদি (সত্যি) এরা (তোমার সাথে) বের হতে চাইতো, তাহলে তারা সে জন্যে (কিছু না কিছু) প্রস্তুতি তো নিতো, কিন্তু ওদের যাত্রা করাটা আল্লাহ তায়ালার মনোপূত হয়নি; তাই তিনি তাদের (এ থেকে) বিরত রাখলেন, (তাদের যেন) বলে দেয়া হলো, যারা পেছনে বসে আছে তোমরাও তাদের সাথে বসে থাকো।[৪৮] ৪৭. ওরা তোমাদের মাঝে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিতো এবং তোমাদের সমাজে নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির জন্যে (এদিক-সেদিক) ছুটাছুটি করতো,[৪৯] (তা ছাড়া) তোমাদের মধ্যেও তো তাদের কথা আগ্রহের সাথে শোনার মতো (গুপ্তচর কিংবা দুর্বল ঈমানের) লোক আছে, আল্লাহ তায়ালা (এসব) যালেমদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।[৫০]

৪৮. ঘর থেকে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছাই তাদের নেই। অন্যথায় এ জন্যে কিছু না কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতো। জেহাদের নির্দেশের কথা শুনেই মিথ্যা ওযর-আপত্তি নিয়ে ছুটে যেতো না। আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এ জেহাদে তাদের অংশ গ্রহণ করা পছন্দই করেননি। এরা জেহাদে অংশ গ্রহণ করলে সেখানে নানা ফেতনা সৃষ্টি করতো। না গিয়ে তারা বুঝতে পারবে, আল্লাহর ফযলে মোমেনরা তাদের এক বিন্দু-বিসর্গও পরোয়া করে না। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাদের মোজাহেদদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। আর তা এমনভাবে করেছেন যাতে অংশ গ্রহণ না করার দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে। যেন তাদের বিধিগতভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যাও, নারী-শিশু এবং আঁতুরের মতো গৃহ-কোণে বসে থাকো। নবী করীম (স.) যে মিথ্যা ওযরের কারণে তাদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাও এক ধরনের খোদায়ী ফরমান। এ ব্যাপারে অন্য কোনো শর্ত আরোপের প্রয়োজন নেই।

৪৯. অর্থাৎ, তারা তোমাদের সাথে বের হলে নিজেদের ভীরুতা-কাপুরুষতার কারণে অন্যদের সাহসও নষ্ট করে দিতো আর মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করতো। মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দুশমনদের সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চালাতো। মোট কথা, তাদের অস্তিত্ব দ্বারা কোনো কল্যাণই সাধিত হওয়ার ছিলো না; বরং অকল্যাণ সাধিত হতো এবং নানা বিপর্যয় দেখা দিতো। এ সব কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের যাওয়ার তাওফীক দেননি।

৫০. অর্থাৎ এখনো তাদের গোয়েন্দা বা এমন কিছু সাদাসিধা লোক তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে, যারা তাদের কথা শুনে কিছু না কিছু প্রভাবিত হয়। (ইবনে কাসীর)

www.icsbook.info

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ
وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ
أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৮. এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমার পরিকল্পনাগুলো পালটে দেয়ার চক্রান্ত করেছিলো, শেষ পর্যন্ত ন্যায় (ইনসাফ তাদের কাছে) এসে হাযির হলো এবং আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাই (চূড়ান্তভাবে) বিজয়ী হলো, যদিও তারা (হচ্ছে এ বিজয়) অপছন্দকারী![৫১] ৪৯. তাদের ভেতর এমন কিছু মানুষও আছে, যারা বলে, (হে নবী, এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে তুমি) আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে তুমি (কোনো লোভনীয় বস্তুর) মসিবতে ফেলো না; তোমরা জেনে রেখো, এরা তো (আগে থেকেই নানা) মসিবতে পড়ে আছে; আর জাহান্নাম তো কাফেরদের (চারদিকে বড়ো মসিবতের মতোই) ঘিরে রেখেছে।[৫২]

অবশ্য এসব দুষ্ট লোক দ্বারা যে সব ফেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিলো, তেমন কিছু তারা করতে পারবে না; বরং এক হিসাবে এসব গোয়েন্দাদের তোমাদের সঙ্গে যাওয়াই কল্যাণকর। কারণ, তারা স্বচক্ষে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য প্রত্যক্ষ করে নিজেদের লোকদের নিকট তা বর্ণনা করলে তাদের মনেও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্থান করে নেবে।

৫১. নবী করীম (স.) যখন মদীনায় গমন করেন, তখন মদীনার ইহুদী এবং মোনাফেকরা নবী করীম (স.)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি খর্ব করার জন্যে অনেক চক্রান্ত করে। কিন্তু বদর যুদ্ধে কুফর-শেরেকের বড়ো বড়ো স্তম্ভ ধরাশায়ী হয়ে বিস্ময়করভাবে ইসলামের বিজয় সূচিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গী-সাথীরা বলে ওঠে, 'ব্যাপার তো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।' মনে হচ্ছে, এটা রোধ করা যাবে না। এর ফলে অনেকে ভীত হয়ে নিছক মুখে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ শুরু করে। যেহেতু তাদের অন্তরে কুফরী লুক্কায়িত ছিলো, এ কারণে ইসলাম এবং মুসলমানদের সাফল্য ও বিজয় দেখে অন্তরে অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরতো আর ক্রুদ্ধ হতো। অবশ্য তাদের চক্রান্ত আর বিদ্বেষ নতুন কিছু ছিলো না। শুরু থেকেই তাদের এ ধারা চলে আসছিলো। ওহুদ যুদ্ধে এরা দল-বল নিয়ে রাস্তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পেয়েছে, সত্য কিভাবে বিজয়ী এবং মিথ্যা কিভাবে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়।

৫২. জুদ ইবনে কায়স নামে জনৈক মোনাফেক নবী করীম (স.)-কে বললো, হযরত, আমাকে এখানেই থাকতে দিন। রোমান ললনারা অত্যন্ত সুন্দরী। তাদের দেখে আমি আত্মসংবরণ করতে পারবো না। সুতরাং আমাকে সেখানে নিয়ে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করবেন না। উল্লিখিত মোনাফেকের কথার জবাবে বলা হয়েছে, এ কথা বলে এবং মিথ্যা পরহেযগারীর আবরণে নিজের কাপুরুষতা ও কুফরী গোপন করে সে গোমরাহীর গর্তে নিমজ্জিত হয়েছে। আর কুফরী-মোনাফেকীর কারণে ভবিষ্যতে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে। কেউ কেউ

www.icsbook.info

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا
أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ
تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ
اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

৫০. তোমাকে যদি কখনো কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে (এতে) তাদের দুঃখ হয়, আবার তোমার কোনো বিপদ ঘটলে তারা বলে, (হাঁ, আমরা এটা জানতাম, তাই) আমরা আগেই আমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলাম, অতপর তারা উৎফুল্ল চিত্তে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে।[৫৩] ৫১. তুমি (তাদের) বলো, আসলে আমাদের ওপর (কল্যাণ অকল্যাণ কখনো নাযিল হবে না– হবে শুধু তাই যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, আর যারা মোমেন তাদের তো (ভালো মন্দ সব ব্যাপারে) শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত। ৫২. আমাদের (ব্যাপারে) তোমরা কি (বিজয় ও শাহাদাত এ) দুটো কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো? কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা যা কিছুর প্রতীক্ষা করছি তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিজে থেকে তোমাদের আযাব দেবেন, কিংবা আমাদের হাত দিয়ে (তোমাদের তিনি শাস্তি পৌঁছাবেন), অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।[৫৪]

মনে করেন, আয়াতটিতে সাধারণ মোনাফেকদের কথা বলা হয়েছে। তারা 'লা-তাফতেন্নী'-বাক্যাংশের অর্থ করেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধন-সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতিতে ফেলবেন না। 'সাবধান, তারাই ফেতনায় পড়ে আছে' বলে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে।

৫৩. মোনাফেকদের অভ্যাস ছিলো, মুসলমানদের বিজয় আর সাফল্য দেখে তারা জ্বলে-পুড়ে মরতো আর অন্তর্জ্বালা অনুভব করতো, কিন্তু মুসলমানদের কোনো অসুবিধা দেখলে, কোনো মুসলমান শহীদ বা আহত হলে গর্ব করে বলতো, আমরা তো দূরদর্শিতা দ্বারা আগে থেকেই বাঁচার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। এ দশা যে হবে তা আমরা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তো আমরা তাদের সাথে যাইনি। মোট কথা, তারা আনন্দে বগল বাজাতে বাজাতে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতো।

৫৪. অর্থাৎ কঠোরতা-কোমলতা যা কিছু নির্ধারিত রয়েছে, তা অটল। দুনিয়াতেও তা হতে রক্ষা নেই, কিন্তু যেহেতু আমরা যাহেরে বাতেনে আল্লাহকেই আমাদের সত্যিকার প্রভু পরওয়ারদেগার বলে স্বীকার করি; সুতরাং তাঁর নির্দেশ আর ফয়সালার সামনে আমরা মাথা নত করি। কোনো বিপদাপদই তাঁর আনুগত্য থেকে আমাদের বিরত রাখতে পারে না। তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা আছে, তিনি আখেরাতে তো অবশ্যই, কখনো কখনো দুনিয়াতেও

www.icsbook.info

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا
بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ
اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৩. (হে নবী,) তুমি বলো, ধন-সম্পদ আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করো, কোনো অবস্থায়ই তোমাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না; (কেননা) তোমরা নিসন্দেহে একটি নাফরমান জাতি।[৫৫] ৫৪. তাদের এ অর্থ-সম্পদ কবুল না হওয়াকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা (স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ তায়ালাকে ও তাঁর (পাঠানো) রসূলকে অমান্য করেছে, তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা থাকে একান্ত অলস, আর তারা (আল্লাহ তায়ালার পথে) অর্থ ব্যয় করে বটে, তবে তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার সাথে।[৫৬]

আমাদের অশান্তিকে সুখ-শান্তিতে পরিবর্তন করবেন। এ পরিস্থিতিতে তোমরা আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের মধ্যে যে কোনো একটি অবশ্যই আশা করতে পারো। আল্লাহর রাস্তায় মারা গেলে শাহাদাত এবং জান্নাত লাভ হবে, আর ফিরে আসলে বিনিময় এবং গনীমত অবশ্যই পাওয়া যাবে। সহীহ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা মোজাহেদদের জন্য এ সবের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তোমাদের সম্পর্কে আমরা অপেক্ষায় আছি। দুষ্টামির ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে, অথবা আমাদের হাতে আল্লাহ তোমাদের কঠোর শাস্তি দিবেন। এ শাস্তি তোমাদের লাঞ্ছিত করে মোনাফেকীর পর্দা উন্মোচিত করে দেবে। অবশ্য শেষ পরিণতি দেখার জন্যে আমাদের উভয়কেই অপেক্ষা করতে হবে। কে বেশী দূরদর্শী এবং পরিণামদর্শী, শেষ পর্যন্ত তা জানা যাবে।

৫৫. জুদ ইবনে কায়স রোমান রমণীদের ফেতনার অজুহাত দিয়ে একথাও বলেছিলো, হুযুর, আমি নিজে তো যেতে পারি না, অবশ্য আর্থিক সাহায্য করতে পারি। এর জবাবে বলা হয়েছে, যার ঈমান-আকীদাই ঠিক নেই, তার অর্থ-সম্পদ কবুল করা হয় না, তা স্বেচ্ছায়-সানন্দে অর্থ ব্যয় করুক, অথবা নাখোশ হয়ে। আল্লাহর রাস্তায় খুশি হয়ে অর্থ ব্যয় করার তাদের তাওফীক কোথায়! 'তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।' তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তেও ব্যয় করে, তবু আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বলা হয়েছে।

৫৬. কবুল না করার আসল কারণ হচ্ছে তাদের কুফরী। আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন উপলক্ষে উল্লেখ করেছি, কাফেরের সব আমলই মৃত এবং প্রাণহীন। অবশ্য অলস আনমনা ভাব নিয়ে নামাযে আসা এবং অসন্তুষ্টি সহকারে অর্থ ব্যয় করা– এসব হচ্ছে কুফরীর বাহ্যিক আলামত।

www.icsbook.info

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ
لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৫. সুতরাং (হে নবী), ওদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাকে কখনো আশ্চর্যান্বিত না করে, আল্লাহ তায়ালা (মূলত) এসব কিছু দিয়ে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে (এক ধরনের) আযাবেই ফেলে রাখতে চান; আর যখন তাদের (দেহ থেকে) জান বের হয়ে যাবে তখন তারা কাফের অবস্থায়ই থাকবে।[৫৭] ৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে বলে, এরা অবশ্যই তোমাদের দলের লোক (অথচ আল্লাহ তায়ালা বলছেন); এরা কখনোই তোমাদের (দলের) লোক নয়, এরা হচ্ছে সত্যি সত্যিই একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি।

৫৭. সন্দেহ জাগতে পারে, তারা যদি এতোই মরদূদ-বিতাড়িত হবে, তবে মাল-আওলাদ ইত্যাদি নেয়ামত দ্বারা তাদের কেন বিভূষিত করা হয়? এর জবাবে বলা হয়েছে, এসব নেয়ামত তাদের পক্ষে বিরাট আযাব। সুস্বাদু খাদ্য সুস্থ ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু এ একই খাদ্য অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস ডেকে আনে। ঠিক একই অবস্থা এসব পার্থিব সম্পদ- মাল-আওলাদ ইত্যাদির। এসব কিছু একজন অসুস্থ কাফেরের জন্যে হলাহল তুল্য। কাফের যেহেতু দুনিয়ার লালসা-ভালোবাসায় ডুবে থাকে, তাই প্রথম প্রথম এসব সঞ্চয়ে বেশ কষ্ট স্বীকার করে, পরে সামান্য ক্ষতি বা দুঃখ পেলে ততোধিক দুঃখ সওয়ার হয়। সম্পদের দুশ্চিন্তা থেকে কোনো অবস্থায়ই মুক্তি পায় না। পরে মৃত্যু যখন এ সব প্রিয় বস্তু থেকে দূরে ঠেলে দেয়, তখনকার দুঃখ সম্পর্কে তো ধারণা করাই কঠিন।

মোটকথা, দুনিয়াপ্রেমিক লোভাতুর ব্যক্তি কখনো সত্যিকার শান্তি পায় না। ইউরোপ-আমেরিকা ইত্যাদি দেশের বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের উক্তি এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য যেসব মোমেন দওলত আর আওলাদকে মাবুদ ও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে না, যেহেতু তাদের অন্তর দুনিয়ার ভালোবাসার ব্যাধি থেকে মুক্ত, এ কারণে এ সব বস্তু তাদের জন্যে নেয়ামত এবং দ্বীনের সাহায্য-সহায়তার কারণ হয়। এ ছাড়া অধিকাংশ কাফের অধিক সন্তান আর সম্পদের গর্বে করে কুফরী-অবাধ্যতায় আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এর ফলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। উপরন্তু মদীনার যেসব মোনাফেক প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, তাদের অবস্থা ছিলো, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা জেহাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোক-দেখানোর জন্য অর্থ ব্যয় করতো। তাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে নবী করীম (স.)-এর সাথে জেহাদেও অংশ গ্রহণ করে। এ দুটি বিষয় ছিলো মোনাফেকদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। এভাবে সম্পদ এবং সন্তান তাদের জন্যে পার্থিব শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত শাহ সাহেব (রা.) লেখেন, আল্লাহ বেদ্বীনকে নেয়ামত দিয়েছেন দেখে অবাক হবে না। বেদ্বীনের জন্য মাল-আওলাদ হচ্ছে শাস্তি। এ সবের চিন্তায় তাদের মন সব সময় অস্থির থাকে। মৃত্যু বা তাওবা করে নেকী অবলম্বন না করা পর্যন্ত এ সবের চিন্তা থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে না।

www.icsbook.info

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا
مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ
رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৭. তারা (এতো ভীত,) যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার মতো) কোনো গিরিগুহা– অথবা (যমীনের ভেতর) ঢুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা (তোমাদের ভয়ে) এসব জায়গার দিকে দ্রুত পালিয়ে যাবে, (অবস্থা দেখে) মনে হবে তারা রশি ছিঁড়ে পালাচ্ছে।[৫৮] ৫৮. এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা (বিশেষ) অনুদানের (ভাগ-বন্টনের) ব্যাপারে তোমার ওপর দোষারোপ করে, (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের দেয়া হয় তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার তাদের যদি তা থেকে কিছু দেয়া না হয় তাহলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।[৫৯] ৫৯. যদি তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদের দিয়েছেন (তাহলে তা কতোই না ভালো হতো, সে অবস্থায়) তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনন্ত ভান্ডার থেকে আমাদের অনেক দেবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের অনেক দান করবেন, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেই তাকিয়ে আছি।[৬০]

৫৮. অর্থাৎ কুফরী প্রকাশ করলে তাদের সাথেও কাফেরের মতো আচরণ করা হবে– কেবল এ ভয়েই তারা কসম করে বলতো, আমরা তো তোমাদেরই (মুসলিম) দলের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আজ তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল পায়, বা কোনো গুহায় আত্মগোপন করে বাঁচার সুযোগ পায়, অথবা কোথাও সামান্য মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়, মানে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ভয় না থাকে, তখন সব দাবী ত্যাগ করে উর্ধশ্বাসে সেদিকে ছুটে যাবে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে মোকাবেলা করার কোনো শক্তি-সামর্থ তাদের নেই, আর আশ্রয় নেয়ার স্থান কোথাও পায় না, এ কারণে তারা কসম করে মিথ্যা কথা বলছে।

৫৯. কোনো কোনো মোনাফেক এবং বেদুঈন সদকা-গনীমত বন্টন কালে পার্থিব লোভ-লালসা ও আত্মস্বার্থের বশবর্তী হয়ে নবী করীম (স.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বলতো, এসব বন্টনে ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। সদকা ইত্যাদিতে তাদের খায়েশ অনুযায়ী অংশ না দিলে তারা এ রকম অভিযোগ করতো। তাদের খায়েশ অনুযায়ী মন ভরে অংশ দেয়া হলে কিন্তু আর কোনো অভিযোগ থাকতো না। তারা যেন অর্থ-সম্পদকেই সব দিক থেকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিলো। পরে বলা হচ্ছে, এটা ঈমানের দাবীদারের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

৬০. অর্থাৎ উত্তম পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর নবীর হাতে যা কিছু দান করেন, তাতে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে অনেক কিছু দিতে পারেন– এ কথা মনে করে আল্লাহর

www.icsbook.info

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

রুকু ৮

৬০. (এসব) 'সাদাকা' (যাকাত) হচ্ছে ফকীর- মেসকীনদের জন্যে, এর (ব্যবস্থাপনার) ওপর নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তকরণ (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী (করা প্রয়োজন) তাদের জন্যে, (এটা কোনো ব্যক্তিকে) গোলামীর (বন্ধন) থেকে আযাদ করার মধ্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) মধ্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে (সংগ্রামী) ও মোসাফেরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা যাবে); এটা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফরয; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, কুশলী।৬১

প্রতি তাওয়াক্কুল রাখাই হচ্ছে উত্তম কাজ। মোট কথা, দুনিয়ার নশ্বর সম্পদকে লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয়। কেবল আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করবে। আল্লাহ এবং রসূলের পক্ষ থেকে যাহেরী-বাতেনী যে দওলত পাওয়া যায়, তাতেই তৃপ্ত ও তুষ্ট থাকবে।

৬১. যেহেতু সদকা বন্টনের ব্যাপারে নবী করীম (স.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিলো, এ জন্যে সতর্ক করে দিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সদকা বন্টনের নিয়ম এবং এসব বন্টনের খাত নির্ধারণ করে নবীর হাতে ফিরিস্তি দিয়েছেন, তিনি সে অনুযায়ী বন্টন করেন এবং আগামীতেও করবেন। নবী (স.) কারো খাহেশের অনুগত হতে পারেন না। হাদীস শরীফে নবী করীম (স.) বলেছেন, সদকা (যাকাত) বন্টনের বিষয় আল্লাহ তায়ালা নবী অ-নবী কারো মরযির ওপর ছেড়ে দেননি; বরং তিনি নিজেই এর খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ খাত আটটি- (১) ফকীর (যার কিছুই নেই), (২) মিসকীন (যার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই), (৩) আমেলীন বা কর্মচারী (যারা ইসলামী রাষ্ট্রের হতে সদকা-যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত), (৪) মোয়াল্লাফাতুল কুলুব (যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা আছে অথবা ইসলামে যারা দুর্বল ইত্যাদি নানা প্রকার হতে পারে)। অবশ্য নবী করীম (স.)-এর ওফাতের পর এ খাত আর বর্তমান নেই, (৫) রেকাব (অর্থাৎ লিখিত অংগীকারের বিনিময়ে দাসদেরকে মুক্ত করা, অথবা দাস ক্রয় করে মুক্ত করা বা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দী মুক্ত করা), (৬) গারেমীন (আকস্মিক বিপদে পড়ে যারা ঋণগ্রস্ত হয়েছে বা কারো জামানতের বোঝায় যারা জর্জরিত), (৭) ফী সাবীলিল্লাহ (জেহাদ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণকারীদের সাহায্য করা)।' (৮) ইবনুস সাবীল (যে মুসাফির সফর অবস্থায় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় যদিও বাড়ীতে তার অনেক টাকা পয়সা আছে)। হানাফী মাযহাব মতে এসব খাতের যে কোনোটিতে গ্রহীতাকে যাকাতের অর্থের মালিক করে দিতে হবে, আর এ জন্যে ফকীর অর্থাৎ কিছুই না থাকা শর্ত। বিবরণ ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ
لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬১. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা (আল্লাহর) নবীকে কষ্ট দেয়; তারা বলে, এ ব্যক্তি কান (-কথায় বিশ্বাস করে, হে নবী), তুমি (তাদের) বলো, (তার) কান (তাই শোনে যা) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; সে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাস করে, মোমেনদের ওপর বিশ্বাস রাখে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সে তাদের জন্যেও (আল্লাহ তায়ালার) রহমত; যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।৬২
৬২. এরা তোমাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করে, (অথচ) এরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হতো তাহলে (এরা বুঝতো), তাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অধিকার হচ্ছে (সবচাইতে) বেশী।৬৩

৬২. মোনাফেকরা পরস্পরে বসে ইসলাম এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে কথা বলতো। কেউ যদি বলতো, আমাদের এ কথাগুলো ইসলামের নবীর কাছে পৌঁছবে, তখন তারা বলতো, তাতে পরোয়া কি? তাঁর সামনে মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্দোষ, সে কথা বিশ্বাস করাবো। কারণ, তিনি তো যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন। কথা দিয়ে তাঁকে ভুলানো তেমন কঠিন কিছু নয়। আসলে নবী করীম (স.) এতোই শরীফ, গম্ভীর এবং লজ্জাশীল ছিলেন যে, মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বুঝতে পেরেও তিনি তাকে সেটা বুঝতে দিতেন না। মহান চরিত্র গুণে তিনি চেপে যেতেন, শুনেও না শোনার ভাব দেখাতেন। আর তা দেখে বেকুফরা মনে করতো, নবী করীম (স.) তাদের দুষ্টামির কিছুই বুঝেননি। আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে বলছেন, তিনি যদি কানই হয়ে থাকেন, তবে তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে। নবী-চরিত্রের এ দিক তোমাদের পক্ষেই উত্তম। অন্যথায় আগে তোমরাই পাকড়াও হতে। এও সম্ভব, নবী (স.)-এর এ এড়িয়ে যাওয়া এবং কখনো তাঁর মহান চরিত্রের ব্যাপার অবহিত হয়ে তোমাদের ভাগ্যে হেদায়াতও জুটতে পারে। তোমাদের মিথ্যা কথা শুনে নবী করীম (স.) চুপ থাকেন, তা এ জন্যে নয় যে, তিনি সত্য সত্যই তোমাদের বিশ্বাস করেন। তাঁর বিশ্বাস তো কেবল আল্লাহর ওপর এবং ঈমানদারদের কথার ওপর। অবশ্য যারা ঈমানের দাবী করে, তাদের পক্ষে নবী করীম (স.)-এর নীরবতা বা চেপে যাওয়া এক ধরনের রহমত। কারণ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে তাদের লজ্জিত করেন না। অবশ্য মোনাফেকদের জঘন্য আচরণ আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। রসূলের অনুপস্থিতিতে যারা দুর্নাম রটায়, বা 'হুয়া উযুনুন' বলে যারা তাঁকে কষ্ট দেয়, এ জন্যে তারা যেন কঠোর শাস্তির অপেক্ষায় থাকে।

৬৩. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, নবী করীম (স.) কখনো তাদের শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ধরে ফেললে তারা মুসলমানদের সামনে কসম করে বলতো, আমাদের নিয়ত খারাপ

www.icsbook.info

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا
فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا
تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৩. এ (মূর্খ) লোকেরা কি একথা জানে না, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিদ্রোহ করে তবে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তা (হবে তার জন্যে) চরম লাঞ্ছনা।[৬৪] ৬৪. (এ) মোনাফেকরা ভয় (ও আশংকা) করে, তোমাদের ওপর এমন কোনো সূরা নাযিল হয়ে পড়ে কিনা, যা সেসব কিছু ফাস করে দেবে যেসব কিছু তাদের মনের ভেতরে (লুকিয়ে) আছে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হাঁ (যদ্দূর পারো তোমরা) বিদ্রূপ করে নাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এমন কিছু নাযিল করবেন, যাতে তিনি সে) সব কিছু ফাস করে দেবেন, যার তোমরা আশংকা করছো।[৬৫]

ছিলো না। তারা এরূপ করতো নবী করীম (স.)-কে রাযি করিয়ে নিজেদের দিকে টেনে নেয়ার জন্যে। তারা বুঝতে পারে না, আল্লাহ এবং রসূলের সাথে এ প্রতারণা কোনো কাজে আসে না। ঈমানের দাবীতে সত্য হয়ে থাকলে অন্যদের বাদ দিয়ে তাদের আল্লাহ এবং রসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্যে চিন্তা করতে হবে।

৬৪. অর্থাৎ যে অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোনাফেকী অবলম্বন করেছে, এটি তার চেয়ে বড়ো অপমান।

৬৫. মোনাফেকরা তাদের আসরে ইসলাম এবং ইসলামের নবীর কুৎসা রটনা করতো। সত্যিকার মোমেনদেরকে নিয়ে টিপ্পনী কাটতো। দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি নিয়ে বিদ্রূপ করতো। অতপর যখন স্মরণ হতো যে, এ কথাগুলো তো নবী (স.)-এর কাছে পৌঁছতে পারে, তখন বলতো তাতেই বা কি হবে, তিনি তো আগাগোড়া কান আর কান! আমরা তাঁর সম্মুখে যে ব্যাখ্যা করবো, তিনি শুনে তাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যেহেতু কখনো কখনো ওহীর মাধ্যমে তাদের মোনাফেকী ও গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করা হতো, এ কারণে তাদের আশংকাও লেগে থাকতো যে, কোরআনের এমন কোনো সূরা যদি নাযিল হয়, যা আমাদের গোপন কথাবার্তা ফাঁস করে দেবে! আসল কথা হচ্ছে এই যে, ভীরুতা-কাপুরুষতা-দুর্বলতার কারণ মোনাফেকদের মনে কখনো শান্তি ছিলো না। স্থিরতা ছিলো না। সব সময় তাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতো। নবী (স.)-এর ভদ্রতা-গোপনীয়তার শান দেখে কখনো কখনো মনে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতো। কিন্তু কোরআনের কঠোর বাণীর গর্জনে শংকিত হয়ে উঠতো একটু পরই। এ উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ অব্যাহত রাখ। নবী (স.)-এর সম্পর্কে 'হুয়া উযুনুন' বলে মানসিক সান্ত্বনা লাভ কর। কিন্তু তোমরা যে বিষয়টির আশংকা করছ, আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন। তিনি তোমাদের চক্রান্ত আর প্রতারণার জাল ছিন্ন করে ছাড়বেন।

www.icsbook.info

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ

وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ

كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৫. তুমি যদি তাদের (কিছু) জিজ্ঞেস করো নিসন্দেহে তারা বলবে (না), আমরা তো একটু অযথা কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র,[৬৬] তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?[৬৭] ৬৬. (হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না, একবার ঈমান আনার পর তোমরা পুনরায় কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আমি যদি তোমাদের একদলকে (তাদের ঈমানের কারণে) ক্ষমা করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাবার জন্যে) ভীষণ শাস্তিও দিতে পারি, কারণ এ (শেষের দলের) লোকেরা ছিলো জঘন্য অপরাধী।[৬৮]

৬৬. তবুক অভিযান কালে কোন কোন মোনাফেক উপহাস করে বলে, লোকটির (নবী) প্রতি লক্ষ্য কর, সিরিয়া আর রোম দেশের শহর-বালাখানা জয় করার স্বপ্ন দেখছে। রোমানদের যুদ্ধকে আরবদের যুদ্ধ মনে করেছে। আমার বিশ্বাস-আগামী কাল আমরা সকলেই রোমকদের সম্মুখে রশিতে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবো। আমাদের এসব কারী সাহেব (সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভীরু-কাপুরুষ। এরা রোমের নিয়মিত সৈন্যদের সাথে কি যুদ্ধ করবে! ইত্যাদি নানা কথা তারা বলে। রোমানদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করার জন্য এ সব কথা বলা হতো। এ সব কথা নবী (স.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি ডেকে জিজ্ঞেস করেন। তখন তারা বলে, হুযুর! আমরা কি এমন কথায় বিশ্বাস করতে পারি! এসব বলছি মন ভুলানো সময় কাটানোর জন্য। এভাবে কথা বলতে বলতে অতি সহজে পথ অতিক্রম করা যাবে!

৬৭. অর্থাৎ আল্লাহ, রসূল এবং তাঁদের বিধানের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাই সময় কাটানো এবং মন ভুলানোর উপযুক্ত পাত্র? আল্লাহ-রসূলের সাথে উপহাস এবং শরীয়তের বিধান নিয়ে বিদ্রূপ করা তো এমন কাজ যে, কেবল মুখে মন ভুলানোর জন্য বললেও তা হবে বিরাট কুফরী। মোনাফেকদের মতো দুষ্টামি আর বদ নিয়তে এমন আচরণ করা তো আরও বড় গুনাহের কাজ।

৬৮. অর্থাৎ মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করা আর নানা টালবাহানায় কোনই ফল হবে না। মোনাফেকী আর বিদ্রূপের শাস্তি যাদের প্রাপ্য, তারা অবশ্যই পাবে। অবশ্য যে কেউ সরল অন্তকরণে তাওবা করে অপরাধ হতে ফিরে আসবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। অথবা যারা কুফরী মোনাফেকী সত্ত্বেও এই ধরনের ঠাট্টা বিদ্রূপ থেকে পূর্ব হতেই দূরে রয়েছে, তারা এখানে ঠাট্টা বিদ্রূপের শাস্তি পাবে না।

www.icsbook.info

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾ كَالَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا
بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ

রুকু ৯

৬৭. মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, এরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অপরের মতোই। তারা (উভয়েই মানুষদের) অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করা থেকে) উভয়েই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে; তারা (যেমনি এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, তিনিও (তেমনি আখেরাতে) তাদের ভুলে যাবেন; নিসন্দেহে মোনাফেকেরা সবাই পাপিষ্ঠ।[৬৯] ৬৮. আল্লাহ তায়ালা (এ) মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল (ধরে জ্বলতে) থাকবে; (জাহান্নামের) এ (আগুনই) হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট,[৭০] তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার গযব (নাযিল হোক), ওদের জন্যে রয়েছে এক চিরস্থায়ী আযাব।[৭১] ৬৯. (তোমরা) ঠিক তাদেরই মতো, যারা তোমাদের আগে এখানে (প্রতিষ্ঠিত) ছিলো, তারা শক্তিতে ছিলো তোমাদের চাইতে প্রবল, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি তাদের তোমাদের চাইতে ছিলো বেশী; দুনিয়ার যে ভোগ-বিলাস তাদের ভাগে ছিলো তা তারা ভালোভাবেই ভোগ করে গেছে,[৭২] অতপর তোমাদের ভাগে যা ছিলো তোমরাও তা ভালোভাবেই ভোগ করছো,

৬৯. অর্থাৎ সবচেয়ে বড় নাফরমান হচ্ছে এসব বদ বাতেন মোনাফেক, যারা মুখে ইসলাম স্বীকার করা সত্ত্বেও মানুষকে ভাল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে কোন প্রতারণায় রাত দিন লিপ্ত থাকে। খরচ করার আসল স্থানে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। মুখে কালেমা পড়ে ঠিকই, কিন্তু তাদের মুখের কথা এবং অর্থ দ্বারা কারো কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। এরা যখন আল্লাহকে এমনভাবে ত্যাগ করেছে, তখন আল্লাহও তাদেরকে ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করে কোথায় নিক্ষেপ করেছেন, পরবর্তী আয়াতে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৭০. অর্থাৎ, এমনই যথেষ্ট, যারপর আর কোনো শাস্তির প্রয়োজন থাকে না।

৭১. সম্ভবত এর অর্থ, দুনিয়াতেও আল্লাহর লানতের লক্ষণ নিয়মিত পৌছতে থাকবে। অথবা এটা প্রথম বাক্যের তাকিদ।

৭২. অর্থাৎ, দুনিয়ার ভোগ বিলাসের যে অংশ তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিলো, তারা তা ভোগ ব্যবহার করেছে, কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা করেনি।

www.icsbook.info

كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ؕ
أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۬ وَقَوْمِ
إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ

যেমনি করে তোমাদের আগের লোকেরা তাদের যে পরিমাণ ভোগ করার ছিলো তা শেষ করে (চলে) গেছে, তারা যেমন অনর্থক কাজকর্মে ডুবে থাকতো, তোমরাও তেমনি অর্থহীন কথাবার্তায় ডুবে আছো;[৭৩] এরা হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া-আখেরাতে যাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।[৭৪] ৭০. এদের কাছে কি আগের লোকদের খবর পৌছেনি? নূহের জাতির, আদ জাতির, সামূদ জাতির (কীর্তিকলাপ?) ইবরাহীম, মাদইয়ানবাসী (নবী) ও সে বিধ্বংস জনবসতির কথা[৭৫] (কি এদের কাছে কেউ বলেনি)? এ সব (কয়টি জাতির) মানুষের কাছে তাদের রসূলরা (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, (নবী না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দেবেন, এমন)

৭৩. অর্থাৎ, তোমরাও তাদের মতো পরিণামের কথা চিন্তা না করে নশ্বর দুনিয়ার ভোগ বিলাসের নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহার করছো। তোমাদের চাল চলন সব কিছুই তো তাদের মতো। জেনে রাখে, তাদের যে দশা হয়েছিলো, তোমাদেরও সে দশা হতে পারে। তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি এবং শারীরিক শক্তি তোমাদের চেয়ে বেশী ছিলো। এরপরও তারা খোদায়ী প্রতিশোধের পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়নি। তবে তোমরা কিসের ওপর ভরসা করছো? কোন্ ভরসায় আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে তোমরা এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছো?

৭৪. অর্থাৎ, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কোনো বরকত কেরামতই তাদের ভাগ্যে জোটেনি। অবশ্য দুনিয়ার ভোগ বিলাসের বাহ্যত যে অংশ তারা লাভ করেছে, আসলে তা তাদের জন্যে পরীক্ষা আর শাস্তি।

দুই রুকু আগে– 'সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেনো বিমুগ্ধ না করে' আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়ও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আরও কয়েক স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে।

৭৫. নূহ জাতি প্লাবনে, আদ জাতি ঝড়ো হাওয়ায় এবং সামুদ জাতি বিকট আওয়াযে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বিস্ময়কর অলৌকিক উপায়ে সহায়তা করেছেন। যেসব বিস্ময়কর অলৌকিক বিষয় দেখে তার জাতি ব্যর্থ অবসানিত হয়েছে। তাদের বাদশাহ নমরূদ শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। মাদইয়ানবাসী বিকট ধ্বনি এবং ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। লূত জাতির জনপদ উলটিয়ে দিয়ে ওপর থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছাড়া এসব জাতির কাহিনী সূরা আরাফে আলোচনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ
اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً
فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

অবিচার তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো করতে পারেন না, বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।[৭৬] ৭১. (অপরদিকে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের (বিধানের) অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী।[৭৭] ৭২. (এ ধরনের) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ নিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, (চিরস্থায়ী) জান্নাতে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো (নেয়ামত) হবে (বান্দার প্রতি) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (পাওয়া) মহা সন্তুষ্টি; এটাই হবে (সেদিনের) সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।[৭৮]

৭৬. অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে অকারণে এবং বে-মওকা শাস্তি দেন না। তারা নিজেরা এমন সব অপরাধ করে, যার ফলে আল্লাহর আযাব অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৭৭. রুকুর শুরুতে মোনাফেকদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখানে তুলনামূলকভাবে মোমেনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মোনাফেকরা যেখানে মানুষকে কল্যাণের পথ থেকে ফিরিয়ে রেখে অকল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতো, সেখানে মোমেনরা অকল্যাণ থেকে ফিরিয়ে রেখে নেকী ও কল্যাণের পথে উৎসাহিত করে। মোনাফেকদের মুষ্টি বদ্ধ থাকে, পক্ষান্তরে মোমেনদের হাত খোলা থাকে। মোনাফেকরা কৃপণতার কারণে ব্যয় করতে জানে না আর মোমেনরা যথারীতি হক আদায় করে, যাকাত ইত্যাদি দান করে। মোনাফেকরা আল্লাহকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছে, কিন্তু মোমেনরা পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সব ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের বিধান মেনে চলে। আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে বসার কারণে মোনাফেকরা লানতের যোগ্য হয়েছে, আর মোমেনরা আল্লাহর বিশেষ রহমতের প্রত্যাশী সাব্যস্ত হয়েছে।

৭৮. অর্থাৎ, দুনিয়া-আখেরাতের সব নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি-পরিতুষ্টি। জান্নাতও এ জন্যেই কাম্য যে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান। আল্লাহ

www.icsbook.info

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ
اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ
يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ

রুকু ১০

৭৩. হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো– ওদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো, (কেননা) এদের (চূড়ান্ত) আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; (জাহান্নাম) কতোই না নিকৃষ্ট স্থান![৭৯] ৭৪. এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (কিন্তু) কুফরী শব্দ এরা আসলেই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা তা অস্বীকার করেছে,[৮০] এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছিলো যা তারা করতেই পারেনি,[৮১] (এরপরও) তাদের প্রতিশোধ নেয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনশালী করে দিয়েছিলেন, (এখনও) যদি এ লোকেরা (আল্লাহ তায়ালার কাছে) তাওবা করে, তাহলে এটা তাদের জন্যেই ভালো হবে, আর যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কঠিন আযাব দেবেন,

তায়ালা মোমেনদের জান্নাতে সব রকমের দৈহিক ও আত্মিক নেয়ামত-আনন্দ দান করবেন, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত হবে যথার্থ প্রেমপাত্র আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন সন্তুষ্টি। সহীহ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের ডাক দিলে তারা 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দেবেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন 'এখন কি তোমরা খুশী হয়েছো?' জবাবে জান্নাতীরা বলবেন, পরওয়ারদেগার, আমাদের সন্তুষ্ট না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আপনি তো আমাদের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। এরশাদ হবে– 'এ পর্যন্ত যা কিছু দেয়া হয়েছে, তার চেয়েও বড়ো আর কিছু দেবো কি? জান্নাতীরা জানতে চাইবে, পরওয়ারদেগার, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কি হতে পারে? তখন এরশাদ হবে, 'এখন তোমাদের ওপর আমার চিরন্তন সন্তুষ্টি-পরিতুষ্টি নাযিল করছি। এর পর আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিষয় এবং সব মোমেন এ মহা সম্মানে বিভূষিত করুন।'

৭৯. 'জেহাদ' অর্থ কোনো অপছন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধে চূড়ান্ত শক্তি নিয়োজিত করে চেষ্টা চালানো।

এ চেষ্টা কখনো অস্ত্র দ্বারা, কখনো যবান দ্বারা, কখনো কলম দ্বারা, আবার কখনো অন্য উপায়ে হয়। মোনাফেকরা যেখানে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে মুসলমান হয় না,

www.icsbook.info

তাদের মোকাবেলায় তরবারি দ্বারা জেহাদ করা জমহুর উম্মতের মতে বিধিবদ্ধ নয়। নবী করীম (স.)-এর সময়েও তা বিধিবদ্ধ ছিলো না। এ কারণে বর্তমান আয়াতে জেহাদ শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তরবারি দ্বারা, যবান দ্বারা, কলম দ্বারা, যখন যে রকম জেহাদ করা দরকার হয়, সে রকম জেহাদ করা। কোনো কোনো আলেমের মতে, মোনাফেকদের মোনাফেকী একেবারে প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট হলে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি দ্বারা জেহাদ করা যায়। তবুক যুদ্ধে মোনাফেকরা যেহেতু সুস্পষ্ট মোনাফেকী করেছিলো, এ কারণে বর্তমান আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোর নীতি অবলম্বন করার হেদায়াত করা হয়েছে। নবী করীম (স.) স্বভাবতই নরম স্বভাবের ছিলেন– 'আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে দাঁড়াতো।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো– 'এবং যারা আপনাকে অনুসরণ করে, সে মোমেনদের প্রতি আপনি বাহু প্রসারিত করুন।' (সূরা শোয়ারা : ২১৫)

যেহেতু মোনাফেকরাও বাহ্যত মোমেনদের দলভুক্ত ছিলো, এ কারণে নবী করীম (স.) তাদের সঙ্গেও ক্ষমা, এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণপূর্বক কোমল আচরণ করতেন। তবুক যুদ্ধে মোনাফেকরা যখন প্রকাশ্যে নির্লজ্জতা, বিরুদ্ধতা এবং শত্রুতা অবলম্বন করে, তখন নবী করীম (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়, এখন এদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করুন। এ দুষ্ট লোকেরা সৎ-স্বভাব আর কোমলতায় পথে আসার নয়।

৮০. মোনাফেকরা পেছনে বসে নবী করীম (স.) এবং দ্বীন ইসলামের নিন্দা করতো। সূরা মোনাফেকুনে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মুসলমান নবী করীম (স.)-এর নিকট এসব কথা পৌঁছালে তারা অস্বীকার করে বলতো, আমরা এ সব কথা বলিনি। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ সব কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে বলছেন, নিসন্দেহে তারা এ সব কথা বলেছে। ইসলামের দাবী করার পর ইসলাম এবং তার নবী সম্পর্কে তারা এমন সব কথা বলেছে, যা কেবল অবিশ্বাসীদের মুখ থেকেই বের হতে পারে।

৮১. তবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে নবী করীম (স.) ইসলামী বাহিনী থেকে দূরে সরে এক পাহাড়ী পথে যাচ্ছিলেন। আনুমানিক ১২ জন মোনাফেক চেহারা গোপন করে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে নবী করীম (স.)-এর ওপর আক্রমণ করার এবং তাঁকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা করে। নবী করীম (স.)-এর সাথে ছিলেন হযরত হোযায়ফা এবং হযরত আম্মার (রা.)। হযরত আম্মার (রা.)-কে তারা ঘিরে রেখেছিলো। হযরত হোযায়ফা (রা.) মেরে মেরে তাদের উটের মুখ ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেন। যেহেতু চেহারা ঢাকা ছিলো, এ কারণে হযরত হোযায়ফা (রা.) তাদের চিনতে পারেননি। পরে নবী করীম (স.) হযরত হোযায়ফা এবং আম্মার (রা.)-কে নামধামসহ তাদের পরিচয় জানিয়ে দেন, কিন্তু তিনি কারো কাছে তাদের কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। 'হাম্মু বেমা লাম ইয়ানালূ' বলে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা যে নাপাক অভিপ্রায় করেছিলো, আল্লাহর ফযলে তাদের সে অভিপ্রায় পুরো হয়নি। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, কোনো এক উপলক্ষে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিরোধ হানাহানি দেখা দেয়। মোনাফেকরা চক্রান্ত করে

www.icsbook.info

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ

آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ

مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

এবং (উপরন্তু এ) যমীনে তাদের কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না।[৮২] ৭৫. ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলো, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই (তার একাংশ আল্লাহর পথে) দান করবো এবং অবশ্যই আমরা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ৭৬. অতপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (দানের বদলে) কার্পণ্য (করতে শুরু) করলো এবং (আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা (গোঁড়ামির সাথেই) ফিরে এলো।[৮৩]

মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নবী করীম (স.) বিষয়টি নিষপত্তি করে দেন। সূরা মোনাফেকুনে বিষয়টি আলোচিত হবে।

৮২. অর্থাৎ নবী (স.)-এর দোয়ায় আল্লাহ তাদের ধনী করেছেন, তারা ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছে। মুসলমানদের সাথে মিলে-মিশে থাকার কারণে গনীমতের অংশও পেয়ে আসছে। নবী করীম (স.)-এর বরকতে ফসলও ভালো ফলেছে। তারা এসব অনুগ্রহের এই প্রতিদান দিয়েছে, তারা আল্লাহ এবং রসূলের সাথে প্রতারণা প্রবঞ্চনা শুরু করেছে। যে কোনো উপায়ে নবী করীম (স.) এবং মুসলমানদের উত্ত্যক্ত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। এখনো তারা তাওবা করে দুষ্টামি-নষ্টামি এবং অনুগ্রহ অস্বীকার থেকে ফিরে আসলে তা হবে তাদের পক্ষে উত্তম। অন্যথায় আল্লাহ তাদের দুনিয়া আখেরাতে এমন শাস্তি দেবেন, যা থেকে বাঁচাবার জন্যে দুনিয়ার বুকে কাউকে পাওয়া যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, জুলাস নামে এক ব্যক্তি এ আয়াত শুনে মনে-প্রাণে তাওবা করে এবং বাকী জীবন ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করে দেয়।

৮৩. সা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারী নামে এক ব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর খেদমতে আরয করে, আমার জন্য দওলতমন্দ হওয়ার দোয়া করুন। নবী করীম (স.) বললেন, সা'লাবা, যে সামান্য জিনিসের জন্য তুমি আল্লাহর শোকর আদায় করবে, তা সে অনেক জিনিসের চেয়ে ভালো, যার হক তুমি আদায় করতে পারবে না। এরপরও লোকটি একই আবেদন জানায়। নবী করীম (স.) বললেন, সা'লাবা! তুমি কি আমার পদাংক অনুসরণ করে চলতে পছন্দ করো না? নবী করীম (স.) অস্বীকার করলে তার পীড়াপীড়ি আরও বেড়ে যায়। সে ওয়াদা করে, আল্লাহ আমাকে সম্পদ দান করলে আমি পুরোপুরি হক আদায় করবো। অবশেষে নবী করীম (স.) তার জন্যে দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা তার বকরীতে এমন বরকত দেন যাতে মদীনার বাইরে গিয়ে এক গ্রামে বাস করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধন-সম্পদ এতোই বেড়ে যায়, তাতে লিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে সে জুমা-জামায়াত ইত্যাদিও ছাড়তে শুরু করে। কিছুকাল পর নবী করীম (স.)-এর পক্ষ যাকাত উসুল করার জন্যে লোক গেলে সে

www.icsbook.info

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

৭৭. অতপর তিনি তাদের অন্তরে মোনাফেকী বদ্ধমূল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, এটা এ কারণে, এরা আল্লাহ তায়ালার কাছে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভংগ করেছে এবং এরা মিথ্যা আচরণ করেছে।[৮৪] ৭৮. এ লোকেরা কি একথা জানতো না, তাদের সব গোপন কথা ও সব সলাপরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গায়ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত,[৮৫]

বলে, যাকাতকে তো জিযিয়ার ভগ্নী বলেই মনে হয়। দু-একবার টালবাহানা করে পরে সে যাকাত দিতে স্পষ্ট অস্বীকারই করে। তার এসব কথা শুনে নবী করীম (স.) তিন বার বললেন, 'ওয়ায়হা ছা'লাবা'– 'সা'লাবার জন্যে দুঃখ।' এ উপলক্ষে আয়াতগুলো নাযিল হয়। তার কোনো কোনো নিকটাত্মীয় তাকে এ খবর দিলে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যাকাত নিয়ে হাযির হয়। নবী করীম (স.) বললেন, আল্লাহ তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আমাকে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে সে বিলাপ শুরু করে। কারণ, নবী করীম (স.) তার যাকাত গ্রহণ না করা ছিলো তার জন্যে বিরাট লজ্জার বিষয়। বদনামীর কথা চিন্তা করে সে মাথায় ধুলোবালি মাখাতে থাকে, কিন্তু তার অন্তরে মোনাফেকী লুক্কায়িত ছিলো।

নবী করীম (স.)-এর পরে সালাবা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেদমতে যাকাত নিয়ে হাযির হয়। তিনিও তার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতপর হযরত ওমর এবং তাঁর পরে হযরত ওসমান খেদমতে সে যাকাত পেশ করে। তারাও তার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, নবী করীম (স.) যা গ্রহণ করেননি, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। অবশেষে হযরত ওসমান (রা.)-এর শাসনামলে মোনাফেকী হালতে তার মৃত্যু হয়।

৮৪. অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট ওয়াদা খেলাফী করা এবং মিথ্যা বলার শাস্তিস্বরূপ তাদের কৃপণতা ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফল হয়েছে, তাদের অন্তরে চিরতরে মোনাফেকীর শেকড় বদ্ধমূল হয়েছে, যা মৃত্যু পর্যন্ত দূর হবার নয়। আর আল্লাহর সুন্নত বা নিয়ম, কেউ নিজে ভালো বা খারাপ স্বভাব গ্রহণ করলে বার বার অনুশীলন ও চর্চার ফলে তা স্থায়ী হয়ে যায়। মন্দ স্বভাব এভাবে বদ্ধমূল হওয়াকে কখনো কখনো খাতম বা তাবা' বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ, যতোই ওয়াদা-অংগীকার করুক, কথার ফানুস উড়াক বা বাধ্য হয়ে সম্পদ পেশ করুক, আল্লাহ তাদের নিয়ত-অভিপ্রায় ভালো করেই জানেন। নিজেদের সমমনাদের সাথে বসে তারা যেসব পরামর্শ করে, সে সম্পর্কেও আল্লাহ ভালোভাবে অবহিত আছেন। তিনি জানেন, 'আমরা অবশ্যই দান-সদকা করবো এবং আমরা অবশ্যই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবো– এ ওয়াদা এবং হতাশ হয়ে যাকাত হাযির করা কোন্ মনে কোন্ নিয়তে করা হয়েছে।

www.icsbook.info

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُولِ
اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجٰهِدُوا بِأَمْوٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৭৯. (আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারেও সম্যক অবগত আছেন) যারা সেসব ঈমানদার ব্যক্তিদের দোষারোপ করে, যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে (আল্লাহ তায়ালার পথে) দান করে এবং যারা (দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, অতপর এসব মোমেনের সাথে মোনাফেকদের এ (দলের) লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করে; এ (বিদ্রূপকারী)-দের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বিদ্রূপ করতে থাকেন, (পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।[৮৬] ৮০. (হে নবী,) এমন লোকদের জন্যে তুমি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো (দুটোই সমান); তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাও, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না; কেননা, এরা (জেনে-বুঝে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের হেদায়াত করেন না।[৮৭]

রুকু ১১

৮১. (যুদ্ধে যাবার পরিবর্তে) যাদের পেছনে ফেলে রাখা হলো, তারা (এভাবে) আল্লাহর রসূলের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়ে গেলো, (মূলত) তারা তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাটা পছন্দ করলো না,[৮৮]

৮৬. একদা নবী করীম (স.) মুসলমানদের দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) চার হাজার (দীনার বা দেরহাম) হাযির করেন। হযরত আসেম ইবনে আদী (রা.) একশ' ওয়াসাক (যার মূল্য চার হাজার দেরহাম) খেজুর পেশ করেন। মোনাফেকরা বলতে শুরু করে, এরা নাম-কাম অর্জন এবং লোক দেখানোর জন্যে এত বেশী দান করেছে। একজন গরীব সাহাবী আবু আকীল হেজাব শ্রমে-মেহনতে সামান্য উপার্জন দ্বারা জীবন ধারণ করতেন। তিনি কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে এক সা' খেজুর সদকা করলে এরা উপহাস করে, লোকটি শুধু শুধু জোর করে রক্ত মেখে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাচ্ছে। তার এক সা' খেজুরে কি হবে। মোট কথা, বেশী দানকারী আর কম দানকারী কেউই এদের রক্ষা পেতো না। কারো সম্পর্কে বিদ্রূপ করতো, আবার কাউকে বিদ্রূপ করতো।

www.icsbook.info

আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'আল্লাহ তাদের সঙ্গে উপহাস করেছেন।' অর্থাৎ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রতিদান দিয়েছেন। বাহ্যত তাদের কিছু দিন ঠাট্টা-মস্করা করার জন্য আযাদ ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আসলে ভেতর থেকে তাদের সুখের শেকড় উপড়ে যাচ্ছে। তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ, মোনাফেকদের জন্যে আপনি যতো দফা ক্ষমা ভিক্ষা করুন না কেন, তাদের জন্যে তা সম্পূর্ণ বেকার, একেবারেই অর্থহীন। সেসব বদবখ্ত কাফের-নাফরমানদের আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। ঘটনা এই ঘটেছিলো, মদীনায় রঈসুল মোনাফেকীন (মোনাফেকদের নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু হয়। নবী করীম (স.) তার কাফনের জন্য নিজের জামা মোবারক দান করেন, মুখ থেকে পবিত্র লালা নিয়ে তার মুখে দেন, তার জানাযার নামায পড়ান এবং মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন। হযরত ওমর, এ ব্যাপারে বাধ সাধেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এ লোক তো সেই খবিস, যে অমুক অমুক সময় এই এই ঘৃণ্য কাজ করেছিলো। সর্বদা কুফরী-মোনাফেকীর পতাকাবাহী ছিলো সে। আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি– 'আপনি তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করুন বা না করুন, এমন কি আপনি সত্তর দফা তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করলেও আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না।' (সূরা তাওবা; ৮০)

নবী করীম (স.) বললেন, ওমর, আমাকে এস্তেগফার করতে বারণ করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে আমাকে স্বাধীন রাখা হয়েছে। তাদের ক্ষমা না করা আল্লাহর কাজ। অর্থাৎ তাদের পক্ষে আমার ক্ষমা প্রার্থনা উপকারী না হলেও তাদের জন্যে না হোক, অন্যদের পক্ষে আমার এ কার্যক্রম কল্যাণকর হতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কষ্টদায়ক দুশমনের পক্ষে নবী করীম (স.)-এর এই মহান চরিত্র এবং বিপুল দয়া-অনুগ্রহ দেখে অন্যরা ইসলাম এবং ইসলামের নবীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। মূলত তাই হয়েছে। বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় দেখা যায়, নবী করীম (স.) বলেন, আমি যদি জানতাম, সত্তুর দফার বেশী এস্তেগফার করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে আমি তাই করতাম। নবী করীম (স.) যেন এটাই বলেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর মতো তিনিও মোনাফেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাকে উপকারহীন মনে করতেন। পার্থক্য কেবল এতোটুকু, হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টি কেবল 'বোগযু ফিল্লাহ' তথা আল্লাহর জন্যে শত্রুতার একটি দিকের ওপরই নিবদ্ধ ছিলো। পক্ষান্তরে নবী করীম (স.) মৃত ব্যক্তির কল্যাণ থেকে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নবীসুলভ সাধারণ দয়া-অনুগ্রহ প্রকাশ করার উপকারিতার প্রতি নযর দিয়েছিলেন। অবশেষে ওহী নাযিল হয়, 'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না।' (সূরা তাওবা; ১৮৪)

আল্লাহর এ ওহী মোনাফেকদের জানাযার নামায পড়তে এবং তাদের দাফন-কাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। কারণ, এ ধরনের কার্যক্রম দ্বারা মোনাফেকদের সাহস বাড়ানো আর মোমেনদের মন ভাংগার আশংকা ছিলো। তখন থেকে নবী করীম (স.) আর কোনো মোনাফেকের জানাযার নামায পড়েননি।

৮৮. যে সব মোনাফেক তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলো, এখানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মোনাফেকদের অবস্থা, তারা খারাপ কাজ করে খুশী হয়, ভালো কাজ থেকে দূরে পলায়ন করে, আর নেককারদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, টিপ্পনি কাটে। এ কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (স.)-এর ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা এমন লোকদের কি উপকার হতে পারে? এখানেই গুনাহগার আর বদ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীদের পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ এমন কো গুনাহ আছে, নবী করীম (স.) ক্ষমা আবেদন জানালে যা ক্ষমা করা হয় না?

www.icsbook.info

وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل

لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ

তারা বললো, (এ ভীষণ) গরমে তোমরা বাইরে যেও না;[৮৯] (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চাইতেও বেশী গরম; (কতো ভাল হতো) লোকগুলো যদি (এ কথাটা) বুঝতে পারতো![৯০] ৮২. অতএব (এ দুনিয়ায়) তাদের কম হাসা উচিত, (অন্যথায় কেয়ামতের দিন) তাদের বেশী কাঁদতে হবে, তারা যা (গুনাহ এখানে) অর্জন করেছে তাই হবে তাদের (সেদিনের) যথার্থ বিনিময়।[৯১] ৮৩. যদি আল্লাহ তায়ালা (এ অভিযানের পর) তোমাকে তাদের কোনো একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন[৯২] অতপর তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোনো যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না-) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোনো অভিযানে) বের হবে না এবং তোমরা আমার সাথী হয়ে আর কখনো শত্রুর সাথেও লড়বে না;

'তারা যখন নিজেদের ওপর যুলুম করে, তখন যদি আপনার কাছে আসতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতো আর রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসাবে পেতো।' (সূরা নিসা; ৬৪)

কিন্তু নবী করীম (স.) সত্তুর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও বদ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী মোনাফেকদের কোনো উপকার হবে না।

৮৯. হয় তো মোনাফেকরা পরস্পরে এ কথা বলতো– এ ভীষণ গরমে তোমরা যুদ্ধে বেরিয়ো না, অথবা মোমেনরা যাতে সাহস হারিয়ে ফেলে, এ জন্যে তাদের এ কথা বলতো।

৯০. অর্থাৎ, বুদ্ধি থাকলে তারা চিন্তা করতো, এখানকার গরম থেকে বেঁচে যে গরমের দিকে তারা যাচ্ছে তা তো আরও কঠোর। এতো যেন রোদের তাপ থেকে পালিয়ে গিয়ে আগুনের আশ্রয় নেয়ার মতো। হাদীস শরীফে আছে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে উনসত্তুর গুণ বেশী তীব্র। আমরা তা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

৯১. অর্থাৎ নিজেদের কর্মকান্ডের জন্যে কিছু দিন হাসি-খুশী, আনন্দ-স্ফূর্তি করে নাও। অতপর এসব কর্মকান্ডের শাস্তিস্বরূপ চিরকাল কাঁদতে হবে।

৯২. নবী করীম (স.) তবুকে ছিলেন, আর মোনাফেকরা ছিলো মদীনায়। সম্ভবত কোনো কোনো মোনাফেক নবী করীম (স.) ফিরে আসার আগেই মৃত্যুবরণ করে থাকবে। এ কারণে 'ইলা তাইফাতিম্-মিনহুম' বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۝٨٣ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ
أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۝٨٤ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝٨٥

কেননা তোমরা প্রথম বার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও), যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো।[৯৩] ৮৪. ওদের মধ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার (জানাযার) নামায পড়ো না, কখনো তার কবরের পাশে তুমি দাঁড়িয়ো না;[৯৪] কেননা এ ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, এরা না-ফরমান অবস্থায় মরেছে।[৯৫] ৮৫. ওদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো বিমুগ্ধ করতে না পারে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনে (নানা ধরনের) শাস্তি দিতে চান এবং তাদের প্রাণ (বায়ু একদিন এমন এক অবস্থায়) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফের থাকবে।[৯৬]

৯৩. অর্থাৎ, এখন যদি এরা আপনার সাথে অন্য কোনো যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে আপনি বলে দিন, তোমাদের সাহস আর বীরত্বের তো পরিচয় মিলেছে, আর তোমাদের মনের অবস্থা তো প্রথম দফায়ই উন্মুক্ত হয়ে গেছে। তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পারো না, ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে বাহাদুরীও দেখাতে পারো না। এখন আর তোমাদের কোনো তাকলীফ করার প্রয়োজন নেই। নারী-শিশু-বিকলাঙ্গ এবং অচল-অক্ষম বৃদ্ধদের মতো ঘরে বসে থাকো। যে জিনিস প্রথম বার তোমরা নিজেদের জন্যে পছন্দ করে নিয়ো, সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাই তোমাদের জন্যে ভালো। তা করলে তোমরা আল্লাহর আযাবের স্বাদ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবে।

৯৪. অর্থাৎ, দোয়া-এস্তেতেগফার বা দাফন-কাফনের জন্যে।

৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কয়েক আয়াত আগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মোনাফেকদের জানাযা পড়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারূক (রা.) সতর্কতামূলকভাবে এমন কোনো লোকের জানাযা পড়তেন না, যার জানাযায় হযরত হোযায়ফা (রা.) অংশ গ্রহণ করতেন না। কারণ, নবী করীম (স.) অনেক মোনাফেকের নাম ধরে তাকে পরিচয় বলে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিলো 'সাহেবু সেররে রসূলিল্লাহ' বা 'রসূলের গোপন বিষয়ের অধিকারী'।

৯৬. চার রুকু আগে এ বিষয়বস্তুর আয়াত ছিলো। এ আয়াতের ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ
أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا
بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾
لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৮৬. যখনি এমন ধরনের কোনো সূরা নাযিল হয়, (যাতে বলা হয়) তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) জেহাদ করো, তখনি তাদের বিত্তশালী ব্যক্তিরা তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে (হে নবী), আমাদের ছেড়ে দাও, যারা ঘরে বসে আছে আমরাও তাদের সাথে থাকি। ৮৭. তারা (মূলত) ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে,[৯৭] তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।[৯৮] ৮৮. কিন্তু (আল্লাহর) রসূল এবং যারা তাঁর সাথে (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, তারা (সবাই) নিজেদের জান-মাল দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে; (অতএব) এদের জন্যেই যাবতীয় কল্যাণ (নির্দিষ্ট হয়ে) আছে, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সফলকাম।

৯৭. অর্থাৎ কোরআন মজীদের কোনো সূরায় যখন নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে ঈমান আনার তাকিদ করা হয়, যার এ প্রভাব প্রকাশ পাওয়া উচিত যে, নবী করীম (স.)-এর সঙ্গী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে, তখন এ মোনাফেকরা টালবাহানা শুরু করে এবং তাদের মধ্যে শক্ত-সমর্থ ব্যক্তি মিথ্যা ওযর-আপত্তি দাঁড় করিয়ে জেহাদে গমন থেকে বিরত থাকার অনুমতি জন্যে এসে বলে, হযরত আমাদের এখানে মদীনায় থাকতে দিন। এভাবে তারা এ যেন যুদ্ধ বা বিপদের নাম শুনেই একান্ত নির্লজ্জ ও কাপুরুষোচিতভাবে ঘরের কোণে বসে থাকা নারীদের সাথে ঘরে অবস্থান করাই বেশী পছন্দ করে। অবশ্য যখন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকা থাকে না, চারদিকে শান্তি নিরাপত্তা বিরাজ করে, তখন কথার মালা গাঁথা এবং কাঁচির মতো যবান চালনায় তারা সকলের আগে আগে থাকে।

তাদের এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'যখন বিপদ আসে তুমি তাদের দেখবে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চক্ষু উলটিয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায়, তখন তারা তোমাদের সাথে বাক-চাতুরী করে।' (সূরা আহযাব : ১৯)

৯৮. অর্থাৎ কুফরী-মোনাফেকী, জেহাদ থেকে পশ্চাদপসরণ এবং রসূল থেকে দূরে থাকার ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে বড়ো বড়ো দোষও এখন আর তাদের চোখে দোষ বলে ধরা পড়ে না। তারা একান্ত নির্লজ্জতা কাপুরুষতার জন্যে লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বরং গর্বিত আনন্দিত হচ্ছে।

www.icsbook.info

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ

وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

৮৯. (এর বিনিময়ে) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।৯৯

রুকু ১২

৯০. ওযরকামী কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈনও (তোমার কাছে) এসে হাযির হয়েছে, যেন তাদেরও এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, এভাবে সে লোকগুলোও ঘরে বসে থাকলো, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করে (ঘরে বসে থেকেছে), অচিরেই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।১০০

৯৯. মোনাফেকদের বিপরীতে নিষ্ঠাবান মোমেনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেখো, এরা হচ্ছে আল্লাহর ওফাদার– অনুগত কৃতজ্ঞ বান্দা। যতোই বিপদসংকুল পরিস্থিতি হোক না কেন, তারা আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় না। ইসলাম রক্ষা এবং ইসলামের নবীর সাহচর্যে যে কোনো রকমের কোরবানীর জন্যে তারা প্রস্তুত। কল্যাণ ও সফলতা এমন লোকদের হবে না তবে আর কাদের হবে?

১০০. অর্থাৎ মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যে যেমনি মোনাফেক আছে, তেমনি মোখলেস-নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও আছে। তেমনিভাবে গোঁয়ার-আনাড়িদের মধ্যেও সব রকম লোক পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে এখানে দু'ধরনের লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সম্পর্কে এ রুকুর শেষের দিকে আলোচনা করা হবে। এখানে যে দুধরনের গ্রাম্য লোকদের (ওযর খাড়া করে পেছনে থাকা এবং বসে থাকার) উল্লেখ রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম দল, অর্থাৎ মোয়াযযেরুন কারা, এ নিয়ে অতীত মোফাস্সেরদের মধ্যে মদভেদ রয়েছে। এ দ্বারা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টিকারী মোনাফেকদের বুঝানো হয়েছে, না সত্যিকার ওযরওয়ালা মুসলমান, যারা সত্যি সত্যিই জেহাদে অংশ গ্রহণে অপারগ ছিলো, তাদের বুঝানো হয়েছে? প্রথম পক্ষ হলে আয়াতে দু ধরনের মোনাফেক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'মোয়াযযেরুন' সে সব লোক, যারা মোনাফেকী সত্ত্বেও নিছক বাহ্যিক নিষ্ঠা প্রমাণ করার জন্যে মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে নবী করীম (স.)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। আর কায়েদুন বা বসে থাকার দল বলতে সেই মোনাফেকদের বুঝানো হয়, যারা ঈমানের প্রথম দাবীতেই মিথ্যা বলেছে। অতপর বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতারও কোনো পরোয়া করেনি। জেহাদের নাম শুনে ঘরে বসে

www.icsbook.info

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯১. যারা দুর্বল (এ যুদ্ধে শরীক না হওয়ার জন্যে), তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, (দোষ নেই তাদেরও–) যারা অসুস্থ কিংবা যারা (যুদ্ধে) খরচ করার মতো কোনো সম্বল পায়নি, (অবশ্য) এরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হয় (তাহলেই তারা এ অব্যাহতির আওতায় পড়বে), সৎকর্মশীল মানুষদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগের কারণ নেই;[১০১] আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,[১০২]

থাকে। একেবারে নির্ভয়-নির্লজ্জ হয়ে ওযর পেশ করার জন্যও আসেনি। এ ব্যাখ্যায় 'তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছে'– আয়াতাংশে উভয় দল অন্তর্ভুক্ত হবে। এর অর্থ হবে, উভয় দলের মধ্যে যেসব লোক তাদের কুফরীতে শেষ পর্যন্ত অটল থাকবে, তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। যাদের তাওবার তাওফীক হবে, তারা এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি মোয়াযযেরুন-এর অর্থ গ্রহণ করা হয় নিষ্ঠাবান মোমেন, যারা সত্যি সত্যিই মাযুর অক্ষমী ছিলো, তখন 'কায়েদুন' অর্থ হবে মোনাফেক। আর 'তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' এ শাস্তি কেবল তাদের জন্যেই প্রযোজ্য হবে। প্রথম দলের উল্লেখ হবে যেন ওযর কবুল করা হিসাবে।

১০১. মিথ্যা ওযর পেশকারীদের পর সত্যিকার অক্ষমদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এর সারনির্যাস হচ্ছে, ওযর কখনো ব্যক্তিসত্তার অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়ে। যেমন বার্ধক্যের দুর্বলতা, এটা স্বভাবতই কোনোভাবে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, হতে পারে না, আবার কখনো ওযর সাময়িক হয়ে থাকে। এ সাময়িক ওযর আবার দু'রকম হতে পারে- শারীরিক, যেমন রোগ ব্যাধি ইত্যাদি এবং আর্থিক, যেমন দারিদ্র ও সফরের উপায় উপকরণ না থাকা। তবুক যুদ্ধে যেহেতু দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে পৌঁছতে হতো, এ কারণে সফরের বাহন ইত্যাদি না থাকার ওযর গ্রাহ্য হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১০২. অর্থাৎ যারা সত্য সত্যই মা'যুর, তাদের অন্তর যদি সাফ থাকে এবং আল্লাহ ও রসূলের সাথে মোয়ামালা ঠিক রাখে (যেমন নিজে না যেতে পারলেও যারা যেতে পারে তাদের নিরুৎসাহিত করে না); বরং নিজের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী নেকী এবং নিষ্ঠার প্রমাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, জেহাদে অংশ গ্রহণ না করায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এমন নিষ্ঠাবান লোকদের দ্বারা মানবীয় কারণে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহে ক্ষমা করা হবে বলে আশা করা যায়।

www.icsbook.info

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯২. (তাদের ব্যাপারেও কোনো অভিযোগ নেই) যারা (যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে) তোমার কাছে যখন (যাত্রার) বাহন সরবরাহ করার জন্যে এসেছিলো, তখন তুমি (তাদের) বলেছিলে, তোমাদের জন্যে আমি এমন কিছু পাচ্ছি না, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি, (অতপর) তারা ফিরে গেলো (তারা এমনভাবে ফিরলো) যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো, (যুদ্ধে যাবার) খরচ যোগাড় করতে না পারায় তারা (ভীষণভাবে) দুঃখিত হলো।১০৩ ৯৩. (সব) অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা পেছনে পড়ে থাকলো তাদের সাথে (ঘরে বসে) থাকাই তারা পছন্দ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, (এ কারণেই) তারা (কিছু) জানতে পারছে না (কোন্‌টা তাদের জন্যে ভালো)।১০৪

১০৩. সোব্‌হানাল্লাহ! নবী করীম (স.)-এর সাহচর্য-সংস্পর্শ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর অন্তরে খোদাপ্রেমের এমন নেশা সৃষ্টি করেছিলো, বিশ্বের কোনো জাতি-ধর্মের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। সক্ষম সামর্থবান সাহাবীরা জান মাল সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় লুটিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। যে কোনো কঠিন কোরবানীর সময় অতি আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। আর যাদের সামর্থ ছিলো না, তারা এ দুঃখে কেঁদে কেঁদে জীবন ক্ষয় করতেন। যথার্থ প্রেমপাত্র আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কোরবান হওয়ার জন্যে নিজেকে পেশ করার এতোটুকু সামর্থ কেন আমাদের নেই! সহীহ হাদীস শরীফে মোজাহেদদের সম্বোধন করে নবী করীম (স.) বলেন, তোমরা মদীনায় এমন এক দল লোক রেখে এসেছ, যারা প্রতি পদে পদে তোমাদের পুণ্যের অংশীদার। তোমরা আল্লাহর পথে যে পা ফেলো, অথবা কোনো মাঠ-ঘাট পাড়ি দাও, প্রতিটি পদেই তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। এরা হচ্ছে সে সব লোক, সত্যি সত্যিই অপরাগতা যাদের তোমাদের সঙ্গে আসতে দেয়নি। হাসান (র.) থেকে বর্ণিত এক মোরসাল হাদীসে আছে, এ বিষয়টা বর্ণনা করে নবী করীম (স.) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো হেতু নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্যে কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না......।'

১০৪. অর্থাৎ, শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও জেহাদে গমন করতে পিছটান দেয় এবং নির্লজ্জভাবে নারীদের মতো চুড়ি পরিধান করে বসে থাকা স্বীকার করে নেয়। পাপের অনুশীলন করার ফলে মানুষের মন এমনই বিকৃত ও কালো হয়ে যায়, যখন তার কাছে ভালো-মন্দ আর দোষ-ক্রটির কোনো পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকে না। নির্লজ্জ কাজ করতে করতে কোনো ব্যক্তি এতোই পাগল হয়ে যায়, লজ্জিত-অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বরং উলটা গর্বিত এবং আনন্দিত হয়। তখন বুঝতে হবে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আল্লাহর পানাহ!

www.icsbook.info

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ

قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ

اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُوْنَ

بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ

رِجْسٌ ۫ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৪. (যুদ্ধের পর) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে; তখন তারা তোমাদের কাছে ওযর[১০৫] পেশ করবে, তুমি (তাদের) বলো, (আজ) তোমরা কোনো রকম ওযর-আপত্তি পেশ করো না, আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তায়ালা (ইতিমধ্যেই) তোমাদের (অন্তরের) সব কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন, অতপর তোমাদের সেই মহান সত্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে, যিনি (যেমন) জানেন তোমাদের গোপন করে রাখা সব কিছু, (তেমনি) জানেন প্রকাশ্য বিষয়সমূহ, অতপর তিনি (সে আলোকে) তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা কি কাজ করছিলে। ৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে তোমাদের বলবে, তোমরা যেন তাদের কাছ থেকে (সংঘটিত এ) ব্যাপারটা উপেক্ষা করো; (অতপর) তোমরা ওদের উপেক্ষা করো; কেননা ওরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু করে এসেছে এটা হচ্ছে তার (যথার্থ) বিনিময়।[১০৬]

১০৫. অর্থাৎ, যেমনি তবুক অভিযানে গমনকালে মোনাফেকরা নানা অজুহাত দাঁড় করিয়েছিলো, তেমনি তোমরা মদীনায় ফিরে আসলেও এরা নানা খোঁড়া অজুহাত পেশ করে তোমাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবে। তারা কসম করে বলবে, হযরত, আপনার সাথে যাবার আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু অমুক অমুক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়ায় আমরা অপারগ হয়েছি। আপনি বলে দিন, মিথ্যা কথা রচনায় কোনো ফায়দা হবে না। তোমাদের সকল ওযর-আপত্তি বেকার, অযৌক্তিক। তোমাদের মিথ্যাচার আর মোনাফেকী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদের অবহিত করেছেন। অতপর আমরা কি করে তোমাদের আজে-বাজে কথা মেনে নিতে পারি? অতীতের কাহিনী বাদ দাও, ভবিষ্যতে তোমাদের কর্মধারা দেখা হবে, তোমরা নিজেদের দাবী কতোটা পুরো করো। সত্য-মিথ্যা সব কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়বে। সেই 'আলেমুল গায়বে ওয়াশ শাহাদাহ' তথা দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে যিনি জানেন, তাঁর কাছে তো কোনো বিষয়, কোনো কাজ বা কোনো নিয়তই গোপন থাকে না। তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে, তিনি প্রতিদান দেয়ার সময় তোমাদের প্রতিটি ছোটো বড়ো যাহেরী বাতেনী আমল প্রকাশ করবেন আর সে অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন।

১০৬. তবুক থেকে ফেরার পর মোনাফেকরা মিথ্যা কসম করে যেসব ওযর আপত্তি পেশ করছিলো, তার উদ্দেশ্য ছিলো কথামালা আর কসম দ্বারা ইসলামের নবী এবং মুসলমানদের

www.icsbook.info

يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ لِتَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡۖ فَإِن تَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرۡضَىٰ

عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٩٦﴾ ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا وَأَجۡدَرُ أَلَّا

يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ

৯৬. এরা তোমাদের কাছে এ জন্যেই কসম করে যেন তোমরা (সব কথা ভুলে আবার) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা যদি (শতবারও) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।[১০৭] ৯৭. (এ) বেদুঈন (আরব) লোকগুলো কুফুর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর (প্রকৃতির), আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর (স্বীয় দ্বীনের) সীমারেখার যে বিধানসমূহ নাযিল করেছেন, সে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষমতাই মনে হয় এদের (মধ্যে) প্রবল;[১০৮]

সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত করা, যাতে নবী করীম (স.)-এর দরবার থেকে তাদের কোনো প্রকার দোষারোপ না করা হয়। বিষয়টি যেন আগের মতই উহ্য অস্পষ্ট থাকে। মুসলমানরা যাতে তাদের কিছুই না বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তাদের কিছু না বলাই ভালো, কিন্তু এ কিছু না বলাটা আশ্বস্ত সন্তুষ্ট হয়ে নয়; বরং তারা যে নিতান্তই পংকিল এবং দুষ্ট প্রকৃতির, সে কারণে। এরা তো এতোই পংকিল প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এদের পাক সাফ হওয়ার কোনো আশা নেই। সুতরাং এ আবর্জনার স্তূপ দূরে ফেলে দিয়ে তা থেকে দূরে থাকাই উত্তম। আল্লাহ নিজেই তাদের জায়গামতো পৌঁছাবেন।

১০৭. তাদের বড়ো চেষ্টা হচ্ছে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা আর মিথ্যার বেসাতি দ্বারা মুসলমানদের খুশী করা। অথচ তারা বুঝে না, এসব বাক-চাতুরীতে মাখলুক রাযি হলেই বা লাভ কি হবে যদি আল্লাহ তাদের প্রতি রাযি না হন! আল্লাহর সামনে তো কোনো চালাকি-ফেরেববাজি চলে না। যেন সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন, সত্যিকার মোমেন কি করে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে? সুতরাং মিথ্যা কথা দ্বারা নবী করীম (স.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে সন্তুষ্ট করার ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তাদের এড়িয়ে চলা এবং কিছু না বলা এ কথা প্রমাণ করে না, মুসলমানরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, 'যে ব্যক্তি মোনাফেক বলে জানা যায়, তাকে এড়িয়ে চলা বৈধ, কিন্তু তার সাথে বন্ধুত্ব, সখ্যতা এবং সংহতি প্রকাশ বৈধ নয়।'

১০৮. এ পর্যন্ত মদীনার মোনাফেক এবং নিষ্ঠাবান মোমেনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন গ্রামের বেদুঈনদের কিছু অবস্থা উল্লেখ করা হচ্ছে। তাদের মধ্যেও কয়েক রকমের লোক রয়েছে– কাফের, মোনাফেক, এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান। গ্রামের লোকেরা প্রকৃতিগতভাবেই বদমেযাজী এবং কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। হাদীস শরীফেও উল্লেখ রয়েছে– 'মান সাকানাল বাদিয়াতা জাফা'– জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আসর থেকে দূরে থাকার কারণে ভদ্রতা-নম্রতা এবং জ্ঞান-ধ্যানের আলোর প্রভাব তাদের ওপর খুব কমই পতিত হয়। এ কারণে তাদের কাফেরী মোনাফেকী শহরের কাফের মোনাফেকদের চেয়ে কঠোর। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম

www.icsbook.info

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا

وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ

عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ

(মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।[১০৯] ৯৮. (এ) বেদুঈন (আরব)-দের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কখনো যদি (আল্লাহ তায়ালার পথে) কিছু ব্যয় করে, তাকে (নিজেদের ওপর) জরিমানাতুল্য মনে করে এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের বিবর্তন (-মূলক কোনো বিপদ-মসিবত) আসুক– তারা এ অপেক্ষায় থাকে; (আসলে) কালের মন্দচক্র তো তাদের (নিজেদের) ওপরই (ছেয়ে আছে; বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।[১১০] ৯৯. (আবার) এ বেদুঈন (আরব)-দের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, (এরা আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও রসূলের দোয়া (পাওয়ার একটা অবলম্বন) মনে করে;

(স.)-কে ভদ্রতা-বিশ্বস্ততার যে সব রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সংসর্গে থেকে তা শিক্ষা করার সুযোগ তাদের খুব কমই হয়ে থাকে। জ্ঞান প্রজ্ঞা এমন বিষয়, যা মানুষের মনকে নরম করে। মানুষকে করে সভ্য ভদ্র। যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত, তাদের অন্তর কঠোর হওয়াই স্বাভাবিক। কুফরী-মোনাফেকীর যে পথেই তারা অগ্রসর হয়, পশু ও হিংস্র জন্তুর মতো ছুটে যায়। বিভিন্ন হাদীসে গ্রামীণ বেদুঈন পাষাণ-হৃদয়তার উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে আছে, কোনো এক বেদুঈন নবী করীম (স.)-এর খেদমতে আরয করলো, আপনারা তো শিশুদের পেয়ার করেন, তাদের আদর দেন। আল্লাহর কসম, আমি কখনো এ কাজ করিনি। নবী করীম (স.) বললেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে তাঁর রহমত বের করে নেন, তবে আমি কি করতে পারি!

১০৯. অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান আদম সন্তানের সকল শ্রেণীর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞায় সকল শ্রেণীর সাথে তার যোগ্যতা-ক্ষমতা অনুযায়ী আচরণ করেন। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বেদুঈনদের প্রকৃতিতে অবাধ্যতা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতা প্রকট থাকে। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী, তাই তিনি তাদের কঠিন কাজ দেন না। তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন না।

১১০. অর্থাৎ বেদুঈন মোনাফেকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তাদের যদি কখনো আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করতে হয়, তা এমন অপছন্দের সঙ্গে করে, যেন তারা জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। তারা এখনো এ অপেক্ষায় রয়েছে, মুসলমানরা কালের চক্করে কোনো বিপদে পড়লে আমরা বেশ খুশীর বাদ্য বাজাতে পারবো। তারা নিজেরাই যে বিপদে পড়ছে সে খবর নেই। ইসলাম তো অবশ্যই বিজয়ী হবে, ওপরে থাকবে আর এ মোনাফেকরা ভীষণ

www.icsbook.info

سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ
مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

সত্যি সত্যিই তা হচ্ছে তাদের জন্যে (আল্লাহর) নৈকট্যলাভের (একটা) উপায়; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।১১১

রুকু ১৩

১০০. মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম (দিকে ঈমান এনেছে) এবং পরে যারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে, তিনি তাদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর তাই (হবে) সর্বোত্তম সাফল্য।১১২

লাঞ্ছিত-অপদস্থ হবে । আল্লাহ প্রত্যেকের কথা এবং দোয়া শোনেন। তিনি জানেন, কে ইযযত সাফল্য পাওয়ার, আর কে যিল্লতী-অপমানের উপযুক্ত।

১১১. এখানে কোরআন মজীদের মোজেযাসুলভ ক্রিয়া এবং নবী করীম (স.)-এর শিক্ষার বিস্ময়কর প্রভাব দেখানো হয়েছে। যে সব কর্কশ-মেযাজ, পাষাণ হৃদয় এবং রুক্ষ-স্বভাবের গোঁয়াররা কুফরী-মোনাফেকী ও অজ্ঞতা অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর শেখানো রীতি-নীতি, কায়দা কানুন বুঝবারই যোগ্য ছিলো না, নবী করীম (স.)-এর শিক্ষা ও কোরআন মজীদের আহ্বান তাদের মধ্যে এমন আরেফ এবং নিষ্ঠাবান লোকও সৃষ্টি করেছে, যারা ইহকাল পরকাল সবই বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করে, তা করে নিতান্তই আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং দোয়া পাওয়ার উদ্দেশে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, তারা নিসন্দেহে যথার্থ আশাবাদী। তাদের আশা করা সঙ্গত ও যথার্থ। তারা যা নিয়ত করেছে (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য) তা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের তাঁর রহমতে স্থান দেবেন। নবী করীম (স.)-এর দোয়া সম্পর্কে তো তারা কানে শুনছে এবং চোখে দেখছে, কোনো ব্যক্তি সদকা ইত্যাদি নিয়ে নবী করীম (স.)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তার জন্য দোয়া করেন। আগে যে রহমত এবং আল্লাহর নৈকট্যের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাও নবী করীম (স.)-এর দোয়ারই ফল।

১১২. বেদুঈন মোমেনদের পর নেতৃস্থানীয় মোমেনদের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা দরকার। অর্থাৎ, যে মোহাজেররা প্রথম পর্যায়ে হিজরত করার গৌরব অর্জন করেছেন এবং যে আনসাররা অগ্রসর হয়ে প্রথমে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। মোট কথা, যে লোকেরা সত্য

www.icsbook.info

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ
مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

১০১. (এ) বেদুঈন (আরব)-দের যারা তোমার আশেপাশে (বাস করে), তাদের মধ্যে কিছু কিছু মোনাফেক আছে; আবার (কিছু মোনাফেক) মদীনাবাসীদের মধ্যেও আছে, এরা সবাই (কিন্তু) মোনাফেকীতে সিদ্ধহস্ত। তুমি এদের জানো না; (কিন্তু) আমি এদের জানি,[১১৩] অচিরেই আমি এদের (অপমান ও পরাজয় দ্বারা) দুবার শাস্তি দেবো, অতপর (ধীরে ধীরে) এদের সবাইকে এক বড়ো আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[১১৪]

১০২. (তোমাদের মাঝে) আরো কিছু লোক আছে, যারা (অকপটে) নিজেদের গুনাহসমূহের কথা স্বীকার করে, (শয়তানের ফেরেবে) তারা তাদের নেক কাজকে গুনাহের কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে; আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১১৫]

গ্রহণ এবং অগ্রসর হয়ে ইসলামের খেদমত করেছেন, অতপর যারা নেক নিয়তে ও পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের অগ্রসেনানীদের অনুসরণ করে এসেছেন, তারা সকলেই পর্যায়ক্রম অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সত্যিকার কামিয়াবী লাভ করবেন। যেমন তারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধানের সম্মুখে মাথা নত করেছেন, তেমনি আল্লাহও তাদের তাঁর সন্তুষ্টির পরওয়ানা দিয়ে সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

প্রথম দিকের অগ্রগামী নির্ণয়ে অতীত মোফাসসেরদের বিভিন্ন উক্তি দেখা যায়। কেউ বলেন, এর অর্থ সে সব মোহাজের-আনসার, যারা হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এর অর্থ সে সব মুসলমান, যারা উভয় কেবলার (কাবা ও বায়তুল মোকাদ্দাস) দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। কেউ কেউ বলেন, বদর যুদ্ধ পর্যন্ত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যারা হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবার কোনো কোনো মোফাসসের-এর মতে আশপাশের মুসলমান এবং পরবর্তী পর্যায়ের মুসলমানদের তুলনায় সকল মোহাজের-আনসারই জৈঃজব্দক্ষশ্হশুঞ্জজৈশ্ছশৈছেশু। আমাদের মতে এসব উক্তির মধ্যে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব নেই। অগ্রগামিতা ও প্রাথমিকতা বাড়তি বিষয়। একই ব্যক্তি বা দল অপরের তুলনায় অগ্রগামী (সাবেক) বা পশ্চাদগামী (মাসবুক) হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বেও এটা উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি বা দল যে পর্যায়ে অগ্রগামী হবে, সে

www.icsbook.info

ব্যক্তি বা দল ততোটুকু আল্লাহর নৈকট্য ও সত্যিকার সফলতার অংশ লাভ করবে। কারণ, অগ্রগামিতা ও প্রাথমিকতার মতো সন্তুষ্টি এবং সাফল্যেরও অনেক পর্যায় হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১১৩. আগে থেকে গ্রাম্য আরবদের সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছিলো। মাঝখানে আলোচনার গতি বেদুঈন মোমেনদের আলোচনা থেকে মোহাজের ও আনসারদের প্রতি পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে বিশেষ করে মদীনা এবং তার আশপাশে বসবাসকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, কোনো কোনো মদীনাবাসী এবং মদীনার আশপাশে বসবাসকারী মোনাফেকীতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে এবং তাতে জেদ ধরে বসেছে। তাদের এ মোনাফেকী এতোই গভীর যে, তাদের ঘরের কাছে বাস করে এবং একান্ত প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা সত্ত্বেও নবী করীম (স.) একান্ত নিশ্চিতভাবে তাদের মোনাফেকী সম্পর্কে জানতে পারেননি। তাদের নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা কেবল আল্লাহর কাজ। সাধারণ মোনাফেকদের মতো চেহারা-সুরত, কথাবার্তা এবং ভাবভঙ্গিতে তাদের চেনা যায় না। 'আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই আপনাকে তাদের দেখাতাম। ফলে আপনি তাদের চিহ্ন দেখে তাদের চিনতে পারবেন। অবশ্য কথার ভঙ্গিতে আপনি অবশ্যই তাদের চিনতে পারবেন। তাদের মোনাফেকী এতোই গভীর যে, বাহ্যিক আলামত তার পর্দা উন্মোচন করতে পারে না।'

১১৪. বড়ো আযাব হচ্ছে দোযখের আযাব- 'নিসন্দেহে মোনাফেকরা আগুনের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা নেসা; ১৪৫)

এর পূর্বে অন্তত দুবার তাদের অবশ্যই আযাবে নিপতিত করা হবে। একবার এ দুনিয়ায় এবং আরেকবার কবরে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একবার নবী করীম (স.) জুমার দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রায় ৩৬ জনকে নাম ধরে ডেকে বলেন- 'তুমি মোনাফেক, মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাও।' এ অবমাননাও ছিলো এক ধরনের আযাব। এ সূরার অন্যত্র বলা হয়েছে, তাদের সন্তান এবং সম্পদকে আল্লাহ তাদের জন্যে আযাব বানিয়েছেন।

'সুতরাং তাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ তো তা দ্বারা তাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।' (সূরা তাওবা; ৪৫)

অথবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদি আসমানী-যমীনী বালা-মসিবতে পড়ে যিল্লতীর মৃত্যু বরণ করবে। ইসলামের উন্নতি-অগ্রযাত্রা দেখে ক্রুদ্ধ হওয়া এবং দাঁত কামড়ানোও তাদের পক্ষে এক ধরনের অন্তর্জ্বালা ছিলো। আমার মতে এ সব ধরনের আযাবই 'মাররাতাইন'-দু'বার আযাবের এর অন্তর্ভুক্ত। 'দুই' শব্দটি সংখ্যার জন্যও হতে পারে, যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- 'ছুম্মারজেয়িল বাছারা কাররাতাইন'- 'অতপর তুমি দু'বার চক্ষু ফেরাও।' দু'বার অর্থ, দু'ধরনেরও হতে পারে, অর্থাৎ কবরের আযাব এবং মৃত্যুর পূর্বে আযাব। আল্লাহই ভালো জানেন।

১১৫. মদীনাবাসীদের মধ্যে যেখানে একদিকে এ সব কট্টর মোনাফেক রয়েছে, যারা তাদের দুষ্টামি-নষ্টামি এবং অপরাধ গোপন করে তাতে অটল থাকে, সেখানে এমন কিছু মুসলমানও রয়েছে, যাদের দ্বারা মানুষ হিসাবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তারা তৎক্ষণাত লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার করে। তাদের ভালো মন্দ, নেক

www.icsbook.info

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করো,[১১৬] এটা তাদের পাক-সাফ করে দেবে, তা দিয়ে তুমি তাদের পরিশোধিত করে দেবে, তুমি তাদের জন্যে দোয়া করবে; কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্যে (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।[১১৭]

বদ সংমিশ্রিত। তাদের দোষ তো হচ্ছে, জেহাদের গণডাক আসার পরও তারা নবী করীম (স.)-এর সাথে তবুক যুদ্ধে যোগ দেয়নি। এ যোগ না দেয়ার জন্য পরবর্তীকালে মনে প্রাণে লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া, যাহেরী বাতেনী তাওবা করা এবং অন্যান্য নেক আমল করা, যেমন নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ও অন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা- এসব তাদের ভালো কাজের ফিরিস্তির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন। মোফাস্সেররা লিখেছেন, হযরত আবু লোবাবা এবং তাঁর কয়েকজন সহযাত্রীর প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরা নিছক অলসতা-আরামপ্রিয়তার কারণে তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, কিন্তু নবী করীম (স.) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার কথা জানতে পেরে এরা একান্ত লজ্জিত হয়ে নিজেদের মাসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখেন এবং কসম করে বলেন, নবী করীম (স.) এ অপরাধীদের ক্ষমা করে নিজ হাতে খুলে না দিলে তাঁরা এ স্তম্ভে বাঁধা থাকবেন। নবী করীম (স.) তাদের এ অবস্থা দেখে বলেন, খোদার কসম, আল্লাহ তাদের খুলে দেয়ার হুকুম না দিলে আমি খুলতে পারি না। অবশেষে এ আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী করীম (স.) তাদের বাঁধন খুলে দেন এবং তাদের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেন। কথিত আছে, বাঁধন খোলার পর তাওবার পরিপূরক হিসাবে তারা কিছু অর্থ নিয়ে সদকা করার জন্য নবী করীম (স.)-এর খেদমতে হাযির হন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়।

১১৬. মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) এখানে সদকার তরজমা করেছেন যাকাত, কিন্তু সদকা অর্থ যাকাত না করে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হলে ভালো হতো। যাকাত এবং নফল সদকা সবই এর অন্তর্ভুক্ত থাকতো। কারণ, অধিকাংশ বর্ণনামতে আয়াতটি সে সব লোকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা ক্ষমা করার পর তাওবার পরিপূরক হিসাবে সদকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থ এবং উপলক্ষের সাথে সম্পৃক্ত করার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। এ কারণে অতীত মনীষীরা যাকাত প্রসঙ্গেও আয়াতটি পেশ করেছেন।

১১৭. তাওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, অর্থাৎ গুনাহের জন্য আর পাকড়াও করা হয় না। অবশ্য গুনাহের ফলে রূহের ওপর যে পংকিলতা ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়, তা অবশিষ্ট থাকতে পারে। সদকা বিশেষ করে সাধারণ নেক কাজ দ্বারা তা দূর হয়। এ বিবেচনায় বলা যায়, সদকা গুনাহের প্রভাব থেকে পাক-সাফ করে এবং মালের বরকত বৃদ্ধি করে, আর যাকাতের আভিধানিক অর্থও হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া। সদকা করার একটা বড়ো ফায়দা হচ্ছে, নবী করীম

www.icsbook.info

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ

وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ

وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৪. তারা কি (এ কথাটা) জানে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।[১১৮] ১০৫. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন; অতপর মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে এমন এক সত্তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি দেখা-অদেখা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কোন্ ধরনের কাজ করছিলে,[১১৯]

(স.) সদকাদাতাকে দোয়া করতেন। এতে দাতার অন্তর প্রশস্ত ও প্রশান্ত হতো; বরং নবী করীম (স.)-এর দোয়ার বরকত তো দাতার সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত প্রসারিত হতো। ইমামদের মতে, কেউ সদকা নিয়ে আসলে নবীর ওয়ারিস হিসাবে তার জন্য ইমামুল মুসলেমীনের দোয়া করা শরীয়তসম্মত। অবশ্য জমহুর ইমামের মতে 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এটি নবীর জন্যে খাস।

১১৮. অর্থাৎ তাওবা এবং সদকা কবুল করা কেবল আল্লাহর এখতিয়ারে। কারণ কে মনের নিষ্ঠা এবং কবুল করার শর্ত পূরা করে তাওবা বা সদকা করেছে, তা কেবল তিনিই জানেন। আগে কিছু লোককে শাসানো হয়েছে। তাদের যাকাত গ্রহণ চিরতরে মওকুফ হয়েছে। মোনাফেকদের সদকা রদ করা হয়েছে। তাদের জন্য দোয়া এস্তেগফার করাও অর্থহীন আখ্যায়িত করা হয়েছে; বরং তাদের জানাযা পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে। এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের তাওবা কবুল করা হয়েছে এবং সদকা গ্রহণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর তাদের জন্য (জীবিত বা মৃত অবস্থায়) দোয়া করতে বলা হয়েছে।

১১৯. অর্থাৎ তাওবা ইত্যাদি দ্বারা অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে গেছে। তোমরা সততা-দৃঢ়তার কতোটা বাস্তব প্রমাণ পেশ করো, তা পরে দেখা যাবে। এ জেহাদে ত্রুটি হয়েছে, আগামীতে আরো জেহাদ হবে। তখন তোমরা কেমন আমল করো নবী করীম (স.) এবং খলীফাদের সম্মুখে তা পরীক্ষা করা হবে। অতপর আল্লাহর কাছে গিয়ে সব আমলের বিনিময় পাবে, কারণ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল আমল, যাহেরী কাজ এবং বাতেনী নিয়ত সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। প্রত্যেকের সাথে সত্যিকার অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করবেন।

www.icsbook.info

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ
وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৬. (তোমাদের মাঝে) আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে এখনো আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের আশা করা হচ্ছে, তিনি তাদের হয় শাস্তি দেবেন, না হয় তিনি তাদের ওপর দয়া পরবশ হবেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।[১২০] ১০৭. (মোনাফেকদের-) যারা মাসজিদে যেরার বানিয়েছে, (এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, (সর্বোপরি) আগে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি (সরবরাহ) করা; এরা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে (এটা) করিনি; আল্লাহ তায়ালা (নিজে) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা নিসন্দেহে মিথ্যাবাদী।[১২১]

১২০. এখানে মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে এখানে আর একটি ছোট্ট দলের উল্লেখ করেছেন। আসলে যারা তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন, তাদের মধ্যে তিন ধরনের লোক ছিলো। এক. মোনাফেক। এরা সন্দেহ আর মোনাফেকীর বশবর্তী হয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। দুই. কিছু মোমেন। যারা নিছক অলসতা-আরামপ্রিয়তার কারণে বিরত ছিলেন। এদের মধ্যে আবার দু'ধরনের লোক ছিলো। অধিকাংশ ছিলো সে সব লোক, যারা রসূলুল্লাহ (স.) ও মুসলিম বাহিনীর মদীনায় ফিরে আসার কথা জানতে পেরে নিজেদের মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। বিগত আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেবল তিন জনের একটি দল এমন ছিলেন, যারা নিজেদের খুঁটির সাথে বাঁধেননি, কোনো অজুহাতও দাঁড় করেননি। ঘটনা যা ঘটেছে এবং ভুল-ত্রুটি যা হয়ে গেছে সরল মনে তাতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি না করে নবী করীম (স.)-এর সম্মুখে হুবহু নিবেদন করেছেন। 'এবং অপর কয়েকজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল ....' এ আয়াত এদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আল্লাহর হুকুমের জন্যে তাদের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। তাদের শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করে দেয়া তাঁর ইচ্ছা। তিনি যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন। নবী করীম (স.) মুসলমানদের আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। উদ্দেশ্য তাদের শিক্ষাদান। দীর্ঘ ৫০ দিন ধরে এ অবস্থা অব্যাহত ছিলো। পরে তাদের ক্ষমা করা হয়। এসব ঘটনা এবং এদের তিন জনের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে পরবর্তী রুকুর শেষে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১২১. ইতিপূর্বে সে সব লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের দ্বারা বাহ্যত একটা খারাপ কাজ হয়ে গেছে, অর্থাৎ জেহাদ থেকে বিরত থাকা, কিন্তু তাদের আকীদা বিশ্বাস ঠিকই

www.icsbook.info

ছিলো এবং তারা অপরাধ স্বীকার করার বদৌলতে ক্ষমা পেয়েছে। এখানে এমন একদল লোকের কথা বলা হচ্ছে, যারা বাহ্যত ভালো কাজ করেছে (মাসজিদ নির্মাণ করেছে), কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ থাকায় তাদের সেই ভালো কাজও বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাটি ছিলো, নবী করীম (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে আসলে প্রথমে মদীনার বাইরে বনু আমর ইবনে আওফের মহল্লায় অবস্থান করেন। কয়েক দিন পর মদীনা শহরে প্রবেশ করে মাসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। যে মহল্লায় নবী করীম (স.) পূর্বে অবস্থান করে নামায আদায় করেন, সে মহল্লার লোকেরা সেখানে একটা মাসজিদ নির্মাণ করে। এ মাসজিদটি মাসজিদে কোবা নামে প্রসিদ্ধ। নবী করীম (স.) অধিকাংশ সময় শনিবার দিন সেখানে গমন করে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এর অনেক ফযীলত বয়ান করতেন।

কোনো কোনো মোনাফেক সে মাসজিদের কাছেই মাসজিদের নামে একটা গৃহ নির্মাণের ইচ্ছা করে। মাসজিদে কোবার বিপরীতে এ মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। একটা নতুন দল সৃষ্টি করে এবং অনেক সরলমনা মুসলমানকে মাসজিদে কোবা থেকে সরিয়ে সেখানে নিয়ে আসে। মূলত এ নাপাক পরিকল্পনার আসল উদ্যোক্তা ছিলো জনৈক আবু আমের রাহেব খাযরাজী। হিজরতের পূর্বে এ লোকটি খৃস্টান হয়ে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করে। মদীনা এবং আশপাশের লোকেরা বিশেষ করে খায্রাজ গোত্রের লোকেরা তার দরবেশীর ভক্ত হয়ে ওঠে এবং তাকে বেশ সম্মান করতে থাকে। নবী করীম (স.)-এর বরকতময় আগমনে মদীনায় ঈমান ও জ্ঞানের রবি উদিত হলে এ ধরনের দরবেশদের রহস্য উন্মোচিত হয়। সূর্যের আলোর সামনে মৃতপ্রায় চেরাগকে কে জিজ্ঞেস করে। আবু আমের তা দেখে জ্বলে-পুড়ে মরে। নবী করীম (স.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলেন, আমি যথার্থ মিল্লাতে ইবরাহিমী নিয়ে আগমন করেছি। সে বলে, আমি তো পুর্ব থেকেই এর ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, কিন্তু তুমি তো নিজের পক্ষ থেকে তাতে অনেক বিরোধী বস্তু প্রবেশ করিয়েছো। নবী করীম (স.) অনেক জোরের সাথে তার প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তার মুখ থেকে নির্গত হয়, যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তাকে দেশ থেকে দূরে নিসঙ্গ অসহায়ের মৃত্যু দান করুন। নবী করীম (স.) বললেন, আমীন- আল্লাহ এমনই করুন। বদর যুদ্ধে ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামের উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হলে হিংসুকরা চোখে অন্ধকার দেখে। আবু আমেরের টিকে থাকার সাধ্য ছিলো না। সে পলায়ন করে মক্কায় পৌঁছে। সেখানে মক্কার কাফেরদের নবী করীম (স.)-এর মোকাবেলায় দাঁড় করায়। ওহুদ যুদ্ধে কোরায়শের সাথে সেও যোগ দেয়।

মদীনার আনসাররা জাহেলী যুগে তার বিরাট ভক্ত ছিলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সে সামনে অগ্রসর হয়ে মদীনার আনসারদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখে। বোকা একথা বুঝতে পারেনি, নবী করীম (স.)-এর কর্মকান্ডের সামনে তার পুরাতন যাদু এখন কি আর চলতে পারে। যে আনসাররা আগে তাকে রাহেব-পাদ্রী বলে ডাকতেন, অবশেষে তারা জবাব দেন, হে আল্লাহর দুশমন ফাসেক, আল্লাহ কখনো তোমার চক্ষু শীতল না করুন। আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে আমরা কি তোমার সঙ্গে যোগ দেবো? আনসারদের হতাশাব্যঞ্জক জবাব পেয়ে তার কিছুটা সম্বিত ফিরে আসে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে শুরু করে, হে মোহাম্মদ (স.), ভবিষ্যতে যে জাতিই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমি সর্বদা তাদের সাথে থাকবো। তাই সে হোনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গী হয়ে

www.icsbook.info

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। ওহুদ যুদ্ধে তার দুষ্ট বুদ্ধির ফলে নবী করীম (স.) চক্ষু মোবারকে আঘাত পান। সে মুসলমান ও কাফের কোরায়শদের যুদ্ধ সারির মধ্যখানে গোপনে কিছু গর্ত খনন করায়। সেখানে নবী করীম (স.)-এর চেহারা মোবারক আহত এবং দান্দান মোবারক শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটে।

হোনায়নের যুদ্ধের পর আবু আমের বুঝতে পারে, এখন আরবের কোনো শক্তিই আর ইসলামের প্রতিরোধে সফল হতে পারবে না। তখন সে পলায়ন করে সিরিয়ায় চলে যায়। সেখান থেকে মদীনার মোনাফেকদের কাছে চিঠি লেখে, আমি রোম সম্রাট কায়সারের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। এ বাহিনী এক নিমেষে তার সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবে এবং মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে (নাউযু বিল্লাহ)। তোমরা এখন মাসজিদের নামে একটা ইমারত নির্মাণ করো, যেখানে নামাযের অজুহাতে সমবেত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে সব রকম ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শ করা যায়। আমার দূত এসে তোমাদের কাছে আমার পত্র ইত্যাদি পৌঁছাবে আর আমি নিজে আসলে অবস্থান এবং বৈঠকে বসার একটা উপযুক্ত জায়গাও হবে।

এ সব কুমতলব নিয়ে মাসজিদে যেরার নির্মাণ করা হয় এবং নবী করীম (স.)-এর সামনে অজুহাত দাঁড় করানো হয়, ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমাদের নিয়ত খারাপ নয়। বৃষ্টি-বাদল এবং ঠান্ডার দিনে অসুস্থ-অসমর্থ এবং নানা অসুবিধার লোকদের পক্ষে মাসজিদে কোবা পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এ কারণে এ মাসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে মুসল্লীদের সুবিধা হয় এবং মাসজিদে কোবায় স্থান সংকুলান না হওয়ার যে অভিযোগ আছে, তাও যাতে না থাকে। হুযুর একবার সেখানে গমন করে নামায আদায় করলে তা আমাদের জন্যে বরকত এবং সৌভাগ্যের কারণ হবে। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, নবী করীম (স.)-এর কর্মধারা দেখে কোনো কোনো সরলপ্রাণ মুসলমান ভালো ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের জালে জড়িয়ে পড়তে পারে। নবী করীম (স.) তখন তবুক যুদ্ধে গমন করার জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা হলে ফিরে আসার পর তাই হবে। নবী করীম (স.) তবুক থেকে ফিরে মদীনার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছালে হযরত জিবরাঈল (আ.) এ আয়াতগুলো নিয়ে আসেন। এতে মোনাফেকদের নাপাক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে মাসজিদে যেরারের রহস্য উন্মোচিত করা হয়েছে। নবী করীম (স.) হযরত মালেক ইবনে দোখেশাম এবং হযরত মা'আন ইবনে আদী (রা.)-কে নির্দেশ দেন, এ ইমারতটি (প্রতারণা করে যার নাম দেয়া হয়েছে মাসজিদ) ধসিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। তাঁরা তৎক্ষণাত নবী করীম (স.)-এর নির্দেশ পালন করেন এবং তাতে অগ্নি-সংযোগ করে ভস্ম করে ছাড়েন। এ ভাবে মোনাফেক এবং আবু আমের ফাসেকের সকল আশা পন্ড হয়। আবু আমের তার নিজের দোয়া এবং নবী করীম (স.)-এর আমীন অনুযায়ী সিরিয়ার কন্নুসুরীন নামক স্থানে নিসঙ্গ অবস্থায় শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'অতপর যালেম জাতির শেকড় কেটে ফেলা হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।' 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে' আয়াতে আবু আমের ফাসেককে বুঝানো হয়েছে।

www.icsbook.info

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن

تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ

بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

১০৮. তুমি (এবাদাতের উদ্দেশে কখনো) সেখানে দাঁড়াবে না- তোমার তো দাঁড়ানো উচিত সেখানে, যে মাসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা (ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজেরা সব সময় পাক-পবিত্র হওয়া পছন্দ করে; আর আল্লাহ তায়ালা তো পাক-সাফ লোকদেরই ভালোবাসেন।[১২২] ১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির ওপর- সে ব্যক্তি উত্তম, না যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে পতনোন্মুখ একটি গর্তের কিনারায় এবং যা তাকেসহ (অচিরেই) জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়বে;[১২৩]

১২২. অর্থাৎ যে মাসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নিছক হঠকারিতা, কুফরী-মোনাফেকী এবং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে, আপনি কখনো সেখানে নামাযের জন্যে দাঁড়াবেন না। আপনার নামাযের যোগ্য সেই মাসজিদ, প্রথম দিন থেকেই যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়া পরহেযগারীর ওপর (তা মাসজিদে নববী বা মাসজিদে কোবা যাই হোক না কেন)। তাতে যারা নামায আদায় করে, তারা গুনাহ, দুষ্টামি নষ্টামি এবং সকল প্রকার পংকিলতা থেকে নিজেদের যাহের বাতেন পাক সাফ রাখতে যত্নবান। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন। হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (স.) কোবাবাসীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তাহারাত- পাক-পবিত্রতায় এমন কি বিশেষ যত্ন নাও, যে জন্যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন? তারা বললেন, আমরা ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করি। অর্থাৎ যাহেরী-বাতেনী সাধারণ পবিত্রতা ছাড়াও তারা এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। এ থেকে প্রকাশ পায়, আয়াতে মাসজিদে কোবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'যে মাসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর' দ্বারা মাসজিদে নববী বুঝানো হয়েছে। আলেমরা এ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। আমি সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র ধারণা প্রকাশ করে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছি। এখানে তা আলোচনা করার অবকাশ নেই।

১২৩. অর্থাৎ, যে কাজের ভিত্তি তাকওয়া-খোদাভীতি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা অতি সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়। পক্ষান্তরে যে কাজের ভিত্তি সন্দেহ, মোনাফেকী, চক্রান্ত আর প্রতারণার ওপর, তা এতোই ক্ষণস্থায়ী, এতোই ঠুনকো এবং অশুভ পরিণামের বিচারে এমন যে, গর্তের কিনারে কোনো ইমারত নির্মাণ করলে যা হয়। একটুখানি মাটি হেললে বা পানির সামান্য আঘাত লাগলে গোটা ইমারত ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। অবশেষে তা দোযখে গিয়ে পৌঁছে।

www.icsbook.info

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ

إِلَّآ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ

وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ

بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

আল্লাহ তায়ালা যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।[১২৪] ১১০. ওরা যা বানিয়েছে তা হামেশাই তাদের অন্তরে একটি সন্দেহের বীজ হয়ে (আটকে) থাকবে, যে পর্যন্ত না ওদের অন্তরসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (তদ্দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে); আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২৫]

রুকূ ১৪

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই শর্তে, (বিনিময়ে) তাদের জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট থাকবে। এরা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, অতপর (এ জেহাদে কখনো কাফেরদের) তারা হত্যা করে, (কখনো আবার শত্রুর হাতে) তারা নিজেরা নিহত হয়। তার ওপর (এ) খাঁটি ওয়াদা (এর আগে) তাওরাত এবং ইনজীলেও করা হয়েছিলো, আর (এখন তা করা হচ্ছে) এ কোরআনে, (এই ওয়াদা পালন করা আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব দায়িত্ব); আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার কাজ (সম্পন্ন) করলে তাতে সুসংবাদ গ্রহণ করো, (কেননা) এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।[১২৬]

১২৪. অর্থাৎ, বাহ্যত কোনো নেক আমল করলেও (যেমন মাসজিদ নির্মাণ) যুলুম-না ইনসাফীর পরিণতিতে সে কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

১২৫. শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) 'রীবাতুন' শব্দের অর্থ করেছেন অনুরূপ সাদৃশ্য। নির্গলিত অর্থ মোনাফেকী। অর্থাৎ, সেই বদ কাজের প্রভাব এই হয়েছে, (মৃত্যু তাদের ছিন্নভিন্ন না করা পর্যন্ত) তাদের অন্তরে সর্বদা মোনাফেকী অটল থাকবে। বর্তমান সূরায় ইতিপূর্বে এ কথা বলা হয়েছে–

'পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার ভঙ্গ করেছে এবং তারা ছিলো মিথ্যাচারী।'

কোনো কোনো অনুবাদক' রীবাতুন' শব্দের অনুবাদ করেছেন খটকা লাগা। তখন আয়াতের অর্থ হবে, নাপাক উদ্দেশে তারা যে ইমারত নির্মাণ করেছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর

www.icsbook.info

নবীকে অবহিত করে তাদের সকল পংকিল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বিষয়টা সর্বদা তাদের অন্তরে খটকা লাগাচ্ছে, কাঁটার মতো বিঁধছে। হাফেয ইবনে কাসীরের মতে প্রথম তরজমাই শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

১২৬. এর চেয়ে বেশী লাভজনক তেজারত ও মহান কামিয়াবী আর কি হতে পারে যে, আমাদের তুচ্ছ জীবন এবং নশ্বর সম্পদের ক্রেতা হয়েছেন মহান আল্লাহ নিজেই। আমাদের জান-মাল মূলত তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই তার মালিক। সামান্য সম্পর্কের কারণে তাকে আমাদের বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্রয়-বিক্রয়ে জীবন পণ্যই হচ্ছে মুখ্য। আর জান্নাতের মতো উন্নত স্থানকে এ পণ্যের বিক্রয় মূল্য সাব্যস্ত করেছেন। এ জান্নাত হচ্ছে আমাদের জীবন পণ্যের ক্রেতা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। হাদীস শরীফে নবী করীম (স.) এরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন সব নেয়ামত থাকবে, যা মানুষের চক্ষু কখনো দেখেনি, কান তার বর্ণনা শোনেনি এবং অন্তরে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাও সৃষ্টি হয়নি। চিন্তা করার বিষয়, জান-মাল হচ্ছে নামকা ওয়াস্তেই আমাদের। তাকে জান্নাতের মূল্য, আল্লাহ তায়ালাকে ক্রেতা এবং আমাদের বিক্রেতা আখ্যায়িত করা, এ ক্ষুদ্র-তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে (মূলত তাও তাঁরই) জান্নাতের মতো অবিনশ্বর ও মূল্যবান বস্তু আমাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন–এ তাঁর অপার অনুগ্রহ, বিরাট দান। 'বিল জান্নাতে' না বলে 'বেআন্না লাহুমুল জান্নাত' বলায় এ পার্থক্যই প্রকাশ পায়। জনৈক কবির ভাষায়– 'অর্ধেক জান নিয়ে যান আর হাজার হাজার জান দান করেন, যা ধারণা-কল্পনায়ও আসে না, তাও তিনি দান করেন।'

উপরন্তু ব্যাপারটা এরকমও নয় যে, আমাদের জান-মাল ক্রয় করে নেয়া হয়েছে বলে তৎক্ষণাত তা থেকে আমাদের দখলচ্যুত হবে। কেবল এতোটুকুই কাম্য, যখন সময়-সুযোগ হবে, জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় পেশ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি নিন বা না নিন, দিতে কার্পণ্য করবে না, তাঁর কাছেই ফেলে রাখবে। এ জন্যেই বলেছেন–

'তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে, অতপর হত্যা করে এবং নিহত হয়।'

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল হাযির করাই উদ্দেশ্য। পরে মারুক আর মরুক, উভয় অবস্থায়ই বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে। নিশ্চিতভাবে মূল্য পাওয়ার যোগ্য হবে। কারো মনে খটকা জাগতে পারে, কারবার তো বেশ লাভজনক, বেশ উপকারী, কিন্তু মূল্য তো নগদ পাওয়া যায় না। 'বস্তুত তাওরাত, ইনজীল ও কোরআনে তিনি এ প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ' বলে তার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মূল্যের অর্থ মারা যাওয়ার কোনো আশংকা নেই। আল্লাহ তায়ালা অতি যত্ন আর গুরুত্ব সহকারে অত্যন্ত পাকা দলীল লিখে দিয়েছেন। এতে অন্যথা অসম্ভব। আল্লাহর চেয়েও সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী এবং পাকা ওয়াদার কি অন্য কেউ হতে পারে? না, কখনো না। সুতরাং তাঁর বাকীও অন্যদের নগদের চেয়ে হাজার গুণ পাকা ও উত্তম। স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাদের জীবন পণ্যের ক্রেতা, মোমেনদের জন্যে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? এ জন্যে তো তাদের গর্বিত হওয়া উচিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) যথার্থই বলেছেন, এ এমন এক বিক্রয়, যার পর বিক্রয় রহিতকরণের কোনো উপায়ই আমরা অবশিষ্ট রাখতে চাই না। আল্লাহ তায়ালা এমন মোমেনদের সাথে আমাদের মতো অক্ষমদেরও হাশর করুন, আমীন।

www.icsbook.info

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ
الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ
اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ
يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

১১২. (যারা আল্লাহর দরবারে) তাওবা করে, (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে, (তাঁর) প্রশংসা করে, (তাঁর জন্যে) রোযা রাখে,[১২৭] (তাঁর জন্যেই) রুকু-সাজদা করে, (যারা অন্যদের) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে,[১২৮] (সর্বোপরি যারা) আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত হালাল-হারামের) সীমা রক্ষা করে চলে; (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের সব) মোমেনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।[১২৯] ১১৩. নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্যে কখনো মাগফেরাতের দোয়া করবে, এমনকি যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, (বিশেষ করে) যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তারা (আসলেই) জাহান্নামের অধিবাসী।[১৩০]

১২৭. কেউ কেউ 'সায়েহুন'-এর তরজমা করেছেন রোযাদার। কারণ, রোযাদারও পানাহার ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রূহানী পর্যায়সমূহ ও ফেরেশতাসুলভ মাকাম অতিক্রম করে। কারো কারো মতে এ শব্দ দ্বারা মোহাজেরদের বুঝানো হয়েছে। যারা বাড়ী-ঘরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দারুল ইসলামে বসবাস অবলম্বন করেছেন। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মোজাহেদ। কারণ, মোজাহেদ নিজের জীবনের সাথে পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর রাস্তায় কোরবান হওয়ার জন্যে বের হয়। কারো কারো মতে এ শব্দ দ্বারা দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্রদের বুঝানো হয়েছে। কারণ, তারা দেশ-খেশ, আরাম-আয়েশ সব কিছু ত্যাগ করে এলমে দ্বীন হাসিল করার জন্যে বের হয়। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) এর যে তরজমা করেছেন, তাতে উক্ত সব অভিমতেরই অবকাশ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ অতীত মোফাস্সের এর অর্থ রোযাদারই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, সম্ভবত সম্পর্কহীনতার অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার সাথে দিল না লাগানো।

১২৮. অর্থাৎ, নিজেরা সংশোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও সংশোধন করে। যদিও তাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর এবাদাত এবং সৃষ্টিকুলের কল্যাণ।

১২৯. অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ভালো-মন্দের যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লংঘন করে না। সারকথা, শরীয়তের বিধানের বাইরে এক পা-ও ফেলে না। যে সব মোমেন জান-মালসহ আল্লাহর কাছে বিক্রি হয়েছে, এসব হচ্ছে তাদের গুণাবলী।

১৩০. মোমেনরা যখন জান-মালসহ আল্লাহর কাছে বিক্রি হয়েছে. তখন কেবল তাঁরই হয়ে থাকা উচিত। আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে ভালোবাসা ও অনুগ্রহের সম্পর্ক রাখবে না।

www.icsbook.info

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে মাগফেরাতের ব্যাপারটি একটি ওয়াদা পালন করা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, যা সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তার একার জন্যেই, কিন্তু যখন এ কথা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে সত্যি সত্যিই আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো; অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ।১৩১

আল্লাহর দুশমনরা যে জাহান্নামী, তাতো জানা কথা। আল্লাহর দুশমনরা তাদের পিতা-মাতা, চাচা-তাঐ, জ্ঞাতি-বন্ধু যে কেউই হোক না কেন, যে ব্যক্তি খোদাদ্রোহী এবং তাঁর দুশমন, সে মোমেনদের বন্ধু হতে পারে কি করে? সুতরাং যার সম্পর্কে জাহান্নামী বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তা ওহীর মাধ্যমে হোক বা প্রকাশ্য কুফর-শেরেক অবস্থায় তার মৃত্যু দ্বারা হোক, তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, আয়াতটি নবী করীম (স.)-এর আম্মা হযরত আমেনার প্রসঙ্গে, আবার কোনো কোনো হাদীসে দেখা যায়, নবী করীম (স.)-এর চাচা আবু তালেব প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেন, মুসলমানরা তাদের মোশরেক পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্যে দোয়ার ইচ্ছা করলে আয়াতটিতে তাদের নিষেধ করা হয়। শানে নুযুল যাই হোক না কেন, আয়াতে বলা হয়েছে, কুফর-শেরেক অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়, তাদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করা জায়েয নেই।

নবী করীম (স.)-এর পিতা-মাতা সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলাম নানা কথা বলেছেন। কেউ কেউ তাদের মোমেন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমাণ করার জন্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা মোহাদ্দেস এবং দার্শনিকসুলভ আলোচনাও করেছেন। এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখাই নিরাপদ উপায় হতে পারে। এমন নাযুক-স্পর্শ-কাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তিনি সব বিষয়ে যথার্থ ফয়সালা করবেন।

১৩১. সূরা মারইয়ামে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার এবং হঠকারিতা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিলে তিনি পিতা-মাতার সম্মান বজায় রেখে বলেন 'আপনাকে সালাম, আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।' (সূরা মারইয়াম: ৪৭) এ ওয়াদা অনুযায়ী তিনি নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অন্যত্র স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে-'এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করো।' এর অর্থ এ নয় যে, হযরত ইববরাহীম (আ.) একজন মোশরেকের শেরেকে অটল থাকা অবস্থায়ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন; বরং তার ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিলো তাকে তাওফীক দাও, যাতে শেরেক থেকে বের হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণ তার অপরাধ ক্ষমার কারণ হয়। রসূলুল্লাহ (স.)

www.icsbook.info

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا

يَتَّقُوْنَ ۭ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হেদায়াত দানের পর পুনরায় তিনি তাদের গোমরাহ করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের সুস্পষ্টভাবে (এ কথাটা) জানিয়ে দেয়া হয়, (কোন্ জিনিস থেকে) তাদের সাবধান থাকতে হবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।১৩২

এরশাদ করেন–'নিসন্দেহে ইসলাম অতীতের সব গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।' কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ক্ষমা প্রার্থনার বিষয় পাঠ করে কোনো কোনো সাহাবীর মনে নিজেদের মোশরেক পিতা-মাতার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার ভাব উদয় হলে আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলেন, ইবরাহীম (আ.) ওয়াদার ভিত্তিতে কেবল সে সময় পর্যন্ত তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, যখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট হয়নি যে, তাকে কুফর-শেরেক এবং আল্লাহর দুশমনীর অবস্থায় মরতে হবে। কারণ, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবা করে মুসলমান হওয়ার এবং ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। অতপর কুফর শেরেকের ওপর তার জীবনের অবসান ঘটলে স্পষ্ট হয়ে যায়, সে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকার মতো ছিলো না, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তার দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেন। তার জন্যে দোয়া-এস্তেগফার ইত্যাদি ত্যাগ করেন। প্রথমে কোমল মনে, স্নেহ আন্তরিকতা সহকারে দোয়া করতেন। তাওবা করার এবং শেরেক কুফর থেকে ফিরে আসার সকল সম্ভাবনা যখন দূর হয়ে গেলে তিনি পিতার কল্যাণ কামনা ত্যাগ করেন এবং পয়গম্বরসুলভ ধৈর্য-স্থৈর্য দ্বারা এ মর্মবিদারী পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠেন। হাদীস শরীফে আছে, হাশরের দিন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলবেন, পরওয়ারদেগার, তুমি ওয়াদা করেছো, আমাকে লজ্জিত করবে না, কিন্তু আমার পিতাকে সকলের সম্মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে এর চেয়ে বড়ো লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? তখন তার পিতার চেহারা বিকৃত হয়ে হায়েনার রূপ ধারণ করবে। আর ফেরেশতারা তাকে টানা-হেঁচড়া করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। সম্ভবত তা করা হবে এ জন্যে, যাতে লোকেরা তাকে চিনতে না পারে। কারণ, লজ্জিত করা চেনাশোনার ওপর নির্ভর করে। জাহান্নামে কি জিনিস নিক্ষেপ করা হলো যখন তার পরিচয়ই থাকবে না, তখন লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

১৩২. অর্থাৎ, যুক্তি-প্রমাণ সম্পন্ন করা এবং সত্য প্রকাশ করার পূর্বে আল্লাহ কাউকে গোমরাহ করেন না। গোমরাহী তো হচ্ছে, আল্লাহ স্পষ্ট বিধান বলে দেয়ার পর তা পালন না করা। এখানে যেন ইঙ্গিতে একথা বলে দেয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যারা মোশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, এ ব্যাপারে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, কিন্তু এখন নোটিশ পাওয়ার পর এমনটি করা গোমরাহী।

www.icsbook.info

إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ
وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ
قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

রুকু ১৫

১১৬. নিসন্দেহে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই; তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।[১৩৩] ১১৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ওপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মোহাজেরদের ওপর, আনসারদের ওপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার অনুগমন করেছিলো[১৩৪] তাদের (সবার) ওপর, এমনকি যখন তাদের একটি (ছোট্ট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো, অতপর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) এদের সবার ওপর দয়া করলেন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল,[১৩৫]

১৩৩. রাজত্ব যখন তাঁর, তখন কর্তৃত্বও তাঁরই চলবে। বিশাল জ্ঞান আর অসীম ক্ষমতাবলে আল্লাহ যে বিধান জারি করেন, বান্দার কাজ হচ্ছে বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে কারো তোয়াক্কা না করা। কারণ, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই কাজে আসার নয়।

১৩৪. 'সায়াতুল উসরাত' বা সংকটময় মুহূর্ত বলে তবুক যুদ্ধের সময় বুঝানো হয়েছে। এ যুদ্ধে কয়েক ধরনের সমস্যা সংকট একত্রিত হয়েছিলো। ভীষণ গরমের কাল, দীর্ঘপথ, খেজুর ঘরে তোলার মওসুম, সে কালের বৃহৎ রাজ্যশক্তির বিরুদ্ধে সৈন্যাভিজান, তদুপরি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের এমন অভাব ছিলো যে, দৈনিক একটা খেজুর দুজন সৈন্যকে ভাগ করে দেয়া হতো। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাও দাঁড়িয়েছিলো, বেশ কয়েকজন মোজাহেদ একটা খেজুর পর্যায়ক্রমে চুষে পানি পান করতেন। অতপর পানিরও অভাব দেখা দিলে উটের লাদা নিংড়ে পান করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। সওয়ারীর এমন আকাল ছিলো, দশ জন মোজাহেদ এক উটের পিঠে পালাক্রমে সওয়ার হয়ে পথ চলছিলেন। এ আত্মত্যাগ আর আত্ম-উৎসর্গের প্রেরণাই মুষ্টিমেয় জনসমষ্টিকে সমগ্র বিশ্বের ওপর বিজয়ী করেছে।

১৩৫. নবী করীম (স.)-এর ওপর আল্লাহর মেহেরবানী বেশুমার। তাঁর বরকতে মোহাজের-আনসারদের ওপরও আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি ও মেহেরবানী হয়েছে। তিনি তাদের ঈমান এবং আল্লাহ তায়ালার মারেফাতের জ্ঞানে ধন্য করেছেন। নবী করীম (স.)-এর অনুসরণ, জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বিরাট বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার সাহস এবং তাওফীক দান করেছেন। অতপর এমন বিপদের সময়– যখন বিপদ-মসিবতের ঘনঘটা দেখে কোনো কোনো মোমেনের হৃৎ-কম্পন দেখা দেয়, এমন কি নবী করীম (স.)-এর সাহচর্য থেকে দূরে সরে দাঁড়াবারও

www.icsbook.info

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ
اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. সে তিন ব্যক্তির ওপরও (আল্লাহ তায়ালা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত মুলতবি করে রাখা হয়েছিলো[১৩৬] (তাদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছলো); যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকুচিত হয়ে গেলো, (এমনকি) তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে পড়লো, তারা (এ কথা) উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো, (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে; অতপর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন যেন তারা (তাওবা করে) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১৩৭]

আশংকা দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা পুন মেহেরবানী করেন, এহেন বিপদ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে তাদের রক্ষা করেন। মোমেনদের সাহস সুদৃঢ় এবং সংকল্প সমুন্নত করেন।

১৩৬. তিন ব্যক্তি– কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনুর রবী' নিষ্ঠাবান মোমেন হওয়া সত্ত্বেও কোনো শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়াই নিছক আরামপ্রিয়তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনায় তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। নবী করীম (স.) তবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে এরা মোনাফেকদের মতো মিথ্যা ওযর পেশ করেননি, অন্য সাহাবীদের মতো নিজেদের খুঁটির সাথে বেঁধেও রাখেননি; বরং প্রকৃত ঘটনা স্পষ্টভাবে নবী করীম (স.)-এর খেদমতে খুলে বলেন। নিজেদের ক্রটি আর দুর্বলতার কথাও প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। ফল হয়েছে, মোনাফেকদের তরফ থেকে চক্ষু ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে তাদের বাতেন আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়। যারা নিজেদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন তাদের তাওবা কবুল করা হয়। শিক্ষাদানের জন্য এ তিন জনের ফায়সালা কিছুদিনের জন্য মুলতবি রাখা হয়। পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এদের তাওবা কবুল করা হয়। 'খুল্লেফু' বা পেছনে রেখে যাওয়ার এ মর্মকথাই বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে স্বয়ং কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণনায়।

১৩৭. এ তিনজনের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) তাঁর ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাঁর ঘটনা সহীহ বোখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এখানে তার কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তবুক অভিযান ছিলো অত্যন্ত কঠিন এবং দূরতিক্রম্য। নবী (স.) সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী সকলে সফরের সামানপত্র সংগ্রহে নিয়োজিত হয়, কিন্তু আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত-নির্বিকার। ভাবছি যখন খুশী যোগ দেবো। কারণ, তখন আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার কাছে সফরের সব উপকরণই ছিলো। আমার কাছে দুটো সওয়ারী ছিলো। এ জন্যে

www.icsbook.info

আমার মনে কোনো চিন্তা ছিলো না। এদিকে নবী করীম (স.) তিরিশ হাজার মোজাহেদকে রওয়ানার নির্দেশ দেন। আমার তখনো ধারণা ছিলো, নবী করীম করীম (স.) রওয়ানা হয়েছেন তাতে কি? পরবর্তী মনযিলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবো। আজ-কাল করতে করতে সময় কেটে যায়। তিনি তবুক পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন, 'কা'ব ইবনে মালেকের কি হয়েছে?' বনু সালামার এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরামপ্রিয়তা আর অহংকার তাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়নি। হযরত মোয়ায্ ইবনে জাবাল (রা.) বললেন, তুমি অত্যন্ত খারাপ আপত্তিকর কথা বলেছো। আল্লাহর কসম, আমরা তার মধ্যে ভালো ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি। এসব কথাবার্তা শুনে নবী করীম (স.) চুপ থাকেন।

হযরত কা'ব বলেন, নবী করীম (স.) তবুকের উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়ি। গোটা মদীনায় পাক্কা মোনাফেক এবং অক্ষম মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ আমার চোখে পড়তো না। যাই হোক, তখন মনে নানা চিন্তা জাগে। তাঁর সামনে অমুক অমুক ওযর পেশ করে জান বাঁচাবো বলে ঠিক করি, কিন্তু যখন জানতে পারলাম, নবী করীম (স.) নিরাপদে ফিরে এসেছেন, তখন মন থেকে সকল মিথ্যা প্রতারণা মুছে যায়। ঠিক করি, সত্য ছাড়া অন্য কিছু নবী করীম (স.)-এর দরবারে আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না।

তবুক থেকে ফিরে নবী করীম (স.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ছিলো সাহাবাদের সমাবেশ। মোনাফেকরা মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে বাহ্যিক পাকড়াও থেকে অব্যাহতি লাভ করছিলো। এমন সময় আমি নবী করীম (স.)-এর সামনে হাযির হই। আমি সালাম জানালে তিনি ক্রোধমিশ্রিত মৃদু হাসেন এবং আমার তবুক অভিযানে অনুপস্থিত থাকার কারণ জানতে চাইলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন আমি দুনিয়ার অন্য কোনো মানুষের সামনে উপস্থিত হলে বাকচাতুর্যে মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে কিভাবে নিজেকে সাফ সাফ রক্ষা করতাম, আপনি তা দেখতে পেতেন, কিন্তু এখানে তো ঘটনা এমন এক পবিত্র সত্তার সাথে, আমি মিথ্যা বলে তাঁকে রাযি করিয়ে নিলেও একটু পরেই আল্লাহ তাঁকে আসল ঘটনা জানিয়ে আমার ব্যাপারে নারায করে দেবেন। পক্ষান্তরে সত্য বলার কারণে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার ক্রোধ বরদাশ্ত করতে হলেও আশা করি আল্লাহর পক্ষ হতে এর পরিণাম শুভ হবে। শেষ পর্যন্ত সত্য বলাই আমাকে আল্লাহ এবং রসূলের ক্রোধ থেকে নাজাত দেবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসল ঘটনা হচ্ছে, আমার অনুপস্থিত থাকার মতো কোনো ওযর ছিলো না। যখন আপনার সঙ্গে গমন করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই, তখনকার চাইতে বেশী প্রাচুর্য, বেশী সামর্থ ইতিপূর্বে কখনো আমার ভাগ্যে জোটেনি। আমি অপরাধী। আমার সম্পর্কে আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সে এখতিয়ার আপনার রয়েছে। নবী করীম (স.) বললেন, লোকটি সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা যাও এবং খোদায়ী ফয়সালার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি উঠে চলে আসলাম।

পরে অনুসন্ধানে জানতে পারলাম, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারা ইবনুর রবী'ও আমারই মতো। আমাদের তিন জন সম্পর্কে নবী করীম (স.) হুকুম দিলেন– কেউ যেন আমাদের সাথে কথা না বলে। সকলেই যেন দূরে থাকে। তদনুযায়ী কোনো মুসলমান আমাদের সাথে কথা বলতো না, সালামের জবাবও দিতো না। তারা দুজন গৃহকোণে অন্তরীণ হয়ে সব সময় কান্নাকাটি করতে থাকে। আমি কিছুটা শক্ত-সমর্থ ছিলাম। মাসজিদে নামাযের জন্যে হাযির হতাম। নবী করীম (স.)-কে সালাম দিয়ে দেখতাম, জবাবে তাঁর ঠোঁট মোবারক

www.icsbook.info

নড়াচড়া করে কি-না। আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। বিশেষ বিশেষ আত্মীয়-স্বজন এবং বিশিষ্ট বন্ধুরাও আমাকে বয়কট করে। এ পরিস্থিতিতে একদিন জনৈক ব্যক্তি আমাকে গাসসান বাদশাহর পত্র পৌঁছায়। পত্রে আমার বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করে আমাকে সে দেশে গমন করার আহ্বান জানিয়ে সেখানে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার কথাও উল্লেখ করা হয়। আমি পত্র পাঠ করে বললাম, এতো আর একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা। অবশেষে সে পত্র আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী করীম (স.)-এর দরবার থেকে নতুন নির্দেশ আসে, আমাকে স্ত্রী থেকেও দূরে থাকতে হবে। সুতরাং স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত সেখানেই তাকে থাকতে বলি। আমার সবচেয়ে বড়ো চিন্তা ছিলো, এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে নবী করীম (স.) তো আমার জানাযাও পড়বেন না। আর খোদা না করুন, যদি এ অবস্থায় নবী করীম (স.)-এর ওফাত হয়, তবে মুসলমানরা তো আমার সঙ্গে এ আচরণই করবে। কেউ আমার মৃতদেহের কাছেও আসবে না।

মোট কথা, আমার পঞ্চাশ দিন এ অবস্থায় কাটে, আল্লাহর বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। বরং আমার গোটা জীবনকালই সংকীর্ণ হয়ে দেখা দেয়। মৃত্যুর চাইতে জীবন কঠিন মনে হয়। এ সময় হঠাৎ একদিন সালা' পর্বত থেকে আওয়ায আসে, হে কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো, সন্তুষ্ট হও। আমি এ আওয়ায শোনামাত্রই সেজদায় লুটিয়ে পড়ি। জানতে পারি, শেষ রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (স.)-কে জানান হয় যে, আমাদের তাওবা কবুল হয়েছে। নবী (স.) ফজরের নামাযের পর এ সম্পর্কে সাহাবা কেরামকে অবহিত করেন। জনৈক সওয়ার আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য ছুটে যায়, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি পাহাড়ে আরোহণ করে সজোরে চিৎকার করে। তার আওয়ায আরোহীর আগে আমার কানে পৌঁছে। আমি গায়ের কাপড় খুলে তাকে দান করি, অতপর নবী করীম (স.)-এর খেদমতে হাযির হই। লোকেরা দলে দলে এসে আমাকে মোবারকবাদ জানাতে থাকে। মোহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত তালহা (রা.) দাঁড়িয়ে আমার সাথে মোসাফাহা করেন। নবী করীম (স.)-এর চেহারা খুশীতে চাঁদের মতো উজ্জল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন। আমি আরয করলাম, এ তাওবার পরিশিষ্ট, আমার বিষয়-সম্পত্তি, টাকা পয়সা সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় সদকা করছি। নবী করীম (স.) বললেন, সবটা নয়, নিজের জন্যে কিছু রাখা উচিত। তদনুযায়ী আমি খায়বারের অংশ আলাদা করে বাকী সবটুকু সদকা করে দেই। যেহেতু কেবল সত্য বলার কারণে আমি নাজাত পেয়েছি, তাই প্রতিজ্ঞা করি, ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটুক না কেন, কখনো মিথ্যা বলবো না। এ প্রতিজ্ঞার পর আমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, আমি সত্য বলতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইনি এবং যতোদিন বেঁচে থাকবো সত্য কখনো বিচলিত হবো না।

বর্তমান আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ তিন জনের প্রতি আল্লাহর প্রথম মেহেরবানী তো ছিলো যেন এই, আল্লাহ তাঁদের ঈমান-এখলাস দান করেছেন, মোনাফেকী থেকে রক্ষা করেছেন। আর এখন নতুন মেহেরবানী এই করেছেন, তাদের তাওবায়ে নুসূহ (খালেস তাওবা)-এর তাওফীক দান করেছেন। নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেছেন।

www.icsbook.info

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (হামেশা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।[১৩৮] ১২০. মদীনার (মূল) অধিবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈন (আরব)-দের জন্যে এটা সংগত ছিলো না যে, তারা আল্লাহ তায়ালার রসূলের (সহগামী না হয়ে) পেছনে থেকে যাবে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করবে;[১৩৯] (আসলে) এটা এ জন্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া– (তা তাদের নেক আমলের মধ্যেই শামিল হবে, তাছাড়া) এমন কোনো স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় কাফেরদের তাদের ওপর ক্রোধ আসবে এবং শত্রুদের কাছ থেকেও (মোকাবেলার সময়) তারা কিছু (সম্পদ) লাভ করবে, (মূলত) এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্যে নেক আমল লেখা হবে;

১৩৮. অর্থাৎ, সত্যবাদীদের সংসর্গে থাকবে এবং তাদের মতো কাজ করবে। দেখে নাও, এরা তিন জন সত্যের বদৌলতে ক্ষমা পেয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাকবুল বা গৃহীত হয়েছে। মোনাফেকরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর ভয় মন থেকে বের করে ফেলেছে। ফলে তারা সর্বনিম্নস্তরে পতিত হয়েছে।

১৩৯. অর্থাৎ, নবী করীম (স.) কষ্ট করবেন আর আমরা আরামে বসে কাটাবো, এমন তো হওয়া উচিত নয়। হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবু খায়সামা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যান। নবী করীম (স.) রওয়ানা হওয়ার পর বাগানে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিলো আরামদায়ক ছায়া। সুন্দরী বধূ সামনে ছিলো। বধূ পানি ছিটিয়ে মাটি খুব ঠান্ডা করে বিছানা পেতে দেয়। তর-তাজা খেজুর সামনে হাযির করে। ঠান্ডা মিষ্টি পানি আনে। এ সব বিলাসের উপকরণ দেখে আবু খায়সামার অন্তরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। বলে, তুচ্ছ আমার জীবন। আমি তো মনোরম ছায়া, শীতল পানি এবং আনন্দ উদ্যানের মজা লুটছি, আর আল্লাহর প্রিয় রসূল (স.) এমন কঠিন লু-হাওয়া, ভীষণ গরম ও তৃষ্ণা নিয়ে পাহাড় প্রান্তর অতিক্রম করছেন। মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তিনি সওয়ারী তলব করেন। ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নবী করীম (স.)-এর পদাংক অনুসরণ করে বের হয়ে পড়েন। দমকা হাওয়ার বেগে তার উষ্ট্রী ছুটে চলে। শেষ পর্যন্ত সৈন্য দলে গিয়ে মিলিত হন। বালির স্তূপ অতিক্রম করে কে যেন ছুটে আসছে। নবী করীম (স.) দূর থেকে দেখে বলেন, 'আবু খায়সামা হয়ে যাও।' একটু পরেই আবু খায়সামাকে সকলে দেখতে পায়। আল্লাহ তাঁর এবং সকল সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আর সাহাবীরাও সন্তুষ্ট থাকুন আল্লাহর প্রতি।

www.icsbook.info

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا
كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেক লোকদের কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না,১৪০ ১২১. (এভাবেই) তারা (আল্লাহর পথে) যা খরচ করে (তা পরিমাণে) কম হোক কিংবা বেশী- (তা বিনষ্ট হয় না) এবং যদি তারা (আল্লাহর উদ্দেশে) কোনো প্রান্তর অতিক্রম করে চলে, তাও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ হবে,১৪১ যাতে করে তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু করে এসেছে, (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার চাইতে উত্তম পুরস্কার তাদের দিতে পারেন।১৪২ ১২২. মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।১৪৩

১৪০. অর্থাৎ, এসব কাজের অধিকাংশই হচ্ছে এখতিয়ার বহির্ভূত (যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা পাওয়া বা কষ্ট লাগা)। তা সত্ত্বেও জেহাদের নিয়তের বরকতে এসব ইচ্ছা বহির্ভূত কাজের মোকাবেলায় নেক আমল তাদের পুণ্যের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যে জন্যে আল্লাহ নেক বিনিময় দেবেন।

১৪১. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে অর্থ ব্যয় করা বা মাঠ ময়দান অতিক্রম করা স্বয়ং নেক আমল এবং ইচ্ছাধীন কাজ। এ কারণে এখানে 'ইল্লা কুতেবা লাহুম' বলা হয়েছে। বিগত আয়াতের মতো 'ইল্লা কুতেবা লাহুম বিহী আমালুন সালেহুন' বলা হয়নি। এ সম্পর্কে তাফসীরে ইবনে কাসীরে আলোচনা রয়েছে।

১৪২. অর্থাৎ, তিনি উত্তম কাজের উত্তম বিনিময় দেবেন।

১৪৩. বিগত কয়েক রুকুতে জেহাদে বের হওয়ার ফযীলত এবং বের না হওয়ার কারণে তিরস্কার করা হয়েছে। এতে কেউ মনে করে বসতে পারে, সব সময় সব জেহাদে সকল মুসলমানের অংশ গ্রহণ করা ফরযে আইন। এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে, এটা সব সময় জরুরী নয়, সব মুসলমান একই সঙ্গে জেহাদের জন্য বের হবে, এটা ঠিকও নয়। সকল দল আর গোত্র থেকে কিছু লোক বের হওয়াই সমীচীন। অন্যরা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে নিরত থাকবে। এখন নবী করীম (স.) নিজে জেহাদের জন্যে বের হলে প্রতিটি দল ও গোত্র থেকে যেসব লোক তাঁর সাথে বের হবে। তারা নবী করীম (স.)-এর সোহবত-সংসর্গে থেকে অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে দ্বীন এবং দ্বীনের বিধানের জ্ঞান লাভ করবে, ফিরে এসে অতিরিক্ত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্যদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করবে। ধরে নেয়া যাক, নবী করীম (স.) নিজে যদি মদীনায় অবস্থান করেন, তবে যারা জেহাদে অংশ

www.icsbook.info

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا
فِيْكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ
فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

রুকু ১৬.

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের (সীমান্তের) কাছাকাছি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,[১৪৪] (এমনভাবে যুদ্ধ করো) যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়;[১৪৫] (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) মোত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন।[১৪৬] ১২৪. যখন কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয় তখন এদের কিছু লোক এসে (বিদ্রূপের ভাষায়) জিজ্ঞেস করে, এ (সূরা) তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে! (তোমরা বলো, হাঁ) যারা (সত্যি আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, এ সূরা (অবশ্যই) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং (এর ফলে) তারা আনন্দিতও হয়েছে। ১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ (সূরা তাদের মধ্যে আগের জমে থাকা) নাপাকীর সাথে আরো (কিছু নতুন) নাপাকী (যুক্ত করে) দিয়েছে এবং তারা (এ নাপাকী ও) কাফের অবস্থায় মারা যাবে।[১৪৭]

গ্রহণ করেননি, তারা নবী করীম (স.)-এর খেদমতে থেকে দ্বীনের বিষয় শিক্ষা লাভ করবেন। মোজাহিদদের অনুপস্থিতিতে ওহী এবং মা'রেফাতের যেসব বিষয় শিখবেন, মোজাহিদরা ফিরে আসার পর সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আরবী বাক্য-বিন্যাস রীতি অনুযায়ী আয়াতের শব্দমালায় উভয় অর্থ সন্নিবিষ্ট রয়েছে। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী দ্রষ্টব্য)।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, প্রত্যেক কাওমের মধ্য থেকে কিছু লোক নবী করীম (স.)-এর সোহবতে থাকা উচিত, যাতে তারা এলমে দ্বীন শিক্ষা করে অন্যদের শিক্ষা দিতে পারে। এখন নবী করীম (স.) দুনিয়ায় নেই, কিন্তু এলমে দ্বীন এবং ওলামা বর্তমান আছে। এলেম হাসিল করা ফরযে কেফায়া, জেহাদও ফরযে কেফায়া। অবশ্য কখনো ইমাম বা নেতার পক্ষ থেকে 'গণডাক' আসলে ফরযে আইন হয়ে যায়। তবুকে এ পরিস্থিতি ছিলো। এ কারণে যারা পেছনে ছিলো, তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হয়, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন। (বিশ্বজোড়া আজ উম্মতের যে অবস্থা, তাতে মোশারেক ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে জেহাদকে কিছুতেই ফরযে কেফায়া বলা যাবে না। জেহাদ এখন ফরযে আইন। –সম্পাদক)

আবু হাইয়ানের মতে আয়াতটি জেহাদের জন্যে নয়, এলেম তলব করার জন্যে। জেহাদ এবং এলেম তলবের মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে, উভয়েরই আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হয়। উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের পুনরুজ্জীবন, দ্বীনকে বুলন্দ করা, ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। একটিতে তরবারি দ্বারা আর অন্যটিতে যবান ইত্যাদি দ্বারা।

www.icsbook.info

১৪৪. জেহাদ ফরযে কেফায়া। স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী যেসব কাফের মুসলমানদের নিকটতর, প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হবে, পরে তাদের নিকটবর্তীদের বিরুদ্ধে। এভাবে পর্যায়ক্রমে জেহাদের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। নবী করীম (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এ পর্যায়ক্রম অনুযায়ী জেহাদ করেছেন। প্রতিরোধমূলক জেহাদেও ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদরা পর্যায়ক্রমিক এ বিন্যাস বজায় রেখেছেন। কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর কাফেররা হামলা করলে সেখানকার মুসলমানদের ওপর প্রতিরোধ ওয়াজিব। তারা যথেষ্ট না হলে বা অলসতা করলে যারা তাদের নিকটতর, তাদের ওপর জেহাদ ওয়াজিব। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের নিকটতরদের ওপর ওয়াজিব। এভাবে প্রয়োজন হলেপর্যায়ক্রমে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত জেহাদ ওয়াজিব হতে থাকবে।

১৪৫. মোমেনের শান তো হচ্ছে, তারা ভাইয়ের ব্যাপারে কোমল এবং আল্লাহ ও রসূলের দুশমনদের ব্যাপারে কঠিন-কঠোর হবে। এতে মোমেনদের কোমলতা শিথিলতা দেখে কাফেররা মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পাবে না। মোমেনদের এ স্বভাব বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন– 'তারা মোমেনদের ব্যাপারে কোমল আর কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর।' (সূরা মায়েদা : ৫৪)–'আর যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তারা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।' (আল ফাত্হ্: ২৯)– 'কাফের-মোনাফেকদের সাথে জেহাদ করো এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হও।' (সূরা তাওবা: ৭৩) হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (স.) বলেছেন–'আমি বেশী হাসি, আমি বেশী লড়াই করি।'

১৪৬. অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ভয় করে, কোনো কাফের জাতিকে তাদের ভয় করার এবং তাদের সামনে নত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মুসলমানরা যতোদিন এবং যে পরিমাণ আল্লাহকে ভয় করেছে, ততোদিন সেই পরিমাণ কাফেরদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছে। আল্লাহ আমাদের অন্তরে তাঁর ভয় সৃষ্টি করুন।

১৪৭. কোরআন মজীদের কোনো সূরা নাযিল হলে মোনাফেকরা পরস্পরে একে অপরকে বা কোনো কোনো সরলমনা মুসলমানকে উপহাস করে বলতো, কি সাব, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে? তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এ সূরায় এমন কি-ই বা আর রয়েছে? (নাউযু বিল্লাহ)। এতে এমন কি তত্ত্ব-তথ্য রয়েছে, যা ঈমান-একীন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে বলেন, আল্লাহর কালাম শুনে মোমেনদের ঈমানে নিসন্দেহে সজীবতা আসে, তরক্কী হয়, অন্তর তৃপ্ত ও প্রসারিত হয়। অবশ্য যাদের অন্তরে কুফরী-মোনাফেকীর ব্যাধি আর পংকিলতা রয়েছে, তাদের ব্যাধি ও পংকিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। এমন কি এ ব্যাধি তাদের প্রাণও কেড়ে নেয়। 'বৃষ্টির কোমল ধারায় কোনো ব্যতিক্রম নেই। বাগানে ফুল ফোটে আর লবণাক্ত ভূমিতে জন্মে ঘাস।'

হযরত শাহ সাহেব (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কালাম যে মুসলমানের মনের শংকার অনুকূল হতো, সে খুশী হয়ে বলতো, সোবহানাল্লাহ! এ আয়াত আমার ঈমান-একীন আরো বৃদ্ধি করেছে। তেমনিভাবে কোনো সূরায় মোনাফেকদের গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হলে তারা লজ্জায় অধোবদন হয়ে বলতো, নিসন্দেহে এ কালাম আমাদের ঈমান-একীন বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু যেহেতু খুশী হয়ে নয়, বরং লজ্জা-অপমান অপনোদনের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলতো, এ কারণে ভবিষ্যতে তাওবা করে মনে-প্রাণে সত্য গ্রহণ করার তাওফীক তাদের হতো না। তাওফীক হতো না সত্যের অনুসরণ করার; বরং নিজেদের দোষ গোপন করার চিন্তা তাদের আরো বেশী করে পেয়ে বসতো। এ হচ্ছে পংকিলতার ওপর পংকিলতা। দোষী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে উপদেশ শুনে নিজেকে সংশোধন করা, উপদেশদাতার কাছে দোষ গোপন করা নয়।

www.icsbook.info

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ
وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

১২৬. তারা কি দেখতে পায় না, প্রতিবছর তাদের কিভাবে (বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে) একবার কিংবা দুবার বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, এরপরও তারা তাওবা করে না এবং (এ বিপর্যয় থেকে) তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।[১৪৮] ১২৭. আর যখনি কোনো নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তারা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে (ইশারায় একে অপরকে জিজ্ঞেস করে); 'কেউ কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছে?' অতপর তারা (হেদায়াত থেকে) ফিরে যায়;[১৪৯] আর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে এভাবেই (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা কিছু অনুধাবন করে না।[১৫০] ১২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে,[১৫১] তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তার ওপর

১৪৮. অর্থাৎ, প্রতি বছর এ মোনাফেকদের অন্তত দু একবার পরীক্ষা এবং বিপদে ফেলা হয়। যেমন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ইত্যাদি আসমান-যমীনী বিপদে ফেলা হয়, অথবা নবী করীম করীম (স.)-এর যবানীতে তাদের মোনাফেকী প্রকাশ্যে প্রচার করে তাদের লজ্জিত করা হয়, অথবা যুদ্ধ-জেহাদের সময় তাদের কাপুরুষতা ও বাতেনী অন্ধকার উন্মোচিত করা হয়, কিন্তু তারা এমনই নির্লজ্জ ও বদবাতেন সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোড়ার আঘাত খেয়েও তাদের পরিবর্তন হয় না। অতীতের ভুল-ত্রুটির জন্যে তাওবা করে না, ভবিষ্যতের জন্যেও উপদেশ গ্রহণ করে না।

১৪৯. যখন ওহী নাযিল হতো এবং মোনাফেকরা মজলিসে উপস্থিত থাকতো, তখন আল্লাহর কালাম শুনতে তাদের বেশ কষ্ট হতো। বিশেষ করে যেসব আয়াতে তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হতো। তখন তারা একে অপরের দিকে আড় চোখে ইঙ্গিত করতো এবং এদিক-সেদিক তাকাতো। কোনো মুসলমান তো আমাদের পরখ করছে না? অতপর চোখ ফাঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি মজলিস থেকে কেটে পড়তো।

১৫০. অর্থাৎ তারা নবী করীম (স.)-এর মজলিস থেকে কি ফিরবে, আল্লাহ তাদের অন্তরকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অজ্ঞতা আর বোকামির দরুন ঈমানের কথা, জ্ঞানের কথা বুঝতে ও গ্রহণ করতে চাইতো না।

১৫১. যাঁর বংশ-মর্যাদা, স্বভাব-চরিত্র এবং আমানত-দিয়ানত সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে অবগত রয়েছো।

www.icsbook.info

مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا

فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

দুঃসহ[১৫২] (বোঝার মতো), সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী,[১৫৩] ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।[১৫৪] ১২৯. এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের (একচ্ছত্র) অধিপতি।[১৫৫]

১৫২. যে জিনিসে তোমাদের কষ্ট হয়, তাঁর কাছে সে জিনিস অত্যন্ত কঠিন। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তিনি এটাই চান, যাতে উম্মতের জন্যে সহজ হয়, দুনিয়া-আখেরাতের আযাব থেকে উম্মত যেন নিরাপদ থাকে। এ কারণে তিনি যে দ্বীন উপস্থাপন করেছেন, তাও অতি সহজ এবং কোমল। তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপদেশ দিতেন–'তোমরা সহজ করবে, কঠিন করবে না।'

১৫৩. অর্থাৎ, তোমাদের কল্যাণ কামনা এবং উপকার সাধনের বিশেষ উৎকণ্ঠা রসূলুল্লাহ (স.)-এর অন্তরে রয়েছে। মানুষ জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে। তিনি তাদের কোমর ধরে সেদিক থেকে দূরে সরাচ্ছেন। আল্লাহর বান্দারা সত্যিকার মঙ্গল কল্যাণে ধন্য হোক–এটাই তাঁর একান্ত কামনা, এ জন্যই তাঁর সব চেষ্টা-সাধনা। জেহাদ ইত্যাদির উদ্দেশ্যও রক্তপাত নয়; বরং একান্ত বাধ্য হয়ে কঠিন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানব জাতির বিষাক্ত অঙ্গ কেটে রোগজীবাণু ধ্বংস করে উম্মতের সাধারণ মেযাজ সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় বহাল রাখাই হচ্ছে জেহাদের উদ্দেশ্য।

১৫৪. তিনি যখন বিশ্বের জন্য এতোই কল্যাণকামী, তখন ঈমানদারদের জন্য কতোটা অনুগ্রহশীল ও দয়াপরবশ হতে পারেন, তা তো স্পষ্টই বুঝা যায়।

১৫৫. লোকেরা আপনার মহান দয়া, কল্যাণ কামনা এবং অন্তর্জ্বালার কোনো কদর না করলে আপনাকে কোনো পরোয়া করতে হবে না। সারা বিশ্বও যদি আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ একাই আপনার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কারো বন্দেগী হতে পারে না, কারো ওপর নির্ভর করা যায় না। কারণ, আসমান-যমীনের রাজত্ব এবং আরশে আযীম তথা তখতে শাহানশাহীর মালিক তিনিই। সকল কল্যাণ-অকল্যাণ, হেদায়াত আর গোমরাহী তাঁরই হাতে নিহিত রয়েছে।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে–'হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলায়হে তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল আরশিল আযীম' পাঠ করবে, আল্লাহ তার সকল শোক-দুঃখে সহায় হবেন। আরশের আযমত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে তাফসীরে রূহুল মাআনীতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

সূরা তাওবা সমাপ্ত

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স-এর
উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ

কোরআন শরীফ

- কোরআন শরীফ (তেলাওয়াতের কোরআন)
- আমার শখের কোরআন মাজীদ (চার কালার)
- কোরআন মাজীদ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ
- কোরআনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ
- কোরআনের অভিধান (বাংলা)

তাফসীরগ্রন্থ

- তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন (২২ খণ্ড)
- তাফসীর ইবনে কাছীর
- তাফসীরে ওসমানী
- আসান তাফসীর (আমপারা)
- কোরআনের সাথে পথ চলা

সীরাতগ্রন্থ

- আর রাহীকুল মাখতূম
- সীরাতে ইবনে কাছীর
- তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর

অন্যান্য

- শহীদে মেহরাব
- শেফা ও রহমত
- খোতবাতে মোহাম্মদী
- আমার মোনাজাত
- শুধু তোমাকে চাই
- বিস্ময়কর গ্রন্থ আল কোরআন
- ইসলামী আন্দোলন সংকট ও সম্ভাবনা
- মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ফতোয়া ইউসুফ আল কারদাওয়ী
- মনীষীদের কোরআন গবেষণা
- আমপারা
- পাঞ্জে সুরা
- কোরআনের পাতায় সন্ত্রাস ও জেহাদ
- কোরআনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
- হালাল হারাম ও আদেশ নিষেধ
- ছগিরা কবিরা গুনাহ ও জান্নাত জাহান্নাম
- আহছানুল কাছাছ
- কোরআনের পাতায় নারীর অধিকার
- প্রিয় নবীর চল্লিশটি হাদীস
- সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান
- মুক্তো দিয়ে গেঁথেছি মালা
- হাজার সাল পহলে
- মুসলিম ইতিহাসের গৌরবগাথা
- স্বর্ণযুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ
- মা'য়ালেম ফীত্ তরীক
- কোরআনের পাতায় 'আল্লাযীনা আমানু'
- জান্নাতের মানচিত্র
- জিবরাঈলের জবানবন্দী

কিশোর সিরিজ

- বেলাল হাবসী (রা.)
- সোহায়ব রুমী (র.)
- সালমান ফারসী (র.)
- কোরআন পরিচিতি
- হাদিস পরিচিতি
- আদব কায়দা
- আল্লাহর সাথে পরিচয়
- আমার নেতা তোমার নেতা
- প্রিয়নবী (স.)
- ১০০ ছড়া
- যদি এমন হতো
- আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যে
- সকলি তোমার দান
- সিদ্ধান্ত করার এখনি সময়
- সৌভাগ্যবান মানুষের গল্প
- হতভাগ্যবান মানুষের গল্প

আরো অনেক বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে

www.icsbook.info